এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-১: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা

প্রশ্ন ▶১ রফিক সিডরে মারা যাওয়ায় তার পরিবার অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় রফিকের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলে না। এমন কি স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতারও শিকার হচ্ছে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সংসারের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। *[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮ ▮ প্রশ্ন নং ১; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রফিকের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক হলেন শার্লট টোলে।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। এ আলোয় আলোকিত মানুষ যে কোনো ধরনের অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে নিয়োজিত হয়। শিক্ষা মানুষকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত রফিকের পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতার মতো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত। এ চাহিদার অপূরণ থেকে বিভিন্ন রকমের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের রফিকের পরিবার সে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।

উদ্দীপকের রফিক সিডরে মারা গেছে। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় তার মৃত্যুতে পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রফিক মারা যাবার পর তার সন্তানরা কোনোরকমে জীবনধারণ করলেও লেখাপড়া করতে পারছে না। অথচ শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হলে নিরক্ষরতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। আবার স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যারও অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সংসারের ব্যয়ভার মেটাতে রফিকের পরিবারের সদস্যরা হিমশিম খাচ্ছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করার জন্য অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ বাড়ে। তাই বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে রফিকের পরিবারে ওপরে আলোচিত সমস্যা দেখা দেবে।

ঘ উদ্দীপকে রফিকের পরিবারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যার কথা উঠে এসেছে যেগুলো মোকাবিলায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম রয়েছে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার। বাংলাদেশ সরকার নাগরিকের এ অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সরকারিভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ; মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক খাতে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আওতায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে (প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি) ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে নিরক্ষরতা ছাড়াও রফিকের পরিবারে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যাও লক্ষ করা যায়। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫১,০৮২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা ও উপজেলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন এ ক্যাপসুল সপ্তাহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চালু আছে। এ খাতে সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন ভাতা বাবদ ২৩,৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶২ বিগত বছরে হাওর অঞ্চলে অকাল বন্যায় কৃষকের প্রধান ফসল ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস বন্ধ থাকে। জরুরি চিকিৎসা সেবায়ও সংকট দেখা দেয়। আয়-রোজগার না থাকায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত করতে পারেনি। *[ব. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮ ▮ প্রশ্ন নং ১; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. 'Common Human Needs' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১

খ. শিক্ষাকে কেন মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুপস্থিত মানবজীবনের মৌল মানবিক চাহিদার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন সমাজকর্মী শার্লট টোলে 'Common Human Needs' গ্রন্থটি রচনা করেন।

Teachingbd24.com

খ সামাজিকভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষকে যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় শিক্ষা তার অন্যতম। তাই একে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। এটি মনুষ্যত্ব অর্জনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাই পারে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠন, মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। এ কারণে শিক্ষাকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বস্ত্র, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

সমাজে বাস করার জন্য মানুষকে কিছু চাহিদা পূরণ করতে হয়। এগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। এসব চাহিদা পূরণ ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে থাকা বা উন্নত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। এগুলো হলো— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা। এর মধ্যে উদ্দীপকে তিনটি চাহিদার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হাওর অঞ্চলের বন্যায় মানুষের ফসলহানি ঘটেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস বন্ধ থাকছে, চিকিৎসাসেবায় সংকট দেখা দিয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা ঘরবাড়ি মেরামত করতে পারছে না। কিন্তু খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান ছাড়াও মানুষের আরো কিছু মৌল মানবিক চাহিদা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো বস্ত্র। এটি দৈনন্দিন প্রয়োজনের বিষয় ছাড়াও সভ্যতার অন্যতম প্রতীক। বস্ত্র ছাড়া কোনো মানুষ সভ্য সমাজে থাকতে পারে না। আবার চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। সুস্থ বিনোদন মানুষকে কাজ করার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। এর অভাবে মানুষ স্বাভাবিক কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ইদানীং সামাজিক নিরাপত্তাকেও মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা (বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি) পাওয়ার অধিকার আছে। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা এবং চিত্তবিনোদন—এ মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর ইঙ্গিত অনুপস্থিত।

ঘ উদ্দীপকে অনুপস্থিত মৌল মানবিক চাহিদা অর্থাৎ বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা ও চিত্তবিনোদনের তাৎপর্য অপরিসীম।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষের জন্য এসব চাহিদা পূরণ হওয়া জরুরি।

বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। সভ্যতার সূচনা থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বস্ত্র ছাড়া কোনো মানুষ সমাজে বাস করতে পারে না এবং এর অভাবে তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। বস্ত্র লজ্জা নিবারণ ছাড়াও মানুষকে অতি শৈত্য বা উষ্ণতা এবং নানা ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করে। আবার খাদ্য যেমন দেহের বৃদ্ধি ঘটায়, তেমনি চিত্তবিনোদন মানুষের মনের খোরাক জোগায়। এর ফলে কাজে উদ্দীপনা আসে। কাজের ব্যস্ততার কারণে মানুষের জীবন মাঝে মাঝে একঘেয়ে হয়ে ওঠে। তখন চিত্তবিনোদনমূলক কাজ মানুষের মনকে চাঙ্গা করে। ক্লান্তি দূর করে কাজের প্রেরণা জোগায়। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই নয় শিশু, কিশোরদের ক্ষেত্রেও চিত্তবিনোদনের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

যান্ত্রিক ও ভোগবাদী এই যুগে মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতির পরিমাণ অনেকটাই কমে এসেছে। তাই অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমানে এটি মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মাধ্যমে বেকার, প্রতিবন্ধী, বিধবা, এতিম, প্রবীণসহ অসহায় ও দুস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে পরিবর্তন আসছে। তাই সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় বস্ত্র, সামাজিক নিরাপত্তা ও চিত্তবিনোদন মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৩ পঞ্চগড়ের সফিকুলের নাম দেশবাসীর মুখে মুখে। কারণ সে এবার ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অথচ কখনও দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাবার পায়নি। এক কাপড়ে কেটেছে, অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়েছে বার বার। পরিবারের ছয় সদস্য নিয়ে গাদাগাদি করে জরাজীর্ণ ঘরে সে রাত কাটাতো। অবশ্য পরিবারটি 'দশ টাকা কেজি চাল' কর্মসূচির আওতায় ছিল। আর এর মধ্যেই সফিকুল স্বপ্ন দেখতো সে ডাক্তার হবে, অসুস্থ মাকে সুস্থ করে তুলবে, সাথে সাথে গ্রামবাসীর সেবা করবে।

[চা; রা; কু; সি; য; বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ. বস্ত্রকে কেন মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে সফিকুল কোন চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচি কি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক মানবিক চাহিদা ছয়টি; যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন।

খ মানুষের পক্ষে বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ কারণে বস্ত্রকে মানবিক চাহিদা বলা হয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মানবিক চাহিদা। সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মানবিক বা সামাজিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্র এ ধরনেরই একটি চাহিদা। বস্ত্র ছাড়া মানুষের পক্ষে সভ্য সমাজে থাকা সম্ভব নয়। পোশাক একদিকে লজ্জা নিবারণ করে মানুষকে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে শীত ও গরম এবং নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।

গ উদ্দীপকের সফিকুল মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখেছে।

একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাই হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকা যায় না।

প্রখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে তার 'Common Human Needs' গ্রন্থে ছয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন। সমাজে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই ছয়টি চাহিদা পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। উদ্দীপকের সফিকুল কিছুদিন আগেও এই মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। পর্যাপ্ত খাবার না পাওয়া, মায়ের চিকিৎসা করায় ব্যর্থতা, জরাজীর্ণ ঘরে গাদাগাদি করে বাস করা— এসব থেকে সফিকুলের আগের অবস্থা অনুমান করা যায়। কিন্তু বর্তমানে সে মেধাতালিকায় স্থান করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে তার সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সফিকুল এখন ডাক্তার হয়ে সংসারের দারিদ্র্য দূর করতে পারবে। মা ও গ্রামবাসীর চিকিৎসা করতে পারবে। সে পরিবারের সবার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, ভালো পোশাক এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও করতে পারবে। অর্থাৎ সফিকুল মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারবে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা খাদ্যের অভাব পূরণে সরকারের 'দশ টাকা কেজি চাল' কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে কেবল এই কর্মসূচিটি যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি আরও পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালনে সরকারকে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন প্রতিটি খাতেই সরকারকে গুরুত্ব দিতে হবে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি রয়েছে। 'দশ টাকা কেজি চাল' এ ধরনেরই একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির ফলে উদ্দীপকের সফিকুলের পরিবারের মতো অনেক দরিদ্র পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো— এই কর্মসূচিটি কেবল খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ অন্য মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও আরও কর্মসূচি প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষা ও চিকিৎসা খাতে স্বল্প ব্যয়ে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া সাধারণ মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাসস্থান সমস্যার সমাধানে প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদি ব্যবস্থাও করা উচিত। উপরের আলোচনা থেক তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত "দশ টাকা চাল" কর্মসূচি মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪ জাহিদ হাসান স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে গ্রামে বসবাস করতেন। কিন্তু গ্রামে আয়ের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় কাজের সন্ধানে তিনি শহরে যান এবং রিকশা চালিয়ে সংসার চালান। তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে সংসারের সবার খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বাসার পাশেই সরকারি প্রাইমারি স্কুল থাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করান। কিন্তু স্বল্প আয়ের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারেন না এবং অবসর সময় কাটানোর জন্য একটি টিভিও কিনে দিতে পারেন না। তবে বস্তি এলাকায় বাস করলেও ঘরে থাকতে তাদের খুব একটি অসুবিধা হয় না।

[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১; সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১]

ক. মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসানের পরিবার কী কী মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জাহিদ হাসান এবং তার পরিবার যে সকল চাহিদা পূরণ করতে পারছে তা যথার্থ কিনা? তোমার মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের জাহিদ হাসানের পরিবার বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

একজন মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। এসব চাহিদার সবগুলো পূরণ না হলে মানুষের পক্ষে সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এ ধরনের তিনটি চাহিদা, যা থেকে জাহিদ হাসানের পরিবার বঞ্চিত হচ্ছে। জাহিদ হাসান দারিদ্র্যের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না। অথচ বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এটি একদিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। এ চাহিদা ঠিকমতো পূরণ না হলে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করা যায় না। বস্ত্রের পাশাপাশি জাহিদ হাসানের পরিবার চিকিৎসা ও বিনোদনের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে না। অথচ অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুস্থ জীবনের জন্য বিনোদনও অতি প্রয়োজনীয়। কারণ চিত্তবিনোদন হলো মনের খোরাক। এটি মানুষকে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। জাহিদ হাসানের পরিবার ওপরে উল্লেখ করা তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

ঘ উদ্দীপকের জাহিদ হাসান এবং তার পরিবার খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে পারছে। তবে আমি মনে করি, এই চাহিদা পূরণ যথাযথভাবে হচ্ছে না।

সমাজে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদাই পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোনো একটি চাহিদা পূরণ না হলে জীবনযাত্রায় অসঙ্গতি দেখা যায়। ফলে সভ্য সমাজে ভালোভাবে বসবাস করা সম্ভব হয় না। জাহিদ হাসানের পরিবারে তিনটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হলেও তা যথেষ্ট নয়।

জাহিদ হাসান তার উপার্জন দিয়ে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বাড়ির পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থাও করেছেন। তাছাড়া বস্তি এলাকায় থাকলেও তার বাসস্থানের চাহিদাও আপাতদৃষ্টিতে পূরণ হচ্ছে। তবে এখানে লক্ষণীয় হচ্ছে, তিনি অপর তিনটি চাহিদা অর্থাৎ বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদনের ব্যবস্থা কার্যত করতে পারছেন না। এর প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। জাহিদ হাসান পরিবারের যে তিনটি চাহিদা পূরণ করতে পারছেন সেগুলোও তেমন মানসম্পন্ন নয়। অর্থাৎ এই চাহিদাগুলোও তার পরিবারে কোনো রকমে পূরণ হচ্ছে। ভালো খাবার বা থাকার স্থান তাদের নেই। জাহিদ হাসান ভবিষ্যতে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় কতটুকু বহন করতে পারবেন তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ।

পরিশেষে বলা যায়, জাহিদ হাসানের পরিবারে তিনটি চাহিদা পূরণ হচ্ছে যা যথার্থ নয়।

প্রশ্ন ▶ ৫ সুমন আট সন্তানের জনক। পরিবারের সবাইকে নিয়ে একটি ছোট ঘরে বাস করে। অর্থাভাবে সে তার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। সেই সাথে পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না। এমনকি তার পরিবারে আনন্দ-উৎসব করার মতো কোনো ব্যবস্থাও নেই। *[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ১; শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর নাম লেখো। ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদার একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমনের পরিবারের অবস্থা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন।

https://teachingbd24.com

খ মৌল মানবিক চাহিদার একটি তাৎপর্য হলো এগুলো পূরণের মাধ্যমে মানুষ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

সমাজে মানুষের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের বিকল্প নেই। কেননা, এ চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমেই কেবল মানুষ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবনমানের উন্নয়নে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ভূমিকা রাখে। এছাড়া, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন তার মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সম্পন্ন করে।

গ উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের অবস্থা বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতাকে নির্দেশ করে।

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরকম দুটি কারণ হলো- অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য। কোনো রাষ্ট্রের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। আবার দারিদ্র্যও এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। সুমন আট সন্তানের জনক অর্থাৎ তার পরিবার অনেক বড়। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সুমন সবার জন্য বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি মৌল মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করতে পারছে না। এক্ষেত্রে দারিদ্র্যও অন্যতম অন্তরায়। কারণ সুমনের আর্থিক অবস্থা যদি শক্তিশালী হতো তাহলে হয়তো আট সন্তান সত্ত্বেও পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারত। আর্থিক সামর্থ্য না থাকা এবং পরিবার বেশি বড় হওয়া-এ দুই সমস্যার কারণে সুমন তার পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সুমনের পরিবারের অবস্থা বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা জনসংখ্যাধিক্য দারিদ্র্যকে নির্দেশ করছে।

ঘ সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমাজে মানুষের স্বাভাবিকভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, নিরক্ষরতার মতো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের সুমনের দশ সদস্যের বিশাল পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থায় তার পরিবারে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তার সন্তানেরা নিরক্ষর বা অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া অভাবের জেরে তার পরিবারের সদস্যরা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে যেকোনো পরিবারেই উল্লিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হলে পরিবারগুলোতে মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগের অভাবে নিরক্ষরতা দেখা দেয় যা আবার পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যাধিক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানামুখী সংকট তৈরি করে। এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে সুমনের মতো পরিবার নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

প্রশ্ন ▶৬ জামান সাহেব বিত্তশালী ব্যক্তি। গাড়ি বাড়ি সব কিছুই আছে। দুই ছেলেমেয়েকে তিনি ভালো স্কুলে পড়ান। তিনি ছেলেমেয়েদের সব চাহিদাই পূরণ করেন, কিন্তু তাদের খেলাধুলা, টিভি দেখা একদম পছন্দ করেন না। জামান সাহেব ছেলেমেয়ে দুটিকে পড়াশোনা নিয়ে এত চাপের মধ্যে রাখেন যে তারা ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. *'Common Human Needs'* গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মানুষকে পরিপূর্ণ হিসেবে গড়ে তুলতে 'শিক্ষা' কীভাবে ভূমিকা রাখে? ২

গ. উদ্দীপকের ছেলেমেয়েদের কোন মানবিক চাহিদার ঘাটতি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে কে ভূমিকা রাখতে পারবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক *'Common Human Needs'* গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত মার্কিন সমাজকর্মী শার্লট টোলে।

খ শিক্ষা আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের ধারণা সুস্পষ্ট হয়। শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ সব অন্যায় থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে নিয়োজিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এ ছাড়া শিক্ষা সৎ গুণাবলি চর্চায় উৎসাহিত করে। এভাবে শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের জামান সাহেবের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা চিত্তবিনোদনের অভাব রয়েছে।

চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। প্রতিটি মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের সুষ্ঠু মানসিক বিকাশের জন্য চিত্তবিনোদনের কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা, টিভি দেখা বা গল্প করার মতো বিনোদনমূলক কাজ শিশুর মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। চিত্তবিনোদনের অভাব হলে শিশুদের মনে নেমে আসে অবসাদ।

উদ্দীপকের ধনাঢ্য ব্যক্তি জামান সাহেব তার ছেলেমেয়েদের সব চাহিদাই পূরণ করেন। কিন্তু তাদের টিভি দেখা ও খেলাধুলা মোটেই পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তিনি তার ছেলেমেয়েদেরকে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছেন। এর নেতিবাচক প্রভাবের কথাও উদ্দীপকে বলা হয়েছে। জামান সাহেবের ছেলেমেয়ে দুটি পড়াশোনার চাপে এবং চিত্তবিনোদনের অভাবে অবসাদে আক্রান্ত হয়। এমনকি এক পর্যায়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ বাধাধরা জীবনের একঘেয়েমি ও অবসাদ দূর করতে শিশু দুটির চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন থাকলেও তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে ক্লান্তি তাদের শরীর ও মনকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছেলেমেয়েদের অন্যতম মানবিক চাহিদা চিত্ত বিনোদনের ঘাটতি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

যেকোনো সামাজিক সমস্যার সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। কোনো মানুষকে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুললে সে সাধারণত নিজ থেকেই তা সমাধানে সক্ষম হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে একজন সমাজকর্মীর লক্ষ্য হবে জামান সাহেবকে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

Teachingbd24.com

জামান সাহেব বিত্তশালী হলেও দৃশ্যত তিনি ছেলেমেয়েদের জন্য চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন সম্পর্কে জানেন না। এজন্যই সন্তানদের অন্য সব চাহিদা পূরণ করলেও চিত্তবিনোদন থেকে বঞ্চিত করেন। এ রকম ক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। তিনি জামান সাহেবকে বোঝাতে পারেন, তার সন্তানদের অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য চিত্তবিনোদনের অভাবই দায়ী। তার কাছে অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদার মতো বিনোদনের গুরুত্বের বিষয়টি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সমাজকর্মী জামান সাহেবকে বোঝাতে সক্ষম হলে তিনি ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য তাদের চিত্তবিনোদনের অভাব পূরণে সচেষ্ট হবেন বলে আশা করা যায়। সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, একজন সমাজকর্মীই অভিভাবককে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ কানাইপুর এলাকাটি এখনো অনগ্রসর এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারণ এখানকার রাস্তাঘাট, হাটবাজার, অবকাঠামোগুলো যেমন অনুন্নত তেমনি এলাকার বাসিন্দাদের রয়েছে শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড অনীহা। তারা এখনো অলৌকিকতায় বিশ্বাসী বলে শারীরিক অসুস্থতায় ঝাড়ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্রই একমাত্র সম্বল। কাজের পরিবর্তে তারা অদৃষ্টের উপরই বেশি নির্ভরশীল থাকে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন সমাজবিজ্ঞানী মৌল মানবিক চাহিদাকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে বাসস্থান পরিস্থিতির ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে মৌল মানবিক চাহিদাকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে বাসস্থান পরিস্থিতি খুব একটা ভাল নয়।

নিরাপদে বসবাসের জন্য বাস্থানের বিকল্প নেই। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসস্থান সংকট বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা শহরের প্রায় ২৫% মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, পরিবার প্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৯ জন, শহরে ৪.৮ এবং গ্রামে ৪.৯ জন। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার বাসস্থান সংকট কমিয়ে আনতে পূর্বাঞ্চল এলাকায় বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

গ উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা পূরণের পথে অনেক অন্তরায় লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা, দরিদ্রতা, বেকারত্ব প্রভৃতি। বর্তমানে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭) এবং এদেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, অসচেতনতা, শিক্ষার সহজলভ্যতা প্রভৃতি কারণে মৌলিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার চাহিদা পূরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কানাইপুর নামক অনগ্রসর একটি গ্রামে শিক্ষার চরম সংকটের কারণে কুসংস্কার, ভুল চিকিৎসা, অলৌকিকতায় বিশ্বাস প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। শিক্ষা মানুষকে আধুনিক করে তোলে এবং আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়তা করে। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার অভাবে নিরক্ষর ও অজ্ঞ থেকে যায়। বাংলাদেশে খাদ্য সংকট থাকায় মানুষ শিক্ষার দিকে নজর দিতে পারছে না। অন্যান্য মৌলিক চাহিদা বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি চাহিদা অপূরণীয় থাকায় শিক্ষার প্রতি নজর দিতে পারছে না। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, গৃহ ও বস্তিসমস্যা প্রভৃতি শিক্ষার চাহিদা পূরণকে প্রভাবিত করে। আর শিক্ষার অভাব নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বৃদ্ধি করায় সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তেমনি উদ্দীপকের কানাইপুর গ্রামে শিক্ষা সংকট থাকায় নানারকম সমস্যা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা পূরণের পথে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে সমাজকর্মী ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব, কুসংস্কারে বিশ্বাস, অসচেতনতা প্রভৃতি শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করছে। সমাজকর্মী তার দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে এসব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ মানুষকে পরিবার পরিকল্পনা, আধুনিক চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করতে পারে। এ জন্য লিফলেট, সচেতনতামূলক বিভিন্ন বিজ্ঞাপন, ডকুমেন্টারি প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকের কানাইপুর গ্রামে শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার ও ভুল চিকিৎসার প্রচলন রয়েছে। এর পেছনে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাসহ সামগ্রিক অবস্থা দায়ী। একজন সমাজকর্মী জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের শিক্ষাও প্রয়োগ করতে পারে। শিক্ষার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারে। এতে মানুষ তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়মুখী করবে। শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা চালাতে পারে একজন সমাজকর্মী। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সমাজকর্মী কাজ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নে কাজ করতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের মৌল চাহিদা শিক্ষা পূরণে সমাজকর্মী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর জনাব 'ক' বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার কমলাপুর, গাবতলী, বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে তিনি দেখতে পান, অসংখ্য শিশু স্টেশনে রাত্রিযাপন করে। তাদের পরনে ছেঁড়া, ময়লা কাপড়। মন ভাল করার জন্য T.V, সিনেমা ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা নেই। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. শিশু কারা? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ২টি মৌল মানবিক চাহিদার উল্লেখ আছে, যা থেকে শিশুরা বঞ্চিত— চাহিদা দু'টির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের শিশুরা যে দুটি মৌল মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত তা হলো বস্ত্র ও বাসস্থান।

মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো বস্ত্র। বস্ত্র মানুষের একদিকে মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। কেননা এ চাহিদা ছাড়া মানুষের পক্ষে সমাজে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বস্ত্র একদিকে যেমন লজ্জা নিবারণ করে সমাজে বাঁচতে সাহায্য করে অন্যদিকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক আঘাত, বিভিন্ন রোগ থেকেও রক্ষা করে থাকে। আবার, বাসস্থান মানুষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। পরিবার কাঠামো গড়ে ওঠার পটভূমি হলো বাসস্থান। এটি সমাজের ভিত্তি। সেই সাথে এটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করার একটি মাধ্যম। বাসস্থানের কারণেই মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মানুষ কর্মক্ষেত্র থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নিজ আবাসস্থলে ফিরে আসে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন, সামাজিক নিরাপত্তা, আপদকালীন সহায়তা, গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মানুষ বাসস্থান গড়ে তোলে।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশে এসে কমলাপুর, গাবতলী, বিমানবন্দর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে দেখেন যে অসংখ্য শিশু স্টেশনে রাত কাটায়। তাদের পরনে ছেঁড়া, ময়লা কাপড়। এতে বোঝা যায়, এ শিশুরা বাসস্থান ও বস্ত্রের চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো বস্ত্র, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদন। বালাদেশে এসব চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি আশানুরূপ নয়।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। এগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তাবিনোদন। উদ্দীপকে দেখা যায়, অসংখ্য শিশু রাতে বিভিন্ন স্টেশনে ঘুমায়। তাদের পরনে ছেঁড়া ও ময়লা কাপড়। মন ভালো করার জন্য তাদের টিভি সিনেমার ব্যবস্থাও নাই। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকের শিশুদের বাসস্থান, বস্ত্র ও চিত্তবিনোদনের অভাব রয়েছে।

বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। কিন্তু বাংলাদেশে বাসস্থানের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রতিবছর সাড়ে তিন লাখ বসতবাড়ির প্রয়োজন কিন্তু সে তুলনায় বাসস্থান বাড়ছে না। এক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে বাসস্থানের সংকট বেশি। আবার ঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বহু মানুষ গৃহহারা হচ্ছে। এ মানুষগুলো মাথা গোঁজার জন্য শহরে চলে আসছে। এতে শহরে বাসস্থান সমস্যা আরও বাড়ছে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী ঢাকাতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করে। আমাদের আরেকটি মৌলিক মানবিক চাহিদা হলো বস্ত্র। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক কারণে এদেশের সব শ্রেণি পেশার মানুষের পক্ষে এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদনও কম। এজন্য প্রতিবছর বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ কাপড় আমদানি করতে হয়। এছাড়া চিত্তবিনোদনও মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশ চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। বিশেষ করে বেসরকারি অনেক স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা ও বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে যা দেশের বিনোদনের ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়েছে। এছাড়া দেশে খেলাধুলার বিকাশ ঘটেছে এবং পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটেছে বিনোদনের অন্যতম উৎস।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে এদেশের ইঙ্গিতকৃত বাসস্থান ও বস্ত্রের চাহিদার ঘাটতি থাকলেও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ ভূমিহীন কৃষক রফিক মিয়ার সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকে। অর্থাভাবে তিনি তার পরিবারের ৬ সদস্যের মুখে তিন বেলা খাবার যোগাতে পারে না। পাশাপাশি তিনি তার ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেনি। আবার তিনি তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে পারেননি। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মৌলিক চাহিদা কী? ১

খ. সামাজিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের রফিক মিয়ার পরিবারে কোন কোন চাহিদা পূরণ হচ্ছে না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চাহিদাগুলো পূরণের পথে অন্তরায়/বাধাগুলো আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বেঁচে থাকা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ হওয়া প্রয়োজন তাই মৌলিক চাহিদা।

খ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সামাজিক জীবন যাপনের জন্য যে চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া অপরিহার্য সেগুলোকেই সামাজিক চাহিদা বলা হয়।

সামাজিক জীবনে স্বাভাবিকভাবে চলা এবং উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য মানুষের কিছু চাহিদা যেমন- বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন, নিরাপত্তা প্রভৃতি পূরণ হওয়া জরুরি। মানুষের এই চাহিদাগুলোই সামাজিক চাহিদা। এগুলোকে মানবিক চাহিদাও বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রফিক মিয়ার পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

সাধারণত মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত বিষয়।

উদ্দীপকে রফিক মিয়ার পরিবারে খাবারের অপ্রতুলতা, অভাবের কারণে সন্তানদের স্কুলে না পাঠানো, জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে না পারার বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এ বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী বলা যায়, রফিক মিয়ার পরিবারে খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক মিয়ার মতো পরিবারগুলোর মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারার একাধিক অন্তরায় লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে সব সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। বাড়তি জনসংখ্যার কারণে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে এখনও অনেক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের কারণে তারা ন্যূনতম মৌল চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে দুর্যোগপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে প্রায়ই আঘাত হানে। সেই সাথে বেকার সমস্যা ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার দেশে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে অধিকাংশ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশের ৭০-৮০ ভাগ লোক এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল, অথচ তাদের চাষাবাদ পদ্ধতি অনুন্নত। এর ফলে প্রত্যাশিত ফলন না পাওয়ায় মৌল চাহিদা পূরণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের হার অনেক বেশি। ফলে দরিদ্র লোকজন ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এছাড়াও দ্রব্যমূল্য

Teachingbd24.com

বৃদ্ধির কারণে নিম্ন আয়ের লোকজনের জীবনযাপন অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে। কেননা, দ্রব্যমূল্য বাড়লেও মানুষের আয় আশানুরূপ হারে বাড়ে না। সর্বোপরি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব এবং শহরে লোকসংখ্যার চাপ বেশি হওয়ার ফলে ভূমিহীন কৃষক রফিকের পরিবারের মতো পরিবারগুলোতে মৌল চাহিদা পূরণ করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ রীমা বাবা-মায়ের সাথে মিরপুরে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। তার চার ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। তার বাবা তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার ও সুন্দর পোশাকের ব্যবস্থা করেন। অবসরে সবাই মিলে বেড়াতে যান, গল্প-গুজব করেন। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. মানবিক চাহিদা কী? ১

খ. 'চিত্তবিনোদন একটি মৌলমানধিক চাহিদা' বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে রীমার কোন মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের বর্ণনা অনুপস্থিত? ৩

ঘ. উক্ত অনুপস্থিত চাহিদাটি অন্য চাহিদাকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের চাহিদা পূরণ প্রয়োজন সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে।

খ মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। চিত্তবিনোদনের ফলে মানুষের মনে আসে আনন্দ, কাজে পায় শক্তি ও প্রেরণা, দূর হয় একঘেয়েমি। মানুষ বাস্তব জীবনে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে, মাঝে মধ্যে কাজে একঘেয়েমি চলে আসে, কাজে মন বসে না। তখনই দরকার নির্মল চিত্তবিনোদনের, যা ক্লান্তি দূর করে নতুন কাজ করার শক্তি জোগায়।

গ উদ্দীপকে রীমার মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য পূরণের বর্ণনা অনুপস্থিত।

সমাজে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে এবং সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদাগুলো পূরণ না করলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের এসব চাহিদা পূরণ করা আবশ্যক।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রীমা বাবা-মায়ের সাথে একটি ফ্ল্যাটে থাকে। এছাড়া তারা চার ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। তারা পুষ্টিকর খাবার খায়; সুন্দর পোশাক পড়ে এবং অবসরে বেড়াতে যায়, গল্প গুজব করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য মৌল মানবিক চাহিদা যথাক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনকে নির্দেশ করে। কিন্তু আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য উদ্দীপকে অনুপস্থিত। যা মানুষ কর্মক্ষম ও আর্থ-সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। স্বাস্থ্যহীনতা মানুষকে হীনমন্যতায় ভোগায়। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে সুস্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অন্যতম উপাদান। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদার স্বাস্থ্যের বর্ণনা অনুপস্থিত।

ঘ উক্ত অনুপস্থিত চাহিদাটি হলো স্বাস্থ্য, যা অন্যান্য চাহিদাকে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

মৌল মানবিক চাহিদা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভূমিকা পালনে ও মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে। এর কোন একটির অভাব অন্য চাহিদাগুলোকে উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। সেইসাথে বিভিন্ন সমস্যারও সৃষ্টি করে।

স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্বাস্থ্যের অভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষের কোনো কিছুই ভালো লাগে না। সুস্বাস্থ্যের সাথে খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন বস্ত্র সব কিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাদ্যগ্রহণে অনীহা দেখা দেয়, বাসস্থানে ভালো লাগে না, সুস্বাস্থ্যের অভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়, যা মেধাশক্তি বিকাশের অন্তরায়। এভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া চিত্তবিনোদন যা মনের খোরাক মেটায় কিন্তু স্বাস্থ্যই যদি ভালো না থাকে, এ চাহিদাও গৌণ হয়ে পড়ে। মানুষের মাঝে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। হীনমন্যতায় ভোগে। সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এভাবে স্বাস্থ্য অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুপস্থিত মৌল মানবিক চাহিদা স্বাস্থ্য যদি যথাযথভাবে পূরণ না হলে অন্যান্য চাহিদাগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'ক' গ্রামে গত বছর খরায় সমস্ত আবাদি ফসল নষ্ট হয়। ঐ গ্রামের সকলেই ফসলের অভাবে ঠিকমত তাদের চাহিদা মেটাতে পারেনি। এ পর্যায়ে রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে সরকার তাদের চাহিদা পূরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কাদেরকে চরম দরিদ্র বলে গণ্য করা হয়? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক' গ্রামে কোন কোন চাহিদার অভাব রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত পরিস্থিতিতে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে তুমি মনে কর? মন্তব্য করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দৈনিক যারা ১৮০৫ কিলো ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের চরম দরিদ্র বলে।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের 'ক' গ্রামে খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভাব রয়েছে।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। খাদ্য ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদায় মধ্যে অন্যতম। মানুষ জন্মগ্রহণের পর তার বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খাদ্যের দরকার হয়। আবার মানুষের আরেকটি মৌলিক মানবিক চাহিদা হলো স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বলতে মানুষের শারীরিক মানসিক উভয় ধরনের সুস্থতাকে বোঝায়। এর অভাবে মানুষ দুর্বল, কর্মশক্তিহীন ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে এ দুটি চাহিদার অভাবকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' গ্রামে খরায় আবাদি ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ঐ গ্রামের কেউই ফসলের অভাবে খাদ্যের চাহিদা ঠিকমতো পূরণ করতে পারেনি। এক পর্যায়ে সেই গ্রামে রোগ-বালাই প্রকট আকার ধারণ করে।

তাই বলা যায়, 'ক' গ্রামে খাদ্য ও স্বাস্থ্য নামক মৌলিক মানবিক চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উক্ত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ খাদ্য ও স্বাস্থ্যের অভাবে 'ক' গ্রামে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর মধ্যে প্রধান হলো খাদ্য। মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষম ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। আর পরিমিত ও সুষম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্য মানুষের আরেকটি মৌল মানবিক চাহিদা,

Teachingbd24.com

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাই হলো স্বাস্থ্য। আর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার অভাবে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। স্বাস্থ্যহীনতা বলতে রোগে আক্রান্ত হওয়া বা দেহ ও মনের সুস্থতার অভাবকে বোঝায়। এছাড়া মানুষ যখন মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তা পূরণের জন্য বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ প্রভৃতি কাজে জড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে 'ক' গ্রামে খরার কারণে ফসল নষ্ট হওয়া ঐ এলাকার মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এজন্য 'ক' এলাকার জনগণের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দিবে। আবার খাদ্য ও স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ঐ এলাকার অনেকেই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মতো অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' গ্রামে উদ্ভূত পরিস্থিতে সেখানে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১২

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন

↓

?

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. খাদ্যের উপাদান কয়টি? ১

খ. বস্ত্র সভ্যতার বাহক — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে '?' স্থানে উপযুক্ত শব্দটি বসাও ও তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়া মানুষের প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য আর কী চাহিদা রয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খাদ্যের উপাদান ছয়টি।

খ বস্ত্রকে সভ্যতার বাহক বলা হয়। কেননা, এটি আদিম অবস্থা থেকে মানুষকে বর্তমান সময়ের সভ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোনো মানুষ বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করতে পারে না।

বস্ত্রহীন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো মানুষ বস্ত্রহীন অবস্থায় বাড়িতে থাকলে বা বাইরে গেলে সামাজিকভাবে তাকে হেয় হতে হবে। মানুষ তাকে পাগল হিসেবে ধরে নেবে। এতে বোঝা যায় বস্ত্রটি সভ্যতার প্রতীক।

গ উদ্দীপকের '?' স্থানে উপযুক্ত শব্দটি হলা মৌল মানবিক চাহিদা।

মানুষসহ জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য তাকে মৌলিক চাহিদা বলে। একে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাও বলা হয়। অন্যদিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজবন্ধ জীবনযাপনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ একান্ত অপরিহার্য, সেগুলোকে মানবিক চাহিদা বলে। মানবিক চাহিদাকে অনেক সময় সামাজিক চাহিদা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবন্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থানে মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে। এসব চাহিদা মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া মানুষের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। এ চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন প্রভৃতি। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা জরুরি।

উদ্দীপকের ছকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদন প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে যা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা। তবে এগুলো ছাড়াও ঘুম, নিরাপত্তা, যৌনপ্রবৃত্তি ইত্যাদিও মানুষের উল্লেখযোগ্য চাহিদা। কেননা, খাবার না খেলে যেমন বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তেমনি নিরাপত্তা ও ঘুম ছাড়াও মানুষ দিনের পর দিন জেগে থাকতে পারে না। আবার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যৌনপ্রবৃত্তিও পূরণ করা জরুরি। এজন্য ঘুম, নিরাপত্তা, যৌনপ্রবৃত্তিকে মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদা ছাড়াও ঘুম, নিরাপত্তা ও যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের উল্লেখযোগ্য চাহিদা।

প্রশ্ন ▶ ১৩ নদী ভাঙনের শিকার জহির মিয়া ঢাকায় চলে আসে। খাদ্যের অভাবে জহির মিয়ার ছেলে-মেয়েরা অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে। স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে ব্যর্থ হয়ে জহির মিয়ার অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে বিরাজ করছিল। পরবর্তীতে সরকার গৃহীত একটি কর্মসূচির অধীনে জহির মিয়ার পরিবারের জীনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌল মানবিক চাহিদার একটি উদাহরণ দাও। ১

খ. মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণ সকল নাগরিকের জন্য অপরিহার্য- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জহির মিয়ার পারিবারিক অবস্থার আলোকে বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে যে কর্মসূচির ইঙ্গিত রয়েছে তার গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদার একটি উদাহরণ হলো খাদ্য।

খ সমাজে বেঁচে থাকা এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া জরুরি।

মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন। এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই মানুষ সমাজে মর্যাদাপূর্ণভাবে টিকে থাকে। এসব চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের সুষ্ঠুভাবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই সকল নাগরিকদের মৌলমানবিক চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া অপরিহার্য।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জহির মিয়ার পরিবারিক অবস্থার মাধ্যমে নির্দেশিত বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধকতা-গুলো হলো দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। এদেশের শতকরা ৩১.৫% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের কারণে তারা পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন প্রভৃতি চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধক। প্রতিবছর এদেশের মানুষ খরা, বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি দুর্যোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অনেকে তাদের সহায়-সম্বল হারিয়ে শহরে গিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহির মিয়া নদীভাঙনের শিকার হয়ে ঢাকায় চলে এসেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে মৌলমানবিক চাহিদার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার দরিদ্রতার কারণে সে বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, যা এদেশে মৌলমানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা এদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ সরকার এদেশের দুঃস্থ ও অসহায় জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। যেমন: হত দরিদ্রদের খাদ্য চাহিদা পূরণে ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর ও কাবিখা কর্মসূচি চালু করেছে। পাশাপাশি বয়স্কদের জন্য বয়স্কভাতা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা, গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহায়ন তহবিল প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া সামাজিক কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চালুকৃত আরও কিছু কর্মসূচি হলো ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি ইত্যাদি। এ কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির জনগোষ্ঠী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হচ্ছে। এসব কার্যক্রমে অনেকেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ হওয়ায় তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। এভাবে এই কর্মসূচিগুলো এদেশের দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জহির মিয়া নদী ভাঙনের শিকার হয়ে শহরে এসে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। পরবর্তীতে সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে সে পরিবারের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রহিম মিয়া স্ত্রী সন্তান নিয়ে গ্রামে বসবাস করতো। কিন্তু গ্রামে আয়ের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় কাজের সন্ধানে শহরে চলে আসেন এবং রিক্সা চালিয়ে সংসার চালান। তিনি যা আয় করেন তা দিয়ে পরিবারের সবার খাবার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং বাসার পাশেই সরকারি প্রাইমারী স্কুল থাকায় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও করান। কিন্তু কম আয়ের কারণে স্ত্রী সন্তানদের প্রয়োজন মতো কাপড়-চোপড় দিতে পারেন না। অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাতে পারেন না এবং অবসরে বিনোদনের জন্য একটি টিভিও কিনে দিতে পারেন না।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ১]

ক. চাহিদা কত প্রকার? ১

খ. বস্ত্রকে কেন মানবিক চাহিদা বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে রফিক মিয়ার পরিবার কী কী মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রফিক মিয়া ও তার পরিবার যে সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে পারছে তা যথার্থ কিনা? তোমার মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিদা দুই প্রকার। যথা— ১. মৌলিক চাহিদা ২. মানবিক চাহিদা।

খ মানুষের পক্ষে বস্ত্র ছাড়া সভ্য সমাজে বসবাস করা সম্ভব নয়। এ কারণে বস্ত্রকে মানবিক চাহিদা বলা হয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মানবিক চাহিদা। সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্র এ ধরনেরই একটি চাহিদা। বস্ত্র ছাড়া মানুষের পক্ষে সভ্য সমাজে থাকা সম্ভব নয়। পোশাক একদিকে লজ্জা নিবারণ করে মানুষকে সমাজে মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে শীত ও গরম এবং নানা ধরনের রোগজীবাণু থেকে রক্ষা করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সমাজকর্মী পল্লব সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। রাতের ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র দেখে তিনি অবাক হন। রাস্তার পাশে, রেল ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে নানা ধরনের মানুষ। এসব দৃশ্য একদিকে তাকে মর্মাহত করে, অন্যদিকে তিনি তার প্রশ্নের জবাবটি খুঁজে পান। তার ধারণা, মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ১]*

ক. মানুষের আশ্রয়স্থল কী? ১

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটিতে কোন মৌলিক মানবিক চাহিদাটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত বলে তোমার মনে হয়? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাসস্থানই হলো মানুষের আশ্রয়স্থল।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকটিতে মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাসস্থান বলতে মানুষের বসবাস করার জন্য স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানে অবদান সবচেয়ে বেশি। এটি সমাজের ভিত্তি। সেই সাথে এটি বিভিন্ন প্রকৃতিক দুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সংহতি একাত্মতা, গোষ্ঠী জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এছাড়া সুষ্ঠু সহায়তা, গোপনীয়তা রক্ষা এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকতে হলেও পরিবার গঠন করতে তাকে কোনো না কোনো আবাসস্থলে বসবাস করতে হয়। তাই বাসস্থান একটি অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মী পল্লব সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে দেশে ফিরেছেন। রাতে ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র তাকে অবাক করে দেয়। মানুষ রাস্তার পাশে, রেল ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে। উদ্দীপকের এ দৃশ্য মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থানে সমস্যাকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত মৌল মানবিক চাহিদাটি হচ্ছে বাসস্থান।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের সর্বশেষ লাইন অর্থাৎ 'মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়'। উক্তিটি যুক্তিসঙ্গত।

মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অসামাজিক কর্মকাণ্ড ও ভিক্ষাবৃত্তির মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে প্রধান কারণ হলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। বাংলাদেশে এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো পুষ্টিহীনতা।

বিশ্বব্যাংকের জরিপে উল্লেখ আছে, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ২৬ শতাংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। সেই সাথে প্রতিবছর ৩০ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ' এর অভাবে অন্ধ হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

এছাড়া শিক্ষার মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে বেকারত্ব সমস্যা দেখা দেয়। একইসাথে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা, কুসংস্কার ইত্যাদি সমস্যার মূল কারণও নিরক্ষরতা। অন্যদিকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় বস্তি এবং গৃহসমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। সাধারণত শহরাঞ্চলের বস্তিগুলো মাদক চোরাচালানসহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা সমাজে ব্যাপকমাত্রায় অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকেও মানুষের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থান সমস্যা। আর এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নানান ধরনের সামাজিক সমস্যা। মূলত মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের তাগিদেই এরূপ সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে অন্যতম কারণই হলো মৌল মানবিক চাহিদার পূরণের অপূর্ণতা।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সুমন ঢাকা শহরে একটি বস্তিতে বসবাস করে। সে সারাদিন কাগজ কুড়ায়। দিন শেষে যা টাকা পায়, তা দিয়ে কোনো রকমে সংসার চালায়। ছোট দুই বোন এবং মায়ের ভরণপোষণ এবং বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে সে হিমশিম খায়। সংসারে সবাই খেয়ে না খেয়ে কোনো রকমে দিনযাপন করছে। প্রায়শই অভুক্ত থাকা সুমনের পরিবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. Common Human Needs গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা কীভাবে পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী? উদ্দীপকের আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Common Human Needs গ্রন্থটির লেখক শার্লট টোলে।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয়, সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্য ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদাই পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কোন একটি চাহিদা পূরণ না হলে জীবনযাত্রার অসঙ্গতি দেখা দেয়। তারমধ্যে মানুষের প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। খাদ্য বলতে সেসব বস্তু বা দ্রব্যকে বোঝানো হয় যা শরীরের বৃদ্ধি ঘটায় ও কর্মশক্তি দানে সাহায্য করে। প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ না করলে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

উদ্দীপকে সুমন ঢাকা শহরে একটি বস্তিতে বাস করে এবং দিন শেষে কাগজ বিক্রির টাকা দিয়ে কোনো মতে সংসার চালায়। ছোট দুই বোন এবং মায়ের ভরণপোষণ ও বাবার চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে সে হিমশিম খায়। সেই সাথে সংসারে সবাই খেয়ে না খেয়ে কোনো মতে দিনযাপন করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য দ্বারা সুমনের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদার ঘাটতিকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য ঘাটতিকে। খাদ্য মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি মৌল মানবিক চাহিদা। তাই বলা যায়, সুমনের পরিবারে মৌল মানসিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

ঘ খাদ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

সাধারণত পরিমিত খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। খাবারের ছয়টি উপাদানের কোনো একটির ঘাটতিই পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগে। ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা যার অভাবে এদেশের মানুষ নিরক্ষর। এ নিরক্ষতার কারণে জনগণ খাদ্যে গ্রহণের ক্ষেত্রে অসচেতন। যার ফলে খাবার তালিকায় সুষম খাদ্যের অভাব থেকে যায়; যা তাদের পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী। এছাড়া সুষম খাদ্য গ্রহণের অভাবে দেশের ১৮ শতাংশ গর্ভবতী মা অপুষ্টির শিকার ও ৩৬ শতাংশ শিশু কম ওজনসহ জন্ম নিচ্ছে।

উদ্দীপকের সুমন ঢাকা শহরে সারা দিন কাগজ কুড়ায়। সে যে টাকা উপার্জন করে তা দিয়ে পরিবারে সদস্যদের ভরণপোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয়। এর ফলে তার পরিবারে খাদ্যের চাহিদা যেমন পূরণ হয় না তেমনি তারা পুষ্টিহীনতাতেও ভোগে। এ থেকে বোঝা যায় সুমনের পরিবার অপুষ্টি শিকার। বিশেষ করে যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, অপূরিত মৌল মানবিক চাহিদা খাদ্যই পুষ্টিহীনতার জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আব্দুল জব্বার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় পরিবারের সদস্যের হাতে খাবার ও পরিধেয় সামগ্রী তুলে দিতে হিমশিম খাচ্ছে। অন্যদিকে ২জন স্কুলে যাবার উপযোগী মেয়েকে অভাবের কারণে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া স্ত্রী একধরনের জটিল রোগে আক্রান্ত হলেও তিনি ডাক্তার ও ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে টাকার জন্য তাকে অন্যের দ্বারস্ত হতে হচ্ছে। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Common Human Needs গ্রন্থের লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জব্বারের পরিবারে কোন চাহিদা অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জব্বারের পরিবারের বঞ্চিত চাহিদা পূরণের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক '*Common Human Needs*' গ্রন্থের লেখক মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টোলে (Charlotte Towle)।

খ সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে সব চাহিদা পূরণ প্রয়োজন সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা হলো মানুষের শারীরিক মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো মূলত মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার সমন্বিত রূপ।

গ জব্বারের পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এ চারটি মৌল মানবিক চাহিদা অনুপস্থিত।

সাধারণত মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন এ চাহিদার অন্তর্গত বিষয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে জব্বারের পরিবারে খাবারের অপ্রতুলতা, পরিধেয় বস্ত্রের সংকট, অভাবের কারণে সন্তানদের স্কুলে না পাঠানো, জটিল রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে না পারার বিষয়গুলো চিত্রায়িত হয়েছে। এ বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করছে। সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী বলা যায়, জব্বারের পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌল মানবিক চাহিদার অনুপস্থিতি রয়েছে।

ঘ জব্বারের পরিবারের বঞ্চিত চাহিদা পূরণে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদা পূরণ না হলে মানুষ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের জব্বারের পরিবারের মতো অবস্থার উত্তরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে সেচ সুবিধা, কৃষি ঋণ প্রদান, উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ সরবরাহ, পতিত জমি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এছাড়া খাদ্য ঘাটতি দূর করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলকও কর্মসূচিও প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া বস্ত্র চাহিদা পূরণের জন্য কাপড়ের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের বস্ত্রনীতির সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া দেশের সকল মানুষের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষা উপকরণও বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষার্জনে সবাইকে আগ্রহী করে তোলার জন্য বৃত্তি ও উপবৃত্তির ব্যবস্থা সর্বজনীন করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে শিক্ষানীতির যথার্থ প্রয়োগ জরুরি।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা সুবিদার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা এক্ষেত্রে দেশের সকল মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর জন্য সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে জনসাধারণকে উৎসাহী করা, প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবাকে আধুনিকায়ন ও প্রসারের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জব্বারের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবিতে কয়েকশ শিক্ষক-কর্মচারী গত ২৬ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। সরকার পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ৩১ ডিসেম্বর থেকে তারা আমরণ অনশন শুরু করেন। টানা ছয়দিনের অনশনের পর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন তাদের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে শিক্ষকগণ হাসিমুখে বাড়ি ফেরেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ২]

ক. VGF -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. অপুষ্টি কেন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রধানমন্ত্রীর উক্ত প্রতিশ্রুতি কোন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত চাহিদা পূরণে বাংলাদেশে আর কোনো সরকারি উদ্যোগ কার্যকর আছে কি? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক VGF-এর পূর্ণরূপ Vulnerable Group Feeding.

খ সাধারণত পরিমিতি খাবারের অভাবে পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টি হয়।

একজন মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম হওয়ার জন্য পরিমাণ মতো ও গুণগত খাবারের প্রয়োজন। যে খাদ্যে খাবারের ছয়টি গুণ, যথা— শর্করা, স্নেহ পদার্থ, পানি, খনিজ লবণ ও ভিটামিন বিদ্যমান সেই খাবার হলো পুষ্টিসম্মত খাবার। আর পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবারের ঘাটতি থেকে অপুষ্টি দেখা দেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি শিক্ষার মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে।

যেসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ সাধন হয় তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা একটি। এর মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে। তাই উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শিক্ষকরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের এ দাবি মেনে নেন এবং দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। কেননা, এ ওয়াদা বাস্তবায়ন হলে শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। শিক্ষকেরা হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। আর মনুষ্যত্ব অর্জন করার মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ তার জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করতে পারে না। তাই, শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। এমনকি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হয়। শিক্ষাই পারে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে। তবে এগুলো মানুষ একা অর্জন করতে পারে না। বরং শিক্ষকের সহায়তাতেই একজন মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আর শিক্ষকেরা যদি তাদের অধিকার যথাযথভাবে পায় তাহলে কর্মক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা বাড়ে। এতে শিক্ষার মান উন্নত হয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি বেগবান হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবি পূরণের আশ্বাস দেওয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে।

ঘ উক্ত চাহিদা পূরণে অর্থাৎ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আরও বিভিন্ন রকমের সরকারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম উপায়। বাংলাদেশ সংবিধানে সব নাগরিকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬ অনুযায়ী, দেশব্যাপী সাক্ষরতার হার ছিল ৬২.৩%। শিক্ষা ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতির কারণ হলো এ ব্যাপারে সরকারের বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ। ২০১০ সালে সরকার যুগোপযোগী একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করে। এটি এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এনেছে। এ নীতির আলোকেই ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যবইয়ে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে। যোগ করা হয়েছে নতুন নতুন বিষয়বস্তু। মুখস্থনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে সৃজনশীল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটছে। আবার ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন বদলে দিয়েছে। এছাড়া অষ্টম শ্রেণি শেষে 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা' গ্রহণ করা হচ্ছে; যার ফলে শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য ন্যূনতম সার্টিফিকেট পাচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান শিক্ষা বিস্তারকে আরও বেগবান করছে। এ আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১৯ আনিছ সিডরে মারা যাওয়ায় তার পরিবার অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় আনিছের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চলে না। এমন কি স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতারও শিকার হচ্ছে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য সংসারের ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. PRSP -এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আনিছের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক PRSP-এর পূর্ণরূপ হলো— Poverty Reduction Strategic Paper.

খ সুস্বাস্থ্য মানুষের দক্ষতা ও কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধির মূল নিয়ামক, তাই একে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ম হচ্ছে সুস্থ, সবল ও দক্ষ জনশক্তি। কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার কারণে জনগণের গুণগত মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। যা দেশের উৎপাদনে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে সমাজে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি পায়। এসব কারণেই স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২০

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ১]

ক. জ্ঞানের বাহন কোনটি? ১

খ. মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সৃষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা হলো জ্ঞানের বাহন।

খ শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work) বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত বিষয়টিকে কেন্দ্র করে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের ছকচিত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা; যেমন— অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার দিক উঠে এসেছে। এসব সমস্যা মূলত মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

ঘ উদ্দীপকের ছকচিত্রের মাধ্যমে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, বেকারত্ব, দারিদ্র্য সমস্যার কথা উঠে এসেছে। যেগুলো মোকাবিলায় সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানেও সব নাগরিকের শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সরকারিভাবে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ; মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উপবৃত্তি চালু; প্রাথমিক ও মাধ্যমিক খাতে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মতো বিভিন্ন কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আওতায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে (প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি) ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নিরক্ষরতা ছাড়াও আমাদের দেশে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধপ্রবণতার মতো সমস্যাও লক্ষ করা যায়। এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫১,০৮২.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি— Health, Population & Nutrition Sector Development Programme (HPNSDP) শীর্ষক তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলা ও উপজেলায় প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় টিকাদান কর্মসূচি, ভিটামিন এ ক্যাপসুল সপ্তাহ প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এছাড়া দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের জন্য সরকারিভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও চালু আছে। এ খাতে সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন ভাতা বাবদ ২৩,৬০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। আশা করা যায় এ ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গৃহীত কর্মসূচিগুলো ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶২১ নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে গিয়ে যে সব চাহিদাগুলো পূরণ করতে হয় তার কোনোটিই সে পারছে না। শারীরিক দুর্বলতার কারণে শ্রমসাধ্য কোনো কাজও করতে পারে না। এ অবস্থায় জীবনযাপন তার কাছে দুর্বিসহ।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

Teachingbd24.com

ক. SDG কী? ১
খ. 'চাহিদা' প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নিজামের পরিবারে কোন অপূরিত চাহিদাটির ব্যাপকতা দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' কথাটি উদ্দীপকের নিজামের অন্যান্য চাহিদাগুলো পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে- কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SDG হচ্ছে (Sustainable Development Goals) বা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

খ চাহিদা হলো মার্নুষের দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন।
মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং পরিপূর্ণতার জন্য চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। তবে স্থান-কাল-পাত্র, সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে এর মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়।

গ উদ্দীপকের নিজামের পরিবারে স্বাস্থ্য চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থার ব্যাপকতা দেখা যায়।
মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়।
উদ্দীপকের নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিন্তু সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যে চাহিদাগুলো দরকার তার কোনোটিই সে বা তার পরিবার পূরণ করতে পারছে না। দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী নিজাম আয় উপার্জনমূলক কাজও করতে পারছে না। অনুমান করা যায় নিজামদের পরিবারে খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। যে কারণে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। এর পাশাপাশি অসুখ হলে অর্থের অভাবে তারা চিকিৎসা সেবাও নিতে পারে না। ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অভাবে তাদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয়। তাই বলা যায়, নিজামের পরিবারে স্বাস্থ্য চাহিদার অপূরণজনিত ঘাটতি দেখা যায়।

ঘ উদ্দীপকের নিজাম মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যায় ভুগছে যার পেছনে স্বাস্থ্যহীনতা অন্যতম। কিন্তু স্বাস্থ্য অন্যান্য চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌল মানবিক চাহিদা। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতাকে বোঝানো হয়। স্বাস্থ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় সুস্থতাকে নির্দেশ করে। তাই স্বাস্থ্যকে সকল সুখের মূল বলা হয়।
স্বাস্থ্য অন্যান্য চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এছাড়া শরীর ও মন ভালো না থাকলে যত অর্থ-বিত্তই থাকুক না কেন কোনো কিছুতেই শান্তি আসে না। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- পুষ্টিহীনতা, কর্মক্ষমতা হ্রাস, বেকারত্ব, বিকলাঙ্গতা মানসিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি ইত্যাদি দেখা দেয়। তাই দেখা যায়, সুস্বাস্থ্যের অভাবে মানুষে প্রয়োজনীয় মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে। একজন স্বাস্থ্যবান লোক পরিশ্রমী ও কর্ম, অধ্যবসায়ী হয়। ফলে আর্থিকভাবেও সচ্ছল থাকে যা তার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী লোক সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সেইসাথে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারে। তাই একজন মানুষকে সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হতে হয়। আর সুস্বাস্থ্য মানুষের মন ও শরীরকে সতেজ রাখে। এভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান ও চিত্তবিনোদন তথা সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনযাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে নিজাম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যেসব চাহিদা প্রয়োজন কোনোটিই পূরণ করতে পারছে না, এর পেছনে তার শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান। কারণ দুর্বল দেহের জন্য সে কোনো কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারে না, যার তার মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ বাধা সৃষ্টি করে।
সুতরাং বলা যায়, সুস্বাস্থ্য মানুষের অন্যান্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ আলী আজগর তার পরিবারের সদস্যদের থাকা খাওয়ার সংস্থান করলেও সন্তানদের পড়ালেখা করানো তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারের সকল সদস্যদের প্রয়োজনীয় কাপড় দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। অসুস্থ পিতাকে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না। সন্তানদের বিনোদনের জন্য টেলিভিশন কেনার মতো সমর্থও নাই।
[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১]

ক. একটি মানবিক চাহিদার নাম উল্লেখ করো। ১
খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত আলী আজগরের পরিবার কোন কোন মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে কী কী সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি মানবিক চাহিদা হলো বস্ত্র।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।
মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের আলী আজগরের পরিবার বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।
একজন মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকা এবং সভ্য সমাজে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। এসব চাহিদার সবগুলো পূরণ না হলে মানুষের পক্ষে সমাজে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বস্ত্র, চিকিৎসা ও বিনোদন এ ধরনের তিনটি চাহিদা, যা থেকে আলী আজগরের পরিবার বঞ্চিত হচ্ছে। আলী আজগর দারিদ্র্যের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজনমত কাপড়-চোপড় কিনে দিতে পারেন না। অথচ বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। এটি একদিকে মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্যদিকে মানবিক চাহিদা পূরণ করে। এ চাহিদা ঠিকমতো পূরণ না হলে সমাজে সম্মানের সাথে বসবাস করা যায় না। বস্ত্রের পাশাপাশি জাহিদ হাসানের পরিবার চিকিৎসা ও বিনোদনের চাহিদাও পূরণ করতে পারছে না। অথচ অসুস্থতা থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ছাড়া বেঁচে থাকা অর্থহীন। সুস্থ জীবনের জন্য বিনোদনও অতি প্রয়োজনীয়। কারণ চিত্তবিনোদন হলো মনের খোরাক। এটি মানুষকে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। আলী আজগরের পরিবার ওপরে উল্লেখ করা তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এ কারণে তারা সমাজে ভালোভাবে জীবন-যাপনে ব্যর্থ হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

ঘ আলী আজগরের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমাজে মানুষের স্বাভাবিকভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে অনেকেই মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে না। ফলে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধপ্রবণতা, নিরক্ষরতার মতো বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকের আলী আজগরের পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থায় তার পরিবারে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার মতো সমস্যা সৃষ্টি হবে। শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়ায় তার সন্তানেরা নিরক্ষর বা অজ্ঞ থেকে যাবে। তাছাড়া অভাবের জেরে তার পরিবারের সদস্যরা অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে যেকোনো পরিবারেই উল্লিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হলে পরিবারগুলোতে মারাত্মক পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। পাশাপাশি শিক্ষার সুযোগের অভাবে নিরক্ষরতা দেখা দেয় যা আবার পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যাধিক্য, দারিদ্র্য, বেকারত্বসহ নানামুখী সংকট তৈরি করে। এ ধরনের পরিবারের সদস্যরা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য অনেক সময় অবৈধ পথ বেছে নেয়। ফলে সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ না হলে আলী আজগরের মতো পরিবার নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ চাহিদা শুধুমাত্র মানবজাতির মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। মানবজীবনের চাহিদার কোনো শেষ নেই, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যে বিষয়টা পরিলক্ষিত হয় না। তারপরও সমাজবিজ্ঞানীরা মানবজীবনের চাহিদাগুলোকে Basic Need ও Felt Need এই দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। একজন সমাজবিজ্ঞানী মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি Basic Need বা মৌল মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলো একেবারেই না হলে নয়। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কয়টি মৌল মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ আছে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা কী? ২

গ. সাধারণত কোন মৌল চাহিদাটিকে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রথম চাহিদা মনে করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মৌল চাহিদাগুলোর তাৎপর্য মানবজীবনে অপরিসীম— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদা ছয়টি।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ খাদ্যকে মানবজীবনের জন্য সর্বপ্রথম মৌল মানবিক চাহিদা মনে করা হয়।

মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। খাদ্য ছাড়া কোনো প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। খাদ্য মানুষের দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে। এজন্য খাদ্যে প্রয়োজনীয় ছয়টি উপাদানের উপস্থিতি জরুরি। যেমন- শর্করা, আমিষ, স্নেহ পদার্থ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি। আর খাদ্যে এ সকল উপাদানের ঘাটতি হলে বা প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ না করলে মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি খাদ্য আমাদের দেহ ও মনকে সচল রাখে। আর মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে তার এই মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারলে বা ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুষ তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। সুতরাং বলা যায়, মানব জীবনের সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য।

ঘ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য মৌল মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। সমাজজীবনে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বেঁচে থাকার জন্য এর গুরুত্ব অনেক। আর মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, দারিদ্র্য, জনসংখ্যা সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সূত্রপাত্র হয়। যা যেকোনো দেশের স্বাভাবিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেহেতু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য যেহেতু সে তার এ চাহিদাগুলো পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যখনই ব্যর্থ হয় তখন সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যা কোনো দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এভাবে মৌল মানবিক চাহিদা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন। প্রত্যেকে তার অস্তিত্ব, মর্যাদা, দৈহিক বিকাশ ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য যেকোনো উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। সর্বোপরি সমাজের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মানবজীবনে মৌল মানবিক চাহিদার গুরুত্ব অপরিসীম।

সুতরাং বলা যায়, সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক নির্ধারিত মানুষের ছয়টি মৌল মানবিক চাহিদা যার প্রত্যেকটি পরস্পর নির্ভরশীল। মানব জীবনে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সমাজের যত ধরনের ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক সমস্যা রয়েছে তার সবকটির উৎপত্তি না পাওয়া থাকে। মানবজীবনের প্রত্যাশিত চাহিদার সাথে প্রাপ্তির গরমিল হলেই দেখা দেয় নানা সমস্যা। মৌল চাহিদা মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। চাহিদার অপূরণ মানুষকে পাষাণ করে, অনৈতিক ও খারাপ পথে ধাবিত করে। প্রতিটি মানুষ চায় যে করেই হোক তা মৌল চাহিদাগুলো পূরণ হোক। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ২]*

ক. 'The Common Human Needs' গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. তুমি কি মনে কর আমাদের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যথাযথ ভাবে মানুষ পূরণ করতে পারছে? না হলে কেন পারছে না? লিখ। ৩

ঘ. আমাদের সমাজে অনেক সমস্যা রয়েছে যা কি-না মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ার ফলেই ঘটছে, সমস্যাগুলো কী কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The Common Human Needs' গ্রন্থটির লেখক হলেন শার্লট টোলে।

Teachingbd24.com

খ মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যেমন জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে হয় তেমনি সামাজিক চাহিদাও পূরণ করতে হয়। তা না হলে ব্যক্তি বা দলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই এ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। অপরদিকে এ চাহিদা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে তেমনি আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে তাই মৌল মানবিক চাহিদা সর্বজনীন।

গ হ্যাঁ, আমি মনে করি আমাদের সমাজের মানুষ মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে না। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার মৌল মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বেকারত্বসহ প্রভৃতি কারণে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। এ বাড়তি জনসংখ্যা দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এছাড়া দারিদ্র্য মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে আর একটি সমস্যা। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২৩.২%। সরকার এ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশলপত্র গ্রহণ করলেও তা আশানুরূপ কমছে না। এর পিছনে কাজ করছে অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব ও নিরপেক্ষতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা। ফলে অনেকে ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবছর বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি, নদীভাঙন ইত্যাদি মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। যার ফলে এর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়; যা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ পরিস্থিতিকে বিশেষভাবে ব্যহত করছে। পাশাপাশি বেকারত্ব, কৃষিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সমানভাবে দায়ী। সুতরাং বলা যায়, আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ মৌল মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে না। এর পিছনে উপরোল্লিখিত কারণগুলো প্রতিবন্ধকতা রূপে কাজ করে।

ঘ আমাদের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদা অপূরণ জনিত কারণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন- পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, স্বাস্থ্যহীনতা, বস্তি সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা, নৈতিক অধঃপতন, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মতো স্বল্প মাথাপিছু আয়ের দেশে বিভিন্ন কারণে অনেকেই এ চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে নানা ধরনের সমস্যার সূত্রপাত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের প্রায় ৩৭.৭০% লোক এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা তাদের জ্ঞানের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সৃষ্টিশীল ও উন্নয়নমূলক কাজ থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া নিরক্ষরতার ফলে অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেকে গৃহহারা হয়ে শহরে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। এতে বস্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে বিবিসি সর্বশেষ যে বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা করে তাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহর এলাকাগুলোতে মোট বস্তির সংখ্যা হলো ১৩,৯৩৮টি। এতে বসবাসরত মানুষ কেবল গৃহ সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, বরং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ও অপরাধ প্রবণতারও উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কেননা একজন মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন সে অবৈধ পথ বেছে নেয়। এর ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরিত থাকলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও নেতিবাচক পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ দরিদ্র শফিক পাঁচ সন্তানের জনক। একটি মাত্র ঘরে তারা বসবাস করে। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অনটনের কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারেন না। বাসায় বিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কোন চাহিদাকে সভ্যতার প্রতীক বলা হয়? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের শফিকের পরিবারের প্রধান চাহিদা কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে উক্ত চাহিদার সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বস্ত্রকে সভ্যতার প্রতীক বলা হয়।

খ একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বসবাসের জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকেই মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়।

মৌল মানবিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের জন্যই এ চাহিদাগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। এসব চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ করা না গেলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে সমাজে মানুষ মর্যাদার সাথে বসবাস করতে পারে না।

গ উদ্দীপকের শফিকের পরিবারের প্রধান চাহিদা হলো বাসস্থান, শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন যা মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা।

মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকেই মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়। এ চাহিদা পূরণ না হলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন। প্রত্যেক মানুষেরই এ চাহিদাগুলো পূরণ হওয়া জরুরি।এগুলো পূরণের ব্যর্থতা থেকে নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা স্বাস্থ্যহীনতার মতো নানাধরনের সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকের শফিক পাঁচ সন্তানের জনক। তারা একটিমাত্র ঘরে বসবাস করে। ইচ্ছা থাকলেও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারেনি। তার ঘরে বিনোদনেরও তেমন ব্যবস্থা নেই। এতে বোঝা যায়, শফিকের পরিবারে মৌলিক মানবাধিকারগুলোর মধ্যে বাসস্থান, শিক্ষা ও বিনোদনের অভাব রয়েছে।

ঘ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে উক্ত চাহিদা অর্থাৎ মৌল মানবিক চাহিদার সংকট দিন দিন বাড়ছে।

শিল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোনো একটি বিশেষকাজে শ্রমিক দক্ষ না হলে কাজ পায় না। ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়। শিল্প বিপ্লব যত কর্মের সংস্থান করছে, তার চেয়ে অধিক কর্ম কেড়ে নিয়েছে। শিল্পায়নের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে হাতের পরিবর্তে যান্ত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটে। এতে বিপুলসংখ্যক শ্রমিক বেকার হয়ে আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার সাথে জড়িয়ে থাকে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সংকট। উদ্দীপকের দরিদ্র শফিক পাঁচ সন্তান নিয়ে একটি মাত্র ঘরে বসবাস করে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের পড়াশোনা

https://teachingbd24.com

করাতে পারেন না। বাসায় বিনোদনেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। আর এসব কিছুর মূলে রয়েছে আর্থিক অভাব অনটন, যা কিনা শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সংকটের একটি রূপ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেরুকরণ শুরু হয়। শিল্পপতিরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তাদের কারখানা গ্রাস করার ফলে শাসক ও শোষিত দুটি শ্রেণির উদ্ভব হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয় তাতে কেবল বড় বড় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরাই টিকে থাকে। মালিক শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুঁজিপতি ও মালক পক্ষ শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে কর্মে নিয়োগ দেয়। ফলে উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় এবং অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে মৌলিক মানবিক চাহিদার সংকট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে- বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মৌলিক চাহিদার অর্থ মূল চাহিদা। মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা। মানবজাতি যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ হতেই হবে। পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থার সব ক্ষেত্রে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা, অযাচিত ঘটনা, দুর্ঘটনা সব কিছুর মূলে দায়ী মৌলিক চাহিদাগুলোর অপূরণজনিত অবস্থা। বাংলাদেশের জনগণ এখনো পুরোপুরি উন্নয়নের শিখরে পৌছাতে পারছে না। তবে পৌছানোর পথে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ. মৌলিক মানবিক চাহিদার ২টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। ২

গ. উপরে উল্লেখিত উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমানে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অবস্থার চিত্র কীরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত অবস্থায় দেখা দেয় ব্যাপক সমস্যা— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌলিক মানবিক চাহিদা ৬টি।

খ মৌল মানবিক চাহিদার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এ চাহিদা চিরন্তন ও সর্বজনীন এবং জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য যেমন জৈবিক পূরণ করতে হয় তেমনি সামাজিক চাহিদাও পূরণ করতে হয়। তা না হলে ব্যক্তি বা দলের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তাই এ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য। অপরদিকে এ চাহিদা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। তাই মৌলমানবিক চাহিদা সর্বজনীন।

গ উদ্দীপকের আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল ও স্বল্পোন্নত দেশ। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিরাজমান সমস্যার মধ্যে খাদ্য ঘাটতি অন্যতম। আবাদী জমি হ্রাস ও জমির খন্ড-বিখণ্ডতা, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসম বণ্টন ইত্যাদি এদেশের খাদ্য ঘাটতির প্রধান কারণ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি বেসরকারি খাতে আমদানি ৪০ লক্ষ মে.টন। এ তথ্য দ্বারা মৌল মানবিক চাহিদার অন্যতম উপাদান খাদ্য সংকটকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার জন্য ১৫২.৫ কোটি মিটার কাপড়ের ব্যবহার ধরা হয়। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। কেননা মোট বস্ত্র উৎপাদনের বেশিরভাগই বেসরকারি খাতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী ৫৪.৯ শতাংশ পরিবার শহরে আর ৯৬.২ শতাংশ গ্রামের নিজ বাড়িতে বাস করে। ভূমি তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বসত ভিটাহীন পরিবারের সংখ্যা ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৮৫৫ টি। এরূপ পরিবারের সংখ্যা ২১ লাখ ৬২ হাজার ৮০৩টি। এ তথ্য দ্বারা বর্তমান বাংলাদেশের বাসস্থানের চিত্র ফুটে উঠে। যা মানুষের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এছাড়া শিক্ষা পরিস্থিতিও খুব একটা সুবিধাজনক নয়। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৫১.৮ ভাগ শিক্ষিত যার মধ্যে ৫৪.১ ভাগ পুরুষ ৪৯.৪ ভাগ মহিলা। স্বাস্থ্য মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ সুবিধা এবং স্বাস্থ্য সেবার মান প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বাংলাদেশে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ায় চিত্তবিনোদনের মতো মৌল চাহিদা তেমন গুরুত্ব বহন করছে না। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী ৩২.২% থানার টেলিভিশন ও ক্যাবল সংযোগ রয়েছে। যা জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। এভাবে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতার আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এসব চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়।

ঘ মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যা সামাজিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মতো স্বল্প মাথাপিছু আয়ের দেশে বিভিন্ন কারণে অনেকেই এ চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে নানা ধরনের সমস্যার সূত্রপাত হয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পায় না। আর পুষ্টিকর খাবারের সংস্থান করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। ফলে এদেশের মানুষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এর ফলে তারা রক্তশূন্যতা, চক্ষুরোগ, রিকেটস, রাতকানাসহ বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এদেশের প্রায় ৩৭.৭০% লোক এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা তাদের জ্ঞানের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সৃষ্টিশীল ও উন্নয়নমূলক কাজ থেকে তারা পিছিয়ে পড়ছে। এছাড়া নিরক্ষরতার ফলে অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেকে গৃহহারা হয়ে শহরে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। এতে বস্তি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে বিবিসি সর্বশেষ যে বস্তিশুমারি ও ভাসমান লোক গণনা করে তাতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শহর এলাকাগুলোতে মোট বস্তির সংখ্যা হলো ১৩,৯৩৮টি। এতে বসবাসরত মানুষ কেবল গৃহ সমস্যাই সৃষ্টি করেনি, বরং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ও অপরাধ প্রবণতারও উৎপত্তি ঘটিয়েছে। কেননা একজন মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না তখন সে অবৈধ পথ বেছে নেয়। এর ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদির সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকেও এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ থেকে বহুমুখী সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৭ দরিদ্র কৃষক জাহিদ মিয়ার ছয়জন ছেলে-মেয়ে তাদের কেউই নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না। জাহিদ চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে। ফলে উৎপাদিত ফসলে পরিবারের সকলের খাবারের ব্যবস্থা করা তার জন্য কষ্টকর। বাঁশ, খড় দিয়ে তৈরি ঘরে জাহিদ পরিবার নিয়ে বসবাস করে, যেখানে বৃষ্টি হলেই পানি পড়ে।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ১৩]

Teachingbd24.com

ক. Common Human Needs গ্রন্থটি কার লেখা? ১
খ. মন তৈরির জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জাহিদ মিয়ার পরিবারের কীসের অভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জাহিদ মিয়ার পরিবারের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যে সব অন্তরায় রয়েছে তার দূরীকরণের উপায় আলোচনা করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Common Human Needs গ্রন্থটির লেখক হলো Charlotte Towle.

খ মন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো শিক্ষা।
শিক্ষাই মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, মূল্যবোধ অর্জন এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা দান করে। মানুষের দেহ, মন, আত্মার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষাই মানুষের মননশীলতা ও বিবেকের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। তাই শিক্ষাকে মানুষের মন তৈরির প্রয়োজনীয় চাহিদা বলা হয়।

গ জাহিদ মিয়ার পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদার অভাব দেখা যায়।
মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ অপরিহার্য। বর্তমান যুগে সভ্য সমাজে ভালোভাবে টিকে থাকার জন্য ব্যক্তির অবস্থান হতে হয় মর্যাদাপূর্ণ। সেজন্য একজন মানুষের বেঁচে থাকতে যা যা প্রয়োজন তা পূরণ করাই হলো মৌল মানবিক চাহিদা। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ এবং সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোই মৌল মানবিক চাহিদা। যেমন— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মানুষের জন্য এ চাহিদাগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যদি কেউ এগুলোর বেশিরভাগ পূরণ করতে না পারে তাহলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। যেমন: জনসংখ্যাবৃদ্ধি, আবাসন সংকট, অপুষ্টি অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন সমস্যা।
উদ্দীপকের জাহিদ একজন দরিদ্র কৃষক। তার ছয় জন ছেলে মেয়ে। তাদের কেউ নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় না। সেই সাথে চাষাবাদের ক্ষেত্রে সে প্রাচীন পদ্ধতির ব্যবহার করে। এছাড়া তার পরিবার খাদ্য, আবাসন সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। উদ্দীপকের এ সকল সমস্যার পেছনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো মৌল-মানবিক চাহিদার অপূরণ। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের জাহিদ মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যায় ভুগছে।

ঘ জাহিদ মিয়ার পরিবারে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় হিসেবে অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, ও বাসস্থান সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন- পরিবার পরিকল্পনা, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করা, বিভিন্ন কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস ইত্যাদি। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন, খাদ্যসমস্যা, অজ্ঞতা, বাসস্থান সমস্যা, কুসংস্কার, কৃষি জমির অভাব ইত্যাদি সমস্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সকল সমস্যা মোকাবিলার সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। খাদ্য ঘাটতি মেটাতে কৃষকদের মাঝে ঋণ প্রদান, সেচ সুবিধা, উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ সরবরাহ করছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি VGF, VGD, TR ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য এর অন্যতম।
শিক্ষা মানুষের মৌল মানবিক অধিকার। বাংলাদেশ সংবিধানে সকলের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ও সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেছে। বর্তমানে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকার বই বিতরণ করছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অগ্রগতি হচ্ছে শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন। সেই সাথে সরকার বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে পারেন। শুধুমাত্র সরকারের একার প্রচেষ্টায় কোন ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। জনগণ ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ সমস্যা দূর করা যায়। উদ্দীপকের জাহিদের পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাসহ আবাসন,শিক্ষা, অনুন্নত চাষাবাদ প্রভৃতি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। আর এসব সমস্যা মোকাবিলায় সরকার উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।
সুতরাং বলা যায়, জাহিদ মিয়ার পরিবারের মৌল মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সুমন আট সন্তানের জনক। পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে একই ঘরে বাস করে। অর্থাভাবে সে তার সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছে না। পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয় না। এমনকি তার পরিবারের আনন্দ উৎসব করার মতো কোন ব্যবস্থাও নেই। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*
ক. মৌল মানবিক চাহিদাগুলোর নাম লেখ। ১
খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সুমনের পরিবারের অবস্থা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থা নির্দেশ করে? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. সুমনের মতো পরিবারগুলো মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে না পেরে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের সমাজে মৌল মানবিক চাহিদাগুলো হলো- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন।

খ মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম। চিত্তবিনোদন হলো মানুষের মনের খোরাক। চিত্তবিনোদনের ফলে মানুষের মনে আসে আনন্দ, কাজে পায় শক্তি ও প্রেরণা, দূর হয় একঘেয়েমি। মানুষ বাস্তব জীবনে এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে, মাঝেমধ্যে কাজে একঘেয়েমি চলে আসে, কাজে মন বসে না। তখনই দরকার নির্মল চিত্তবিনোদনের যা ক্লান্তি দূর করে নতুন কাজ করার শক্তি জোগায়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আধুনিক সভ্যতায় উন্নয়নের ছোঁয়া জীবন যাত্রার সর্বত্র বিরাজ করছে। কিন্তু এ দেশের অগণিত শিশু এখনও ফুটপাতে ঘুমায়। তাদের নেই স্থায়ী ঠিকানা, নেই খাওয়ার নিশ্চয়তা আর স্কুলে যাওয়ার স্বপ্ন। তারা জীবন যুদ্ধের কাছে হার মেনেছে। উক্ত অবস্থা নিরসনে সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১]
ক. Common Human Needs গ্রন্থের লেখক কে? ১
খ. "শিক্ষাই মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে" —ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে শিশুরা কোন কোন মৌল মানবিক চাহিদা হতে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি কি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট? মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Common Human Needs' গ্রন্থের লেখক হলেন সমাজবিজ্ঞানী শার্লট টৌলে।

খ শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ ধারণা সুস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। এভাবেই শিক্ষা মানুষকে প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দানে ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে শিশুরা বাসস্থান, শিক্ষা, খাদ্য এ তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

সাধারণত একজন মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব চাহিদা পূরণ করতে হয় সেগুলোকে মৌল মানবিক চাহিদা বলা হয়। বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষা মৌল মানবিক চাহিদার অন্তর্গত বিষয়। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য। শিশুর জন্মের আগে থেকেই খাবারের প্রয়োজন হয় যা সে মায়ের কাছ থেকে গ্রহণ করে। জন্মের পর তার বেঁচে থাকা, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সবার আগে খাদ্য প্রয়োজন। সেইসাথে নিরাপত্তা ও দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য বাসস্থান অপরিহার্য। আর শিক্ষা ছাড়া শিশু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে না। উদ্দীপকে এই তিনটি মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে শিশুদের স্থায়ী ঠিকানার অভাব, খাদ্যের অভাব, আর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই তারা জীবন যুদ্ধের কাছে হার মেনেছে। এই বিষয়গুলো মৌল মানবিক চাহিদা হিসাবে বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করেছে। সুতরাং বলা যায়, দেশের অগণিত শিশু মৌল মানবিক চাহিদা বাসস্থান, খাদ্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘ না, উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্গত বিষয়। এসব চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা নানামুখী সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। শিক্ষার অভাবে নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতাসহ নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবার খাদ্য ও স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে মানুষের পুষ্টিহীনতা, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি দেখা দেয়।

কিন্তু উল্লেখিত তিনটি মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ হলেই শিশুদের সব চাহিদা পূরণ হয়ে যায় না। তাই উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি তথা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাসহ খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি শিশুদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট বলা যায় না। কারণ শিশুর নিরাপত্তা ও সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণের জন্য বাসস্থান অপরিহার্য, যেটি সরকারের কর্মসূচিতে উল্লেখ নেই। পাশাপাশি চিত্তবিনোদন বিষয়েও কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ নেই। খাদ্য যেমন দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে, তেমনি চিত্তবিনোদনের ফলে কাজে উদ্দীপনা আসে। এটি মানুষকে শক্তি ও প্রেরণা জোগায়। সামাজিক মানুষের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো সামাজিক নিরাপত্তা। উল্লেখিত বিষয়গুলো উদ্দীপকের সরকারের গৃহীত কর্মসূচিতে নেই।

পরিশেষে বলা যায়, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন ও নিরাপত্তা এই সবগুলো চাহিদাই শিশুর জীবনে অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩০ ওয়াহিদ একদিন নীলক্ষেতের রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ৫-৬ জন শিশু কুড়িয়ে আনা খাবার খাচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থাও তেমন ভাল না। সে আরও কিছুদুর গিয়ে দেখল, অনেক মানুষ ফুটপাতে রাত্রিযাপন করছে। */সাভার সরকারি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১/*

ক. WHO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুরা কোন কোন মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের বর্তমান মৌলিক চাহিদারই পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি— তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WHO এর পূর্ণরূপ World Health Organization.

খ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মৌলিক চাহিদা প্রয়োজন।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষা ও চিত্তবিনোদন মানসিক ও সামাজিক বিকাশ তথা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সহায়তা করে। অথচ মৌলিক চাহিদার অপূরণ ব্যক্তির মানবিক গুণাবলির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকে শিশুরা মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য ও বাসস্থানের চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

খাদ্য হলো একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। খাদ্য চাহিদা পূরণ না হলে মানুষের শারীরিক বিকাশ ও সুস্থতা বাধাগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে বাসস্থান মানে হলো স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা। এটি মানুষের আদি ও সহজাত মৌলিক প্রয়োজন। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা ও গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে শিশুরা মৌলিক মানবিক চাহিদা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার রুন তা কুড়িয়ে আনা খাবার খাচ্ছে। অন্যদিকে যারা ফুটপাতে রাত্রিযাপন করছে তারা বাসস্থানের চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উদ্দীপকের চিত্রটি বাংলাদেশের বর্তমান মৌলিক চাহিদারই প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু তিন হাজার কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তিকে নূন্যতম ও প্রয়োজনীয় চাহিদা হিসেবে ধরা হয়। অথচ বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ২, ১২২ কিলোক্যালরি খাবার গ্রহণ করে। এদের মাঝে ৫২.৫% শহরের এবং ৪২.৫% গ্রামের মানুষ। অন্যদিকে প্রতিবছর ঝড় বন্যা জলোচ্ছাস, নদী ভাঙন ইত্যাদি কারণে বহু মানুষ গৃহহীন হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে, গ্রামীণ জনগণের ৭% অন্য বাড়িতে, ২২.৬% জরাজীর্ণ বাসগৃহে এবং শহরের ৮% লোক বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বাংলাদেশে যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে সে হারে বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এর সুব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ফুটপাতে রাত্রিযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

উদ্দীপকে শিশুরা যে কুড়ানো খাবার খাচ্ছে তা মূলত মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণকে চিত্রায়িত করে। দরিদ্র ও অসহায় শিশুরা প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে ফুটপাতে অবস্থান করার কারণে বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত পরিস্থিতি উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ বিগত জুন মাসে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। এতে দেখা যায়, দেশে পাশের হার প্রায় ৮০%। প্রায় সোয়া লক্ষ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, সারাদেশে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী পাশ করেছে তার একটি বিরাট অংশ আসন না থাকার কারণে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে পারবে না। কর্মমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ এখন পর্যন্ত ছাত্র অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়। */শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১/*

https://teachingbd24.com

ক. সামাজিক চাহিদার অপর নাম কী? ১
খ. বাসস্থান কি মানবিক চাহিদা? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাংলাদেশে শিক্ষার চাহিদার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে তোমার সুপারিশ ব্যক্ত কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক চাহিদার অপর নাম মৌল মানবিক চাহিদা।

খ হ্যাঁ, বাসস্থান মানবিক চাহিদা।
সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার পেছনে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। বাসস্থানের কারণেই মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি, একাত্মতা, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এ কারণে বাসস্থানকে মানবিক চাহিদা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে বাংলাদেশে শিক্ষার চাহিদা অপ্রতুলতাকে নির্দেশ করে।
শিক্ষা বলতে জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া দুটিকেই বোঝায়। শিক্ষা ছাড়া জগত ও জীবন সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য মানুষকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এছাড়া দেহ, মন ও আত্মার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ ব্যক্তিত্ব গঠন, মানবিক মূল্যবোধ অর্জন, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়।
বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। এর মানে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু সরকারিভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার পরও উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আসন এদেশে নিশ্চিত হয় না। এর অন্যতম কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে দেশে শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগের অপ্রতুলতা এদের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সারাদেশে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, পর্যাপ্ত আসন না থাকায় এর বড় অংশই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশে শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হলো নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা তথা পরিপূর্ণ যথার্থ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের অভাব।
শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য। "শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" -এ কথাটি উপলব্ধি করে সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও এদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং জনগণের দরিদ্র অবস্থা শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করছে না।
উদ্দীপকে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে তা সমাধানে আমাদের প্রথম করণীয় হলো দারিদ্র্য দূরীকরণের সাথে সাথে নিরক্ষরতা দূর করা। বাংলাদেশের শিক্ষাজনিত সমস্যা সমাধানে আরও করণীয় দিকগুলো হলো শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, জনসাধারণকে সচেতন করা, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানো, শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া, কারিগরি শিক্ষায় বয়স ও যোগ্যতায় শিথিলতা আনা ইত্যাদি। এছাড়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে কর্মমুখী শিক্ষা অর্থাৎ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।
পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত পদক্ষেপ বা কর্মকাণ্ড নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার অন্তরায় দূর করতে প্রয়াসী হতে পারি।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জাকিয়া জানতে পারে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৬৩.৬ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্যমতে বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায়, তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে চলে যায়।
[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১]

ক. মৌল মানবিক চাহিদা কয়টি? ১
খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের জাকিয়ার জানা তথ্য বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে কী ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মৌল মানবিক চাহিদা ৬টি।

খ সাধারণত বেকারত্ব বলতে মানুষের কর্মহীন অবস্থাকে বোঝানো হয়।
কোনো ব্যক্তি যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আয় উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে না পারে, তাহলে তাকে বেকার বলা হয়। বেকারত্ব ধারণাকে বুঝতে হলে যেসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে তা হলো— যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো কাজ করে না, যারা কাজ করতে সক্ষম, যারা কাজ করতে চায়। অর্থাৎ যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়; অথচ কাজ পায় না, সেই অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জাকিয়ার জানা তথ্য বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষালাভের নেতিবাচক অবস্থাকে নির্দেশ করে।
শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং দারিদ্র্য। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'— এ কথাটি উপলব্ধি করে সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলো দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং জনগণের দারিদ্র্য অবস্থা শিক্ষার সুযোগকে সহজলভ্য করছে না।
উদ্দীপকে জাকিয়া জানতে পারে, বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। ইউনিসেফের তথ্যমতে, বাংলাদেশের শতকরা ৪০% শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায় তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে স্কুলে ছেড়ে চলে যায়— যা কিনা শিক্ষা লাভের নেতিবাচক অবস্থাকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যাকে নির্দেশ করে।
বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্য, অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষা লাভে অসুবিধার কারণে প্রথম যে সমস্যাটি দেখা দেয় সেটি হলো নিরক্ষরতা। শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ ধারণা স্পষ্ট হয়। শিক্ষা মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধের জন্ম দেয়। শিক্ষা লাভে মানুষ সচেতন হয়। শিক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য সব বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। শিক্ষার অভাবে মানুষের দক্ষতাও বাড়ে না। অর্থাৎ শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে সমাজে বেকারত্ব, দরিদ্রতা, অজ্ঞতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। এমনকি সামাজিক অপরাধ প্রবণতার হারও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতাও অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। শিক্ষার অভাবে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ও বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে শিক্ষালাভের দুরবস্থা তথা স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, প্রাইমারি শিক্ষা শেষ না করে ঝরে পড়া সমাজে শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যা সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষা লাভ করা না গেলে সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ কমল লালদিঘি গ্রামের ছেলে। ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষিত হতে পারেনি। আজ কমল কর্মহীন জনগোষ্ঠীর একজন। জীবন কাটছে নানা পথে। হঠাৎ গ্রামটি নদীর ভাঙনে বিলীন হয়ে গেলে এ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহরে এসে ভীড় করে। এসব মানুষ কোনোভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে বেছে নিয়েছে রাস্তাঘাট ও স্বল্প ভাড়ার বাসস্থান, যা এ দেশের বহুমুখী সমস্যার কেন্দ্রস্থল।

[মিরপুর কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]

ক. একটি মানবিক চাহিদার নাম লেখো। ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা হিসাবে খাদ্যের ভূমিকা কী? ২

গ. অপূরিত মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমলের জীবনে কোন চাহিদার অভাবজনিত প্রভাব লক্ষণীয় এবং উক্ত সমস্যার কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিক্ষা একটি মানবিক চাহিদা।

খ মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের ভূমিকা অপরিহার্য।

খাদ্য ছাড়া কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এটি মানুষের দেহের তাপশক্তি উৎপাদন করে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে।

গ মানবিক চাহিদাগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি। এসব চাহিদার অভাবজনিত কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয় বিধায় সমাজের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায় অপরাধ সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ অপূরিত মানবিক চাহিদা।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা অপরিহার্য। এ চাহিদাগুলো পূরণের অভাবে মানুষের মাঝে পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, ভিক্ষাবৃত্তি, বেকারত্ব দেখা দেয়। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ ও নৈতিক অধঃপতনের মত নানা সমস্যা দেখা দেয় যা অপরাধ প্রবণতা কারণ হিসাবে দেখা দেয়। কারণ মানুষ মানবিক চাহিদা বৈধ বা অবৈধ যেকোনো উপায়ে পূরণ করার চেষ্টা করে। যখন মানুষ বৈধভাবে পূরণ করতে পারে না, তখন সে নানারকম অপরাধ যেমন- হত্যা, লুণ্ঠন, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অপহরণ, পাচার ইত্যাদি করে থাকে।

উদ্দীপকের কমল একজন ভাল ছাত্র হলেও সে দরিদ্র যে কারণে শিক্ষার মতো মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ায় কর্মহীন জীবন যাপন করছে। কিন্তু মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সে যে কোনো সময় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই বলা যায়, অপূরিত মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির শক্তিশালী কারণ।

ঘ উদ্দীপকের কমলের জীবনে শিক্ষার অভাবজনিত প্রভাব লক্ষণীয়।

শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই জ্ঞান মানুষের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, সুপ্ত পতিভার বিকাশ সাধন করে। কিন্তু অনেক সময় দরিদ্র মানুষ শিক্ষা অর্জন করে না পারায় বেকারত্ব, জনসংখ্যাধিক্য, নিরক্ষরতার মত সমস্যার সম্মুখীন হয়, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। এর ফলে তারা অধিক সন্তানের জন্ম দেয়। যা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। নিরক্ষর ব্যক্তি কাজের ব্যবস্থা করতে পারেনা। ফলে সমাজে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। নিরক্ষর ব্যক্তি কর্মহীন থাকার কারণে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের কারণে তারা সঠিকভাবে তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। এর ফলে দেখা দেয় পুষ্টিহীনতা।

উদ্দীপকে কমলের জীবনে দারিদ্র্য একটি বড় সমস্যা। যার ফলে সে ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষিত হতে পারেনি। যে কারণে সে কর্মহীন জনগোষ্ঠীর জন হয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছে। যা তার জীবনে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কমল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ায় উল্লিখিত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা তার সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত জীবন গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ আনিকা জানতে পারে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৯ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্য মতে, বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু স্কুলে যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায়, তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে চলে যায়।

[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর | প্রশ্ন নং ৬]

ক. দারিদ্র্য কী? ১

খ. মানবসম্পদ কীভাবে উন্নয়ন করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে আনিকার জানা তথ্য বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোন অবস্থাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এই অবস্থা বাংলাদেশে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারিদ্র্য হলো সামাজিক মর্যাদার অর্থনৈতিক মাপকাঠি।

খ যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়।

কাঙ্ক্ষিত জনসংখ্যা একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। তারা দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগাতিকে তরান্বিত করে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যা প্রবণ দেশের জন্য তা অভিশাপ। কারণ এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এ বাড়তি জনসংখ্যা বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই জনসংখ্যাকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সম্পদে পরিণত করা যায়।

গ উদ্দীপকে আনিকার জানা তথ্য বাংলাদেশের মৌল মানবিক চাহিদা শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থাকে নির্দেশ করে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। শিক্ষা বলতে জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া দুটিকেই বোঝায়। শিক্ষা মানুষের মননশীলতা ও বিবেকের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এর মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিত্ব গঠন মানবিক মূল্যবোধ অর্জন, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষার পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে স্বাক্ষরতার হার ৬৩.৬%। প্রায় ৩৬.৪% লোক এখনও নিরক্ষর। দরিদ্রতার কারণে এদেশের মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খেতে হয়। ফলে শিক্ষা অর্জন তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার আগেই অনেক শিশু ঝড়ে পড়ে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। এভাবে শিক্ষা স্তরকে প্রথম থেকে উচ্চতর ডিগ্রি ঢেলে সাজানো হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৯ ভাগ। ইউনিসেফের তথ্য মতে, বাংলাদেশে শতকরা ৩৪ ভাগ শিশু স্কুল যাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যারা স্কুলে যায় তাদের শতকরা ৩৪ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই স্কুল ছেড়ে চলে যায়। উদ্দীপকের এ তথ্য দিয়ে বাংলাদেশের মৌল মানবিক শিক্ষার অপূরণজনিত সমস্যাকেই নির্দেশ করে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের শিক্ষার অপূরণজনিত অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যা বাংলাদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে।

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌল মানবিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। যেমন- দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বর্তমান বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা বলা হয়েছে। আর জনসংখ্যার বৃদ্ধির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষার অভাব। অশিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে জানেনা তাই তারা অধিক হারে সন্তান জন্ম দেয়। এমনকি তারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। এছাড়া অশিক্ষিত মানুষ অসচেতন বিধায় তারা খাবারের পুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ ফলে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। একইসাথে মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। আর এসব কিছুর পেছনে অসচেতনতা ও শিক্ষার অভাব কারণ হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষার পরিস্থিতিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। অথচ একমাত্র শিক্ষাই মানুষের এসব সমস্যা দূর করতে পারে। শিক্ষা যেমন মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও আলোকিত করে তেমনি সমাজ ও দেশ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়। একজন শিক্ষিত সুনাগরিকই পারে একটি সুন্দর সমাজ গড়তে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ রহিম সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি তার দুই ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে পড়ান। তাদের সকল চাহিদাই পূরণ করেন। কিন্তু তিনি ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, টিভি দেখা একদম পছন্দ করেন না। ছেলেমেয়ে দুটিকে পড়াশোনা নিয়ে অনেক চাপের মধ্যে রাখেন। ফলে তার ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। পড়াশোনাও ভাল করতে পারছে না। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারছে না।

[মুন্সিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১]

ক. মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা কোনটি? ১

খ. "মৌল মানবিক চাহিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি অপরিহার্য এবং সর্বজনীন"- ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ছেলেমেয়ে দুটির কোন চাহিদার ঘাটতি রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিশু দুটির সমস্যা সমাধানে কি তুমি কোন ভূমিকা রাখতে পারবে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবজীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা হলো খাদ্য।

খ মৌল মানবিক চাহিদাগুলো সমাজে বেঁচে থাকা ও সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য সব মানুষের জন্য একই রকম বিধায় এটি অপরিহার্য এবং সর্বজনীন।

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো আজকের নয়। বরং এটি বিশ্বের সব মানুষের ক্ষেত্রে চিরকাল একইভাবে বিরাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাই এ চাহিদা সর্বজনীন। অপরদিকে মানুষের সামাজিক সত্তা বিকাশে ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্বও অপরিহার্য।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ একদিন তামান্না সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে বের হল। সে দেখল অনেক লোক রাস্তার পাশে ঘুমিয়ে আছে। অনেকেই না খেয়ে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে। তার বয়সী একটি মেয়ের সাথে কথা বলে জানতে পারে, সিরাজগঞ্জে তাদের বাড়ি। নদীর করাল গ্রাসে সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় ঠাঁই হয়েছে।

[শ্রীনগর সরকারি কলেজ মুন্সিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মৌল মানবিক চাহিদা কী? ১

খ. মৌল মানবিক চাহিদা কয়টি ও কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জাতীয় পর্যায়ে এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হতে পারে? ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করতে হয় তাকে মৌল মানবিক চাহিদা বলে।

খ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা ছয়টি। এগুলো হলো, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষতা অর্জনে এই চাহিদাগুলো পূরণ করা জরুরি। এ চাহিদাগুলো পূরণ না হলে পৃথিবীকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি হলো বাসস্থানের অভাব, যা সমাজে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো বাসস্থানের অভাব। দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়ন, নদী ভাঙন প্রভৃতি কারণে প্রতিবছর এদেশের অনেক মানুষ গৃহহারা হয়ে পড়ে। এতে অনেকেই জীবিকার জন্য শহরে পাড়ি জমায়। শহরে প্রয়োজনীয় আবাসন না থাকায় বস্তি সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিবিএস (BBS) কর্তৃক সর্বশেষ ২০১৪ সালের বস্তিশুমারি অনুযায়ী দেশে মোট বস্তির সংখ্যা ১৩৯৩৮টি। শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেই এ সংখ্যা ৩৩৯৪টি। এই বস্তিগুলোতে মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। এতে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও অপরাধ মূলক কর্মকান্ড যেমন চুরি, ছিনতাই, খুন রাহাজানি, মাদকাসক্তি প্রভৃতির সূত্রপাত ঘটে। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, তামান্না একদিন সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে বের হয়ে দেখল, অনেক লোক রাস্তার পাশে ও খোলা আকাশের নিচে শুয়ে আছে। সে জানতে পারে, নদীর করাল গ্রাসের শিকার হয়ে তারা রাস্তায় ঠাঁই নিয়েছে। এতে বোঝা যায়, উদ্দীপকে বাসস্থান সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ সমস্যা সমাজে উপরে বর্ণিত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ঘ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে এই সমস্যা অর্থাৎ বাসস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা বেশ প্রকট। বিশেষ করে গ্রামীণ, ভূমিহীন ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর ভুক্তভোগী। এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সরকার খাসজমির ওপর 'গুচ্ছ গ্রাম' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ২৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করে। এ কর্মসূচির আওতায় গৃহ নির্মাণের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ২০৪,১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যার আওতায় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে ৬৬,৪৬৯টি। এছাড়া সারাদেশে মোট ৫১৪টি NGO ৬৩টি জেলার ৪০৩টি উপজেলায় গৃহ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করে। বর্তমানে এ প্রকল্পের ফেজ-২ বাস্তবায়ন হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বাসস্থান সমস্যা দূর হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে উদ্দীপকে নির্দেশিত বাসস্থান সমস্যার সমাধান হতে পারে।

Teachingbd24.com

★★ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা

১. সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করলে মানুষের কোন চাহিদার উদ্ভব ঘটে? [জ্ঞান]
ক নিরাপত্তা খ খাদ্য
গ যৌন চাহিদা ঘ ঘুম — ক

২. মানুষের কোন চাহিদাকে সামাজিক চাহিদাও বলা হয়? [জ্ঞান]
ক মৌলিক চাহিদাকে খ মানবিক চাহিদাকে
গ জৈবিক চাহিদাকে ঘ ঘুমের চাহিদাকে — ক

৩. *Common Human Needs* 'গ্রন্থটি কে রচনা করেন? [জ্ঞান]
ক Walter A Friedlander
খ Charlotte Towle
গ Lawrence K Frank
ঘ Robert L Barker — খ

৪. মৌলিক চাহিদার তুলনায় মানবিক চাহিদার পরিমাণ কেমন হয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক বেশি খ কম
গ সমান ঘ অনেক কম — ক

৫. মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য কোনটি? [জ্ঞান]
ক পূরণ না হলে জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হবে
খ একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক নেই
গ মানবজাতির অসহায়ত্ব প্রকাশ করে
ঘ পরস্পর নির্ভরশীল — ঘ

৬. চাহিদা কোন ধরনের প্রত্যয়? [জ্ঞান]
ক আপেক্ষিক খ মূর্ত
গ বিমূর্ত ঘ কাঙ্ক্ষিত — ক

৭. সামাজিক জীব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে কী পূরণ করতে হয়? [জ্ঞান]
ক খাদ্যাভাব খ বাসস্থানের অভাব
গ বহুমুখী চাহিদা ঘ শিক্ষা — গ

৮. 'চাহিদা হলো সেসব দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন যেগুলো মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং বিকাশ ও পরিতৃপ্তির অপরিহার্য'-উক্তিটি কার? [জ্ঞান] *[হামিদপুর আল-হেরা কলেজ, যশোর]*
ক রবার্ট এল বার্কার খ ওয়াল্টার এ ফ্রিডল্যান্ডার
গ এম জি থ্যাকারি ঘ গর্ডন মার্শাল — ঘ

৯. চাহিদা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [জ্ঞান]
ক Essential খ Necessary
গ Need ঘ Obedient — গ

১০. সমাজবিজ্ঞানী টোলে কয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার কথা উল্লেখ করেছেন? [জ্ঞান]
ক চারটি খ পাঁচটি
গ ছয়টি ঘ সাতটি — গ

১১. মৌলিক চাহিদা সম্পর্কিত— [অনুধাবন]
i. দেহের বৃদ্ধির সাথে
ii. দেহের বিকাশের সাথে
iii. সামাজিক বিকাশের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১২. মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারলে ব্যাহত হবে— [অনুধাবন]
i. মানসিক বিকাশ
ii. ব্যক্তিত্ব গঠন iii. শারীরিক বৃদ্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কলিম উদ্দিনের দশ বছরের মেয়ে রাহেলা সারাদিন বাবার সাথে অন্যের জমিতে কাজ করে। হাড়ভাঙা খাটুনির পরও প্রায় দিনই তারা পেটপুরে খেতে পারে না। এর ফলে রাহেলার শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ বাসা বেঁধেছে।

১৩. অনুচ্ছেদে রাহেলার যে চাহিদাটি পূরণ হচ্ছে না তাকে কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক মৌলিক চাহিদা খ মানবিক চাহিদা
গ শারীরিক চাহিদা ঘ সামাজিক চাহিদা — ক

১৪. উক্ত চাহিদার ওপর নির্ভরশীল — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ
ii. দেহের ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
iii. ব্যক্তিত্ব গঠন ও মানসিক বিকাশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

★★ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫. সুষম খাদ্যে কয়টি উপাদান থাকা উচিত? [অনুধাবন]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি — ঘ

১৬. সভ্যতার প্রতীক কোনটি? [জ্ঞান]
ক বস্ত্র খ বাসস্থান
গ চিকিৎসা ঘ খাদ্য — ক

১৭. সামগ্রিকভাবে মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কীসের প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা খ বস্ত্র
গ শিক্ষা ঘ চিত্তবিনোদন — খ

১৮. পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার একমাত্র অবলম্বন কোনটি? [জ্ঞান]
ক শহর খ গ্রাম
গ বাসস্থান ঘ নিরাপত্তা — গ

১৯. 'শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও'-উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর
খ হযরত আবু বকর (রা)-এর
গ হযরত আলী (রা)-এর
ঘ হযরত ওমর (রা)-এর — ক

teachingbd.com

২০. কীসের মাধ্যমে মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ নিরাপত্তা — খ

২১. সুস্থ বিনোদন শিশুর মনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? [জ্ঞান]
ক ইতিবাচক খ নেতিবাচক
গ ক্ষতিকর ঘ সৃষ্টিধর্মী — ক

২২. বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে মৌল মানবিক চাহিদার কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১১ নং অনুচ্ছেদে খ ১৫ নং অনুচ্ছেদে
গ ২৩ নং অনুচ্ছেদে ঘ ২৯ নং অনুচ্ছেদে — খ

২৩. আমাদের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৮নং খ ১০নং
গ ১২নং ঘ ১৪নং — খ

২৪. বাংলাদেশের কয়টি চাহিদা মৌল মানবিক চাহিদা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত? [জ্ঞান]
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ সাতটি — ঘ

২৫. কোনটি পূরণের চেষ্টা মানুষের জীবনব্যাপী? [জ্ঞান]
ক সাধারণ চাহিদা খ সামাজিক চাহিদা
গ রাজনৈতিক চাহিদা ঘ মৌলিক চাহিদা — ঘ

২৬. সামাজিক চাহিদার জন্ম হয় কেন? [অনুধাবন]
ক গবেষণার ফলে খ শিক্ষণের ফলে
গ চাহিদার ফলে ঘ নৈতিকতার ফলে — খ

২৭. কীভাবে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে? [অনুধাবন]
ক আইনের মাধ্যমে খ গবেষণার মাধ্যমে
গ শিক্ষার মাধ্যমে ঘ সংবিধানের মাধ্যমে — ঘ

২৮. পুষ্টিহীনতা যথার্থ কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক পরিচ্ছন্ন খাদ্যের অভাব
খ ভিটামিন জাতীয় খাদ্যের অভাব
গ সাধারণ খাদ্যের অভাব
ঘ সুষম খাদ্যের অভাব — ঘ

২৯. মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [অনুধাবন]
ক অন্ন খ বস্ত্র
গ শিক্ষা ঘ বাসস্থান — খ

৩০. প্রাণী-পাখি ও পতঙ্গের অন্যতম একটি চাহিদা হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? [প্রয়োগ]
ক খাদ্য খ পানি
গ চিকিৎসা ঘ নিরাপদ আশ্রয় — ঘ

৩১. মানুষের চিন্তাশক্তি ও মনের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে কোনটি বেশি উপযোগী? [জ্ঞান]
ক গবেষণা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ ভ্রমণ — খ

৩২. বিভিন্ন কলাকৌশল আয়ত্ত করে মানুষ জীবন সংগ্রামের জন্য উপযোগী হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক শিক্ষার মাধ্যমে খ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ গবেষণার মাধ্যমে ঘ টিভি দেখার মাধ্যমে — ক

৩৩. সামাজিক মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক নিরাপত্তা খ রাজনৈতিক নিরাপত্তা
গ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
ঘ সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা — ক

৩৪. স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা মানুষের মৌল চাহিদা হিসেবে বিবেচিত। এর কারণ হলো- [অনুধাবন]
[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]
ক জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বলে
খ চিন্তার মাধ্যম বলে
গ সহজাত গুণাবলি বিকাশের মাধ্যম
ঘ নেতৃত্বের পূর্বশর্ত বলে — গ

৩৫. ব্যক্তি স্বাধীনতা কোন চাহিদার অন্তর্ভুক্ত? [জ্ঞান]
[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]
ক মৌলিক চাহিদা খ অর্থনৈতিক চাহিদা
গ সাংস্কৃতিক চাহিদা ঘ মানবিক চাহিদা — ঘ

৩৬. নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র কীভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে? [অনুধাবন]
ক গবেষণার মাধ্যমে খ জনমতের মাধ্যমে
গ ভোটের মাধ্যমে ঘ আইনের মাধ্যমে — ঘ

৩৭. জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নির্ভর করে কীসের ওপর? [অনুধাবন]
ক দেশের সামাজিক অবস্থার ওপর
খ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর
গ দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপর
ঘ দেশের ভৌগোলিক অবস্থার ওপর — খ

৩৮. বাংলাদেশে কীসের প্রভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম খাদ্যগ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না? [অনুধাবন]
ক খাদ্য ঘাটতির খ বাজেট ঘাটতির
গ অর্থের ঘ সম্পদের — ক

৩৯. খাদ্য হচ্ছে সেই সকল বস্তু বা দ্রব্য যা— [অনুধাবন]
i. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে
ii. শরীরের বৃদ্ধিসাধন করে
iii. শরীরকে দুর্বল করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৪০. বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. এটি মানুষের লজ্জা নিবারণ করে
ii. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে
iii. বিভিন্ন প্রাকৃতিক আঘাত থেকে রক্ষা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪১. মানুষ আবাসস্থলে বসবাস করে— [অনুধাবন]
i. গোপনীয়তা প্রকাশ করার জন্য
ii. সুষ্ঠু জীবনযাপনের জন্য
iii. সামাজিক নিরাপত্তার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — খ

৪২. শিক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে
ii. শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানবিক মূল্যবোধ অর্জন করে
iii. শিক্ষা মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

Teachingbd.com

★★ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি; খাদ্য ও বস্ত্র

৪৩. কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বিষয়বস্তু নির্ভর করে কীসের ওপর? [অনুধাবন]
ক সামাজিক অবস্থার ওপর
খ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর
গ আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর
ঘ রাজনৈতিক অবস্থার ওপর — **গ**

৪৪. মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে খাদ্য জোগারের চেষ্টা করে কীভাবে? [জ্ঞান] *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা]*
ক আন্দোলনের মাধ্যমে খ বিপ্লবের মাধ্যমে
গ অপরাধের মাধ্যমে ঘ সহিংসতার মাধ্যমে — **গ**

৪৫. বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এর যথার্থ কারণ— [অনুধাবন]
ক কৃষিভূমি হ্রাস খ জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ কৃষকের সংখ্যা হ্রাস ঘ শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি — **ক**

৪৬. সামাজিকতা রক্ষা ও সভ্য জীবনযাপনের সাথে নিচের কোন চাহিদাটি সম্পৃক্ত? [জ্ঞান]
ক খাদ্য খ চিত্তবিনোদন
গ স্বাস্থ্য ঘ বস্ত্র — **ঘ**

৪৭. বর্তমানে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে কয়টি কটন স্পিনিং মিল রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩৫২টি খ ৩৬২টি
গ ৪০৭টি ঘ ৩৯৮টি — **গ**

৪৮. আমাদের দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ৪১৫টি খ ৪২৯টি
গ ৪১৭টি ঘ ৪১৮টি — **খ**

৪৯. বাংলাদেশে বস্ত্রের চাহিদা কীভাবে পূরণ করা হয়? [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক তুলা আমদানি করে
খ পুরাতন কাপড় আমদানি করে
গ নতুন কাপড় আমদানি করে
ঘ টেক্সটাইল মিল প্রতিষ্ঠা করে — **খ**

৫০. আমাদের দেশের লোকজনের বস্ত্রের চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে— [অনুধাবন]
i. কম উৎপাদনের জন্য
ii. অর্থের অভাবে
iii. সহজপ্রাপ্যতার অভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ক**

৫১. মৌলিক মানবিক প্রয়োজন হিসেবে মানবজীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন কারণ— [অনুধাবন]
i. ধর্মীয় বিধিবিধান রক্ষা করা
ii. প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করা
iii. সামাজিক জীব হিসেবে সামাজিকতা রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **খ**

৫২. বস্ত্র সমস্যা স্থায়িত্ব লাভ করে— [অনুধাবন]
i. বস্ত্র শিল্পে সৃষ্ট অনিয়মের কারণে
ii. অদক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে
iii. উৎপাদন হ্রাসের প্রভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

★★ বাসস্থান

৫৩. পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার একমাত্র অবলম্বন কোনটি? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*
ক শহর খ গ্রাম
গ বাসস্থান ঘ নিরাপত্তা — **গ**

৫৪. মানুষের জন্য আবশ্যক কোনটি? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক চিত্তবিনোদন খ শিক্ষা
গ নিরাপত্তা ঘ বাসস্থান — **ঘ**

৫৫. বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে? [জ্ঞান]
ক ১০০৫ জন খ ১০১০ জন
গ ১০১৫ জন ঘ ১০২০ জন — **গ**

৫৬. পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যমতে, ঢাকা শহরে কত ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে? [জ্ঞান]
ক ২২% খ ২৩%
গ ২৪% ঘ ২৫% — **ঘ**

৫৭. বাসস্থানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— [অনুধাবন]
i. স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য
ii. নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
iii. সমাজ ও সভ্যতাকে স্থায়ী রূপদানের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

৫৮. স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে— [অনুধাবন]
i. স্থায়ী ও নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের অভাবে
ii. পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে
iii. উন্নত বস্ত্র পরিধান করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ক**

★★ শিক্ষা

৫৯. বাংলাদেশে কত শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকে আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০১০ খ ২০১১
গ ২০১২ ঘ ২০১৩ — **ঘ**

৬০. কোনটি মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে? [জ্ঞান] *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক চিকিৎসা খ শিক্ষা
গ চিত্তবিনোদন ঘ নিরাপত্তা — **খ**

৬১. বাংলাদেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার কত? [জ্ঞান] *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক ৫৬.৮ শতাংশ খ ৬২.৩ শতাংশ
গ ৫৮.৬ শতাংশ ঘ ৬০.২ শতাংশ — **খ**

৬২. বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার প্রতি নজর দিতে না পারার যথার্থ কারণ কোনটি? [অনুধাবন] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক বস্ত্র চাহিদার অপূরণ
খ বাসস্থান চাহিদার অপূরণ
গ স্বাস্থ্যহীনতা
ঘ খাদ্য চাহিদার অপূরণ — **ঘ**

৬৩. বাংলাদেশে কত সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২০০৯ সাল খ ২০১০ সাল
গ ২০১১ সাল ঘ ২০১২ সাল — **ক**

৬৪. বাংলাদেশে সর্বশেষ কত সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়?
ক ২০০৯ সালে খ ২০১০ সালে
গ ২০১১ সালে ঘ ২০১২ সালে — **খ**

Teachingbd.com

৬৫. মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে শিক্ষাকে যেভাবে বিশেষায়িত করা যায় তা হলো— [অনুধাবন]
i. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক
ii. মানবসভ্যতা বিকাশের প্রধান উপকরণ
iii. বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৬. শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের জন্য— [অনুধাবন]
i. পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছে
ii. শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে
iii. মুখস্থ নির্ভরতা বর্জন করে সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

উদ্দীপকটি পড়ে ৬৭ ও ৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব 'ক' একজন সাদা মনের মানুষ। তিনি স্ব-উদ্যোগে বাসায় একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছেন। এলাকার যে কেউ তার পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়তে পারেন। সারাজীবনের আয় দিয়ে তিনি এ পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। *[কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ]*

৬৭. উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর উদ্যোগটি কোন মৌল মানবিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত? [প্রয়োগ]
ক চিত্তবিনোদন খ সামাজিক নিরাপত্তা
গ শিক্ষা ঘ স্বাস্থ্য **গ**

৬৮. জনাব 'ক' এর উদ্যোগটির ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. জনগণের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ হয়
ii. জনগণের মানসিক প্রশান্তির সুযোগ হয়
iii. সকল মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের সুযোগ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ চিকিৎসা ও চিত্তবিনোদন

৬৯. বাংলাদেশের হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১৮৩০ জন খ ১৮৪০ জন
গ ১৮৫০ জন ঘ ১৬৯৮ জন **ঘ**

৭০. এদেশে প্রতি কতজন লোকের জন্য একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৮২০ জন খ ২২৩০ জন
গ ২৫৪০ জন ঘ ২১২৯ জন **ঘ**

৭১. বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ১ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার কতজন? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ২০ জন খ ৩০ জন
গ ৩৫ জন ঘ ৪০ জন **গ**

৭২. বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কয়টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৬টি খ ১৭টি
গ ১৮টি ঘ ২২টি **ঘ**

৭৩. কোন উদ্দেশ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? [অনুধাবন]
ক জনগণের স্বাস্থ্য চাহিদা পূরণে
খ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণে
গ পুষ্টি কার্যক্রম বিস্তারে
ঘ কমিউনিটি স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে **ক**

৭৪. বাংলাদেশে কত সালে ডিস-অ্যান্টেনা চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯১ সালে খ ১৯৯২ সালে
গ ১৯৯৩ সালে ঘ ১৯৯৪ সালে **গ**

৭৫. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি সরকারি সম্প্রচারমূলক মাধ্যম রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **ক**

৭৬. স্বাস্থ্যহীনতার ফলে— [অনুধাবন]
i. জনগণের গুণগত মান বৃদ্ধি পায় না
ii. কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়
iii. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৭. সৃজনশীল কাজ ও গঠনমূলক চিন্তার খোরাক জোগায়— [অনুধাবন]
i. নির্মল আনন্দ
ii. চিত্তবিনোদন iii. পুষ্টিকর খাবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৭৮ ও ৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাফর সাহেব একজন কর্মব্যস্ত মানুষ। সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকেন। রাতে যখন বাসায় ফিরেন তখন তিনি একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন থাকেন। স্ত্রী সন্তানদের সাথে কথা বলার মত সময়ও তিনি পান না। *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

৭৮. জাফর সাহেবের জীবনে কোন চাহিদার অভাব দেখা দিচ্ছে? [প্রয়োগ]
ক নিরাপত্তা খ শিক্ষা
গ ব্যবস্থান ঘ চিত্তবিনোদন **ঘ**

৭৯. উক্ত চাহিদা পূরণ না হলে জাফর সাহেবের— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কর্মোদ্দীপনা কমে যাবে
ii. জীবনে একঘেয়েমীভাব চলে আসবে
iii. মানবিক মূল্যবোধ লোপ পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা

৮০. পুষ্টিহীনতা দেখা দেয় কেন? [অনুধাবন]
ক পরিমিত খাদ্যের অভাবে
খ শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাবে
গ দামি খাদ্যের অভাবে
ঘ সময়মতো খাবার না খেলে **ক**

৮১. বাংলাদেশে কী পরিমাণ লোক এখনও নিরক্ষর? [জ্ঞান]
ক ৩৪% খ ৪২%
গ ৪৮% ঘ ৫০% **খ**

৮২. বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়— [অনুধাবন]
ক শহরায়নের ফলে খ আর্থিক কারণে
গ বাসস্থানের অভাবে ঘ বিশ্বায়নের প্রভাবে **গ**

৮৩. বাংলাদেশে অনেক মানুষ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়— [অনুধাবন]
i. দারিদ্র্যের কারণে
ii. খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণে
iii. পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

৮৪. বস্তি সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো— [অনুধাবন]
i. দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়ণ
ii. নদী ভাঙন
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii **ঘ**

★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়

৮৫. বিশ্বে Least Development Countries এর সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ⓚ ৩৫টি ⓛ ৪০টি
ⓖ ৫০টি ⓘ ৫৫টি **গ**

৮৬. বাংলাদেশে শতকরা কী পরিমাণ লোক ৫৯ বছরের ঊর্ধ্বে? [জ্ঞান]
ⓚ ৪.১% ⓛ ৫.২%
ⓖ ৬.১% ⓘ ৭.২% **গ**

৮৭. আমাদের দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ কীসের ওপর নির্ভরশীল? [জ্ঞান] *[রায়হান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ⓚ কৃষির ⓛ ব্যবসার
ⓖ শিক্ষকতার ⓘ চাকরির **ক**

৮৮. শিল্পের প্রসারের জন্য কী করা প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ⓚ তাঁত শিল্পের উন্নয়ন ⓛ কৃষির উন্নয়ন
ⓖ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
ⓘ যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি **খ**

৮৯. উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না কীসের অভাবে? [অনুধাবন]
ⓚ সরকার স্থিতিশীল না হলে
ⓛ সুষ্ঠু অবকাঠামোর অভাবে
ⓖ সুশাসনের অভাবে
ⓘ মৌল চাহিদা পূরণ না হলে **ক**

৯০. মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে কোনটি? [অনুধাবন]
ⓚ নির্ভরশীল জনসংখ্যা ⓛ বেকারত্ব
ⓖ শিল্পকারখানার অভাব
ⓘ অতি দরিদ্র্য **ক**

৯১. বেকার সমস্যার ক্ষেত্রে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. বেকাররা সহজেই মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে
ii. কর্মক্ষম লোকের তুলনায় কর্মসংস্থান কম
iii. বেকাররা অন্যের ওপর নির্ভরশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii **গ**

৯২. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত— [অনুধাবন]
i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
ii. সুশাসন
iii. কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

৯৩. নিচের কোনটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উদাহরণ? *[সকল বোর্ড-২০১৫]*
ⓚ পেনশন ⓛ দলীয় বিমা
ⓖ প্রবীণ ভাতা ⓘ কল্যাণ তহবিল **গ**

৯৪. একজন সাধারণ দরিদ্র বয়স্ক মানুষের জন্য নিচের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কোন উদাহরণটি প্রযোজ্য? [জ্ঞান] *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*
ⓚ পেনশন ⓛ প্রবীণভাতা
ⓖ দলীয় বিমা ⓘ কল্যাণ তহবিল **খ**

৯৫. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত কী? [জ্ঞান] *[শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*
ⓚ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
ⓛ প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি
ⓖ জাতীয় আয় বৃদ্ধি
ⓘ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি **খ**

৯৬. সরকার গৃহীত VGF, GR, VGD প্রভৃতি কার্যক্রম জনসাধারণের কোন চাহিদাটি পূরণে ভূমিকা রাখছে? [জ্ঞান] *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*
ⓚ খাদ্য ⓛ শিক্ষা
ⓖ বস্ত্র ⓘ বাসস্থান **ক**

৯৭. বাংলাদেশে মোট কতটি সরকারি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ⓚ ৪২০টি ⓛ ৪৪০টি
ⓖ ৪৫০টি ⓘ ৪৮২টি **ঘ**

৯৮. প্রথম বস্ত্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনটি? [অনুধাবন]
ⓚ দেশিয় শিল্প বৃদ্ধি
ⓛ দরিদ্রদের বস্ত্রপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ
ⓖ বস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন
ⓘ ধর্মীয় উৎসবে বস্ত্র বিতরণ **গ**

৯৯. জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ⓚ ২০০১ ⓛ ২০০৪
ⓖ ২০০৩ ⓘ ২০০৫ **ঘ**

১০০. বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ২০২১ ভিশনের অন্যতম লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]
i. ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা
ii. বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
iii. মানসম্মত পুষ্টি নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বর্তমান সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জন্য ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে বাধ্যতামূলক করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আওতায় এ উদ্যোগটি নেওয়া হয়।

১০১. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সরকারি উদ্যোগটি কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতির পরিচয় বহন করে? [প্রয়োগ]
ⓚ শিক্ষা ⓛ চিত্তবিনোদন
ⓖ স্বাস্থ্য ⓘ নিরাপত্তা **ক**

১০২. অনুচ্ছেদে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর পূর্ণরূপ ফুটে ওঠেনি, কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এখানে কারিগরি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে
ii. উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে
iii. সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii **খ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-২: সমাজকর্মের শাখা

প্রশ্ন ▶১ রহিমা ভীষণ অসুস্থ। সমাজকর্মী কণা তাকে একটি হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেন। তার সহায়তায় রহিমার বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কণা হলো ঐ হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। এজন্য এ কাজ করা তার জন্য সহজ হয়েছে। *[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. 'Kline' শব্দের উৎপত্তি কোন ভাষা হতে? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কণার কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন শাখাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কণা সংশ্লিষ্ট শাখার একজন সমাজকর্মী হিসেবে আর কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক ভাষা থেকে 'Kline' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

খ সমাজকর্মের যে বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাকে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এ সময় অনেককেই দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি বিপর্যস্ত করে তোলে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করা বা কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকের সমাজকর্মী কণার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা এ শাখার কাজ। সেইসাথে দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ ও বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার ব্যয় বহন এবং চিকিৎসার সময় তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে। এছাড়াও রোগ ও অসুস্থতার ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে।

চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখা রোগীদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগীয় সমর্থন দেয়। প্রয়োজন অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের ক্ষুদ্রঋণ পেতে সাহায্য করাও চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমভুক্ত। উদ্দীপকের রহিমাকে সাহায্য করতে গিয়ে কণা উল্লেখিত কাজগুলোই করেন। তাই বলা যায়, কণার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

ঘ কণা একজন সমাজকর্মী হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা রাখতে পারেন।

সাধারণত চিকিৎসা সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধা পেতে রোগীকে সাহায্য করেন। এছাড়া তারা রোগীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তবে এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা আরও কিছু ভূমিকা রাখতে পারেন।

উদ্দীপকের কণার মতো চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা দিতে ও চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ করতে সচেষ্ট থাকেন। অনেক সময় তারা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরিব ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধ, চশমা, হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ ইতাদি সরবরাহ করার উদ্যোগও নেন। এছাড়া তিনি ডাক্তার, নার্স ও রোগীদের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী রোগী সম্পর্কে ডাক্তারকে সঠিক তথ্য দেন। সেইসাথে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর রোগীর মধ্যে যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়ভীতি বা চিকিৎসা সংক্রান্ত কুসংস্কার থাকে তা দূর করা ও যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করতেও সমাজকর্মী ভূমিকা রাখেন।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে কণা শুধুমাত্র উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজ নয়, বরং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶২ রবিন ও তার স্ত্রী দু'জনে ব্যাংক কর্মকর্তা। রবিনের বাবা সম্প্রতি অবসরে গেছেন। রবিন তার বাবার তেমন খোঁজ-খবর রাখতে পারে না। বাবার সাথে মাঝেমাঝেই তার ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। তাই রবিন বাবাকে বেসরকারিভাবে গড়ে ওঠা একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে যেখানে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ২]*

ক. NASW কত সালে সর্বপ্রথম ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যবহার করে? ১

খ. 'শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাখাটির কার্যক্রম ফলপ্রসূকরণে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NASW ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ব্যবহার করে।

খ শিল্প সমাজকর্ম শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে বলে একে শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

শিল্প সমাজকর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। এ সহায়তা শ্রমিক শ্রেণির মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শিল্প সমাজকর্মে শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমিকের স্বার্থ দুটি দিকই রক্ষিত হয়। তবে সমাজকর্মের এ শাখার মূল কাজ হলো শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বলা হয় শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম।

গ উদ্দীপকে বৃদ্ধনিবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেটি সমাজকর্মের অন্যতম শাখা প্রবীণকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য, অনাহার, অনাদর, অবহেলা, বিদ্রুপ, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা ধরনের বাধা-বিপত্তি ব্যক্তিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এসব সমস্যার সমাধান ও প্রবীণদের জন্য সুস্থ, সুন্দর এবং নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের উৎপত্তি হয়েছে।

আর এর অন্যতম কার্যক্রম হলো বৃদ্ধ নিবাস স্থাপন করে সেখানে অসহায়, দরিদ্র প্রবীণদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, বিনোদনসহ যাবতীয় ব্যবস্থা করা।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের রবিন তেমনই একটি বৃদ্ধনিবাসে বাবাকে পাঠিয়েছে। কাজের ব্যস্ততার কারণে তার পক্ষে সবসময় অবসরপ্রাপ্ত বাবার খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয় না। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাবার সাথে ভুল বোঝাবুঝিও হয়। এক পর্যায়ে রবিন তাই বাবাকে বেসরকারি একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বৃদ্ধনিবাসে পাঠিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানটি রবিনের বাবার মতো প্রবীণদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বৃদ্ধনিবাস প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করে তুলতে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

বার্ধক্যে ব্যক্তি যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন সে ব্যাপারে অনেক সময় পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকে না। এতে করে প্রবীণদের প্রতি আমাদের করণীয় কী হতে পারে সে সম্পর্কেও সবার সঠিক ধারণা নেই। এজন্য জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা জরুরি। এ ব্যাপারে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কৃষিনির্ভর ও গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে একসময় যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সে সময় বয়স্ক ব্যক্তিরা পরিবার থেকেই প্রয়োজনীয় আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা পেতেন। শিল্প বিপ্লব পরবর্তী আধুনিক সমাজ এ ঐতিহ্য থেকে ধীরে ধীরে অনেকটাই সরে এসেছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কয়েকযুগের নগরায়ণ ও শিল্পায়ন প্রবীণদের জন্য পরিস্থিতিকে আরও প্রতিকূল করে তুলেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্ক মানুষদের সমস্যা সমাধানে সামাজিক কার্যক্রম (Social Action) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। আবার প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারেন। যেমন, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান। অনেক সময় দেখা যায়, প্রবীণরা তাদের বয়সজনিত মূল্যবোধ বা পুরনো বদ্ধমূল ধারণার কারণে বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদেরকেও সচেতন করে তুলতে পারে। সেইসাথে তারা যাতে পরিবারের অন্য সদস্যদের আদর্শ ও চিন্তাধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে পারেন। এ সব ক্ষেত্রে একজন প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মী নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩ সাভারে একটি গার্মেন্টসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্ন শ্রেণির কর্মচারিদের ছাঁটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চবিত্ত কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে।*[চা; রা; কু; সি; য. বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ২; সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫; আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সমাজকর্মের অন্যতম বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্ম তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকের সমস্যাটিও শিল্প সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুসারে, সাভারের একটি গার্মেন্টসে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বার্থের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট সংকটাবস্থার অবসান ঘটাতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন শিল্প সমাজকর্মী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সংকটের কারণেই সময়ের প্রয়োজনে শিল্প সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে শিল্প সমাজকর্ম পরামর্শ প্রদান ও কার্যকর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। বিশেষ করে শ্রম আইনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সমাধানে শ্রম আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও শিল্প সমাজকর্মের এরূপ ভূমিকা ফলপ্রসূ হবে।

উদ্দীপকের সাভারের গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানটিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্প সমাজকর্মীরা এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান কারণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করার পর তারা বিদ্যমান শ্রম আইনের আলোকে এর সমাধান নির্ধারণ করবেন। পরবর্তী ধাপে তারা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির কাজ করবেন। তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ তুলে ধরে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দেবেন। এক্ষেত্রে মূলত শিল্প সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন। তারা সাভারের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যমান দল বা সমষ্টিকে অর্থাৎ মালিক-শ্রমিক পক্ষকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। এভাবে তারা আলোচ্য সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান দিতে সমর্থ হবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪ দরিদ্র বাবার সন্তান শারমিনের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। বিয়ের এক বছর পরে তার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান হয়। শারমিনের স্বামী তার ভরণপোষণ করতে না পেরে তাকে তালাক দেয়। দরিদ্র, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা শারমিন প্রতিবন্ধী সন্তানটিকে নিয়ে খুবই কষ্টে আছে।

[বি. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ২; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ২]

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মের সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু হয় কত সালে? ১

খ. শিল্প সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের শারমিন ও তার সন্তানের জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা সাহায্য করতে পারে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাখা বাংলাদেশের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের সর্বপ্রথম প্রয়োগ শুরু হয়।

খ শিল্প সমাজকর্ম বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের শারমিন ও তার সন্তানের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের অন্যতম শাখা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সাহায্য করতে পারে।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের সেই শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর (Client) সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানে সাহায্য করা হয়। চিকিৎসা চলাকালীন রোগীকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া সমাজকর্মের এ শাখার বৈশিষ্ট্য। বিবাহবিচ্ছেদ, অটিজম প্রভৃতির মতো সমস্যা নিয়ে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকের শারমিন একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী। তার সন্তানটিও প্রতিবন্ধী। সে দারিদ্র্য ও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে। এ অবস্থায় ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা তাকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারেন। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং অবহেলা, বঞ্চনা এবং সহিংসতার শিকার মানুষদের নিয়ে কাজ করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বামী পরিত্যক্তা শারমিনের মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। সমাজকর্মীরা তার প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করতেও কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেন। এভাবে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম শারমিন ও তার প্রতিবন্ধী সন্তানকে নতুন করে আশার আলো দেখাতে পারে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত শাখা অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বাংলাদেশের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বহু ধরনের সমস্যা দেখা যায়। এসব সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী মূলত দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর নানা ধরনের সামাজিক কুপ্রথা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এ সব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিকল্প নেই। বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে পারলে অনেক সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং দলীয়ভাবে সেবা দিয়ে থাকে। সমাজকর্মের এ শাখার পরিধি ব্যাপক। প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যক্তিগত অসামর্থ্য, ব্যর্থতা, বিবাহবিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদি ঘটনায় জীবনযাত্রায় যে পরিবর্তন হয় তা অনেক সময় ব্যক্তিকে বিভিন্নমাত্রায় বিপর্যস্ত করে। এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে। তাছাড়া ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম উদ্বাস্তু, বেকার, দুর্বল ও অসহায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং গৃহহীনদের নিয়ে কাজ করে থাকে। দাম্পত্যকলহ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক যোগাযোগহীনতা, মাদকাসক্তি, অপরাধপ্রবণতা, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমস্যাও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। আর বর্তমান বাংলাদেশে এসব সমস্যা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতির আলোকে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম এসব সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত।

পরিশেষে বলা যায়, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের অনুশীলন বাংলাদেশে বিদ্যমান নানারকম পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৫ ফারজানা হক পরিবারের একমাত্র সন্তান। মা-বাবা কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে সে বাসায় একা থাকে। খেলার সাথি পায় না। এই একাকিত্ব তাকে অসুস্থ করে তোলে। তার মধ্যে একধরনের ভ্রান্তি বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। সে বড় হলেও সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না। তাই তার মা-বাবা তার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। *[বি. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে কোন মেডিকেল কলেজে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ফারজানা হকের চিকিৎসার জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখা সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যা স্কুল গামী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করে।

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হলো বিদ্যালয় সমাজকর্ম। এটি স্কুলের প্রধান কার্যাবলির সাথে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করা, ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, নেতিবাচক আচরণ, বিশেষ দৈহিক আবেগীয় বা আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাধানে এ সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকে ফারজানার সমস্যা মানসিক হওয়ায় তার চিকিৎসার জন্য সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি শাখা যার মাধ্যমে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধানে কাজ করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের তত্ত্বাবধান, তাদের রোগের কারণ অনুসন্ধান, পর্যাপ্ত সেবা ও ওষুধ প্রদান, কাউন্সেলিং ইত্যাদি মানসিক সেবা প্রদান করা হয়। আর এ ধরনের সহায়তাই উদ্দীপকের ফারজানার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

ফারজানা পরিবারের একমাত্র সন্তান। চাকরির কারণে বাবা-মা বেশিরভাগ সময় বাসায় না থাকায় এবং অন্য কোনো খেলার সাথি না থাকায় সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছে না এবং সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারছে না। এ অবস্থায়

https://teachingbd24.com

একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী ফারজানাকে সুস্থ করে তুলতে সহায়তা করতে পারেন। ফারজানার জন্য কী ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন তা তিনি ঠিক করে দিতে পারেন। তাছাড়া ফারজানার সাথে নিয়মিত কাউন্সেলিং, তার বাবা-মাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সহায়তা করেন। সুতরাং বলা যায়, ফারজানাকে দ্রুত সুস্থ করে তুলতে তার বাবা-মায়ের উচিত একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর সহায়তা নেওয়া।

ঘ আমি মনে করি, সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে উক্ত শাখা অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক জ্ঞান। কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং বহুমুখী মনো-সামাজিক সমস্যা সমাধানে এই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো যায়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের ভূমিকাকে কার্যকর করতে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মতো শতভাগ প্রায়োগিক শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজ করে থাকেন। তিনি শুধু রোগী নিয়েই গবেষণা ও আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু একজন সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী সাহায্যার্থীকে চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তার পরিবার, বাবা-মা ও ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে পারিবারিক এবং দলীয় থেরাপি দিয়ে থাকেন। তিনি সাহায্যার্থীর মানসিক ও সামাজিক দিক বিবেচনা করে তার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখেন। এ ধরনের পেশাগত দিক বিবেচনায় সমাজকর্মের এ শাখার প্রয়োগযোগ্যতা অসামান্য। তাছাড়া বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আর্থ-মনো-সামাজিক জটিলতা বাড়তে থাকায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের আবেদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এর পেশাগত ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে সারাবিশ্বেই সমাজকর্মের এ শাখার প্রসার ঘটছে।

ওপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ। আর এ কারণেই সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রায়হান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে জনাব রায়হান চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখায় কাজ করেছেন।

একজন রোগীর চিকিৎসা গ্রহণ ও সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করেন।

উদ্দীপকের রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তার কার্যাবলি পর্যালোচনা করে আমরা তাকে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তিনি ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদির সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করেন। এক্ষেত্রে তিনি সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগান যা চিকিৎসা সমাজকর্মীর কাজের অনুরূপ। চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগী ও তার পরিবারকে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তিনি রোগীর আর্থ-সামাজিক, মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা বিবেচনায় রাখেন। ফলে তিনি সহজেই রোগীর মনো-দৈহিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারেন। অর্থাৎ রোগীকে মানসিকভাবে সবল করে তোলা এবং তার সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। উদ্দীপকের জনাব রায়হানও উপরোল্লিখিত কাজগুলো করছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রায়হান চিকিৎসা সমাজকর্ম শাখায় কাজ করছেন।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখা অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। যে কারণে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাখাতে সমস্যাও অনেক। আর এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষায়িত অনুশীলন শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কোনো বিকল্প নেই। তাই বাংলাদেশে সমাজকর্মের এ শাখার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ফলে রোগীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার বাংলাদেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সাধারণ জনগণ রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন নয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। তা ছাড়া আমাদের দেশে রোগমুক্তির পর রোগীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও করা যায় না। রোগীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সুযোগও অনেক সীমিত। এসব সমস্যা বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থায় চিকিৎসা সমাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ও বাস্তবায়ন সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনাব রায়হানের অনুশীলিত চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রসার ও তার বাস্তবায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

প্রশ্ন ▶৭ মাহি নবম শ্রেণির ছাত্রী। অষ্টম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি অনুধাবন করে মাহির বাবাকে বললে তিনি একটি সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। কর্মকর্তা সমস্যাটি চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন।

[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ২]

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে মাহির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত সমাজকর্মের শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও দর্শনের যে বাস্তব প্রয়োগ করা হয় তাই চিকিৎসা সমাজকর্ম।

খ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো এমন একটি বিশেষায়িত শাখা যেটি প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এ সময় দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি তাদেরকে বিপর্যস্ত করে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা প্রদান করে।

গ উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের মাধ্যমে মাহির সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে অনেক শিশু খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আবার একজন শিক্ষার্থী সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যার প্রভাবে তার জীবনে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক পরিণতির উদ্ভব হয়। মূলত এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি এড়াতেই বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

উদ্দীপকের মাহি অষ্টম শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলেও নবম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ ছিল না। পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যার কারণে সে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের দায়িত্ব হলো মূল সমস্যা নির্ণয় করে তার আশু সমাধান করা। উদ্দীপকের মাহির ক্ষেত্রেও সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকাই পালন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, মাহির সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি বিদ্যালয় সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত বিদ্যালয় সমাজকর্মের কার্যকারিতা আগে ফলপ্রসূ না হলেও বর্তমান সময়ে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নানা সমস্যায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশেও এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে এ শাখা চালু করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৮৪ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতিটি তখনকার সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের একটি সফলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যদিও অতীতে বাংলাদেশে এ শাখার প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; তারপরও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটি উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ সে অনুপাতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ফলে সঠিক সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নানা ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার (যেমন- পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলজনিত হতাশা, সহপাঠীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা, আত্মবিশ্বাসের অভাব) সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম বাংলাদেশে আবার চালু করা যেতে পারে। আশা করা যায় এর ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৮ আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টেসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্ন শ্রেণির কর্মচারিদের ছাঁটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা (রোগ) নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকের মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য সমাজকর্মের অন্যতম বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্ম তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্ম কাজ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যাটি শিল্প সমাজকর্মের পরিধির আওতাভুক্ত।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুসারে, আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টসে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মালিক পক্ষের স্বার্থের কারণে শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিম্ন পর্যায়ের কর্মীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিতে সৃষ্ট সংকটাবস্থার অবসান ঘটাতে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে একজন শিল্প সমাজকর্মী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সংকটের কারণেই সময়ের প্রয়োজনে শিল্প সমাজকর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে। সমাজকর্ম বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের মাধ্যমে শিল্প-শ্রমিকদের চাহিদা, শ্রমিক উন্নয়ন এবং বৃহৎ সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করাই শিল্প সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব নিরসনে শিল্প সমাজকর্ম পরামর্শ প্রদান ও কার্যকর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারে।

শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। বিশেষ করে শ্রম আইনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের সমাধানে শ্রম আইন অনুসারে

Teachingbd24.com

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও শিল্প সমাজকর্মের এরূপ ভূমিকা ফলপ্রসূ হবে।

উদ্দীপকের আশুলিয়ার গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানটিতে মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখন শিল্প সমাজকর্মীরা এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পেছনে বিদ্যমান কারণ নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। দ্বন্দ্বের কারণ চিহ্নিত করার পর তারা বিদ্যমান শ্রম আইনের আলোকে এর সমাধান নির্ধারণ করবেন। পরবর্তী ধাপে তারা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির কাজ করবেন। তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার প্রকৃতি ও কারণ তুলে ধরে সমাধানের পথ নির্দেশ করে দেবেন। এক্ষেত্রে মূলত শিল্প সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন। তারা সাভারের শিল্প প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যমান দল বা সমষ্টিকে অর্থাৎ মালিক-শ্রমিক পক্ষকে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। এভাবে তারা আলোচ্য সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান দিতে সমর্থ হবেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের কর্মপদ্ধতি প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৯ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জামালকে তার আত্মীয়-স্বজনরা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে এলে মি. সুখেন চৌধুরী হাসপাতালের আউটডোর থেকে শুরু করে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সহায়তা দেন। এরপর তিনি জামালের আত্মীয়কে পরবর্তী করণীয় যেমন– রক্তসংগ্রহ, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ, অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ক্রাচ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে কত সালে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাখার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে-সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের সমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম অনুশীলনের সুপরিসর ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা কার্যক্রম। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য চিকিৎসা সমাজকর্মের জন্ম হয়েছে। একজন রোগী হাসপাতালে আসার পর সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এগুলো চিহ্নিতপূর্বক রোগীর মানসিক, শারীরিক তথা সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে প্রচেষ্টা চালানো চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্দীপকে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত জামাল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে হাসপাতালে আসলে মি. সুখেন চৌধুরী নামের সমাজকর্মী ভর্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাসহ চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেন। যেসব সমস্যা রোগীর রোগ নিরাময় প্রক্রিয়াকে শারিরিক ও মানসিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত মানসিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অসমর্থ করে, সেসব সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করেছে। মি. সুখেন চৌধুরী জামালের হাসপাতালে ভর্তিতে সহায়তা ও পরামর্শ দেন। এজন্য বলা যায় মি. সুখেন চৌধুরীর কাজটি সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত চিকিৎসা সমাজকর্মের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

মানুষ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হাসপাতালের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার রোগ নির্ণয়ের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। বর্তমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা পুরোপুরি হাসপাতাল ও ক্লিনিক কেন্দ্রিক হওয়ায় অনেকের ক্ষেত্রেই রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে সঠিক যোগাযোগ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করে তুলতে রোগী সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দরকার। এতে রোগীর অসুস্থতার ধরন, রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক কাঠামো ও মানসিক অবস্থা, রোগীর ব্যক্তিত্ব, সম্পদের পর্যাপ্ততা, হাসপাতালের পরিবেশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানা দরকার। কিন্তু যাবতীয় তথ্য চিকিৎসকের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আহত জামালকে মি. সুখেন চৌধুরী চিকিৎসার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেন। মি. সুখেন একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। হাসপাতালে আসা গ্রামের অশিক্ষিত, নিরক্ষর, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বিভিন্ন ধরনের রোগীদের সহায়তা করেন চিকিৎসা সমাজকর্মী। রোগ নির্ণয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন—রক্ত গ্রহণ, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে অস্ত্র পচার, সিটি স্ক্যান প্রভৃতি করাতে অনেক রোগী ভয় পায় এবং এ সকল বিষয়ে অজ্ঞ থাকে। এছাড়া চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা, কাউন্সেলিং প্রয়োজন হয়। এসব কাজ সম্পাদন করে থাকে চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা মি. সুখেন চৌধুরীর কার্যক্রমের মধ্যে দেখা যায়।

তাই বলা যায়, চিকিৎসার শুরু থেকে রোগীর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০ শায়লা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে শ্যামলীর যক্ষ্মা হাসপাতালে এসেছে। কিন্তু হাসপাতালের পরিবেশ, ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্যদের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে অসহায় বোধ করছিল। এমন অবস্থায় তার সাথে জসিম নামে একজন ব্যক্তি সাথে পরিচয় হয় যে তাকে হাসপাতালের পরিবেশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেন এবং তার সমস্যা সমাধানে নানা কৌশলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালান। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. সাইক্রিয়াট্রিক সমাজকর্ম কী? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জসিম সাহেবের কার্যক্রম কোন ধরনের কার্যক্রম? ৩

ঘ. জসিম সাহেবের কার্যক্রম একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পাদনের বিবরণ দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইক্রিয়াটিক সমাজকর্ম হলো- মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ শাখাকে বোঝায়, যা বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অমনোযোগী, অনিয়মিত এবং বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে অবাধ্য আচরণ করে, তাদের কল্যাণে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী পরিবার, স্কুল ও সমষ্টির মাঝে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করেন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের জসিম সাহেবের কার্যক্রমের সাথে সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও আবেগীয় সমর্থনের প্রয়োজন হয়, যা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা সমাজকর্মীর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাসপাতালে রোগী ভর্তি, তাকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করা, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ভয়-ভীতি দূর করা, দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য পেতে সাহায্য করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ আরও বিভিন্ন কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকের জসিম সাহেব একটি যক্ষ্মা হাসপাতালে চাকরি করেন। সেখানে শায়লা যক্ষ্মা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসে। শায়লার হাসপাতালের পরিবেশ, ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্যদের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে অসহায় বোধ করছিল। তখন জসিম তাকে হাসপাতালে খাপ-খাওয়াতে সাহায্য করে এবং তার সমস্যা সমাধানে নানা কৌশল প্রয়োগ করে। জসিম সাহেবের এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে বোঝা যায় তিনি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। সুতরাং বলা যায়, জসিম সাহেবের কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মকেই নির্দেশ করে।

ঘ জসিম সাহেবের কার্যক্রমগুলো হলো চিকিৎসা সমাজকর্মীর। তবে একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্মের কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জসিম সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পেশাদার সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। মূলত শিল্প বিপ্লব এর পরবর্তী সময়ে মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং ফলপ্রসূ উৎপাদনের স্বার্থে সমাজকর্মের এ শাখার উদ্ভব হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগকে কেন্দ্র করে শিল্প সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে তার পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন। শ্রমিকদের মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। শিল্প-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও কর্মীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অনন্য। এছাড়া কর্ম পরিবেশের সাথে শ্রমিকদের খাপ খাওয়াতে সাহায্য করা, কর্মীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা, শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সাথে অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে একজন শিল্প সমাজকর্মী কাজ করেন।

উদ্দীপকে জসিম সাহেব একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে আসা রোগীদের হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেন। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। ঠিক একইভাবে শিল্প জসিম সাহেবের কার্যক্রম একজন শিল্প সমাজকর্মী হিসেবে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, জসিম সাহেবের কার্যক্রম একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব ইমরান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক, সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ইমরান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জনাব ইমরানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৮ সালে।

খ প্রবীণ সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের এমন শাখাকে বোঝায় যেটি প্রবীণদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

বর্তমানে প্রবীণদের বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রবীণকল্যাণের প্রতি বিশ্বের সবদেশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ সমাজকর্মের উদ্ভব হয়েছে। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র, যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ পূণ্য ঢাকা বারডেম হাসপাতালের একটি শাখায় মাস্টার্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ করছে। সেখানে প্রতিদিন গরিব ও দুঃস্থ রোগীকে বিভিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা করাই পূণ্যের কাজ। এখানে কাজ করে সে নিজেকে একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. Clinical শব্দটি কোথা থেকে উদ্ভুত? ১

খ. মানবিক শাখার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মের সম্পর্ক লেখো। ২

গ. পূণ্য সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছে? সেই শাখার পটভূমি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসাবে উক্ত বিভাগে পূণ্যের কাজের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Clinical শব্দটি গ্রিক শব্দ Kline থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

খ মানবিক সমস্যার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সহায়তা করা। লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, পিছিয়ে পড়া, স্কুল পালানো, ক্লাস ও পরীক্ষায় অনুপস্থিতি, ঝরে পড়া, সহপাঠী ও শিক্ষকের সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করা প্রভৃতি হলো বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থীদের মানবিক সমস্যা যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয় এবং হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের এসব মানবিক সমস্যার সমাধান, সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এজন্য বলা যায়, বিদ্যালয় সমাজকর্ম মানবিক সমস্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ উদ্দীপকের পূণ্য সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মে কাজ করেছে।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা এ শাখার কাজ। এছাড়াও দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ ও বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার ব্যয় বহন এবং চিকিৎসার সময় তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকে পূণ্য বারডেম হাসপাতালের একটি শাখায় মাস্টার্সের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। সেখানে সে প্রতিদিন গরিব ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা করে। এতে বোঝা যায় পূণ্য চিকিৎসা

https://teachingbd24.com

সমাজকর্ম শাখায় কাজ করছে। চিকিৎসা সমাজকর্মের ইতিহাস বেশ পুরনো। সর্বপ্রথম ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড এ মেডিকেল সমাজকর্মীরা এ ধরনের কাজ শুরু করেন এবং তখন তারা লেডি অ্যালামনার্স নামে পরিচিত ছিল। সর্বপ্রথম ১৮৯৫ সালে লন্ডনের রয়্যাল ফ্রি হাসপাতালে মেরি স্টুয়ার্ট লেডি অ্যালমনার হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরপর ১৯১৮ সালে শিশু চিকিৎসক এলা ওয়েব আয়ারল্যান্ডে ডাবলিন শহরে তার চিকিৎসালয়ে প্রথম অ্যালামনার্সদের নিয়োগ দেন। তবে চিকিৎসা সমাজকর্মের বিকাশে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রিচার্ড সি ক্যাবট। তিনিই সর্বপ্রথম রোগীর চিকিৎসায় সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেন। এরপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে চিকিৎসা সমাজকর্ম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়। বর্তমানে দেশে ৬৪টি জেলার ৯০টি হাসপাতালে এ সমাজকর্মের কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঘ একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে উক্ত বিভাগে অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মে পূণ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

সাধারণত চিকিৎসকরা যেকোনো রোগীর অসুস্থতার ধরনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শুরু রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করে না; এক্ষেত্রে রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক অবস্থাও বিবেচনায় আনতে হয়। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী মূলত এ বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন।

উদ্দীপকের পূণ্য বারডেম হাসপাতালে গরিব ও দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসাক্ষেত্রে সহায়তা করছে। একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে পূণ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে পূণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কাছে এর পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। ফলে প্রাথমিকভাবে অনেক রোগী হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে পূণ্য রোগীদের সহায়তা করতে পারেন। আবার দারিদ্র্যের কারণে অনেক রোগীই চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে তিনি রোগীর জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন। অনেক সময় রোগীরা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভয় পান। এক্ষেত্রে তিনি রোগীকে মানবিক সমর্থন দিয়ে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন। এছাড়া তিনি রোগী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য (যেমন- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থিক বিভিন্ন তথ্য, বন্ধুমহল কিংবা কর্মস্থলে তার অবস্থান, মানসিক হতাশা বা হীনমন্যতা ইত্যাদি) সংগ্রহ করেন, যা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসককে সহায়তা করে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, কোনো রোগীর পরিপূর্ণ সুস্থতা আনতে দক্ষ চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে পূণ্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. কত সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের নাম পরিবর্তন করে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' রাখা হয়? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্মের শাখাটি কীভাবে শ্রম কল্যাণে ভূমিকা রাখে? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৪ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের নাম পরিবর্তন করে 'হাসপাতাল সমাজসেবা' রাখা হয়।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হলো স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করা।

স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা অনেক সময় স্কুলের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। এছাড়া অনেকেই আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, আবেগীয়সহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম শিক্ষার্থীদের এসব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে তাদের সফল জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের শাখা শিল্প সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পেশাগত সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। মূলত শিল্প কারখানায় সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগকে কেন্দ্র করে শিল্প সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। শিল্প সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত দক্ষতা ব্যবহার করে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্পকারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায়, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সাধন করেন।

উদ্দীপকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যা মালিক শ্রমিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়, শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করে। উদ্দীপকের এই তথ্যগুলো উপরে বর্ণিত শিল্প সমাজকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শিল্প সমাজকর্মের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শিল্প সমাজকর্ম শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায়, কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রমকল্যাণে ভূমিকা রাখে।

শিল্প সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি শাখা, যা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীদের উন্নয়নে কাজ করে। এ শাখাটি মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। উদ্দীপকের ছকেও এ বিষয়গুলোই উল্লেখ করা হয়েছে যা শিল্প সমাজকর্মকে নির্দেশ করছে।

শ্রমকল্যাণ নিশ্চিতকরণে শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজকর্মের এ শাখা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত কাঠামো, নীতি পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে কর্মীর জন্য কাজ করে। এ কাজের পাশাপাশি মালিকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। সাধারণত শিল্পকারখানায় শ্রমিক-মালিক একে অন্যের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী উভয় পক্ষের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টিতে কাজ করে। অনেক সময় শিল্প সমাজকর্মীরা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া, সুযোগ-সুবিধা, অধিকার আদায়ে কাজ করে। একই সাথে তারা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মপরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে শ্রমিক-মালিক স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের হার বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমাজকর্মের অন্যতম শাখা শিল্পসমাজকর্ম শ্রমকল্যাণসাধনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ রবিন ঢাকার অদূরে নবাবপুরে বাস করেন। গার্মেন্টস শ্রমিক সীমা ও তার স্বামী দুই সন্তানসহ তার বাড়িতে ভাড়া থাকে। মাসের শেষে প্রায়ই সীমা বাড়ি ভাড়া দিতে ব্যর্থ হয়। সীমা ও তার স্বামী যে বেতন পায় তা দিয়ে চারজনের সংসার চালানো কষ্টকর। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও মাঝে মাঝে বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিকের নিকট দাবি জানায়। গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। একদিন সীমা অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করায়। রবিন সাহেব হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ের সাহায্যে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। *[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. চিকিৎসা সমাজকর্মে কোন ব্যক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী সমাজকর্মের সকল শাখায় কাজ করেন-ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখা ভূমিকা পালন করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমার সমস্যা ও তার অসুস্থ স্বামীর সমস্যা সমাজকর্মের দুটি ভিন্ন ভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত-ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চিকিৎসা সমাজকর্মে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন ডা. রিচার্ড সি ক্যাবট।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম সবধরনের মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা দূর করতে প্রয়োগ করা হয় বলে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে নিয়োজিত সমাজকর্মী সমাজকর্মের সকল শাখায় কাজ করেন।

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী মানুষের আবেগীয় ও মানসিক সমস্যা দূর করতে প্রয়োগ করা হয়। এর প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে শিল্পকারখানার শ্রমিক, বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থী, প্রবীণসহ সব শ্রেণির মানুষের মানবীয় সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের অন্যান্য শাখায় কোনো সাহায্যার্থীর মনো-সামাজিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সমাজকর্মীরা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর কাছে স্থানান্তর করে। এবাবে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের সব শাখায় কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের সীমার সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিল্প সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ শাখাকে বোঝায়। মূলত শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভিন্ন আবেগীয় সমস্যা (যেমন- হতাশা, হীনমন্যতাবোধ), স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সীমা ও তার স্বামী যে বেতন পান তা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর। এজন্য অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তারাও বেতন বৃদ্ধির জন্য মালিকপক্ষের কাছে দাবি জানান। তাদের এই সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের ভূমিকা রয়েছে। কারখানার মালিকপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মীরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। মূলত তিনি শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসন ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখেন।

ঘ উদ্দীপকে সীমার বেতন বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর চিকিৎসা সমাজকর্ম তার অসুস্থ স্বামীর রোগ পরিচর্যায় ভূমিকা রাখতে পারে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ একটি শাখা হলো শিল্প সমাজকর্ম। সাধারণত শ্রমিক ইউনিয়ন এবং নিয়োগকর্তার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ শাখা কাজ করে। তাই মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এ ধরনের সমাজকর্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- উদ্দীপকে গার্মেন্টস কর্মী সীমার কথা বলা হয়েছে। বেতন বৃদ্ধি নিয়ে তাদের কারখানায় বিদ্যমান অসন্তোষ দূর করতে একজন শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

অন্যদিকে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। এ শাখার মাধ্যমে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারে রোগীকে সহায়তা করা সম্ভব হয়। যেসব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করার লক্ষ্যে চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করে। উদ্দীপকে সীমার অসুস্থ স্বামীর ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম লক্ষণীয়। হাসপাতালে ভর্তির পর ওষুধ ও অন্যান্য সুবিধা পেতে চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে তাকে সহায়তা করা হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সীমা ও তার স্বামীর সমস্যা প্রকৃতিগতভাবে আলাদা। তাই তা সমাধানে সমাজকর্মের ভিন্ন দুটি শাখা কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রাফসান নবম শ্রেণির ছাত্র। সে অষ্টম শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষার কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু নবম শ্রেণির পরীক্ষায় তার ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে রাফসানের বাবাকে বললে তিনি একটি সমাজসেবা এজেন্সির শরণাপন্ন হন। উক্ত সংস্থার কর্মকর্তা তার সমস্যাটি চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কখন? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে রাফসানের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে? তা নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে।

খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়।

এ শাখা সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকেন।

গ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ জুবায়ের সাহেব একজন সমাজকর্মী। তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। অফিস শেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় ৭০-৭৫ বছর বয়সী মফিজ মিয়া তার কাছে সাহায্য চাইলে জুবায়ের সাহেব অবাক হয়ে বললেন আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইছেন কেন? সরকারইতো আপনার মতো ব্যক্তিদের জন্য নানা ব্যবস্থা রেখেছে। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ২]*

ক. চিকিৎসা সমাজকর্ম কী? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মফিজ মিয়ার মতো ব্যক্তির জন্য সরকারের কী ধরনের কর্মসূচি রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মফিজ মিয়ার সমস্যা সমাধানে জুবায়ের সাহেবের ভূমিকা কেমন হতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও দর্শনের যে বাস্তব প্রয়োগ করা হয় তাই চিকিৎসা সমাজকর্ম।

খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ পদ্ধতিকে বোঝায়।

এ শাখা সাধারণত মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকেন।

গ উদ্দীপকে মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সরকারের নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে।

বার্ধক্য মানবজীবনের এমন এক সময় যখন দারিদ্র্য, অনাহার, অনাদর, অবহেলা, শারীরিক নানা ধরনের বিপত্তি প্রবীণদের প্রভাবিত করে। প্রবীণদের জন্য বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে নানাধরনের কল্যাণমূলক কর্মসূচি আছে। যেমন– পেনশন, গ্রাচ্যুইটি, অবসর ভাতা, আবাসিক সুবিধা প্রভৃতি। এ সমস্ত সুবিধার বেশির ভাগ সরকারি কর্মজীবিদের জন্য গৃহীত হয়। তবে দুস্থ ও অসহায় প্রবীণদের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, পঙ্গু ও বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা রেখেছে। তাছাড়া প্রবীণদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৃদ্ধনিবাসের সংখ্যাও বাড়ছে দিন দিন।

উদ্দীপকে ৭০-৭৫ বছর বয়স্ক মফিজ মিয়াও একজন প্রবীণ। বয়সের ভারে নুব্জ্য এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল মফিজ মিয়া ভিক্ষা করেন। সমাজকর্মী জুবায়ের সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি মফিজ মিয়াকে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির কথা জানান। মূলত, মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণরা বয়স্ক ভাতা, পুনর্বাসন কর্মসূচি, প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তাই বলা যায়, মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণদের অবস্থায় পরিবর্তনে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বিদ্যমান।

ঘ একজন সমাজকর্মী হিসেবে মফিজ মিয়ার মতো প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে জুবায়ের সাহেবের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে প্রবীণ কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ সেবা প্রদান সমাজকর্মীর ভূমিকার অর্ন্তভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বিপদকালীন সময়ে প্রবীণদের এই সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের মাঝে সমস্যা মোকাবিলা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য গড়ে ওঠে।

এছাড়া প্রবীণদের কল্যাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একজন সমাজকর্মী স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন।

তাই বলা যায়, প্রবীণদের কল্যাণে জুবায়ের সাহেবের মতো সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সৃষ্টি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা প্রতিটি রোগীকে সে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেয়া কিংবা রক্ত নেয়া অথবা অন্য হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হলে সৃষ্টি সহযোগিতা করে থাকেন। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বুঝ? ২

গ. সমাজকর্ম হিসেবে সৃষ্টির দায়িত্ব উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও সৃষ্টির আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থটির লেখক হলেন- ম্যারি রিচমন্ড।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্ম অনুশীলনের বিশেষ শাখাকে বোঝায়, যা বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

মূলত যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অমনোযোগী, অনিয়মিত এবং বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে অবাধ্য আচরণ করে, তাদের কল্যাণে সমাজকর্মের এ শাখা কাজ করে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী পরিবার, স্কুল ও সমষ্টির মাঝে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে থাকেন।

গ একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সৃষ্টিকে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা চিকিৎসার সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের সহায়তা করে। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল প্রয়োগ করে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সুবিধার পূর্ণ ব্যবহারে সাহায্য করেন। এছাড়াও তারা রোগীদের সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থাও করেন। তবে এক্ষেত্রে আরো কিছু ভূমিকা রয়েছে। যেমন- রোগী ও তার পরিবার এবং চিকিৎসকদের মাঝে সমন্বয় সাধন, হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে। সেই সাথে রোগীর দেখাশোনা, চিকিৎসা সম্পর্কে পরিবারকে যথাযথ তথ্য প্রদান করা, যাতে ভবিষ্যত ঝুঁকি সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে পারে। রোগের কারণ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার জন্য চিকিৎসককে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করাও চিকিৎসা সমাজকর্মীর দায়িত্ব।

উদ্দীপকের সৃষ্টি হাসপাতালে আসা প্রতিটি রোগীকে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদানে সহায়তা করেন। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। এতে বোঝা যায় সৃষ্টি একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তাকে এসব দায়িত্ব পালন করতে হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দায়িত্ব ছাড়াও সৃষ্টির আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে। উদ্দীপকে কেবল মাত্র তিনটি ভূমিকা রয়েছে।

একজন পেশাদার চিকিৎসা সমাজকর্মীকে নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। তিনি রোগীকে হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম করে তোলেন। সেই সাথে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারেও তার ভূমিকা রয়েছে। আবার চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, যা তার রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

এছাড়া চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীর আচার-আচরণ, চলাফেরা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে রোগ ও রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। পাশাপাশি চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তিনি চিকিৎসা সময়ে রোগীকে সহায়তা করেন। এছাড়াও চিকিৎসা পরবর্তী সেবা প্রদানেও সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে সৃষ্টি একজন সমাজকর্মী। হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা প্রতিটি রোগীকে সে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন সহায়তা করেন। রোগীকে অপারেশন, রক্ত দেয়া-নেয়া ও অন্য হাসপাতালে পাঠানো এ দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু এ দায়িত্বগুলো ছাড়াও একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী আরও বিভিন্ন পেশাগত ভূমিকা রয়েছে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব শফিক একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখায় জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা ইত্যাদি সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজকর্ম কী? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব শফিক সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে আধুনিক সমাজকর্মের কী ভূমিকা রয়েছে বলে মনে কর– ব্যাখ্যা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি সাহায্যকারী পেশা।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ ব্যক্তি ও পরিবারে মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা দূরীকরণে আধুনিক সমাজকর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমানে চিকিৎসা সমাজকর্মে সেবা গ্রহণকারী হলো সমস্যাগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র রোগী যারা দারিদ্র্যের কারণে চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতাধীন হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ রোগীকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে। রোগীর অসুস্থ হওয়ার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও পারিবারিক কারণ জড়িত থাকে। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে রোগ নির্ণয়ে ও সমাধানে সহায়তা করে। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীর নিকট হাসপাতালের পরিবেশ সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। নিয়ম-কানুন সম্পর্কে রোগীরা থাকে অজ্ঞ। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীদের হাসপাতালে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে।

অনেক রোগী গ্রাম থেকে শহরে আসে চিকিৎসার জন্য। এসব ক্ষেত্রে রোগীদের ভর্তি করা থেকে শুরু করে হাসপাতালে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণে সমাজকর্মীরা সাহায্য করে। রোগীকে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা যেমন- রক্ত গ্রহণ, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে, অস্ত্রোপচার, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক রোগী ভয় পায়। এ সকল ক্ষেত্রে রোগীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও চিকিৎসা পরবর্তী অনেক রোগীর পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমষ্টি সম্পদ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। চিকিৎসা পরবর্তী অনেক রোগের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়; যেমন-ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায় জনাব শফিক একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী যিনি সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল ও দক্ষতা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনো-দৈহিক সমস্যা ও অক্ষমতা দূর করেন। আর এ সমস্যা সমাধানে আধুনিক চিকিৎসা সমাজকর্ম উপরোল্লিখিতভাবে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ফারজানা হক পরিবারের একমাত্র সন্তান। মা-বাবার কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে সে বাসায় একা থাকে। খেলার সাথি পায় না। এই একাকিত্ব তাকে অসুস্থ করে তোলে। তার মধ্যে একধরনের ভ্রান্তি বা ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিকতা তৈরি হয়। সে বড় হলেও সবার সাথে মিলেমিশে চলতে পারে না। তাই তার মা-বাবা তার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. আদালত সমাজকর্ম কীসের উপর গুরুত্ব দেয়? ১

খ. চিকিৎসা সমাজকর্মকে কেন হাসপাতাল সমাজকর্ম বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে ফারহানা হকের চিকিৎসার জন্য সমাজকর্মের কোন শাখা উপযোগী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখা সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশে কতটা কার্যকরী বরে তুমি মনে করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত সমাজকর্ম কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনের উপর গুরুত্ব দেয়।

খ চিকিৎসা সমাজকর্ম মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে থাকে বিধায় চিকিৎসা সমাজকর্মকে হাসপাতাল সমাজকর্ম বলা হয়।

এটি মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগ নিয়ে কাজ করে এবং সমাজে এসব রোগের উৎপত্তি, কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করে। সমাজের মানুষেরা অপুষ্টিজনিত ও বিভিন্ন ভাইরাসজনিত কারণে এবং সমাজস্থ বিভিন্ন মানসিক সমস্যাজনিত কারণে যেসব রোগে আক্রান্ত হয়, সেগুলো নিয়েই চিকিৎসা সমাজকর্ম কাজ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'তাজরীন ফ্যাশন' এর পুরো কারখানাটি আগুনে পুড়ে যায়। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা, বেতনভাতা, নিহতদের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবীতে বহুদিন আন্দোলন চালিয়ে আসছে। মালিকপক্ষও ক্ষতিগ্রস্থ। সরকার, গণমাধ্যম ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠনগুলো মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে কেউই আর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. রিচার্ড সি. ক্যাবট কে ছিলেন? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম কী? ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মের কোনো বিশেষায়িত শাখা আছে কী? শাখাটি সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে বিবাদমান সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কীভাবে ভূমিকা পালন করবেন? তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিচার্ড সি. ক্যাবট বোস্টনের ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ছিলেন।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা। শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয় পরিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান নিরূপণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করেন। মূলত যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অমনোযোগী এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাদেরকে স্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

গ উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা আছে। উদ্দীপকে আলোচিত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শিল্প সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে।

Teachingbd24.com

শিল্প সমাজকর্ম শিল্প ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে গতিশীল করা এবং শিল্প-কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটায়। শিল্প সমাজকর্ম শিল্পকারখানায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দূরত্ব লাঘবের মাধ্যমে শ্রমিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে।

উদ্দীপকে পোশাক কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওয়া আদায়ে কঠোর কর্মসূচি পালন বিভিন্নমুখী সমস্যা তৈরি করছে। এক্ষেত্রে উদ্দীপকের সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মী শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। সর্বোপরি শিল্পকারখানার কাজের সাথে কর্মীর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, দলীয়ভাবে বা পারিবারিকভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন। উদ্দীপকের সমস্যাটি যেহেতু শিল্প সংশ্লিষ্ট, সেক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

শিল্প সমাজকর্মী শিল্পক্ষেত্রের সাথে জড়িত সমস্যা মোকাবিলায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করে থাকে। শিল্প সমাজকর্মী শিল্পকারখানার শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভূমিকা রেখে থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে সমঝোতার জন্য মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষ একত্রে বসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। মূলত একজন শিল্প সমাজকর্মী কারখানার কর্মীদের নানা সমস্যার সমাধান ও সমস্যায় সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন। উদ্দীপকে পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যাতে করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে, সেই লক্ষ্যে শিল্প সমাজকর্মী শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন। মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সংক্রান্ত উপযুক্ত কারণ উপস্থাপন করতে পারেন। পাশাপাশি মালিক পক্ষকেও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বিষয় ছাড় দিতে পরামর্শ দিতে পারেন। প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও পরিবারকে পরামর্শ দান এবং গৃহ পরিদর্শন করেন, যাতে করে শ্রমিকরা কর্মস্থলে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হন। শিল্প সমাজকর্মী দু'পক্ষের মধ্যে নানামুখী পরামর্শ ও কার্যাবলি সম্পাদন উক্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ, শিল্পক্ষেত্রে শোষণ দূরীকরণ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২১ মালিহা একজন সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত আছেন। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত রোগীদের হাসপাতালের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করা, মানসিক সমর্থন দান, ঔষধ পথ্য প্রদান আর্থিক সহায়তা দানের প্রয়োজনীয় উৎস খুঁজে বের করাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. সমাজকর্মের Founding Mother কে? ১

খ. প্রবীণ কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিহার সহযোগিতা সমাজকর্মের কোন শাখার সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাখার জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে আলোচনা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের Founding Mother হলেন ম্যারি রিচমন্ড।

খ একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশেষ করে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন। এছাড়া প্রবীণদের কার্যকরভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রণালয় গঠনের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। সেইসাথে তিনি সাধারণ মানুষকে নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করতে পারেন। এছাড়া প্রবীণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত, শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যার কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানের চেষ্টা করেন।

গ উদ্দীপকে মালিহার সহযোগিতা সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃত। একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও আবেগগত সমর্থনের প্রয়োজন হয়, যা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চিকিৎসা সমাজকর্মীর মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব। একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি হাসপাতালে রোগী ভর্তি, তাকে সঠিক চিকিৎসা পেতে সাহায্য করা, রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত ভয়-ভীতি দূর করা, দরিদ্র রোগীদের আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য পেতে সাহায্য করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানসহ আরও বিভিন্ন কাজ করে থাকেন।

উদ্দীপকে মালিহা হাসপাতালে একজন রোগী ভর্তি হওয়ার পর থেকে তার চিকিৎসাপ্রাপ্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মালিহার কাজগুলো একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর দায়িত্ব। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মালিহার কার্যক্রম সমাজকর্মের অন্যতম শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্ত শাখা অর্থাৎ চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ। আয়তনের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে চিকিৎসাক্ষেত্রে এদেশে সমস্যাও অনেক। আর এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষায়িত অনুশীলন শাখা চিকিৎসা সমাজকর্মের কোনো বিকল্প নেই। তাই বাংলাদেশে সমাজকর্মের এ শাখাটির বিস্তার প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চিকিৎসক, নার্স ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অনান্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। ফলে রোগীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত সামাজিক, মানসিক ও অন্যান্য প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। আবার, বাংলাদেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রভৃতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে সাধারণ জনগণ রোগ-ব্যাধি ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন নয়। দরিদ্র জবগোষ্ঠী হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশে রোগমুক্তির পর রোগীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাও নেই। রোগীর অতীত ইতিহাস সম্পর্কে তত্য সংগ্রহের সুযোগও অনেক সীমিত। এসব সমস্যা বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এমতাবস্থায় চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটানো জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রসার ও গুরুত্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ সাভারে একটি গার্মেন্টসে মালিক ও শ্রমিক দ্বন্দ্বের কারণে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিম্নশ্রেণির কর্মচারীদের ছাটাই করে মালিক নতুন করে কারখানা শুরু করতে চাইলে তারা প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করে। উচ্চবিত্ত কর্মকর্তাদের সমস্যা না হলেও নিম্ন শ্রেণির কর্মীদের পথে বসতে হয়। এদের সমস্যা সমাধান ও উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন উপলব্ধি করে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কখন বিশ্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়? ১

খ. শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম- বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন বিশেষায়িত শাখা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে কাজ করতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে তৃতীয় পক্ষ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়।

খ শ্রমিকদের কল্যাণে সমাজকর্মের যে শাখা কাজ করে তাকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়।

শিল্প সমাজকর্ম এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রত্যক্ষভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। এ সহায়তা শ্রমিক শ্রেণির মানবিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শিল্প সমাজকর্মে শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমিকের স্বার্থ দুটি দিকই রক্ষিত হয়। তবে সমাজকর্মের এ শাখার মূল কাজ হলো শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বলা হয় শ্রমকল্যাণের সম্প্রসারিত রূপই শিল্প সমাজকর্ম।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৩ জনাব রায়হান একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি সমাজকর্মের বিশেষ শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যক্তি ও পরিবারের মনোদৈহিক সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা, অক্ষমতা, জড়তা ইত্যাদি সমস্যা সমাধান ও প্রতিরোধে সাহায্য করে থাকেন। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. বাংলাদেশে কোন মেডিকেল কলেজে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. নিরক্ষরতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রায়হান সমাজকর্মের কোন শাখায় কাজ করছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রায়হানের অনুশীলন শাখার গুরুত্ব বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রম শুরু হয়।

খ নিরক্ষরতা বলতে কোনো ব্যক্তির অক্ষর জ্ঞান জানা না থাকাকে বোঝায়।

মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে যে দুটি ভাষা-দক্ষতা অর্জন করে তা হলো লেখা ও পড়ার দক্ষতা। অন্যদিকে ভাষা বলা ও শোনার দক্ষতা প্রতিটি মানুষই সহজাতভাবে অর্জন করে। কিন্তু সবাই লিখতে ও পড়তে পারে না। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার এই অভাবই নিরক্ষরতা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪ সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রামের মানুষের সেবা দিতে গিয়ে সেখানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। এ গ্রামের কিছু মানুষ শারীরিকভাবে আর কিছু মানুষ মানসিকভাবে রোগগ্রস্থ ছিল। এ ছাড়া আরো দুই শ্রেণির মানুষ ছিল যারা স্কুলে যেতে পারে না। এবং অন্যটি হলো বয়স্ক মানুষ যারা নানাভাবে সমস্যাগ্রস্থ। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. কতসালে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শ্রীফলা গ্রামের মানুষের সেবা প্রদানে কণা সমাজকর্মের কোন শাখার প্রয়োগ ঘটাবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শ্রীফলা গ্রামের সমস্যাই সমাজকর্মের শাখার পরিধিভুক্ত- আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯০৫ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের সমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে কণা শ্রীফলা গ্রামের জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য সমাজকর্মের বেশ কয়েকটি শাখার সমন্বয় ঘটাবেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রীফলা গ্রামের কিছু মানুষ শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত। যাদের জন্য কণা সমাজকর্মের চিকিৎসা সমাজকর্মের শাখার প্রয়োগ করবেন। এ শাখার প্রধান কাজ হলো চিকিৎসক ও রোগীর মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে চিকিৎসা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। আবার মানসিক সমস্যাগ্রস্তদের জন্য কণা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়োগ করবেন। এটি মানসিক রোগীদেরকে আচরণগত প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদান করবে।

এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কণা বিদ্যালয় সমাজকর্ম শাখার প্রয়োগ ঘটাবেন। এটি ওই এলাকার শিশু-কিশোরদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করবে। এছাড়া বয়স্ক মানুষদের কল্যাণে রয়েছে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম; যা প্রবীণদের নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসাগত সুবিধা ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা প্রদানে সহায়তা করে। শ্রীফলা গ্রামের প্রবীণদের সুরক্ষায় কণা সমাজকর্মের এ শাখার প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

উপরে আলোচিত সমাজকর্মের শাখাগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করে সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রামের মানুষদের সেবা প্রদান করবেন।

ঘ উদ্দীপকে সমাজকর্মী কণা শ্রীফলা গ্রাম পরিদর্শনে যায়। এ গ্রামের মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তারা নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত।

শ্রীফলা গ্রামে শারীরিক, মানসিকভাবে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশাপাশি রয়েছে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু-কিশোর, রয়েছে বয়স্ক ও নির্ভরশীল মানুষ। যা ওই গ্রামের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মে সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন হয়

Teachingbd24.com

শাখা। শারীরিক ও মানসিক রোগীদের সেবায় গড়ে উঠেছে চিকিৎসা সেবাকর্ম তথা হাসপাতাল সমাজকর্ম। আবার মানসিক রোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও সেবাদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম পদ্ধতি। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম। আর সমাজের প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে আর্থিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য গড়ে উঠেছে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম।

উপরের এ আলোচনা থেকে বলা যায়, শ্রীফলা গ্রামের যেকোনো ধরনের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রায় প্রতিটি শাখা কার্যকর। অর্থাৎ শ্রীফলা গ্রামের সমস্যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৫ সোহানা একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তার হাসপাতালে কিছু রোগী রক্ত পরীক্ষা করতে ভয় পায়। কিছু রোগীর অপারেশন প্রয়োজন হলেও অপারেশন করতে রাজি হচ্ছে না। একজন রোগীর চশমা প্রয়োজন কিন্তু কোথা থেকে তা নিতে হবে তা জানে না। একজন রোগীকে অন্য হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে কীভাবে যেতে হবে তা জানে না। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. বিদ্যালয় সমাজকর্ম কী? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কেন প্রয়োজন? ২

গ. সমাজকর্মী হিসেবে সোহানা এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করতে পারে, উদ্দীপকের আলোকে তা চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোহানার এছাড়া আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষ শাখা যেটি, শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের স্কুল কার্যক্রমকে ফলপ্রসু করে তোলে।

খ মানুষের মনোসামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন কারণে, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, ব্যক্তিগত অসামর্থ্য, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত হয়। এতে অনেকে আবেগীয় ও মানসিক সমস্যায় ভোগে। আর ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম মানুষের এসব মানবীয় কষ্ট ও ভোগান্তি লাঘবে এবং পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে কাজ করে। এজন্য সমাজে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীদের জন্য সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার ভূমিকা অপরিসীম।

রোগীকে তার চিকিৎসার কাজে অংশগ্রহণ করানো চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। রোগী যাতে অপারেশন, রক্ত পরীক্ষা, এক্সরে প্রভৃতি ব্যাপারে ভয় না পায় সেজন্য তাকে স্বাভাবিক রাখার ব্যবস্থা করেন সমাজকর্মী। উদ্দীপকে বর্ণিত চিকিৎসা সমাজকর্মী সোহানারও ভূমিকা হবে তার হাসপাতালে যেসব রোগী রক্ত পরীক্ষা ও অপারেশন করতে ভয় পাচ্ছে তাদের স্বাভাবিক রেখে রক্ত পরীক্ষা ও অপারেশনে অংশগ্রহণ করানো।

সোহানার হাসপাতালের যে রোগীটি অর্থের অভাবে চশমা কিনতে পারছে না তার জন্য সোহানার কাজ হবে বিনামূল্যে চশমা সরবরাহ করা। কারণ গরীব ও অসহায় রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর কাজ। তাছাড়া যেসব রোগী অন্য হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে কীভাবে যেতে হবে তা জানে না, তাদেরকে সোহানা সহযোগিতা করবেন। কারণ সমাজকর্মীর অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করা।

ঘ একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার বহুমুখী ভূমিকার মধ্যে উদ্দীপকে তিনটি ভূমিকার ইঙ্গিত থাকায় বলা যায়, সোহানার আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে।

একজন পেশাদার চিকিৎসা সমাজকর্মীকে নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ-খাওয়াতে সক্ষম করে তোলেন। সেই সাথে পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারেও চিকিৎসা সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন, যা রোগীকে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে।

চিকিৎসাকালীন রোগীর আচার-আচরণ, চলাফেরা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে রোগ ও রোগী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা চিকিৎসা সমাজকর্মীর অন্যতম কাজ। পাশাপাশি চিকিৎসকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগীকে সহায়তা করেন এবং চিকিৎসা পরবর্তী সেবা প্রদানেও সমাজকর্মী সহায়তা করেন।

উদ্দীপকে একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর তিনটি ভূমিকার ইঙ্গিত থাকলেও উপর্যুক্ত ভূমিকার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। সুতরাং বলা যায়, একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী হিসেবে সোহানার উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত তিনটি ভূমিকা ব্যতীত আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ফারহানা হক একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী। তার হাসপাতালে কিছু রোগী রক্ত পরীক্ষা করতে ভয় পায়। এমনকি অপারেশন প্রয়োজন হলেও রোগী রাজি হচ্ছে না। একজন রোগীর চশমা প্রয়োজন, কিন্তু অর্থের অভাবে তা কিনতে পারছে না। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কী? ১

খ. শিল্প সমাজকর্মীর দুটি ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগীদের জন্য ফারহানা কী ভূমিকা রাখতে পারে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে ফারহানা হকের এ ছাড়াও আরও অনেক পেশাগত ভূমিকা রয়েছে– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একট বিশেষ শাখা, যেখানে সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়।

খ শিল্প সমাজকর্মে একজন শিল্প সমাজকর্মী বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা। অন্যটি হলো মালিক-শ্রমিকের পেশাগত সম্পর্ক উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করা। সমাজকর্মের এ শাখাকে বৃত্তিমূলক সমাজকর্মও বলা হয়।

গ সামাজিক দায়িত্ববোধের কারণেই সমাজকর্মী ফারহানা হক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।

সমাজকর্ম এমন একটি পেশা, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সামাজিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করে এবং সমস্যা সমাধানে

Teachingbd24.com

ব্যক্তিকে সক্ষম করে তোলে। উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ফারহানা হকের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

একজন সমাজকর্মী পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মানবিক দায়িত্বও পালন করে থাকেন। সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধের কারণে মানবিক অধিকার যেমন রক্ষা পায়, তেমনি কর্তব্যবোধও জাগ্রত হয়। উদ্দীপকের সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করে ফারহানা হক সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে দেওয়াই সমাজকর্মীর কর্তব্য। তাই সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলার জন্যই ফারহানা হক পাশে দাঁড়ায় এবং সঠিক চিকিৎসা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নেয়।

ঘ সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিতকরণে সমাজকর্মী হিসেবে ফারহানা হক অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীকে সুস্থ করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল, প্রয়োগ করে রোগী, ডাক্তার, পরিবারসহ সর্বক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য ফারহানা হক ডাক্তারকে রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক সেবা পেতে সহায়তা করতে পারে।

সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবারে তার রোগ সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবারের সদস্যদের বোঝাতে হবে যে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির রোগের জন্য সে দায়ী নয়। তাই তাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা ঠিক নয়। আর এ ধরনের রোগ কোনো অসৎ কাজের জন্য সৃষ্টি হয় না। এভাবে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির পরিবারে তার স্বাভাবিক অবস্থান তৈরি করতে জারিফ ভূমিকা রাখতে পারে। আবার তাকে মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা গ্রহণে উৎসাহী করে তোলা, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমাজকর্মী হিসেবে ফারহানা হকের ভূমিকা রাখতে পারে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফারহানা হক ডাক্তার এবং নার্সদের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে সুস্থ করে তোলা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ রুমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। ষষ্ঠ শ্রেণির ফাইনাল পরীক্ষায় সে ভালো রেজাল্ট করেছে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণিতে তার ফল বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষক বিষয়টি অনুধাবন করে রুমার বাবাকে জানান। রুমার বাবা জানতে পেরে সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। পরে রুমার সমস্যা সমাধান হয়।

[খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়, খুলনা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. প্রবীণ কারা? ১

খ. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সমাজকর্মের কোন শাখার মাধ্যমে রুমার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত সমাজকর্মের শাখাটির কার্যকারিতা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘ ঘোষণা অনুসারে, বাংলাদেশে ৬০ বছর এবং তদূর্ধ্ব ব্যক্তিরা প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত।

খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম বলতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলের সাথে অথবা তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সমাজকর্ম অনুশীলন করাকে বোঝায়।

সমাজকর্মের এ শাখায় মানুষের স্বমস্যাগুলোকে ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- প্রিয়জনের মৃত্যু, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, দাম্পত্যকলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, চাকরি হারানো ইত্যাদির ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে সাহায্যার্থীকে সাইকোথেরাপি এবং পরামর্শ সেবার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের মাধ্যমে রুমার সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে অনেক শিশু খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। আবার একজন শিক্ষার্থী সেখানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। যার প্রভাবে তার জীবনে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক পরিণতির উদ্ভব হয়। মূলত এরকম অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতি এড়াতেই বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে।

উদ্দীপকের রুমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলেও সপ্তম শ্রেণিতে তার পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ ছিল না। পারিবারিক অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যার কারণে সে পড়াশোনায় মনোযোগ ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের (School social work) প্রয়োগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের দায়িত্ব হলো মূল সমস্যা নির্ণয় করে তার আশু সমাধান করা। উদ্দীপকের রুমার ক্ষেত্রেও সমাজসেবা এজেন্সির কর্মকর্তা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং তা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকাই পালন করেছেন। সুতরাং বলা যায়, রুমার সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি বিদ্যালয় সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উদ্দীপকে অনুশীলনকৃত বিদ্যালয় সমাজকর্মের কার্যকারিতা আগে ফলপ্রসূ হয়নি। তবে বর্তমান সময়ে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও নানা সমস্যায় আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্যই বিদ্যালয় সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। বাংলাদেশেও এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে এ শাখা চালু করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৮৪ সালে তা বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ পদ্ধতিটি তখনকার সময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

উদ্দীপকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের একটি সফলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যদিও অতীতে বাংলাদেশে এ শাখার প্রয়োগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে; তারপরও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এটি উদ্দীপকে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ সে অনুপাতে বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। ফলে সঠিক সমন্বয়ের অভাবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নানা ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার (যেমন- পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলজনিত হতাশা, সহপাঠীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা, আত্মবিশ্বাসের অভাব) সম্মুখীন হয়। এ ধরনের সমস্যা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে আনতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ অবস্থায় আমি মনে করি, সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের আওতায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School social work) বাংলাদেশে আবার চালু করা যেতে পারে। আশা করা যায় এর ফলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

https://teachingbd24.com

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রশ্নসাপেক্ষ হলেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তা ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ লতিফা একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। তার কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে বেতন, ভাতা বোনাস বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চলছে। মালিক পক্ষের অনড় অবস্থানের কারণে আন্দোলন থামছে না। আবার অন্যদিকে কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে লতিফা ঠিকমত বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ২]*

ক. Social Diagnosis গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. চিকিৎসা সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উল্লিখিত উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে উক্ত শাখার কর্মীরা কি ভূমিকা পালন করতে পারে? মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থের রচয়িতা ম্যারি রিচমন্ড।

খ চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি বিশেষ শাখা যার মাধ্যমে হাসপাতালে আসা রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এটি সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা। সাধারণত হাসপাতাল পরিবেশে চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারে সহায়তা দান এ শাখার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী রোগী ও তার পরিবার এবং চিকিৎসকদের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের শিল্প সমাজকর্ম শাখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে শিল্প সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে। এছাড়া এ শাখা শিল্প-কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সমাজকর্ম জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটায়। শিল্পকারখানায় শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দূরত্ব লাঘবের মাধ্যমে শ্রমিকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবিলাতেও শিল্প সমাজকর্ম সহায়তা করে।

উদ্দীপকে পোশাক কারখানায় মালিক-শ্রমিক বিরোধ এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা আদায়ে কঠোর কর্মসূচি পালন বিভিন্নমুখী সমস্যা তৈরি করছে। এক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মী শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দান, অন্যান্য কল্যাণমূলক সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন এবং ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। সর্বোপরি শিল্পকারখানার কাজের সাথে কর্মীর সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, দলীয় বা পারিবারিকভাবে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেন।

একজন শিল্প সমাজকর্মী শিল্পক্ষেত্রের সাথে জড়িত সমস্যা মোকাবিলায় পরামর্শক হিসেবে কাজ করে থাকেন। তিনি শিল্পকারখানার শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভূমিকা রেখে থাকেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী মালিক-শ্রমিক এর মধ্যে সমঝোতার জন্য মালিক ও শ্রমিকপক্ষের একত্রে বসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। মূলত তিনি কারখানার কর্মীদের নানা সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন। উদ্দীপকে পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যাতে করে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারে, সেই লক্ষ্যে শিল্প সমাজকর্মী শ্রমিকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা সংক্রান্ত উপযুক্ত কারণ উপস্থাপন করতে পারেন। পাশাপাশি মালিক পক্ষকেও নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বিষয় ছাড় দিতে পরামর্শ দিতে পারেন। প্রতিরোধযোগ্য সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও পরিবারকে পরামর্শ দান এবং গৃহ পরিদর্শন করেন, যাতে করে শ্রমিকরা কর্মস্থলে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হন। শিল্প সমাজকর্মী দু'পক্ষের মধ্যে নানামুখী পরামর্শ ও কার্যাবলি সম্পাদন উক্ত সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শ্রমিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ, শিল্পক্ষেত্রে শোষণ দূরীকরণ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্পের বিকাশে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৯ কুলছুম সন্তান প্রসবের সময় জটিলতার কারণে বিনা চিকিৎসায় মরতে যাচ্ছিলেন। সমাজকর্মী রোকসানা তাকে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেন। তার সহায়তায় বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় কুলছুমের। রোকসানা ওখানকার সমাজসেবা অফিসার। *[হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি কলেজ, চাঁদপুর ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. Analyzing Social Problem-এর রচয়িতা কে? ১

খ. "সমাজ থেকে উদ্ভূত ও পরিমাপযোগ্যতা" সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য দুটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কুলছুমকে সেবা দিতে গিয়ে সমাজকর্মী রোকসানা সমাজকর্মের কোন শাখার জ্ঞান ব্যবহার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কুলছুমের মতো দরিদ্র অসহায় রোগীদের কল্যাণে উক্ত শাখার জ্ঞান কতটুকু কার্যকর বলে মনে কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Analyzing Social Problem- এর রচয়িতা C. M. Case।

খ সামাজিক সমস্যায় অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমাজ থেকে উদ্ভূত ও পরিমাপযোগ্য।

সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভুত বলতে সমস্যার সামাজিক কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়। এটি সমাজের বাইরের কোনো অবস্থা নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। আবার, পরিমাপযোগ্যতা বলতে বোঝায় সামাজিক সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যায় না তা সামাজিক সমস্যা নয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সমাজকর্মী রোকসানার কার্যক্রম চিকিৎসা সমাজকর্মের ইঙ্গিত দেয়।

সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম, যা চিকিৎসার সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা দানের জন্য পরিচালিত হয়। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তির পর এর পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করা চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ওষুধ, বিভিন্ন টেস্ট এবং চিকিৎসাকালীন তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানে এ শাখা কাজ করে। সেইসাথে রোগ ও অসুস্থতার ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

এছাড়া, এ শাখা রোগীদের খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধসহ অন্যান্য চিকিৎসা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি মানসিক ও আবেগীয় সমর্থন দিয়ে থাকে। প্রয়োজনমাফিক দরিদ্র রোগীদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণে সাহায্য করা চিকিৎসা সমাজকর্মের কার্যক্রমভুক্ত। উদ্দীপকে স্বপ্না দেবীকে সাহায্য করতে গিয়ে রোকসানা উপযুক্ত কাজগুলোই করেন।

ঘ কুলছুমের মতো দরিদ্র অসহায় রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম অনুশীলনের বৃহৎ ক্ষেত্র হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম। এটি এমন একটি সহায়ক কার্যক্রম যা হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহারে সহায়তা দান করে। সমাজকর্মের ব্যবহারিক এ শাখার প্রধান লক্ষ্য হলো চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনের সাথে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে রোগ চিকিৎসায় সহায়তা করা। চিকিৎসা সমাজকর্মে একটি দল গঠনের মাধ্যমে রোগীকে সেবাদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীকে বিভিন্ন ধরনের মানসিক চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনেও সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কুলছুম সন্তান প্রসবের সময়কালীন জটিলতার কারণে বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছিলেন। দরিদ্র কুলছুমের চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য ছিলো না। এ অবস্থায় হাসপাতালের সমাজসেবা অফিসার রোকসানা তাকে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। মূলত চিকিৎসা সমাজকর্মের মতে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা শুধু রোগ নির্ণয়ের ওপর নির্ভর করে না; এক্ষেত্রে রোগীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক অবস্থাও বিবেচনায় আনতে হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা দরিদ্র রোগীদের কাছে এর পরিবেশ ও নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকে। ফলে প্রাথমিকভাবে অনেক রোগী হাসপাতালের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রে রোকসানার মতো চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীদের সহায়তা করতে পারেন। এছাড়া অনেক দরিদ্র রোগীই চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে রোখসানার মতো সমাজকর্মীরা রোগীর জন্য অর্থ সাহায্যের অবস্থা করতে পারেন। অনেক সময় রোগীরা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভয় পান। তখন তারা রোগীকে মানসিক সমর্থন দিয়ে সহজ-স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন।

সামগ্রিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, কুলছুমের মতো দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের কল্যাণে চিকিৎসা সমাজকর্মের জ্ঞান কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ অভি ও রুশো স্থানীয় বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। এ দুজন প্রতিদিনই স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথায়ও আড্ডা দেয় ও ফুটবল খেলে। এভাবে চলতে থাকায় বিদ্যালয়ে তাদের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায় ও ফলাফল খারাপ হতে থাকে। বিষয়টি ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি দুই ছাত্রের অভিভাবককে ডেকে এনে কথা বলেন। তাদের কাছ থেকে ক্লাশে অনুপস্থিতির প্রকৃত কারণ জানতে চান, সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন এবং মা বাবাকে আরো সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের বাড়ি ও পরিবেশ পরিদর্শন করেন। এক সময় ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ২]

ক. শিল্প সমাজকর্ম কী? ১

খ. বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের কোন শাখাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছাত্র উপদেষ্টাকে কার সাথে তুলনা করা যায়? উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্র উপদেষ্টার ভূমিকাগুলো চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্প সমাজকর্ম বলতে সমাজকর্মের সেই শাখাকে বোঝায় যেটি শিল্পক্ষেত্রে কারখানার মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

খ বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা। শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয় পরিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উপাদান নিরূপণের লক্ষ্যে কাজ করা হয়।

বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করেন। মূলত যেসব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অমনোযোগী এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়ে নানা ধরনের অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাদেরকে স্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় সমাজকর্ম কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে সমাজকর্মের প্রায়োগিক শাখা বিদ্যালয় শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে সন্তোষজনক সামঞ্জস্য বিধানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। সাধারণত শিক্ষার্থী, পরিবার ও শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা, যেমন- স্কুল পালানো, শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক মনোভাব (না বলে টিফিন খেয়ে ফেলা, মারামারি করা, পেন্সিল, টাকা ইত্যাদি চুরি করা), বিশেষ করে দৈহিক, মানসিক বা আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মী কাজ করেন। মূলত অমনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ ফিরিয়ে আনা, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমানো এবং স্কুলের পরিবেশকে পড়াশোনা উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে এ শাখা কাজ করে।

উদ্দীপকের অভি ও রুশো ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। প্রায়ই তারা স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথাও আড্ডা দেয়। এভাবে বিদ্যালয়ে তাদের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায় ও পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হতে থাকে। বিষয়টি ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি অভি ও রুশোর অভিভাবকদের ডেকে কথা বলেন। তাদের অনুপস্থিতির কারণ, সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন। সেই সাথে তাদের বাবা মাকে সচেতন হবার পরামর্শ দেন। তিনি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি ও পরিবেশ পরিদর্শন করেন। এক পর্যায়ে ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদ্দীপকের এসব তথ্য বা বৈশিষ্ট্য সমাজকর্মের বিশেষ শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মকে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের শাখা বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রতিই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ছাত্র উপদেষ্টার সাথে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর তুলনা করা যায়। আর একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর প্রধান ভূমিকা হলো গৃহ স্কুল কমিউনিটির মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করা। এছাড়া অনেক সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না বলে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। এমনকি তারা স্কুল ফাঁকি দেয়। এ ধরনের

https://teachingbd24.com

সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। এ ব্যাপারে তিনি প্রথমেই সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। মূলত তাদের সাথে আলাপ আলোচনা ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। এছাড়া তিনি পরিবর্তন প্রতিনিধি (Change Agent) হিসেবে কাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তার মূল লক্ষ্য স্কুলের পরিবেশকে শিক্ষার্থীদের পছন্দনীয় করে তুলতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অভি ও রুশো ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। তারা প্রায়ই স্কুলে না গিয়ে অন্য কোথাও আড্ডা দেয়। যার ফলে পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয় এবং অনুপস্থিতির হার বেড়ে যায়। বিষয়টি স্কুলের ছাত্র উপদেষ্টার নজরে পড়ে। তিনি দুই ছাত্রের অভিভাবকের ডেকে কথা বলেন, তাদের অনুপস্থিতির কারণ ও সমস্যা উদঘাটনের চেষ্টা করেন এবং পরিবারের সকলকে আরো সচেতন হতে বলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাদের বাড়ি ও পরিবেশে পরিদর্শন করেন। এক পর্যায়ে ছাত্রদের মাঝে ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের উপদেষ্টার কার্যাবলীর সাথে একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর বৈশিষ্ট্যর মিল লক্ষ করা যায়। আর একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী ছাত্র-ছাত্রীকে ব্যক্তিগত, দলীয় এবং পারিবারিক পন্থায় উপযুক্ত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ছাত্র উপদেষ্টা অর্থাৎ একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মীর উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ রহিম সাহেবের বয়স ৫৫ বছর। ইদানিং হঠাৎ করেই তার প্রচণ্ড পানি পিপাসা এবং ক্ষুধা লেগে যায়। তাছাড়া প্রায়ই তার ঘাড়, হাত-পা ব্যথা করে। তার ছেলে রানা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেও তিনি তা তেমন আমলে নেন না। রানা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হলে তিনি রহিম সাহেবের সাথে আলাপ করেন। অবশেষে রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন।

[সাভার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ২]

ক. কারা সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের কাজ করে থাকে? ১

খ. প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে সমাজকর্মী কীভাবে রহিম সাহেবকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সক্ষম করেন? ৩

ঘ. "উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি সমাজজীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ" —বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের কাজ করে থাকে।

খ সমাজকর্মের যে বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম বলে।

বার্ধক্যে মানুষ নানা ধরনের সমস্যায় ভোগে। এসময় অনেককেই দারিদ্র্য, অনাহার, অবহেলা, মানসিক নির্যাতন, প্রতারণা আর শারীরিক নানা বাধা-বিপত্তি বিপর্যস্ত করে তোলে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করা বা কাটিয়ে ওঠার জন্যই প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম কাজ করে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বয়স্কদের কল্যাণে নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সেবা দিয়ে থাকেন।

গ উদ্দীপকের সমাজকর্মী প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে রহিম সাহেবকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে সক্ষম করেন।

মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় দিক হলো বার্ধক্য বা প্রবীণ। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মতে, ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীরাই হচ্ছেন প্রবীণ। প্রবীণ বয়সে মানুষ বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক, আর্থিকসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগেন। তাদের এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রবীণ কল্যাণ সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে।

উদ্দীপকের রহিম সাহেবের বয়স ৫৫ বছর। অর্থাৎ তিনি একজন প্রবীণ ব্যক্তি। ইদানীং হঠাৎ করেই তার প্রচণ্ড পানি পিপাসা এবং ক্ষুধা লেগে যায়। প্রায়ই ঘাড়, হাত, পা ব্যাথা করে। তার ছেলে রানা তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে চাইলেও তিনি আমলে নেন না। এরপর রানা একজন সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হলে তিনি রহিম সাহেবের সাথে কথা বলেন এবং রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন। রহিম সাহেবকে রাজি করানোর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী প্রবীণ সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ব্যক্তিগত সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে রহিম সাহেবের সমস্যা সম্পর্কে অনুধ্যান করেছেন। এরপর সমাজকর্মের কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাকে চিকিৎসাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতে রহিম সাহেব ডাক্তারের পরামর্শ নিতে রাজি হন।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির অর্থাৎ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম সমাজজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবীণ বয়স হচ্ছে মানবজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়। এসময় তারা আর্থ-সামাজিক, শারীরিক, মানসিকসহ বিভিন্ন সমস্যায় ভোগে। আর প্রবীণদের এসব সমস্যা সমাধানে প্রবীণ সমাজকর্ম কাজ করে যাকে এক্ষেত্রে প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে থাকেন।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তাই বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে তিনি প্রবীণকল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের পরামর্ম সেবা প্রদান সমাজকর্মীর ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং বিপদকালীন সময়ে প্রবীণদের এই সেবা দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের মাঝে সমস্যা মোকাবিলা ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য গড়ে ওঠে।

এছাড়া প্রবীণদের কল্যাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য একজন সমাজকর্মী স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করতে পারেন। অনেক সময় প্রবীণরা তাদের বয়সজনিত মূল্যবোধ বা ধারণার কারণে নিজেরাই সমস্যায় পড়েন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাদেরকে সচেতন করে থাকেন। সেই সাথে তারা যাতে পরিবারের সদস্যদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নেন।

এভাবে প্রবীণ সমাজকর্ম প্রবীণদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করে সমাজে সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপনে ভূমিকা রাখে।

Teachingbd24.com

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমাজকর্মের শাখা

★ সমাজকর্মের শাখার পরিচিতি

১. ব্যক্তিগত বা মনোসামাজিক সমস্যা প্রশমনের জন্য কারা কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সাইকিয়াট্রিক খ সমাজকর্মী
গ আইনজীবী ঘ চিকিৎসক **খ**

২. 'সমাজকর্ম পেশায় সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান অপরিহার্য'— উক্তিটি মূল্যায়নে কী পরিলক্ষিত হয়? [জ্ঞান] */সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর/*
ক অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগ করতে হয়
খ অন্য শাখাগুলোর জ্ঞান পরিপূরক হিসেবে কাজ করে
গ সমাজকর্মের ভিত্তি গড়ে ওঠে অন্য শাখার জ্ঞানের ওপর
ঘ সমাজকর্ম ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান একে অপরের সমার্থক **খ**

৩. প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সমাজকর্ম কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়? [অনুধাবন]
ক অপরাধীদের সহায়তার ক্ষেত্রে
খ সমাজকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে
গ বিশ্বব্যাপী অন্যায় প্রতিরোধে
ঘ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়নে **ঘ**

৪. সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় যৌক্তিক কারণ কী? [জ্ঞান] */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/*
ক নানা পদ্ধতি ব্যবহার করায়
খ অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সহায়তা নেওয়ায়
গ পরিধি ব্যাপক হওয়ায়
ঘ অনুশীলন ভিত্তিক বিজ্ঞান হওয়ায় **গ**

৫. সাহায্যার্থীর মনোসামাজিক সমস্যা নির্ধারণে সমাজকর্মের কোন শাখা কাজ করে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ পেশাগত সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ঘ**

৬. আদালত সমাজকর্ম কাদের জন্য কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক আইনজীবীদের জন্য
খ পুলিশদের জন্য
গ অপরাধীদের জন্য
ঘ মহিলা অপরাধীদের জন্য **গ**

৭. সমাজকর্মের কোন শাখা মূলত সমষ্টি সমাজকর্মের পৃথক একটি রূপ? [জ্ঞান]
ক পেশাগত সমাজকর্ম
খ পল্লি সমাজকর্ম
গ মিলিটারি সমাজকর্ম
ঘ প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনা সমাজকর্ম **খ**

৮. RAPPORT কাদের মধ্যে গড়ে উঠে? [জ্ঞান] */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
ক সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর বন্ধুর
খ সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মাঝে
গ সমাজকর্মী ও চিকিৎসকের মধ্যে
ঘ সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর পরিবারের সদস্য **খ**

৯. সরাসরি সেবাদানকারী সমাজকর্মী বলতে বোঝায়, যারা— [অনুধাবন]
i. প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় সেবাদান করেন
ii. সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে পেশায় নিয়োজিত
iii. সমাজকর্মের বিশেষ শাখায় পেশাদার কর্মে নিয়োজিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০. আন্তর্জাতিক সমাজকর্মের কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. জাতিসংঘের কাজে সহায়তা করে
ii. বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে ত্রাণ সরবরাহ করে
iii. বিশ্বব্যাপী অন্যায় প্রতিরোধে কাজ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১১. পেশাগত সমাজকর্মের কার্যাবলি সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কার্যসম্পাদনে প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে
ii. কর্মীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
iii. কর্মী-মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

১২. মানবিক সমস্যার সাথে আধুনিক সমাজকর্মের সম্পর্ক কীরূপ? [জ্ঞান]
ক অত্যন্ত নিবিড় খ সহযোগিতামূলক
গ প্রতিযোগিতামূলক ঘ বিরূপ **ক**

১৩. *Reading to Social Problems* গ্রন্থের লেখক কোন সমাজবিজ্ঞানী? [জ্ঞান] */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী/*
ক আইরা সিলভার খ সি.এম.কেস
গ ম্যাকাইভার ঘ চার্লস গ্রাভিন **ক**

http://teachingbd.com

১৪. একজন চিকিৎসা সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে— [অনুধাবন]
i. সাধারণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে
ii. চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে
iii. চিকিৎসাকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১৫. স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়েছিল— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে
ii. শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে
iii. অতিথি শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিল্পপতি জনাব আসিফুর রহমানের গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে প্রতিনিয়ত শ্রমিকদের আন্দোলন চলছে। ন্যায্য বেতন ভাতা, কর্মঘণ্টা কমানো প্রভৃতি দাবিতে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় জনাব রহমানের নিয়োগপ্রাপ্ত একজন সমাজকর্মী সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

১৬. উদ্দীপকের সমাজকর্মীকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়? [প্রয়োগ]
ক শিল্প সমাজকর্মী খ শহর সমাজকর্মী
গ দায়িত্বশীল সমাজকর্মী
ঘ চিকিৎসা সমাজকর্মী **ক**

১৭. উদ্দীপকের পরিস্থিতি নিরসনে একজন সমাজকর্মী — [উচ্চতর দক্ষতা]
i. শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য স্পষ্ট করবেন
ii. মালিকপক্ষকে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন
iii. ম্যানেজমেন্ট ও কর্মীদের মধ্যে আলোচনার পথ প্রশস্ত করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা, ইতিহাস ও গুরুত্ব, চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা

১৮. "স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করাই হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম।" উক্তিটি কার? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক WHO Statistical Year Book
খ Sociological Year Book
গ Social Welfare Year Book
ঘ Social Work Year Book **ঘ**

১৯. চিকিৎসা সমাজকর্মের নতুন নামকরণ কবে হয়? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৮৪ সালে খ ১৯৯০ সালে
গ ১৯৯৫ সালে ঘ ১৯৯৮ সালে **ক**

২০. কোন ব্যক্তি রোগীর চিকিৎসায় সমাজকর্মীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেন? [জ্ঞান]
ক Dr. Richard C Cabot
খ Dr. Charles P Emerson
গ Mary Richmond ঘ W. A. Friedlander **ক**

২১. কার অনুপ্রেরণা এবং পরিচালনায় চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষার্থীদের মাঠকর্মের প্রশিক্ষণকে চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক Dr. Charles P Emerson
খ Mary Richmond
গ Dr. Richard C. Cabot
ঘ W.A. Friedlander **ক**

২২. কত সালে পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫১ খ ১৯৫৩
গ ১৯৫৫ ঘ ১৯৫৭ **গ**

২৩. বর্তমানে আমাদের দেশে মোট কয়টি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম চালু রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৮৫ টি খ ৮৭ টি
গ ৮৯ টি ঘ ৯১ টি **খ**

২৪. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয় কবে? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৫৮ সালে
গ ১৯৬৮ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে **ক**

২৫. হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে খাপ-খাওয়াতে রোগীদের সহায়তা করে কে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্মী খ চিকিৎসক
গ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
ঘ চিকিৎসকের সহকারী **ক**

২৬. বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের অগ্রগতিতে কার অবদান অন্যতম? [জ্ঞান]
ক ডা. ইব্রাহিম
খ ডা. মো. আলী আকবর
গ ডা. এম আর খান
ঘ ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত **খ**

২৭. *'Elements of Social Welfare'* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক Prof Dr. Md. Ali Akbar
খ Dr. Charles P Emerson
গ Mary Richmond
ঘ Dr. Richard C Cabot **ক**

২৮. রোগীদের রোগ-শোক সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [জ্ঞান]
ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ শিল্প সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ঘ চিকিৎসা সমাজকর্ম **ঘ**

২৯. বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
ii. নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে
iii. বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

৩০. চিকিৎসা সমাজসেবার কার্যক্রমের মাধ্যমে— [অনুধাবন]
i. রোগীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়
ii. অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়
iii. রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩১. মিসেস ক্লারা, মিস সাবিনা ও মি. জামান ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে প্রথম পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে হাসপাতালে নিয়োগ লাভ করেন। তাদের নিয়োগকৃত হাসপাতাল হচ্ছে— [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতাল
ii. রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতাল
iii. মিটফোর্ড মেডিকেল হাসপাতাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তুষার বাবার চিকিৎসা করাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যায়। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে সে প্রথমে কী করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। এজন্য তাকে নানান জটিলতায় পড়তে হয়। তার এ অবস্থার উত্তরণে হাসপাতালে সমাজকর্মের একটি কর্মসূচি চালু আছে।

৩২. তুষারের এ ধরনের সমস্যা সমাধানে কে ভূমিকা রাখতে পারে? [প্রয়োগ]
ক মাঠকর্মী খ চিকিৎসা সমাজকর্মী
গ শিল্প সমাজকর্মী ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী **খ**

৩৩. রোগীদের বিভিন্ন জটিলতা দূরীকরণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচি ভূমিকা পালন করে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ডাক্তার, নার্স ও রোগীর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে
ii. রোগীর উদ্বিগ্নতা দূরীকরণের মাধ্যমে
iii. রোগীর চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও গুরুত্ব

৩৪. সমাজকর্মের কোন শাখা সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্মে
খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে
গ পেশাগত সমাজকর্মে
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে **খ**

৩৫. ব্যক্তিত্বের ও আচরণের ত্রুটি, অসামঞ্জস্যতা, সাহায্যার্থীর প্রত্যাশা ইত্যাদি কোন সমাজকর্মের মাধ্যমে করা হয়? [জ্ঞান]
ক পল্লি সমাজকর্ম খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
ঘ চিকিৎসা সমাজকর্ম **খ**

৩৬. সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় করে সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজকর্মের কোন শাখা? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ স্কুল সমাজকর্ম **গ**

৩৭. সমাজকর্মের কোন শাখা সম্পূর্ণভাবে মানসিক সেবা প্রদান করে? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম খ পেশাগত সমাজকর্ম
গ গ্রামীণ সমাজকর্ম ঘ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম **ঘ**

৩৮. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে কীভাবে? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক স্তরায়িত পরিকল্পনার মাধ্যমে
খ কেস স্টাডি করে
গ বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে
ঘ সম্পদের গতিশীলতার মাধ্যমে **গ**

৩৯. মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে নিচের কোন শাখাটি প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট? [জ্ঞান]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম খ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
গ প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ঘ**

৪০. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কী? [জ্ঞান]
ক মানসিক ক্ষতিগ্রস্থদের সেবা প্রদান করা
খ শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করা
গ প্রবীণদের কল্যাণ সাধন করা
ঘ শিশুশ্রম রোধ করা **ক**

৪১. মানসিক রোগীদের সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য কীসের ব্যবস্থা করা হয়? [জ্ঞান] *[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]*
ক পরিকল্পনার খ গবেষণার
গ কাউন্সেলিংয়ের ঘ প্রশিক্ষণের **গ**

৪২. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে রোগীর ধরন কয় প্রকার? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক দুই প্রকার খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার ঘ পাঁচ প্রকার **ক**

৪৩. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর কার্যক্রম হলো— [অনুধাবন]
i. সাহায্যার্থীকে আর্থিক সহায়তা প্রদান
ii. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহায্যার্থীকে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা
iii. সাহায্যার্থীকে চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

৪৪. ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম কাজ করে— [অনুধাবন] *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর]*
i. মানসিক সেবা প্রদানে
ii. অপরাধীদের পক্ষে
iii. ব্যক্তির আচরণের ত্রুটি নির্ণয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

উদ্দীপকটি পড়ে ৪৫ ও ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব শরিফ একজন চাকরিজীবী। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েকে এক প্রবাসীর সাথে বিবাহ দেওয়ায় সে বিদেশে চলে যায়। ছেলেকে খুবই আদর যত্নে মানুষ করতে থাকেন। কিন্তু ছেলেটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করায় তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। এহেন অবস্থায় সমাজকর্মের একটি শাখা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪৫. উদ্দীপকে জনাব শরিফের মানসিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখা এগিয়ে আসে? [প্রয়োগ]
ক চিকিৎসা সমাজকর্ম
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ঘ প্রবীণ সমাজকর্ম
খ

৪৬. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর করণীয় হচ্ছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ব্যক্তিগতভাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা
ii. পারিবারিক থেরাপি প্রদান করা
iii. বাস্তব ভিত্তিতে থেরাপি প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও ii ঘ ii ও iii
খ

★★ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা, ইতিহাস ও গুরুত্ব

৪৭. কত সালের শিক্ষাবর্ষে নিউইয়র্ক সিটি, বোস্টন এবং হাটফোর্ডে প্রথম পৃথকভাবে স্কুল সমাজকর্ম সেবাকার্য শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০৫–০৬ খ ১৯০৬–০৭
গ ১৯০৭–০৮ ঘ ১৯০৮–০৯
খ

৪৮. সর্বপ্রথম কোন প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং টিচার প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক বোস্টনের মহিলা সমিতিতে
খ হাটফোর্ডের সাইকোলজিক্যাল ক্লিনিকে
গ হাটলে হাউস প্রতিষ্ঠানে
ঘ গ্রিন উইচ প্রতিষ্ঠানে
খ

৪৯. কত সালে নিউইয়র্ক শহরের Rochester এ সর্বপ্রথম Visiting Teachers প্রবর্তন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯১০ সালে খ ১৯১১ সালে
গ ১৯১২ সালে ঘ ১৯১৩ সালে
ঘ

৫০. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কত সালে স্কুল সমাজকর্ম চালু করা হয়?
ক ১৯৬৭ সালে খ ১৯৬৮ সালে
গ ১৯৬৯ সালে ঘ ১৯৭০ সালে
গ

৫১. ঢাকায় কোন স্কুলে প্রথম স্কুল সমাজকর্ম চালু হয়? [জ্ঞান] *[ডাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ, গাজীপুর]*
ক সেন্ট যোসেফ স্কুল খ আরমানিটোলা স্কুল
গ হলিক্রস স্কুল
ঘ রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল
খ

৫২. স্কুল থেকে বিচ্যুত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে স্কুল সমাজকর্ম কীসের ব্যবস্থা করতে পারে? [অনুধাবন]
ক কর্মসংস্থানের খ আর্থিক সাহায্যের
গ পরামর্শের ঘ নতুন স্কুলে ভর্তির
গ

৫৩. ১৯০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে আমেরিকাতে বিদ্যালয় সমাজকর্ম চালু করা হয় যে সকল প্রতিষ্ঠানে তাহলো— [অনুধাবন] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
i. বোস্টন ও শিকাগো বিদ্যালয়গুলোতে
ii. ওয়াশিংটন বিদ্যালয়গুলোতে
iii. নিউইয়র্ক সিটি বিদ্যালয়গুলোতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
গ

৫৪. স্কুল সমাজকর্মী হলেন একজন— [অনুধাবন] *[ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী]*
i. সমাজকর্মের ডিগ্রিধারী ব্যক্তি
ii. স্কুলের একজন শিক্ষক
iii. শিশু অপরাধ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
গ

৫৫. বিদ্যালয়ে সমাজকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন] *[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট]*
i. শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা
ii. শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো
iii. শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন সাধন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দরিদ্র পরিবারের সন্তান সালেহা। অনেক কষ্টে সে তার লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আর্থিক অনটন এবং পারিপার্শ্বিক নানা সমস্যার কারণে সে লেখাপড়ায় মনোযোগ বজায় রাখতে পারছে না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে ভালো ফলাফল করতে পারছে না।

http://teachingbd.com

৫৬. সালেহার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন শাখা সহায়তা করতে পারে? [প্রয়োগ]
ক বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ শিল্প সমাজকর্ম
গ হাসপাতাল সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ক**

৫৭. সালেহার মতো শিশুদের লেখাপড়ায় উৎসাহী করতে একজন বিদ্যালয় সমাজকর্মী— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন
ii. শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারেন
iii. শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ শিক্ষার্থীর উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫৮. স্কুল সমাজকর্মী গৃহ-স্কুল এবং কমিউনিটির মধ্যে কী হিসেবে সেবা প্রদান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক পরিদর্শনকারী খ সমালোচক
গ গৌণ সংযোগকারী
ঘ অপরিহার্য সংযোগকারী **ঘ**

৫৯. দলীয় প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় সমাজকর্মীর সহায়ক কী? [জ্ঞান] *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*
ক জ্ঞান খ প্রজ্ঞা
গ অভিজ্ঞতা ঘ পরিবেশ **ঘ**

৬০. একজন স্কুল সমাজকর্মী কাদের উন্নয়নে কাজ করেন? [জ্ঞান] *[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*
ক অভিভাবকের খ শিক্ষার্থীর
গ শিক্ষকের ঘ কমিউনিটির **খ**

৬১. স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে এবং তাদের লেখাপড়ার সফল সমাপ্তির ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রাখেন কে? [জ্ঞান]
ক শিক্ষক খ অভিভাবক
গ স্কুল সমাজকর্মী ঘ কমিটির সদস্যগণ **গ**

৬২. শিক্ষার্থীর শিক্ষাক্ষেত্রে বাধা দূর করার জন্য স্কুল সমাজকর্ম কাজ করে— [অনুধাবন]
i. স্কুল কর্মকর্তার সাথে
ii. সমষ্টির বিভিন্ন সংস্থার সাথে
iii. শিক্ষার্থীর বন্ধুদের সাথে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৩. একজন স্কুল সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন— [অনুধাবন]
i. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে
ii. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উন্নয়নে
iii. স্কুলে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬৪. বিদ্যালয় সমাজকর্ম ভূমিকা রাখে— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণে
ii. পড়াশোনার মান বৃদ্ধিকরণে
iii. শিশুশ্রম হ্রাসকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও প্রকৃতি, শিল্প সমাজ

৬৫. হাসপাতাল এবং মনোচিকিৎসার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী কোন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক পরনির্ভরশীলতামূলক খ সহযোগিতামূলক
গ হস্তক্ষেপমূলক ঘ পরিবর্তনমূলক **খ**

৬৬. কাদের সুবিধা ও অধিকার নিয়ে কাজ করে শিল্প সমাজকর্ম? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক কর্মীদের খ মালিকদের
গ মালিক-কর্মী-উভয়ের ঘ উচ্চপদস্থ কর্মীদের **গ**

৬৭. সম্প্রতি জামান সাহেবের সাথে তার কারখানার কর্মীদের সম্পর্ক খুবই খারাপ যাচ্ছে। এজন্য কর্মীরা সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ করছে না। কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে জামান সাহেব সমাজকর্মের কোন শাখার শরণাপন্ন হবেন? [প্রয়োগ] *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*
ক শিল্প সমাজকর্ম খ পেশাগত সমাজকর্ম
গ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম
ঘ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম **ক**

৬৮. কোন ধরনের সমাজকর্মী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে কাজ করে? [অনুধাবন]
ক পেশাগত সমাজকর্মী
খ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী
গ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সমাজকর্মী
ঘ শিল্প সমাজকর্মী **ঘ**

৬৯. ট্রেড ইউনিয়ন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যকার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন কে? [জ্ঞান]
ক শিল্প সমাজকর্মী খ কারখানার মালিক
গ কারখানার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
ঘ ট্রেড ইউনিয়নের নেতা **ক**

৭০. শিল্প সংগঠনে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্মীর ভূমিকা কীরূপ? [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস খ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি
গ কর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ
ঘ সাংগঠনিক দ্বন্দ্ব নিরসন **ক**

http://teachingbd.com

৭১. শিল্প সমাজকর্মী হলেন একজন— [অনুধাবন] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
i. প্রশাসক ii. পরামর্শক
iii. উপদেষ্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭২. শিল্পকারখানায় শিল্প সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে— [অনুধাবন]
i. কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে
ii. শিল্প কারখানার সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে
iii. কর্মীদের কর্ম বৈচিত্র্যের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৩. শিল্প সমাজকর্মীদের কার্যাবলি হলো— [অনুধাবন]
i. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঝুঁকি কমানো
ii. শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা
iii. শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৭৪. একজন শিল্প সমাজকর্মী সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি অর্জন করেন— [অনুধাবন]
i. শ্রম আইন সম্পর্কিত জ্ঞান
ii. কারখানা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞান
iii. মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ প্রবীণ কল্যাণের ধারণা, প্রবীণ কল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৭৫. বার্ধক্যের আঘাত কীরূপ? [জ্ঞান]
ক সর্বজনীন খ দরিদ্র দেশে বেশি
গ গ্রামে বেশি ঘ শহরে বেশি **ক**

৭৬. মানবজীবনের কোন অবস্থাকে এক অযাচিত অথচ অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয় দিক হিসেবে অভিহিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক দারিদ্র্য অবস্থাকে খ শৈশবকালকে
গ প্রবীণ অবস্থাকে ঘ যৌবন কালকে **গ**

৭৭. জাতিসংঘের মতে, প্রবীণ হলেন তারা যাদের বয়স— [জ্ঞান] /সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ৫৫ বছরের উর্ধ্বে খ ৬০ বছরের উর্ধ্বে
গ ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ঘ ৭০ বছরের উর্ধ্বে **খ**

৭৮. প্রবীণ কল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলো বেশিরভাগই কাদের জন্য গ্রহণ করা হয়? [অনুধাবন]
ক বেসরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য
খ সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য
গ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য
ঘ অবসরপ্রাপ্ত পুরুষ কর্মকর্তাদের জন্য **খ**

৭৯. পারিবারিকভাবে প্রবীণদের নিরাপত্তা প্রদান কোন ধরনের ঐতিহ্য? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় খ সামাজিক
গ অর্থনৈতিক ঘ রাজনৈতিক **খ**

৮০. অনেক সময় প্রবীণরা কোন কারণে সমস্যার সৃষ্টি করে? [জ্ঞান]
ক বেশি জানার কারণে খ মূল্যবোধের কারণে
গ কম জানার কারণে ঘ না জানার কারণে **খ**

৮১. একজন সমাজকর্মী প্রবীণ ব্যক্তিকে সহায়তা করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
ii. সভা, সেমিনারের মাধ্যমে তাদেরকে সচেতন করে
iii. তাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
এ রহমান সাহেব সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে চাঁদপুর জেলায় নিজ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করেন বলে প্রবীণ বয়সের একাকীত্ব তেমন অনুভব করেন না। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খেলাধুলা এবং কৃষিকাজ দেখাশোনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। স্বাস্থ্যগত সমস্যার জন্য মাঝে মাঝে তাকে শহরে আসতে হয়। তার গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত।

৮২. রহমান সাহেবের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সমাজকর্মের কোন শাখাটি সংশ্লিষ্ট? [প্রয়োগ]
ক শিল্প সমাজকর্ম খ চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ বিদ্যালয় সমাজকর্ম
ঘ প্রবীণ কল্যাণ সমাজকর্ম **ঘ**

৮৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত এ রহমান সাহেব প্রবীণ জনগোষ্ঠীভুক্ত। সকল দেশে এ ধরনের প্রবীণদের কল্যাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. তারা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী
ii. তারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ
iii. তারা বহুমুখী সমস্যায় আক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৩: সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

প্রশ্ন ▶১ ১৯৭৬ সালে আমাদের দেশে যেটিকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেটির প্রতিকার ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক না কেন তা কোনো সুফল বয়ে আনছে না বলে মনে হচ্ছে। ভয়ানক এ সমস্যাটি একদিকে যেমন নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে অপরদিকে তেমনি বিদ্যমান প্রায় সব সমস্যার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছে। *[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. এইডস কী? ১

খ. "সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত"— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে বিশেষ সমস্যাটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আমাদের সামাজিক জীবনে তার কু-প্রভাব বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমস্যাটির সমাধান করা গেলে অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইডস এইচআইভি ভাইরাস সৃষ্ট একটি নিরাময় অযোগ্য রোগ যাতে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়।

খ 'সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত' বলতে সমস্যার সামাজিক কেন্দ্রস্থলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

বিশৃঙ্খলা, মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতির কারণে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যা সমাজের মানুষের জন্য একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা তাদের সুষ্ঠু জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এটি সমাজের বাইরের কোনো অবস্থা নয়। সমাজে বসবাসকারী মানুষই এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী। তাই বলা হয়, সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত।

গ উদ্দীপকে জনসংখ্যা সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সমস্যা আমাদের সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি চাহিদানুযায়ী যদি সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা না বাড়ে তখন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বাড়তি জনসংখ্যা তখন সম্পদ না হয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কেননা জনসংখ্যা বাড়লেও বাড়তি জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে না। ফলে এর কু-প্রভাব পড়ছে আমাদের সামাজিক জীবনে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সরকারের পক্ষে সব নাগরিকের মৌল মানবিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসনের প্রয়োজন মেটাতে শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিত বসতি গড়ে উঠেছে। অনেকক্ষেত্রে সেগুলো মাদকব্যবসাসহ নানা অপরাধমূলক তৎপরতার ঘাঁটি হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ভূমিহীন এবং দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। সেইসাথে বাড়ছে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ও বেকারের হার। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পরিবেশ দূষণ, নিম্ন মাথাপিছু আয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াসহ আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যা নানামুখী সমস্যা সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের সমাজজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা, অর্থাৎ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হলে অনেক সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব- উক্তিটি যথার্থ।

সামাজিক সমস্যাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এতে একটি সমস্যার ফলে আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, ঘাটতি, বাসস্থান সমস্যা, নিরক্ষরতা অপরাধ প্রবণতাসহ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা গেলে আরও অনেক সমস্যা দূর হবে।

আয়তন অনুপাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সরকারকে হিমশিম খেতে হয়। শিল্পের অবদান ক্রমশ বেড়ে চললেও কৃষি এখনো আমাদের অর্থনীতির একটা বড় ভিত্তি। কিন্তু এ দেশের কৃষিজমি যেমন কম, তেমনই উৎপাদন পদ্ধতিও আধুনিক নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি, দক্ষ মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে শিল্পেও অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলে তা দেশের অর্থনীতির ওপর বাড়তি চাপ কমাতে সাহায্য করবে। সেইসাথে সাধারণ মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে এ সমস্ত চাহিদা মেটার অভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার (যেমন- স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, বস্তি সমস্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ইত্যাদি) মাত্রাও কমে আসবে। আবার এই সমস্যাগুলো চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, চুরি-ডাকাতি, খুন ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতার পেছনে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ সমাজের এ সব নেতিবাচক পরিস্থিতির জন্যও অতিরিক্ত জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী।

সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, প্রতিটি সামাজিক সমস্যাই কোনো না কোনোভাবে একটি অন্যটির সাথে সম্পৃক্ত। একটি সমস্যার সমাধান অন্য সমস্যার সমাধানে সহায়ক হয়। তাই আশা করা যায়, আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা গেলে অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶২ বাংলাদেশে এখন আর ঋতু বৈচিত্র্যের স্বাদ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো অনাবৃষ্টি জনজীবনে দুর্ভোগ ডেকে আনছে। ফি বছর পাহাড়ি ঢলে প্লাবিত হচ্ছে অনেক অঞ্চল। সর্বোপরি কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া নির্মল আকাশকে করছে কলুষিত। নদী ভাঙনের কবলে পড়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে অনেক আবাদী জমি।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ২; বুপসা কলেজ, খুলনা। প্রশ্ন নং ২]

ক. CFC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জীববৈচিত্র্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CFC এর পূর্ণরূপ হলো Chlorofluorocarbons।

খ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্ভার, তাদের অর্ন্তগত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জটিল পরিবেশতন্ত্রের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন।

বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন স্থানে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। সেইসাথে প্রকট হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা; যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। তবে পৃথিবীব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও বিগত দুইশ বছরের প্রসারমান শিল্পের উন্নয়ন। পৃথিবীর জলবায়ু সূর্য থেকে পাওয়া শক্তির ওপর নির্ভর করে। আর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস। যেমন: কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। কিন্তু কলকারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়ার কারণে লাগামহীনভাবে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ বাড়ছে। যার প্রভাব পড়ছে জলবায়ুর ওপর। এছাড়া বনাঞ্চল ধ্বংস এবং জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের জন্য বিগত কয়েক শতাব্দীতে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘনত্ব শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রভাবে সবুজ উদ্ভিদ হ্রাস পাওয়ায় সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে এ গ্যাস শোষণের মাত্রাও কমে যাচ্ছে। যার ফলে বাতাসে এর ঘনত্ব বৃদ্ধির সাথে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তাপের বৃদ্ধি ঘটছে। বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইডের অর্থাৎ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের মতো জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে ঋতু বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে, অসময়ের বৃষ্টি এবং খরা জনজীবনে ডেকে আনছে সীমাহীন দুর্ভোগ। তাই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার কারণ জলবায়ু পরিবর্তন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন আর এ সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বিপন্ন অবস্থায় আছে। এদেশে প্রতিবছরই বন্যা, খরা, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার জমির ফসল, পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য কমে যাচ্ছে। তাই এ ধরনের সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের জীবন ও জীবিকায় কী ধরনের ক্ষতি করে তা চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। ভিডিও প্রদর্শনী; ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতেও সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। এছাড়াও সমাজকর্মীরা দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে এরকম সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। আবার জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়া সমাজকর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় বা কীভাবে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এজন্য তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। সেইসাথে তিনি এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে পারেন। সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে এর ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶৩ দিবা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে JSC পরীক্ষার জন্য ফরম ফিলাপ করেছে। কিন্তু পরীক্ষার সময় স্বামী ও অভিভাবকগণ পরীক্ষা দিতে বারণ করায় পরীক্ষা দিতে পারে নাই। যার ফলশ্রুতিতে দিবার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি সামাজিক অপ্রত্যাশিত অবস্থা।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫]

ক. গ্রিক Problema শব্দের অর্থ কী? ১

খ. যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সমস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনাটি নিরসনের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা যথার্থ কিনা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক 'Problema' শব্দের অর্থ সমস্যা বা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি।

খ যৌতুক প্রথাকে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যৌতুক প্রথা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ২০১৬ সালে এদেশে যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন নারী, মামলা হয়েছে ৯৫টি। এছাড়া একই কারণে ১২৬ জন নারীর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। যৌতুক প্রথার কারণে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে আছে- দারিদ্র্য, নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, দাম্পত্য কলহ, পরিবারের মর্যাদাহানী, হত্যা ও আত্মহত্যা ইত্যাদি। মূলত এ কারণেই যৌতুককে সামাজিক ব্যাধি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি বাল্যবিবাহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বয়সকে বিয়ের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই আইনত ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর মর্যাদাহীনতা এবং ক্ষমতায়নের অভাবের কারণে আবহমানকাল থেকে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এ সমস্যাকে আরো উৎসাহিত করছে। ফলে সাবালক হওয়ার আগেই বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দেন। এর ফলে তার পড়াশোনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যার সূত্রপাত হয়। উদ্দীপকের দিবা অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সে জেএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করলেও স্বামী ও অভিভাবকদের বাধায় পরীক্ষা দিতে পারেনি। এতে বোঝা যায়, দিবা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই তাকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে দিবার ঘটনা বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য ২০১৭ সালে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সময় এবং পরিস্থিতির বিচারে একে যথার্থ বলা যায়।

স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাল্যবিবাহের প্রকোপ বেশি লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের মাত্রা হ্রাস পেলেও তা থেমে নেই। ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমানে দেশে বাল্যবিবাহের হার ৫৯ শতাংশ অর্থাৎ দেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে ৩৯ লাখ ৩০ হাজার শিশুর।

Teachingbd24.com

ক্রমবর্ধমান এই হার হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১১ মার্চ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণীত হয়।

এ আইনের ধারা- ৭, ৮ ও ৯ এ বাল্যবিবাহ করার শাস্তি, সংশ্লিষ্ট বাবা-মা ও অন্যান্যদের শাস্তি এবং বিয়ে সম্পাদন বা পরিচালনা করার শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ধারা ৮ অনুযায়ী বাবা-মা বা অভিভাবক অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি আইনত বা আইন-বর্হিভূতভাবে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিলে বা বিয়ে দেওয়ার অনুমতি দিলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর শাস্তি হিসেবে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ২ বছর ও অন্যূন ছয় মাস কারাদণ্ড বা পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন। এছাড়া বাল্যবিবাহ পরিচালনা করার জন্যও সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। উদ্দীপকের দিবার স্বামী ও অভিভাবকদের কার্যক্রম এ আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা সমাধানে ২০১৭ সালে প্রণীত আইনটি যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶৪

[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৮]

ক. 'The Population Bomb' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? ১

খ. মৌসুমি বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' বৃত্তে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক সমস্যাটি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'The Population Bomb' গ্রন্থটির রচয়িতা পল এলরিখ।

খ ঋতু পরিবর্তনের ফলে সাময়িক যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমি বেকারত্ব বলে।

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো বিশেষ ঋতুতে ফসল বোনা বা কাটার পর বেশ কিছুদিন কাজ থাকে না। ফলে সাময়িক বেকারত্ব দেখা দেয়। তবে শুধু গ্রামাঞ্চলে নয়, শহরের শিল্প এলাকাতেও এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষণীয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' বৃত্তে উল্লিখিত বিষয়গুলো অপুষ্টির ইঙ্গিত দেয়।

একজন মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম থাকার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত ও গুণগত খাবার। মানবদেহে এই খাবারের অভাবজনিত অবস্থাকে অপুষ্টি বলা হয়। অপুষ্টি বাংলাদেশে একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকে এ সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকের 'ক' বৃত্তে অসচেতনতা, খাদ্য ঘাটতি এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো অপুষ্টির কারণ। আর 'খ' বৃত্তে রাতকানা রোগ, রক্তস্বল্পতা, কম ওজনের শিশু জন্মের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলো অপুষ্টির প্রভাবজনিত সমস্যা। বাংলাদেশ জনসংখ্যাবহুল দেশ। বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য পুষ্টিসম্মত খাবারের সংস্থান করা বেশ কষ্টকর। এছাড়া এ দেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ও অনেক কম। তাই স্বল্প আয় দিয়ে পুষ্টিসম্মত খাবার গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দিনে ১৮০৫ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এদেশের মানুষ অজ্ঞতার কারণে কোন খাদ্যে কী ধরনের পুষ্টি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সচেতন নয়। এসব কারণে তাদের দেহে খাদ্য ঘাটতি এবং পরবর্তীতে অপুষ্টি দেখা দেয়। পুষ্টিহীনতার কারণে আমাদের দেশের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয়। যেমন— রাতকানা, রক্তশূন্যতা, স্কার্ভি ইত্যাদি। পুষ্টিহীনতার সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে প্রসূতি মা ও শিশুর ওপর। আমাদের দেশের বেশির ভাগ শিশু মাতৃগর্ভে অপুষ্টিতে ভোগে। যার ফলে কম ওজনের শিশু জন্ম হয় এবং পরবর্তীতে তারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। ছকচিত্রে এ কার্যগুলোরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বলা যায়, ছকে অপুষ্টি সমস্যার কথা উঠে আছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে অপুষ্টি একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগের সুযোগ আছে।

সমাজকর্মীরা মূলত গবেষক হিসেবে পুষ্টি সমস্যার কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া কৃত্রিম পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই পুষ্টি জরিপ ও গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে, যা একজন সমাজকর্মী পরিচালনা করতে পারেন। পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য সমন্বিত (Integrated) উদ্যোগও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজের সচেতন মহল, সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী মহলের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। তারা সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করতে কৃষকদের উৎসাহিত করতে পারেন। এজন্য সমষ্টিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খাদ্যের পুষ্টিমান মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে; যেমন— সুষ্ঠু রন্ধন প্রক্রিয়া, পরিচালনা ও পরিবেশনা। সমাজকর্মীরা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারেন। তারা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির জন্য লঙ্গরখানা স্থাপন করে খাদ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখতে পারে। অপুষ্টি সম্পর্কে নানা ধরনের প্রচলিত কুসংস্কার ও অপপ্রচার দূরীকরণেও তাদের ভূমিকা রয়েছে। বাজারে এমন অনেক দেশীয় খাবার রয়েছে যার মূল্য কম কিন্তু পুষ্টিগুণ বেশি, সেগুলো গ্রহণ করার জন্য তারা মানুষকে উৎসাহী করে তুলতে পারে। এতে সমাজ থেকে অপুষ্টি সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে। উদ্দীপকের ছক চিত্র 'ক' ও 'খ' তে অপুষ্টির কারণ ও এর ফলে সৃষ্ট সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে। আর একজন সমাজকর্মী উপরোল্লিখিতভাবে অপুষ্টি সমস্যা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶৫ মস্তিষ্কের বিকাশজনিত এক ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। এ প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে তিনি নিবেদিতপ্রাণ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৭ সালে এই মহতী কর্মের জন্য তাকে দক্ষিণ এশিয়ার 'চ্যাম্পিয়ন' সম্মানে ভূষিত করে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. মাদকদ্রব্য 'ইয়াবা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? ১

Teachingbd24.com

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মস্তিষ্কের বিকাশজনিত কোন সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটির প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত— বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাদকদ্রব্য 'ইয়াবা' শব্দটি এসেছে থাই ভাষা থেকে।

খ নির্দিষ্ট বয়সের আগে অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

বিবাহের প্রাথমিক শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সামাজিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে একজন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাল্যবিবাহ এদেশের একটি সামাজিক সমস্যা। এটি ব্যক্তি, সমাজ তথা দেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

গ উদ্দীপকে মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা বলতে অটিজমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অটিজম শব্দটি গ্রিক শব্দ Autos থেকে এসেছে; যার ইংরেজি হলো Self এবং বাংলা অর্থ স্বয়ং বা স্বীয়। আর ইংরেজি Autism-এর বাংলা অর্থ আত্মসংবৃতি, যা এক ধরনের মানসিক রোগ বিশেষ। উদ্দীপকে এ মানসিক রোগে আক্রান্তদের নিয়ে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব সায়মা ওয়াজেদ পুতুল এক ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। এ শিশুরা মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যায় ভুগছে যা অটিস্টিক শিশুদের লক্ষণ। কারণ এ রোগ মূলত মস্তিষ্কের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা সাধারণত একটি শিশু জন্মের প্রথম ২ বছরের মধ্যে দেখা দেয়। অটিজমকে অনেক ক্ষেত্রে Neurological Disorder ও বলা হয়। অটিস্টিক শিশুরা অস্বাভাবিকভাবে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে। এর ফলে সে পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। আর মানুষের এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের পর্যাপ্ত বিকাশ না হওয়াই দায়ী। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মস্তিষ্কের বিভাগজনিত সমস্যা আটিজমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ অটিজমের প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত— উক্তিটি যথার্থ।

অটিজম আমাদের দেশ তথা বিশ্বের জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা। সমাজে যেসব অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি আছে তারা ব্যক্তি সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যা অনেক সময় পুরো রাষ্ট্রীয় পরিবেশের স্বাভাবিকতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যাদের পরিবারে অটিস্টিক শিশু আছে তাদের আর্থিক ব্যয় বেশি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিবছর অটিস্টিক শিশুদের জন্য ১৩৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। আর একজন সুস্থ ব্যক্তির জন্য সারা জীবনে ব্যয় হয় ২.৪ মিলিয়ন US ডলার।

আবার, অটিজম আক্রান্ত একজন শিশুর মা অন্যান্য মায়েদের থেকে ৫৬% কম আয় করেন যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিকভাবেও অটিজমের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে যখন কোনো বাবা-মা সন্তানের অটিজমের বিষয়টি জানতে পারে তখন থেকে ঐ শিশুর প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। অনেক ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুর জন্য তার ভাই-বোন অস্বস্তিবোধ করে। অনেক সময় সামাজিক নানা অনুষ্ঠান থেকেও তাদের দূরে রাখা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এসব বিষয় যখন শিশুটি বুঝতে পারে তখন তার মধ্যে অস্বস্তি কাজ করে এবং সে নেতিবাচক কাজে প্রলুব্ধ হয়। সমাজে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের সামাজিক মর্যাদার কথা চিন্তা করে অটিস্টিক সন্তানকে সবার সামনে নিয়ে আসতে চান না। পারিবারিক পরিবেশেও অটিজমের প্রভাব অনেক। এ সমস্ত শিশুর বা ব্যক্তির আচরণে অনেক সময় পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে মায়ের ওপর। তিনি শত বাধা সত্ত্বেও তার সন্তানকে পরিবারে আগলে রাখতে চান।

এভাবে অটিজম আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, অটিজমের প্রভাব ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶৬ রাজিব একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরির চেষ্টা করছেন। তবে প্রচলিত মজুরি কাঠামোতে চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পেতে অসমর্থ হন। অন্যদিকে পুঁজি না থাকায় তার পক্ষে ব্যবসা করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমানে তিনি অনেকাংশে হতাশাগ্রস্ত। *[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৩; সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. অপুষ্টি কী? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. রাজিবের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপুষ্টি হলো খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীনতার ফলে সৃষ্ট শারীরিক সমস্যা।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়েকে বোঝায়।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিয়ের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। এর কম বয়সে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে সেটা বাল্যবিবাহ হবে। অনেকসময় ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে গোপন রেখে তারা বিয়ের উপযোগী হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে দেখা যায়।

গ রাজিবের চাকরি না পাওয়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারার বিষয়টি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বেকারত্বকে নির্দেশ করে।

বেকারত্ব যেকোনো দেশের জন্য অভিশাপস্বরূপ। এর ফলে কাজ করার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য যুবক অলস সময় কাটাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা তাদের ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব রাখে।

উদ্দীপকের রাজিব দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করেও তিনি চাকরি পাচ্ছেন না। আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকায় ব্যবসাও করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে বলা যায় রাজিবের চাকরি করার মতো যোগ্যতা এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়টির সাথে বেকারত্বের মিল আছে। কারণ শুধু কর্মহীনতা বেকারত্ব নয়। যখন একজন কর্মক্ষম লোক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকেও বেকারত্ব বলা যায়। উদ্দীপকে রাজিবের ক্ষেত্রে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, রাজিবের বিষয়টি বেকারত্ব সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের রাজিবের মতো অসংখ্য তরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও চাকরি পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ রকম ভাবা), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রভৃতিও বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্বের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৭ সবুর মিয়ার তিন মেয়ে। বড় মেয়েটিকে পনের বছর বয়সে বেকার রফিকের কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় বরকে একটি মোটরসাইকেল ও এক লক্ষ টাকা দেওয়ার চুক্তি হয়। ধার করে এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করলেও মোটরসাইকেল দিতে পারেননি। তাই তার স্বামী বিভিন্ন সময় মেয়েটির উপর নির্যাতন চালায়। স্বামীর নির্যাতন সইতে না পেরে এক সময় মেয়েটি জীবন দিল। *[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. 'HIV' কী? ১

খ. মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সবুর মিয়ার মেয়েটি মূলত কোন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে জীবন দিল? ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সমস্যার প্রভাব আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'HIV' এর পূর্ণরূপ হল Human Immunodeficiency Virus।

খ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাসক্তি একটি মনো-স্নায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ উদ্দীপকে সবুর মিয়ার মেয়ে যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছে।

যৌতুক আদান-প্রদান একটি সামাজিক কু-প্রথা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ থেকে অনেকটা জোর করে পাত্রীপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করা হয়। একে অনেকটা হাট-বাজারে কোনো জিনিস কেনা-বেচার সাথে তুলনা করা যায়। যৌতুকের প্রধান শিকার আমাদের দেশের নারীরা। উদ্দীপকের মেয়েটিকেও যৌতুক প্রথার বলি হতে হয়েছে।

সবুর মিয়া তার বড় মেয়েকে বেকার যুবক রফিকের সাথে বিয়ে দেন। বরপক্ষের দাবি অনুযায়ী তিনি বিয়েতে বরকে একটি মোটরসাইকেল ও এক লক্ষ টাকা দিতে রাজি হন। একে যৌতুক বলা যায়। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুসারে, 'যৌতুক বলতে বিবাহের কোনো এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের সময়, পূর্বে বা পরে উক্ত পক্ষগণের মধ্যে বিবাহের পণ্য হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত জামানতকে বোঝায়।' এ থেকে বোঝা যায়, সবুর মিয়া যৌতুক দিতে রাজি হয়েছিলেন। যদিও পরে চাহিদানুযায়ী যৌতুক দিতে না পারায় তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত হতে হয়। অতীষ্ঠ হয়ে একপর্যায়ে সে আত্মহত্যা করে। তাই বলা যায়, যৌতুকের মতো সামাজিক কু-প্রথা সবুর মিয়ার মেয়েকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা অর্থাৎ যৌতুক প্রথার প্রভাব বাংলাদেশে অত্যন্ত ভয়াবহ।

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই কমবেশি নারী নির্যাতনের খবর চোখে পড়ে। আর এ সব নির্যাতনের অধিকাংশই যৌতুকের কারণে সংঘটিত হয়। এর পাশাপাশি যৌতুকের কারণে সমাজে বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়।

যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তার সর্বস্ব হারাতে হয়। ফলে পরিবারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়, দারিদ্র্যের হার বাড়ে। যৌতুক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে পরিবারে নানা ধরনের অশান্তি শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা এ কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেকক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদও ঘটে। অনেক নারীই অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য না করতে পেরে ছেলে-মেয়ে রেখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এতে তার ছেলেমেয়েরাও পরবর্তীতে নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। উদ্দীপকের সবুর মিয়ার মেয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটতে দেখা যায়। সবুর মিয়া যৌতুক হিসেবে মোটর সাইকেল দিতে না পারায় তার মেয়ের উপর স্বামী নির্যাতন করেছে। নির্যাতন সইতে না পেরে মেয়েটি জীবন দিয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, আমাদের দেশে যৌতুক প্রথার ভয়াবহ প্রভাব সমাজের সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮

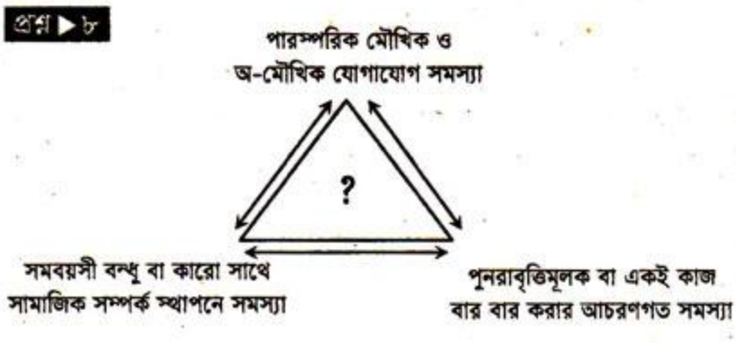

[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৬]

ক. অধ্যাপক পিগুর মতে বেকারত্ব কী? ১

খ. অপুষ্টির একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটিতে "?" চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এ.সি. পিগুর মতে, 'বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যখন কোনো কর্মক্ষম লোক যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ পায় না'।

Teachingbd24.com

ঘ অপুষ্টির অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।

প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র্যের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যবহার হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই তিনবেলা খাবারের ব্যবস্থাই করতে পারে না। ফলে তাদের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা ধীরে ধীরে অপুষ্টির শিকার হয়। এভাবে দারিদ্র্য ও অপুষ্টি পরস্পর সম্পর্কিত।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত একটি স্নায়বিক ও মানসিক সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। ফলে সহজে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ খেলনা নিয়ে একইভাবে বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'হ' চিহ্নিত স্থান দ্বারা অটিজম সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা প্রদান এবং এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই অটিজম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না। এর ফলে অটিস্টিক শিশুদের সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ বাড়তি যত্ন ও ভালোবাসা তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু সামাজিকভাবে তারা উপেক্ষিত হয় এবং উপহাসের মুখে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করতে পারেন।

আবার অটিস্টিক শিশুদের সমস্যাগুলো কখনোই পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা ও যত্নের মাধ্যমে তার অক্ষমতা কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া যথাযথ সহযোগিতা ও বিশেষ শিক্ষা দিয়ে পরিণত বয়সে তাদেরকে আত্মনির্ভর করে তোলাও সম্ভব হয়। আর এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী নানা পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাছাড়া সমাজকর্মীরা অটিস্টিক শিশুদের পুনর্বাসন, তাদের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, অটিজম সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶৯ কালাম কৃষিকাজ করে। সে আঠারো বছর বয়সে চৌদ্দ বছরের সেলিনাকে বিয়ে করে। বিয়ের দুই বছরের মধ্যে তাদের একটি কন্যা সন্তান হয়। এরপরও তারা একটি পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম দেন। *[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. অপুষ্টি কী? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান কোন সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেহের প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা আধিক্য ঘটলে শরীরের যে অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তাকে অপুষ্টি বলা হয়।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও মেয়ের বিবাহকে বোঝায়।

সাধারণত বয়সকে বিয়ের মাপকাঠি ধরে বাল্যবিবাহ ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়। জাতিসংঘ সর্বজনীন শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে ১৮ বছরের কম বয়সী সবাইকে শিশু হিসেবে ধরা হয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিয়ের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উদ্দীপকে এ সমস্যাটিরই দুটি কারণ পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। উদ্দীপকের কালাম চৌদ্দ বছরের সেলিনাকে বিয়ে করে। অল্পবয়সে বিয়ে করার ফলে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তান নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ। আবার পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কেননা আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষের সাধারণ ধারণা মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর সংসারে চলে যায়। তাই তারা কোনো কাজে আসে না। এছাড়া ছেলে সন্তানই কেবল উপার্জন করতে পারে। এ কারণে অনেকে ছেলেসন্তানের আশায় একাধিক সন্তান গ্রহণ করে। উদ্দীপকের কালামও তেমনই একজন। সে একটি পুত্রসন্তানের প্রত্যাশায় পরপর পাঁচটি মেয়ে সন্তানের বাবা হয়। এভাবে তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকটি বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা দুটি হলো বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যা, যা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের প্রত্যেকটি উপাদান যেমন একে অন্যের সাথে জড়িয়ে আছে, তেমনি সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উদ্দীপকের কালামের বাল্যবিবাহ করাও অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমেও এ সমস্যা দুটির সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

জনসংখ্যা সমস্যার সাথে বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাল্যবিবাহের ফলে একটি পরিবার অনেক দিন ধরে সন্তান উৎপাদন করে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার বাল্যবিবাহের কারণে শিশু মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। ফলে পিতামাতা অধিক সন্তান গ্রহণ করে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে

Teachingbd24.com

বাল্যবিবাহকে পরোক্ষভাবেও সম্পর্কিত করা যায়। যেমন-জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। আর নিরক্ষরতা অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। নিরক্ষরতার কারণে মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ অজ্ঞতার কারণেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা সমস্যা ও বাল্যবিবাহ পরস্পর সম্পর্কিত।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকটি বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার আন্তঃসম্পর্কের একটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ পিয়ালের বয়স দশ বছর। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। তার সাথে কেউ কথা বললে সে শুধু মাথা নাড়ায়। তার বাবা-মা তাকে স্কুলে পাঠায় না। কারণ সে অযথা সবার গায়ে থুথু ছিটায়। তবে সে অনেক সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। *[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৪; চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৯; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. গ্রিনহাউস ইফেক্ট কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে পিয়ালের সমস্যাটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বাড়ার প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

খ জলবায়ু পরিবর্তনের দুটি কারণ হলো পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংস করা।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে। অন্যদিকে নির্বিচারে সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গ্রিনহাউজ ইফেক্টের জন্য দায়ী। ফলে প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে পিয়ালের সমস্যাটি হলো অটিজম।

অটিজম হচ্ছে শিশুর বিকাশজনিত স্নায়ুবিক সমস্যা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার (এএসডি) বলে। শিশুর জন্মের ৩ বছরের মধ্যে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত হলে শিশুরা আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং তাদের আচরণগত অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকের পিয়ালের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের পিয়াল নিজে যেমন কারও সাথে কথা বলে না, তেমনি কেউ তার সাথে কথা বললে সে উত্তর দেয় না। এ থেকে বোঝা যায়, সে আত্মকেন্দ্রিক। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা পিয়ালের মতোই নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। যার জন্য তারা সমাজে অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম। যেমন– পিয়াল স্কুলে গিয়ে কারও সাথে মিশতে পারে না; বরং সবার গায়ে থুথু ছিটায়। তবে পিয়াল সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। এটি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের একটি বৈশিষ্ট্য। তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনো বিষয়ে দক্ষতা দেখা যায়। যেমন- কেউ পিয়ালের মতো ছবি আঁকতে পারে, কেউ সুন্দর গানের সুর অনুকরণ করতে পারে, কেউ বা মুখে মুখে বড় বড় যোগ-বিয়োগ করতে পারে প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যেই এরূপ উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও দক্ষতা থাকে। সুতরাং পিয়ালের সমস্যাটির ধরন বিবেচনা করে তাকে একজন অটিস্টিক শিশু বলা যায়।

ঘ আমি মনে করি পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ কারণে বিদ্যালয়ে তারা স্বাভাবিক শিশুদের মতো পড়াশোনা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ জন্য অটিস্টিক শিশুদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে পড়াশোনার স্বার্থে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা সম্বলিত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি।

উদ্দীপকের পিয়ালের আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তাই বিদ্যালয়ে গিয়ে সে অন্যান্যদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। মূলত অটিজম রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে পিয়ালের বাবা-মা তাকে স্কুলে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সিদ্ধান্ত এ কারণেই যথার্থ যে, অটিস্টিক শিশুদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় অনুকূল নয়। কেননা, স্বাভাবিক শিশুদের মতো অটিস্টিক শিশুদের শারীরিক বা মানসিক বিকাশ ঘটে না। ফলে তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশে আরও অসহায় বোধ করে। অবশ্য অটিজমের তীব্রতা কম হলে অনেক শিশু স্বাভাবিক লেখাপড়া করতে পারে। তবে পিয়ালের মতো শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। অটিস্টিক শিশুদের সঠিক পরিচর্যার জন্য বর্তমানে স্বল্প পরিসরে হলেও কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

পরিশেষে বলা যায়, পিয়ালের বাবা-মা পিয়ালকে স্কুলে না পাটিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পিয়ালের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ স্কুলে পাঠানো ও যত্নের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১১ বিশ্বব্যাপী শিল্প কলকারখানা বৃদ্ধি ও উন্নত দেশগুলোর অসম প্রতিযোগিতার ফলে অধিক হারে খনিজ জ্বালানি পুড়ছে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী তার পরিবেশগত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় বেড়ে যাওয়ায় জীববৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হুমকির মুখে পড়ছে। পৃথিবীর এই বিপর্যয়ের জন্য 'প্রকৃতি যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী মানুষ।' তাই উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের সবাই বিচলিত ও এটি অনুভব করে যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. অটিজম কেন সামাজিক সমস্যা? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটি কতটা দায়ী? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune deficiency Syndrome।

খ অটিজম সম্পর্কে সমাজের অধিকাংশ মানুষের ভ্রান্ত ধারণার কারণে এটিকে সামাজিক সমস্যা বলা হয়।

আমাদের দেশে অটিজম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই নেতিবাচক। অনেকে এ রোগকে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বলে মনে করেন। ফলে অটিজম আক্রান্তদের জন্য সমাজে বসবাস করাটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া অটিস্টিক শিশুরা সামাজিক যোগাযোগ তৈরিতে অক্ষম। মূলত এসব কারণেই অটিজমকে একটি সামাজিক সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিপদজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং নানারকম নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনেরই একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস। এই গ্যাস অতিরিক্ত শিল্প কারখানা ও জ্বালানি পোড়ানোর কারণে সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব হিসেবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও বাড়ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জীববৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ জীবজগতের জন্য অনুকূল পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পরিবেশ জগতের স্বাভাবিক নিয়ম-রীতি পাল্টে দিচ্ছে। আর স্বাভাবিকতার পরিবর্তন হলেই বিপর্যয় সংঘটিত হয়। উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনের এ দিকটিই স্বল্প পরিসরে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডকেই বেশি দায়ী করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, প্রকৃতি নয় বরং মানুষই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। উদ্দীপকের উক্তিটিতে এ বিষয়টিই তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপক থেকে জানা যায়, অতিরিক্ত শিল্প কারখানা স্থাপন ও জ্বালানির দহন পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে। এছাড়া গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষই দায়ী। শিল্পায়নের ফলে এবং নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করার ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ অন্যান্য গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের কারণেই পরিবেশে নানা রকম দূষণের শিকার হচ্ছে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের কল্যাণে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রেও মানুষ উদাসীন। মূলত ১৭৫০ সাল থেকেই মানুষের নানাবিধ নেতিবাচক কার্যকলাপের কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ দ্রুত বেড়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে তা প্রভাব ফেলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য মানুষই সম্পূর্ণ দায়ী। এজন্য আমাদেরকেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ সোহরাব হোসেন এ বছর চাকরি থেকে অবসরে গিয়েছেন। তিনি হজে যাওয়ার মনস্থ করেছেন। তার তিন ছেলে এক মেয়ে এবং ছেলেরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মেয়েটিকে নিয়ে তিনি চিন্তায় আছেন। মেয়েটি একটু বেঁটে এবং শ্যামলা। মেয়ে এস. এস. সি পাশ করেছে। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে হজ্জে যেতে পারতেন। ভাল ছেলে পেলে সোহরাব সাহেব তার বসুন্ধরার বাড়ির একটি ফ্ল্যাট দিতেও রাজি আছেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল- ঢাকা । প্রশ্ন নং ৪]

ক. বাংলাদেশে ছেলে এবং মেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স কত? ১
খ. সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? ২
গ. সোহরাব সাহেবের মানসিকতা কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বিবাহের নূন্যতম বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকের সোহরাব সাহেবের মানসিকতা অন্যতম সামাজিক সমস্যা যৌতুকের ইঙ্গিত বহন করে।

সাধারণভাবে যৌতুক হলো এমন একটি সামাজিক কু-প্রথা, যাতে বিবাহের সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা দানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত যৌতুক প্রথা মূলত হিন্দু সমাজের ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত। কেননা, হিন্দু সমাজে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার থাকে না। ফলে কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় সোনা, গয়না, টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রচলন ছিল, যা সময়ের পরিক্রমায় যৌতুকে পরিণত হয়।

উদ্দীপকে সোহরাব হোসেন তার এস.এস.সি পাশ মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত কারণ সে একটু শ্যামলা ও বেঁটে। তিনি মনস্থির করেন মেয়ের জন্য ভালো পাত্র পেলে তার বসুন্ধরার ফ্ল্যাটটি পাত্রের নামে লিখে দিবেন। সোহরাব সাহেবের মানসিকতাটি উপরে আলোচিত যৌতুক প্রথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায় যে, সোহরাব সাহেবের মানসিকতা যৌতুক নামক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা তথা যৌতুক মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মধ্যে যৌতুক অন্যতম। যৌতুকের ফলে সমাজে নানা ধরনের অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। এ অবস্থা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো অজ্ঞতা এবং অহেতুক ভয়ভীতি। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত (যৌতুকের শিকার) ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানে একজন পেশাগত সমাজকর্মী যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যৌতুকের কারণে কোনো মেয়ে যদি হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাকে আইনগত সহায়তা পেতে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় নিয়ে সাহায্যার্থীকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। আবার যৌতুকবিরোধী প্রচার অভিযানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, যেমন— সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে যৌতুকের ক্ষতিকর দিক এবং শাস্তির বিধানগুলো তুলে ধরে যৌতুকবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে পারেন। সমাজকর্মী তার কার্যক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে নিজে উদ্যোগী হয়ে সাহায্যার্থীর সমস্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজকে কাজে লাগাতে পারেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ শাম্মী মা-বাবার একমাত্র সন্তান। মা-বাবা উভয়ই সরকারি কর্মকর্তা। সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া দু'জনের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এ নিয়ে শাম্মী'র অনেক অভিযোগ, কিন্তু মা-বাবা তা খুব একটা আমলে নেন না। স্কুলে যাওয়ার সময় বা স্কুল থেকে ফেরার পথে অন্যান্য শিশুদের সাথে তাদের মা-বাবাকে দেখলে তার কান্না আসে। এরূপ মানসিক অতৃপ্তি নিয়ে শাম্মী বড় হতে থাকে। একসময় চরম হতাশা তাকে গ্রাস করে। আর এ থেকে মুক্তির জন্য সে নেশা করতে করতে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Problem শব্দটি গ্রিক কোন শব্দ থেকে উদ্ভূত? ১

খ. বাংলাদেশে বেকারত্বের কুপ্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মাদকাসক্তের কারণগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Problem শব্দটি গ্রিক Problema থেকে উদ্ভূত। যা সাধারণত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে।

খ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা, যার কুপ্রভাব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

বেকারত্বের কারণে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান আশানুরূপ নয়। অনেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণ বেকারত্বের ফলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ইত্যাদির মত অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তির অন্যতম প্রধান কারণ বেকারত্ব। পারিবারিক কলহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্যা বৃদ্ধিতেও বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

গ উদ্দীপকের শাম্মী মা-বাবার স্নেহের অভাবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। মাদকাসক্তির এরকম বহুবিধ কারণ রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকাসক্তির বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে সঙ্গদোষ ও মাদকের প্রতি কৌতূহল, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, বেকারত্ব, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি। আবার অনেক ছেলেমেয়ে ছোটবেলা থেকেই মা-বাবার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে নেশা করতে করতে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। উদ্দীপকের শাম্মীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি দৃশ্যমান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মা-বাবার একমাত্র সন্তান শাম্মীর বাবা-মা দুজনেই চাকরীজীবী হওয়ায় শাম্মীকে সময় দেওয়ার সুযোগ পায় না। সে তার বাবা-মাকে অনুভব করে। কিন্তু না পেয়ে হতাশা ও একাকিত্বের কারণে শাম্মী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। সন্তান স্বভাবতই পিতা-মাতার আদর-স্নেহ, সঙ্গ, ভালোবাসা চায়। পিতা-মাতা দুজনই কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকলে সন্তান একাকিত্ব অনুভব করে। ফলে সন্তানেরা পিতা-মাতার সাহচর্য ও আদর-স্নেহের অভাবে হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। অনেকেই অসৎ সঙ্গে পড়ে ভয়াবহ মাদকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই উদ্দীপকের শাম্মী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাদকাসক্তি দূরীকরণে পেশাদার সমাজকর্মীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাদকের ভয়াবহ ছোবলে আমাদের সম্ভাবনাময় যুব সমাজ ধ্বংসপ্রায়। সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন মাদক-সংক্রান্ত যথার্থ তথ্যাবলি। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে তথ্যাবলি সংগ্রহ করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। মাদকাসক্তির ভয়াবহতা ও কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পরেন। মাদকাসক্ত সন্তানের অভিভাবকদের তাদের সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল, সচেতন করতে সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম এবং দল সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের শাম্মী কর্মব্যস্ত পিতা-মাতার সঙ্গের অভাবে হতাশা ও বিষণ্নতায় মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতাকে অনুভব করার কথা শাম্মী প্রকাশ করলেও তারা আমলে নেননি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ শাম্মীর পিতা-মাতাকে সন্তানের অভাব-অভিযোগ এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেন। মাদকাসক্তি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মী গবেষক, প্রশাসক এবং সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সংশোধনের জন্য হাসপাতাল বা সংশোধনাগারে সমাজকর্মী সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তির সমস্যা সংশোধনে কাজ করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মাদকাসক্তি দূরীকরণে সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ শিশু সুমন জন্মের দু'বছরেও কথা বলা তো দূরে থাক অন্যের ডাকে সাড়া দেয় না। আবার অন্যের উপস্থিতি টেরও পায় না। প্রথম প্রথম শিশুটির মা-বাবা খুব একটা গুরুত্ব না দিলেও বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। দেখাচ্ছে কিন্তু শিশুটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বরং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সমস্যাটি আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পুষ্টিহীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে যে সমস্যাটির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা চিহ্নিত করে ব্যাখা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পুষ্টিহীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Malnutrition।

খ সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘকালীন পরিবর্তন যা সমুদ্রের উচ্চচাপের কারণে হয়ে থাকে। সমুদ্র ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে ওজোন স্তরকে প্রভাবিত করে যা জলবায়ুর বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা অটিজমকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অটিজম হলো জীবনব্যাপী অক্ষমতা যা একজন ব্যক্তিকে তার চারপাশের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়। অটিজম শব্দটি গ্রিক Autos থেকে এসেছে, যার বাংলা অর্থ আত্মসংবৃতি। এটি মানসিক রোগবিশেষ। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কারও সাথে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ করতে অক্ষম। অটিজম শিশুর এমন একটি সমস্যা, যাতে শিশু পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি, যেমন—ভাষার ব্যবহার রপ্ত করতে পারে না। শিশু নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে শিশু সুমন জন্মের দু' বছরেও কথা বলতে, কারও কথার জবাব দিতে বা উপস্থিতি টের পেতে অক্ষম। অটিজম মস্তিষ্কের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যা শিশুর ২ বছরের মধ্যে দেখা যায়। একজন অটিস্টিক শিশুর মধ্যে যোগাযোগে অক্ষমতা, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া ও চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা, কারও ডাকে সাড়া না দেয়া, কারও সাথে মিশতে অনীহা, অযথা জোরে চিৎকার করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। উদ্দীপকের শিশু সুমনের মধ্যে আলোচিত কয়েকটি উপসর্গ দেখা যায়। এ কারণে সুমনকে অটিজমে আক্রান্ত শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উক্ত সমস্যা অর্থাৎ অটিজম সমস্যা লাঘবে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষকে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। অটিস্টিক শিশুর মূল সমস্যা হলো যোগাযোগ, আচরণ ও সামাজিকতার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে না পারা বা অক্ষমতা। তবে বেশির ভাগ অটিস্টিক শিশু অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হয়। অটিস্টিক শিশুর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তার যথাযথ পুনর্বাসন, পরিবার ও সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সমাজকর্মীগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের শিশু সুমনের মৌখিক যোগাযোগ ও অনুভূতিহীনতা অটিজমকে নির্দেশ করে। তার মতো অটিস্টিক শিশুদের সমস্যা লাঘবে শিশুর বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যথাযথ শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। অটিজম মোকাবিলায় প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষা ও সচেতনতা, অটিজম বোঝা নয় সম্পদ'—এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক শিক্ষামূলক ও প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমাজকর্মের নীতি ও তত্ত্ব প্রয়োগের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেন। এতে সুমনের মত অটিস্টিক শিশু সমাজের বোঝা নয় বরং সম্পদে পরিণত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি সমাজে তার অধিকার ও অটিজম সম্পর্কে ইতিবাচকতা তৈরির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রহিমের গ্রামে অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। গ্রামে যুবকরা অনেক নেতিবাচক কার্যক্রম-এর সাথে জড়িয়ে পড়ছে। গ্রামবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উক্ত সমস্যা মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. সমস্যা কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া একটি সামাজিক সমস্যা' ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমস্যা হলো অবাঞ্ছিত, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম, জটিল ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া হলো বেকারত্ব যা একটি সামাজিক সমস্যা।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়। এতে সমাজে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে এটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকেও এ সমস্যা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় রহিমের গ্রামে অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না। রহিমের গ্রামের এই সমস্যাটি উপরে বর্ণিত বেকারত্ব নামক সামাজিক সমস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রহিমের গ্রামের যুবকদের কাজ না পাওয়া হলো একটি সামাজিক সমস্যা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো বেকারত্ব যার কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

সাধারণভাবে বেকারত্ব বলতে কর্মহীন অবস্থাকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যদি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আয় উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হতে না পারে তখন ঐ ব্যক্তির কর্মহীন অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। বর্তমানে এটি আমাদের দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। উদ্দীপকেও এই সমস্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে রহিমের গ্রামের অনেক শিক্ষিত যুবক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকলেও কাজ পাচ্ছে না যা বেকারত্বকে নির্দেশ করছে। আর এটি একটি সামাজিক সমস্যা যার কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বেকারত্ব হলো একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থায় লোকজনের কাজ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকলেও তাদের কাজ থাকে না। এই সমস্যার সাথে অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। এর প্রভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এ সমস্যাটি আরও বিভিন্ন সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি করে। এছাড়া পারিবারিক ভাঙন, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি অবস্থা বৃদ্ধিতে বেকারত্ব ভূমিকা রাখে। এসব বৈশিষ্ট্যেই বেকারত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো বেকারত্ব যার উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৬ শিপন পত্রিকার একটি উপসম্পাদকীয় পড়ছিল যাতে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ ছিল। যেমন, বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি ক্রমান্বয়ে লবণাক্ত হওয়া, অতিমাত্রায় খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়া।*[সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. অটিজম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত সমস্যাটি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মীর করণীয় লিপিবদ্ধ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune deficiency Syndrome.

খ অটিজম মস্তিষ্ক বিকাশের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় একে Neurological Disorder বলা হয়।

অটিস্টিক বা অটিজমে আক্রান্ত শিশুরা সাধারণত মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ তারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু তারা মানসিক রোগী নয়। বরং এসব শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হয় না বলেই তারা সমাজের অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার দিক ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব। সাধারণত প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপবৃদ্ধিকারী গ্রিনহাউস গ্যাসের (কার্বন ডাই-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) মাত্রা বাড়তে থাকে। এর ফলে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতিতে যে তারতম্য আসে তাই জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলাফল হিসেবে অতিবৃষ্টি, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাব হিসেবে সুনামি সংঘটিত হয়। সাধারণত সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বা ভূমিধসের কারণে সুনামি হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের শিপন একটি উপসম্পাদকীয় পড়ছিল যাতে, পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা ছিল। যেমন—বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি লবণাক্ত হওয়া, অতি খরা যার কারণে দুর্যোগ বেড়ে যায়। উদ্দীপকের এ সকল তথ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

একজন সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন মনুষের জীবন ও জীবিকায় কী ধরনের ক্ষতি করে তা চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। ভিডিও প্রদর্শনী; ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতেও সমাজকর্মী কাজ করতে পারেন। এ ছাড়াও সমাজকর্মীরা দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করছে এরকম সংস্থার মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। আবার জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ প্রয়োগ করা জরুরি। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। এ ছাড়া সমাজকর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি কীভাবে কমানো যায় বা কীভাবে এ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। সেই সাথে তিনি এসব কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে পারেন।

উদ্দীপকের একটি পত্রিকায় পৃথিবীর অনেক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ ছিল। যেমন- বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উপকূলীয় এলাকার পানি ক্রমান্বয়ে লবণাক্ত হওয়া ও অতিমাত্রায় খরা যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত এ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী উপরোল্লিখিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা মোকাবিলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]

ক. গ্রিক Problema শব্দের অর্থ কী? ১

খ. "সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত"– বুঝিয়ে লিখো। ২

গ. উদ্দীপকটিতে "?" চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মী কী ভূমিকা রাখতে পারে বলে তুমি মনে করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক Problema শব্দের অর্থ হলো এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

খ সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত এ বক্তব্যটি সমস্যার সামাজিক কেন্দ্রস্থলকে বোঝায়।

সামাজিক বিভিন্ন অবাঞ্ছিত অবস্থা ও বিশৃঙ্খলার কারণে সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। এটি সমাজের মানুষের জন্য একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। এটি সমাজের বাইরের কোনো অবস্থা নয়। বরং সমাজে বসবাসকারী মানুষ এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাই বলা হয়, সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত একটি স্নায়ুবিক ও মানসিক সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। ফলে সহজে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ খেলনা নিয়ে একইভাবে বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানে অটিজম সমস্যাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য অটিস্টিক শিশুদের সহায়তা প্রদান এবং এ রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই অটিজম সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না। এর ফলে অটিস্টিক শিশুদের সমাজে নানা ধরনের বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ বাড়তি যত্ন ও ভালোবাসা তাদের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। কিন্তু সামাজিকভাবে তারা উপেক্ষিত হয় এবং উপহাসের মুখে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাই এ সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করতে পারেন।

আবার অটিস্টিক শিশুদের সমস্যাগুলো কখনোই পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা ও যত্নের মাধ্যমে তার অক্ষমতা কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া যথাযথ সহযোগিতা ও বিশেষ শিক্ষা দিয়ে পরিণত বয়সে তাদেরকে আত্মনির্ভর করে তোলাও সম্ভব হয়। আর

https://teachingbd24.com

এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী নানা পদক্ষেপ নিতে পারেন। তাছাড়া সমাজকর্মীরা অটিস্টিক শিশুদের পুনর্বাসন, তাদের পক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, অটিজম সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ফয়সাল একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরির চেষ্টা করছেন। তবে প্রচলিত মজুরি কাঠামোতে চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পেতে অসমর্থ হন। অন্যদিকে পুঁজি না থাকায় তার পক্ষে ব্যবসা করাও সম্ভব হচ্ছে না। তাই বর্তমানে তিনি অনেকাংশে হতাশাগ্রস্ত। *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ফয়সালের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ের বিয়েকে বোঝায়।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিয়ের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। এর কম বয়সে কোনো ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে সেটা বাল্যবিবাহ হবে। অনেকসময় ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে গোপন রেখে তারা বিয়ের উপযোগী হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে দেখা যায়।

গ ফয়সালের চাকরি না পাওয়া এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারার বিষয়টি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বেকারত্বকে নির্দেশ করে।

বেকারত্ব যেকোনো দেশের জন্য অভিশাপস্বরূপ। এর ফলে কাজ করার সামর্থ্য, ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য যুবক অলস সময় কাটাতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা তাদের ব্যক্তিজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব রাখে।

উদ্দীপকের ফয়সাল মনোবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন অর্থাৎ তিনি উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করেও তিনি চাকরি পাচ্ছেন না। আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকায় ব্যবসাও করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে বলা যায় ফয়সালের চাকরি করার মতো যোগ্যতা এবং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাঙ্ক্ষিত চাকরি পাচ্ছেন না। এ বিষয়টির সাথে বেকারত্বের মিল আছে। কারণ শুধু কর্মহীনতা বেকারত্ব নয়। যখন একজন কর্মক্ষম লোক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না তখন সে অবস্থাকেও বেকারত্ব বলা যায়। উদ্দীপকে ফয়সালের ক্ষেত্রে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি বেকারত্ব সমস্যার একটি বাস্তব উদাহরণ।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের ফয়সালের মতো অসংখ্য তরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও চাকরি পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ রকম ভাবা), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রভৃতিও বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্বের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ ময়নার বাবা একজন কৃষক। সম্প্রতি আলোচিত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি এ ঘটনার মূল উৎস হিসাবে কাজ করছে। মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ অবস্থার মোকাবিলার জন্য উদ্বুদ্ধমূলক কর্মসূচি প্রয়োজন।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. HIV কী? ১

খ. মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? ২

গ. ময়নার বাবা কোন ঘটনা নিয়ে চিন্তিত? কৃষিক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত অবস্থার মোকাবিলায় উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV হলো এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা মানবদেহে এইডস রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী।

খ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাসক্তি একটি মনো-স্নায়ুবিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ ময়নার বাবা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনা নিয়ে বেশ চিন্তিত।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জনজীবনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের দুর্ভোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ধরন পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ বিষয়টি উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

পানি স্বল্পতার কারণে প্রতিনিয়ত উৎপাদন কমছে। নতুন প্রজাতির পোকা ও বালাইয়ের আক্রমণ বাড়ছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এদেশে খরার কারণে প্রায় ২১.৮ লাখ টন ধান নষ্ট হয়েছে। বন্যার কারণে ক্ষতি হয়েছে ২৩.৮ লাখ টন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ৯৩টি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের কৃষি ও জনকল্যাণের ক্ষতি করেছে ৪১,৩০০ কোটি টাকার। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জরিপে দেখা যায়, এ পর্যন্ত ১,২০০ কি. মি. নদীর তীর ভেঙে গেছে এবং আরও ৫০০ কি. মি. ভাঙনের সম্মুখীন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১০৬,৩০০ হেক্টর নদী তীরের ভাঙন হয়েছে। তাই বলা যায়, জলবায়ুজনিত কারণে কৃষিক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

Teachingbd24.com

ঘ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসকল্পে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও জীবিকায় যে ক্ষতি হয় বা হতে পারে তা চিহ্নিত করতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারেন। বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ভিডিও প্রদর্শনী, ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় এ সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে তিনি কাজ করতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থার মাঝে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জলবায়ু বিপন্ন হওয়ার জন্য যে সকল বিষয় বা উপকরণ দায়ী তার মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। এ গ্যাস যাতে কম নিঃসরণ হয় সেজন্য সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কর্তব্যরত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন। আমরা যেহেতু জলবায়ু বিপন্ন দেশে বসবাস করি তাই আমাদেরকে অভিযোজন ক্ষমতা কৌশল বাড়াতে হবে। কীভাবে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় বা কীভাবে দুর্যোগ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা যায় সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা নেওয়া জরুরি। এসকল ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হিসেবে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। এজন্য তিনি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পর্যায়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। এ কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে পারেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় তাই বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'চ' গ্রামের আরজু মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার চার ছেলে ও তিন মেয়ে। তার মত দিনমজুরের পক্ষে এত বড় পরিবারের ভরণপোষণ কষ্টকর। তার ছোট সন্তানটি ভয়ানক দুর্বল। তার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ঘটেনি। ডাক্তার জানান খাদ্যের অভাবেই এমন হয়েছে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান কেন? ২

গ. আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ছোট সন্তানের সৃষ্ট সমস্যার নাম কী? উক্ত সমস্যা বাস্তবে আরও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে— তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে জনগণের জীবনযাত্রার মান ও সেবার মান সর্বোচ্চ হয়ে থাকে তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ সমাজের সব বিষয় একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যেও আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি দিক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। আর সামাজিক সমস্যাগুলো মূলত সমাজ থেকেই উদ্ভূত। এজন্য কোনো সামাজিক সমস্যাই একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা আরেকটি সমস্যার কারণ হিসেবে কাজ করে। এ জন্য সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

গ আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দারিদ্র্য।

বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে দারিদ্র্য দেখা দেয়। অনেক পরিবার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। এতে মানুষ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বাসস্থান সংকট, নিরক্ষতা, বেকারত্ব প্রভৃতিও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণেই সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকের আরজু মিয়ার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

উদ্দীপকের দরিদ্র কৃষক আরজু মিয়ার চার ছেলে ও তিন মেয়ে। এতে বোঝা যায় তার পরিবারটি অনেক বড় পরিবার। তার মতো দরিদ্র কৃষকের পক্ষে এত বড় পরিবারের যথাযথ ভরণপোষণ সম্ভব হয় না। তার ছোট সন্তানটির পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেনি। এজন্য তার সন্তানটি অত্যন্ত দুর্বল। তাই বলা যায়, আরজু মিয়ার পরিবারের সমস্যার প্রধান কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও দরিদ্রতা।

ঘ আরজু মিয়ার ছোট সন্তানের সৃষ্ট সমস্যাটি হলো পুষ্টিহীনতা।

পুষ্টিহীনতা একটি সামাজিক সমস্যা। পুষ্টিহীনতার কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদের আচরণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অপুষ্টিজনিত কারণে প্রসূতি মা ও শিশুর মৃত্যুর হারও অধিক হয়। কেননা, পুষ্টিহীনতা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। অপুষ্টিজনিত কারণে রাতকানা, গলগণ্ড, স্কার্ভি, রিকেট, পেলেগ্রা, ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়রকর, ত্বকের শুষ্কতাসহ নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দরিদ্র কৃষক আরজু মিয়ার পক্ষে তার পরিবারটির ভরণপোষণ কষ্টকর। তার ছোট সন্তানটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার জানান খাদ্যের অভাবেই তার সন্তানের অবস্থা এরকম হয়েছে। এতে বোঝা যায়, আরজু মিয়ার সন্তানের সমস্যাটি হলো পুষ্টিহীনতা। আর পুষ্টিহীনতার প্রভাবে আরজু মিয়ার ছেলের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে স্বাস্থ্যহীনতা ও মেধাহীনতার কারণে তার শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতা কমে যাবে। তার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং পড়ালেখায় অমনোযোগী হবে। অপুষ্টিজনিত কারণে তার আচরণে অসংগতি দেখা দেবে। সে বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। তার কর্মক্ষমতা কমে যাবে। এতে সে তেমন কাজ করতে পারবে না এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। এজন্য সে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড যেমন- চুরি, ছিনতাই, পতিতাবৃত্তি, বিকৃত যৌনাচার, হত্যাকাণ্ডসহ নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১

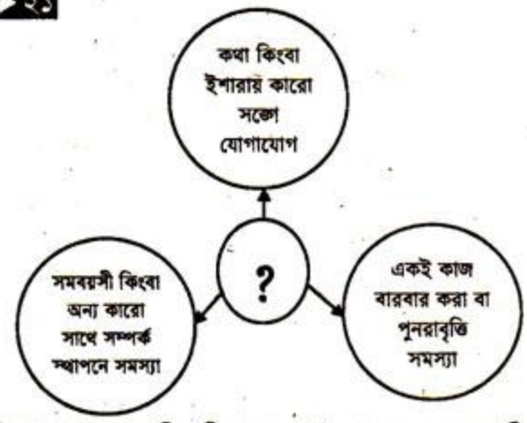

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪; সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. অটিজম সম্পর্কে কে প্রথম ধারণা দেন? ১

খ. রেড ফ্ল্যাগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকটি কী নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার মতে উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে Inclusive সমাজ গঠন আবশ্যক— তোমার মতামতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অটিজম সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লিও ক্যানার।

Teachingbd24.com

খ রেড ফ্ল্যাগ বলতে কোনো ব্যক্তির সমস্যাগ্রস্ত হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশককে বোঝায়।

একজন সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করার শুরুতেই নিশ্চিত হয়ে নেন যে, ব্যক্তি সমস্যার কোন পর্যায়ে আছেন। এ পর্যায়গুলো চিহ্নিত করার জন্য বেশ কিছু স্ক্রিনিং টুল ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডফ্ল্যাগ, এম-চ্যাট, ডিএসএম ফাইভ ইত্যাদি। রেড ফ্ল্যাগ স্ক্রিনিং টুলস দিয়ে চিহ্নিত ব্যক্তি সর্বোচ্চ সমস্যাগ্রস্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়। সাধারণত অটিজম সমস্যার মাত্রা চিহ্নিতকরণে রেড ফ্ল্যাগসহ অন্যান্য টুলস ব্যবহার করা হয়।

গ উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত স্থান অটিজম সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত একটি স্নায়বিক ও মানসিক সমস্যা। এ রোগের কারণে শিশুরা নিজেদেরকে চারপাশের পরিবেশ থেকে গুটিয়ে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে আচরণগত নানা সমস্যা দেখা দেয়, যা উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে।

অটিজম আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশু বা ব্যক্তির সাথে মৌখিক ও অ-মৌখিক যোগাযোগের (Verbal and Non-Verbal Communication) ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ কথার অর্থ হলো, অটিস্টিকরা সাধারণ মানুষের মতো মৌখিক যোগাযোগে দক্ষ হয় না। অনেক ক্ষেত্রে তারা ইশারা-ইঙ্গিতে বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারে না। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুই কথা বলার সময় কারো দিকে তাকায় না। এ শিশুদের আরেকটি লক্ষণ হলো— এরা সমবয়সী বন্ধু বা কারো সাথে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে পারদর্শী নয়। সাধারণ শিশুদের মতো তারা অন্য শিশুদের সাথে মিশতে পারে না। ফলে সহজে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। অটিস্টিক শিশুরা যে কোনো কাজ বারবার করতে থাকে। কেউ শরীর দোলায়, কেউ খেলনা নিয়ে একইভাবে বারবার সাজাতে থাকে। এভাবে তারা পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করে। এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অটিজম সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক সমাজ গঠন করা জরুরি।

অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা। এ সমস্যায় আক্রান্ত শিশুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এরা সমবয়সীদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। আবার তারা একই কাজ বারবার করতে থাকে। উদ্দীপকের চিত্রেও এই বিষয়গুলোই উল্লেখ করা হয়েছে, যা অটিজম সমস্যাকেই নির্দেশ করছে। আর উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশেই দূর করা যায়।

অটিজম সমস্যা দূর করতে হলে সমাজ থেকে অটিজম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দূর করে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। অটিজমে আক্রান্ত শিশুদেরকে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে। এ ধরনের শিশুদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শিশুর প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি, যথাযথ শিক্ষা কাউন্সেলিং ও চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। "অটিজম বোঝা নয়, সম্পদ" এই ধারণাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাপক শিক্ষামূলক ও প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য সমাজে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অটিজম সমস্যা সমাধানে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহায়ক সমাজ গঠন আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ২২ মাসুমদের বাড়ি নদী এলাকায়। আগে তাদের নদীতে প্রচুর মাছ থাকত। অনেক মানুষ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন নদীতে মাছ নেই বললেই চলে। ফলে অধিকাংশ জেলে কর্মহীন হয়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিশ্ব AIDS দিবস কবে? ১

খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মাসুমদের এলাকায় জীবিকা পরিবর্তনে কীসের প্রভাব দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উক্ত পরিবর্তনের প্রভাব আরও সুদূর প্রসারী' কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্ব AIDS দিবস হলো ১লা ডিসেম্বর।

খ সাধারণভাবে বেকারত্ব বলতে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝায়। কোনো ব্যক্তি যদি আয় উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত না থাকে তবে তার ঐ অবস্থা বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সামাজিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যাতে কর্মক্ষম শ্রমিক বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কোনো চাকরি পায় না। আবার কর্মক্ষম শ্রমিকের অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলা হয়। বেকারত্ব একটি সামাজিক ব্যাধি যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্তরায়।

গ উদ্দীপকে মাসুমদের এলাকায় জীবিকা পরিবর্তনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিনে দিনে বাড়ছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে। এতে জীববৈচিত্র্যের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জীবের বাস্তুসংস্থান নষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, পশু-পাখি, মৎস্য প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল নষ্ট হচ্ছে। এতে মানুষের জীবন জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনেকক্ষেত্রে মানুষ জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। উদ্দীপকেও তাই লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসুমদের এলাকার নদীতে আগে প্রচুর মাছ থাকত। অনেক মানুষ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু এখন নদীতে মাছ নেই। এর কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঐ নদীতে মাছের বাস্তুসংস্থান ও আবাসস্থল নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে নদীতে মাছের উৎপাদন ও বিচরণ কমে গেছে। এতে মাছ না থাকায় অনেক মানুষ জীবিকা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় উক্ত পরিবর্তন অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন আরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে।

পৃথিবীতে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এতে সারা পৃথিবীতেই ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর এর প্রভাব অপরিসীম। উদ্দীপকেরও এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মাসুমদের এলাকার নদীতে আগে প্রচুর মাছ থাকলেও এখন মাছ নেই বললেই চলে। আর ঐ নদীতে মাছ না থাকার কারণ হলো জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে মাছের বাস্তুসংস্থান ও আবাসস্থল বিনষ্ট হওয়া। এতে ঐ এলাকার মানুষ পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন এদেশের মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ঋতুভেদে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরন পরিবর্তিত হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে

Teachingbd24.com

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় মাছের আবাসস্থলে সংকট দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রের মাছের বাস্তুসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এতে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবিকা অর্জন হুমকির মুখে পড়ছে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন নতুন নতুন রোগ আবির্ভূত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন জলোচ্ছ্বাস, খরা প্রভৃতি বাড়ছে। এ কারণে প্রতিবছরই দারিদ্র্য, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাজের সন্ধানে মানুষ শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এর পাশাপাশি এদেশের জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় উদ্দীপকে নির্দেশিত জলবায়ুর পরিবর্তন খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সুমন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী। তার পাশের বাড়ির ১৫ বছর বয়সী স্কুল পড়ুয়া মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে। সুমন এ বিষয়টি নিয়ে তার বন্ধুদের সাথে কথা বলে। তারা এও জানে এটা একটি সামাজিক অপ্রত্যাশিত অবস্থা, এটা ঠেকাতে হবে। সুমন বলে যে, তাদের মেয়ে তারা বিয়ে দিচ্ছে তাতে আমাদের কী করার আছে? বন্ধুরা বলে যে, সকলে মিলে মেয়েটির বাবা-মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এ বিয়ে বন্ধ করতে হবে। না হলে আইনের সাহায্য নিতে হবে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. গ্রিক Problema শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য—বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পরিস্থিতি প্রতিরোধে সুমন এবং তার বন্ধুদের মনোভাবে সামাজিক সমসার কোন বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি কীভাবে জনসংখ্যানীতির সাথে সম্পর্কিত হতে পারে? বুঝিয়ে লিখ। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিক Problema শব্দের অর্থ হলো এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

খ পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

গ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সুমন এবং তার বন্ধুদের মনোভাবে সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন পাওয়া যায়।

যেকোনো অস্বাভাবিক অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর অবস্থা মোকাবিলার লক্ষ্যে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হয়। অর্থাৎ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণের উদ্বেগ ও তা দূর করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি না হলে, তাকে সমস্যা বলা যাবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমন ও তার বন্ধুরা বাল্যবিবাহকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং তা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাই বলা যায়, বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব তারা অনুভব করতে পেরেছে। সেই সাথে তা বন্ধের প্রয়োজন বোধ করেছে। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে যৌথ উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যটি তাদের কার্যক্রমে ফুটে উঠেছে।

ঘ বাল্যবিবাহের সাথে জনসংখ্যাস্ফীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। সাধারণত মহিলাদের সন্তান উৎপাদনক্ষম বয়স হলো ১৫-৪৯ বছর। বাল্যবিবাহের ফলে প্রজননক্ষম বয়সের অধিক সময় বিবাহিত অবস্থায় থাকার কারণে সন্তান জন্মদানের হার বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে মহিলারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া বাল্যবিবাহের কারণে নারীদের শিক্ষাগ্রহণ ব্যাহত হয়। ফলে তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেতিবাচক দিক সম্পর্কে সচেতন থাকে না। যার কারণে তারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। আবার শিক্ষার অভাবে নারীরা কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এর ফলে অধিক সন্তান লালন-পালনে তাদের কোনো সমস্যা হয় না যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাল্যবিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ▶ ২৪ 'ক' দীর্ঘদিন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে সে জটিল রোগে আক্রান্ত। জ্বর, সর্দি, কাশি, বিরতিহীন ডায়রিয়া ও ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগে ভুগছে সে। এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে সমাজকর্মী করিম সমাজবাসীকে সচেতন করতে কাজ করেন।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. HIV এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এই সমস্যা প্রতিরোধযোগ্য-বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus।

খ সাধারণত জলবায়ু পরিবর্তন বলতে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্তরগত পরিবর্তনকে বোঝায়।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি দীর্ঘকালীন পরিবর্তন যা সমুদ্রের উচ্চচাপের কারণে হয়ে থাকে। সমুদ্র ছাড়া মনুষ্যসৃষ্ট অন্যান্য কারণেও জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। পরিবেশ দূষণ বিভিন্নভাবে ওজোন স্তরকে প্রভাবিত করে যা জলবায়ুর বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে 'ক' এর মধ্যে এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

এইডস একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। এই রোগের জীবাণু আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক, ত্রুটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালন, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, পুনরায় ব্যবহার, আক্রান্ত মায়ের দুধ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এইডসে আক্রান্ত হওয়ার পর আক্রান্তদের কিছু শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ যেমন দ্রুত শরীরের ওজন কমে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি জ্বর, সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট, বিরতিহীন ডায়রিয়া, খাবারে অরুচি, অবসাদগ্রস্ততা, শারীরিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' দীর্ঘদিন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে আসছে। বর্তমানে সে জটিল রোগে আক্রান্ত। সে জ্বর, সর্দি, কাশি, বিরতিহীন ডায়রিয়া ও ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি রোগে ভুগছে। অর্থাৎ 'ক' এর মধ্যে উপরে বর্ণিত, এইডস রোগের লক্ষণগুলো দেখা দিয়েছে। তাই বলা যায়, 'ক' এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের এই সমস্যা অর্থাৎ এইডস রোগ প্রতিরোধযোগ্য।

এইডস একটি প্রাণঘাতী ব্যাধি। এ রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক না থাকায় এর পরিণতি হচ্ছে অকাল মৃত্যু। তবে কিছু পদ্ধতি, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এরোগ প্রতিরোধ করা যায়। এইডস প্রতিরোধের প্রধান উপায় হলো জনসচেতনতা সৃষ্টি।

Teachingbd24.com

এক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের এইডস-এর কারণ ও ক্ষতিকর দিকগুলো জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে। লিফলেট বিতরণ, পথসভা, ডকুমেন্টারি প্রভৃতির মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে সচেতন করতে পারেন। এর পাশাপাশি যৌন শিক্ষা বিস্তারের প্রতি জোর দেওয়া উচিত। কারণ যৌন সংগমের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি এইডস ছড়ায়। এক্ষেত্রে যৌন সংগমকালে কনডম ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

আবার সমাজকর্মী সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করে এবং সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে অবৈধ সম্পর্কস্থাপন করা থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সচেতন করতে পারেন। এছাড়া একজন সমাজকর্মী অনুসন্ধান কার্যক্রম ও তথ্য উদঘাটনমূলক কৌশল প্রয়োগ করে এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারেন।

উদ্দীপকের 'ক' এর জ্বর, সর্দি, কাশি, বিরতিহীন ডায়রিয়া ও ওজন কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দিয়েছে যা এইডস রোগের লক্ষণ। আর এইডস একটি মরণব্যাধি যার কোনো প্রতিকার নেই। তবে উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আনিছ সাহেব ব্যবসায়িক কাজে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে তিনি রাস্তায় পড়ে ছিলেন। একজন পথচারী দয়া পরবশ হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং নিজের রক্ত দিয়ে তার প্রাণ বাঁচান। সুস্থ হয়ে আনিছ সাহেব ঢাকা ফিরে আসেন। কিন্তু ইদানিং তার শরীরের ওজন কমতে শুরু করছে। প্রায়ই শুকনো কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন তিনি। তাছাড়া তার হাত পায়ে চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। ফলে তিনি দিন দিন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১

খ. অপুষ্টির একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব আনিছ কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উক্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সবগুলো কারণ ফুটে উঠেনি— তুমি কি বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের স্বাভাবিক গতিধারায় বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান।

খ অপুষ্টির একটি কারণ হলো স্বল্প মাথাপিছু আয়।

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক কম। বর্তমানে এদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৪৬৬ মার্কিন ডলার। অথচ উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় এর ৭/৮ গুণ বেশি। এত স্বল্প পরিমাণ আয় দ্বারা দেশের জনগণ পর্যাপ্ত পুষ্টিসম্মত খাবার গ্রহণ করতে পারে না। এর ফলে তারা অপুষ্টির শিকার হয়।

গ কারণ ও লক্ষণ বিবেচনায় বলা যায়, আনিছ সাহেব মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত হয়েছেন।

এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি যা মূলত এইচআইভি ভাইরাসের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। এটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ এক ধরনের ভাইরাস; যা মানবদেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। মূলত তিনটি উপায়ে মানুষের শরীরে এইডস রোগের জীবাণু প্রবেশ করে। যথা— ক. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্কের মাধ্যমে, খ. ত্রুটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা, গ. ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহারের ফলে ইত্যাদি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জীবন বিপন্ন হলে একজন লোক রক্ত দিয়ে তার জীবন বাঁচান। সুস্থ হয়ে ঢাকা ফিরে আসার পর তার শরীরের ওজন দ্রুত কমতে শুরু করে। শুকনো কাশি, হাত-পায়ে চর্মরোগজনিত সমস্যায়ও ভুগতে শুরু করেন তিনি। আর এগুলো সাধারণত এইডস রোগের লক্ষণ। ধারণা করা যায়, তাকে যেসব রক্ত প্রদানকারী ব্যক্তি হয়ত এইডস আক্রান্ত ছিলেন। যে কারণে তার দেহের HIV জীবাণু আনিসুর রহমানের শরীরে প্রবেশ করেছে এবং এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সুতরাং অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আনিছ সাহেব এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব কারণ দায়ী তার মধ্যে মাত্র একটি কারণ উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে আনিছ সাহেবের শরীরে এইডস রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যদিও তার ক্ষেত্রে রক্ত আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কোনো কারণের উপস্থিতি নেই। তাই তার শরীরে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের কারণ হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ রক্ত সঞ্চালনকেই দায়ী করা যায়। তবে এইডস রোগের বিস্তারের পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে। যেমন— এইডস আক্রান্ত কারও সাথে অনিরাপদ দৈহিক মিলনের ফলে এ ভাইরাস সংক্রমিত হয়। আবার এইডস আক্রান্ত কোনো মা গর্ভধারণ করলে গর্ভস্থ শিশুও এ রোগে আক্রান্ত হবে। এছাড়া একই সিরিঞ্জের সাহায্যে মাদক গ্রহণ করার সময় কেউ একজন এইচআইভি আক্রান্ত হলে অন্যরাও তা দ্বারা আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ব্লাড ট্রান্সমিশনের সময় অসতর্কতাজনিত কারণে এইডস রোগের জীবাণু রয়েছে, এমন কারও শরীরে ব্যবহৃত সুঁচ অন্য কারও শরীরে প্রবেশ করালে তিনিও আক্রান্ত হবেন। এছাড়া এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, মূত্র, চোখের পানি, থুথু এবং শরীরের মধ্যে এ জীবাণু অবস্থান করে। তবে এগুলোতে ভাইরাসের ঘনত্ব কম থাকায় এর মাধ্যমে এইডস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানুষের শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের একাধিক কারণ রয়েছে, যার একটি উদ্দীপকের আলোচনায় উঠে এসেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ গ্রামের দরিদ্র কৃষক জব্বারের তিন ছেলে। পৈতৃক সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করেন। অভাব অনটনের মধ্যেও অনেক আশা করে ছোট ছেলে রাজিবকে শিক্ষিত করেছেন। রাজিব অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এতে তার মধ্যে হতাশা কাজ করলেও চেষ্টা চালাচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছানোর। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. HIV কী? ১

খ. মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রাজিবের অবস্থাটি কোন সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজিবের অবস্থার পরিবর্তনে যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV হলো এইডস রোগের বাহক ভাইরাস।

খ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাসক্তি একটি মনো-স্নায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে রাজিবের অবস্থা যে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করছে তা হলো বেকারত্ব।

সাধারণভাবে বেকারত্ব বলতে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত না থাকে তবে তার ওই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেকারত্ব সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ। ফলে দেখা যায়, এ দেশে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির সাথে সাথে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের কৃষক জব্বারের তিন ছেলে। আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও অনেক আশা করে তিনি ছোট ছেলে রাজিবকে শিক্ষিত করেছেন। কিন্তু রাজিব অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। রাজিবের অবস্থা পাঠ্যবইয়ের বেকারত্ব ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ নির্দিষ্ট বয়স সীমা, কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজিব কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ রাজিব বেকার এবং তার এ অবস্থা হচ্ছে বেকারত্ব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বেকার রাজিবের অবস্থার পরিবর্তনে যেসব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হলো-

দেশের প্রকৃত বেকারত্বের সংখ্যা নির্ধারণ, তাদের বয়স, বেকারত্বের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা অনুযায়ী বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারিভাবে বেকারদের সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এজন্য সমাজের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যার ফলে সমাজ থেকে বেকারত্বের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

আবার, বেকারত্ব নিরসনের ক্ষেত্রে আয় উপার্জনমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা উচিত। ফলে বেকাররা পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে এবং চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া বেকারত্ব সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কর্মের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্বের জন্য অনেকটা দায়ী। অস্থিতিশীল রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, মেধার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণেও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ প্রদান করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারলে রাজিবের মতো বেকারদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[শাহ মাখদুম কলেজ, রাজশাহী। প্রশ্ন নং ১০]

বন্যার বিয়ের একটি প্রতীকী চিত্র উপস্থাপন করা হলো। এ ধরনের প্রতীকী চিত্র ও বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে 'সমাজদর্পণ' বেসরকারি সংস্থা মানুষকে সচেতন করে তোলে।

ক. যৌতুক কী? ১

খ. যৌতুকের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের ছবিটিতে সমাজজীবনে বন্যার দিকে পাল্লা ভারীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত প্রভাব উত্তরণে বেসরকারি সংস্থা 'সমাজদর্পণের'-পদক্ষেপ বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক হলো রুচিহীন, সামাজিক অনাচার।

খ যৌতুকের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যের কারণে বিয়ের উপযোগী অনেক ছেলেরা বিয়ে করতে পারে না। তাছাড়া তারা মনে করে, অনিশ্চিত বেকার জীবনে অন্য কারো সহায়তা ছাড়া তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। ফলে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার জন্য এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যৌতুক দাবি করে।

গ উপরের ছবিটিতে দেখা যায়, উপঢৌকনের চেয়ে বন্যার ওজন বেশি। এক্ষেত্রে বন্যার ওজনের সমপরিমাণ দাবি মোতাবেক যৌতুক প্রদান করা হলেই তার বিয়ে সুসম্পন্ন হবে। সমাজজীবনে যৌতুক ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যৌতুকের দাবি এবং এ সংশ্লিষ্ট কারণে প্রায়ই নারীরা তাদের শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে দাম্পত্য কলহ, পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনাগুলো অহরহ ঘটছে। পাশাপাশি যৌতুকের দাবির ফলে শ্বশুরগৃহে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, নির্যাতন, পাশবিক অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, এসিড নিক্ষেপ ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে।

যেসব শিশু যৌতুকের কারণে পিতামাতার ঝগড়াবিবাদ, মায়ের প্রতি শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি সচক্ষে দেখে সেসব শিশু আচরণগত সমস্যায় ভোগে। এদের আবেগীয় এবং শারীরিক বিকাশ সুসম্পন্ন হয় না। ফলে মাদকাসক্তি, অপরাধপ্রবণতাসহ নানা ধরনের নেতিবাচক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

উদ্দীপকের চিত্রের মাধ্যমে যৌতুককে বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বন্যার সম পরিমাণ ওজনের যৌতুক দেওয়া না হলে সমাজজীবনে উপরে বর্ণিত প্রভাব পড়বে।

ঘ উদ্দীপকের বেসরকারি সংস্থা 'সমাজদর্পণের' পদক্ষেপ যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

যৌতুক প্রথা দূর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন এ প্রথার কারণ উদঘাটন, এর প্রকৃতি ও প্রভাব নির্ণয়। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। সংগৃহীত তথ্যগুলো জনগণের সম্মুখে পেশ করে এ প্রথার নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা দূর করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

এদেশের নারীরা অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে পুরুষশাসিত এ সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য অর্থনৈতিকভাবে নারীকে স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষার প্রসারে সরকার, এনজিও ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করতে পারেন।

দেশে প্রচলিত যৌতুক নিরোধ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ সর্বস্তরের জনগণকে অবহিত করার মাধ্যমে এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। প্রয়োজনে এ আইনের ধারাগুলোকে সংশোধন করে আরও কঠোর বিধান প্রণয়নে আইন কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারেন। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দূর করা যাবে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের বেসরকারি সংস্থা সমাজদর্পন যৌতুক সমস্যা সমাধানে উপরোল্লিখিতভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ মন্টু মিয়া একজন রিকশা চালক। যৌতুকের লোভে সে ১৩ বছর বয়সী জরিনা বেগমকে বিয়ে করে। বিয়ের ২ বছরের মাথায় তাদের একটি কন্যা সন্তান এর জন্ম হয়। এর পর একটি পুত্র সন্তানের প্রত্যাশায় পর পর ৪টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ফলে মন্টু মিয়ার সংসারে নিত্য ঝামেলা লেগেই আছে।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. অপুষ্টি কী? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন কোন সামাজিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যা সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অপুষ্টি বলতে খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিকে বোঝায়।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বয়স হলো বিয়ের মাপকাঠি।

বাংলাদেশ শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু হিসেবে গণ্য হবে। তাই আইনগত দিক থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। এছাড়া আমাদের দেশে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রীর বয়স এর কম হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে এবং অভিভাবকের সম্মতিতে পাত্র-পাত্রীর বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের কম হলেও বিবাহ হতে পারবে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাল্য বিবাহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির আর একটি অন্যতম কারণ। এ সামাজিক ব্যাধির নেতিবাচক প্রভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অল্প বয়সে বিয়ে করার ফলে মা ও শিশু জন্ম জটিলতা ও পুষ্টিহীনতায় ভোগে। যা দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে যৌতুক একটি অন্যতম সামাজিক কু-প্রথা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষ থেকে অনেকটা জোর করে পাত্রীপক্ষের কাছে যৌতুক দাবি করা হয়। এটা অনেকটা হাটে-বাজারে পণ্য কেনা-বেচার মতো। এর প্রধান শিকার আমাদের দেশের নারীরা। যৌতুকের দাবি মেটাতে অনেক মেয়ের বাবা সর্বশান্ত হয়ে গেছে। উদ্দীপকেও দেখা যায় মিন্টু একজন রিকশাচালক সে যৌতুকের লোভে ১৩ বছর বয়সী জরিনাকে বিয়ে করে। বছর না ঘুরতে পুত্র সন্তানের আশায় ৪টি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উদ্দীপকে এ তথ্যের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক সমস্যাকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সামাজিক সমস্যা সমূহ হলো, যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যা, যা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল। সমাজের প্রত্যেকটি সমস্যাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। যৌতুক, বাল্যবিবাহ ও জনসংখ্যা সমস্যার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। অনেক পরিবারে কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করে অল্প বয়সে যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়। পরিবারে সদস্যরা মনে করে বেশি বয়সে বিয়ে দিলে যৌতুকের পরিমাণও বেড়ে যাবে। এভাবে যৌতুকের কারণে বাল্যবিবাহ হয়। আবার বাল্যবিবাহের প্রত্যক্ষ ফসল হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বাল্যবিবাহের ফলে একটি পরিবার অনেক দিন ধরে সন্তান উৎপাদন করে, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে নিরক্ষরতা বৃদ্ধিপায়। নিরক্ষরতা অনেক সামাজিক সমস্যার জন্য ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করে। নিরক্ষর মানুষ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। আর এ অজ্ঞতার কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাল্যবিবাহ ও যৌতুক নামক সামাজিক সমস্যা সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মন্টু মিয়া একজন রিকশা চালক সে যৌতুকের লোভে ১৩ বছর বয়সী জরিনাকে বিয়ে করে। বছর না ঘুরতেই পুত্র সন্তানের আশায় ৪টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এভাবে সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও জনসংখ্যা সমস্যা একে অপরের জন্য দায়ী।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক সমস্যা পরস্পর আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রন্টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে একটি বিষয়ে এম.এ পাশ করেছে। বর্তমানে কয়েক বছর যাবৎ ঢাকায় একটি মেসে অবস্থান করে চাকরি খুঁজছে। দেশের প্রচলিত বেতন কাঠামোতে যে কোনো চাকুরি সে করতে আগ্রহী। কিন্তু কোনো চাকুরি পাচ্ছে না।

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. AIDS এর পূর্ণরূপ লেখো। ১

খ. অটিজম বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে রন্টির অবস্থা বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সৃষ্টির পিছনের কারণ গুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূপ হলো— Acquired Immune deficiency Syndrome।

খ অটিজম হলো শারীরিক বিকাশে অপূর্ণতার একটি ধরন।

শিশুর জন্মের পর তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধিত হলেও কিছু কিছু শিশুর আচরণ স্বাভাবিক থাকে না। তারা সাধারণত একা থাকতে পছন্দ করে। চিৎকার বা কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তারা সহ্য করতে পারে না। অনেকের আবার শ্রবণগত, দৃষ্টিগত সমস্যা দেখা দেয়। এসব শ্রবণগত, দৃষ্টিগত, মানসিক ইত্যাদি সমস্যাকে অটিজম বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রন্টির বিষয়টি বাংলাদেশের বেকারত্বের প্রতিচ্ছবি।

যখন কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পান না তখন সেই অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো বেকারত্ব। এতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রন্টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাস করেছে অর্থাৎ সে যোগ্যতাসম্পন্ন ও সামার্থ্যবান। তবে প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি। তার এই অবস্থা বেকারত্বের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, রন্টির অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ বেকারত্বের পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে।

বেকারত্ব একটি সামাজিক সমস্যা। বেকারত্বের পেছনে একক কোন কারণ দায়ী নয়। বেকারত্বের জন্য অর্থনৈতিক কারণ যতটা দায়ী তেমনি কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতাও অনেকাংশে দায়ী। এছাড়া এর পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিষয় জড়িত। তবে

Teachingbd24.com

বেকারত্বের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ হিসেবে অধিক জনসংখ্যাকে দায়ী করা যায়। বাংলাদেশে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে সে তুলনায় কাজের সুযোগ বাড়ছে না। ২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৮৯ লাখ; জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. তে ১০৭৭ জন। এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকারত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া কৃষি নির্ভর অর্থনীতি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উচ্চ শিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে বেকারত্বকে প্রভাবিত করে।

উদ্দীপকে রন্টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছে। বর্তমানে সে বেকার অবস্থায় চাকরি খুঁজছে। কিন্তু প্রচলিত বেতনে কোনো চাকরি পাচ্ছে না। উদ্দীপকের রন্টির চাকরি না পাওয়ার ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত কারণগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

সুতরাং, বলা যায়, বেকারত্বের পেছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৩০ গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দিনের চার ছেলে। পৈতৃক সামান্য জমিতে তিন ছেলেসহ চাষ-বাস করে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করে। আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যেও অনেক আশা করে ছোট ছেলে কাসেমকে শিক্ষিত করেছেন। কাসেম অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এতে তার মধ্যে হতাশা কাজ করলেও চেষ্টা চালাচ্ছে লক্ষ্য পৌঁছানোর।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. 'Problem' শব্দটি কোন শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত? ১

খ. জনসংখ্যাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কাসেমের অবস্থাটি কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করছে? – ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত কাসেমের অবস্থার পরিবর্তনের যে সব পদক্ষেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Problem' শব্দটি গ্রিক Problema থেকে আগত।

খ জনসংখ্যাস্ফীতি বলতে কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়াকে বোঝায়।

এ অধিক জনসংখ্যার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। সাধারণভাবে দেশের উৎপাদিত এবং অর্জিত সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার হার বেশি হলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। এ অবস্থাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলে।

গ উদ্দীপকে কাসেমের অবস্থা যে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত বহন করছে তা হলো বেকারত্ব।

সাধারণভাবে বেকারত্ব বলতে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত না থাকে তবে তার ওই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বেকারত্ব সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ। ফলে দেখা যায় এ দেশে ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির সাথে সাথে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, গ্রামের কৃষক মফিজ উদ্দিনের চার ছেলে। আর্থিক টানাপোড়নের মধ্যেও অনেক আশা করে তিনি ছোট ছেলে কাসেমকে শিক্ষিত করেছেন। কিন্তু কাসেম অনেক চেষ্টা করেও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। কাসেমের অবস্থা পাঠ্যবইয়ের বেকারত্ব ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ নির্দিষ্ট বয়স সীমা, কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাসেম কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ কাসেম বেকার এবং তার এ অবস্থা হচ্ছে বেকারত্ব।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত কাসেমের অবস্থাটি হলো বেকারত্ব এবং কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

এ দেশের অন্যতম সমস্যা হলো বেকারত্ব। এ সমস্যা দূরীকরণে দেশের প্রকৃত বেকারত্বের সংখ্যা নির্ধারণ, তাদের বয়স, বেকারত্বের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি দক্ষতা অনুযায়ী বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মের জন্য সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারিভাবে বেকারদের সহযোগিতা করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এজন্য সমাজের মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আবার বেকারত্ব নিরসনের ক্ষেত্রে আয় উপার্জনমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা উচিত। ফলে বেকাররা পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে এবং চাকরির পেছনে না ছুটে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া বেকারত্ব সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কর্মের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেইসাথে প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্বের জন্য অনেকটা দায়ী। অস্থিতিশীল রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, মেধার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি কারণেও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ প্রদান করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহযোগিতা করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারলে কাসেমের মতো বেকারদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ নগদ দুই লাখ টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে আয়েশার সাথে এরশাদের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর শ্বশুর বাড়ির লোকজন আরো একলাখ টাকা আয়েশার বাবার বাড়ি থেকে আনার জন্য তাকে চাপ দেয়। আয়েশা অস্বীকৃতি জানালে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ২]

ক. ধর্ম কী? ১

খ. মাদকাসক্তি কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে, ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা যা অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

খ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাসক্তি একটি মনো-স্নায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা যৌতুককে ইঙ্গিত করে।

যৌতুক বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। সাধারণ কথায় বলা যায়, বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। আর এই প্রথা সামাজিক রেওয়াজে পরিণত হলে তাকে যৌতুক প্রথা বলা হয়। উল্লেখ্য, এখানে উপঢৌকন বলতে বাড়িঘর, জায়গা-জমি, নগদ অর্থ বা যেকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। যৌতুকের দাবি-দাওয়া পূরণ না হলে অনেক সময় নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, নগদ দুই লাখ টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে আয়েশার সাথে এরশাদে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর দেখা যায় আয়েশার শ্বশুর বাড়ির লোকজন আরো এক লাখ টাকা আনার জন্য আয়েশাকে চাপ দেয়। উদ্দীপকের এ ঘটনাটি উপরে বর্ণিত যৌতুকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা যৌতুক সমস্যাকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা তথা যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের দেশে অসংখ্যা সামাজিক সমস্যার মধ্যে যৌতুক অন্যতম। যৌতুকের ফলে সমাজে নানা ধরনের অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে। উদ্দীপকে দেখা যায়, যৌতুকের চাহিদা পূরণ না হওয়ার আয়েশার ওপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। এ অবস্থা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আইন থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না। এর অন্যতম কারণ হলো অজ্ঞতা এবং অহেতুক ভয়ভীতি। এক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত (যৌতুকের শিকার) ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদানে একজন পেশাগত সমাজকর্মী যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন। যৌতুকের কারণে কোনো মেয়ে যদি হয়রানি বা নির্যাতনের শিকার হয় সেক্ষেত্রে সমাজকর্মী তাকে আইনগত সহায়তা পেতে সাহায্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় নিয়ে সাহায্যার্থীকে সহায়তা প্রদান করতে পারেন। আবার যৌতুকবিরোধী প্রচার অভিযানে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, যেমন— সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে যৌতুকের ক্ষতিকর দিক এবং শাস্তির বিধানগুলো তুলে ধরে যৌতুকবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করতে পারেন। সমাজকর্মী তার কার্যক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনে নিজে উদ্যোগী হয়ে সাহায্যার্থীর সমস্যার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যৌতুকবিরোধী আন্দোলনে তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজকে কাজে লাগাতে পারেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

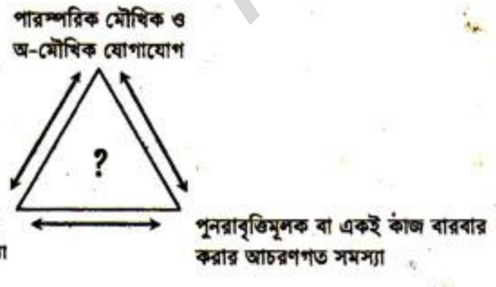

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কী? ১

খ. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটিতে '?' চিহ্নিত স্থানে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একজন সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে বলে তুমি মনে কর? ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের কারণে বায়ুমন্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে তাপমাত্রা বাড়ার প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

খ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়াকে বোঝায়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেননা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন তাপবৃদ্ধিকারী গ্যাস (কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) সূর্যরশ্মির তাপকে আটকে উষ্ণতাকে বাড়িয়ে তুলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতুবৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আরিফুল ইসলাম সমাজকর্মে লেখাপড়া শেষ করে এখন চাকরি করেন। তার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাকে উপকূলীয় এলাকায় কাজ করার জন্য নিয়োগ করে। এই এলাকার মানুষ বিভিন্ন দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে এবং বস্তি এলাকায় নোংরা পরিবেশে বাস করছে। আরিফুল ইসলাম এসব সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. কাম্য জনসংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব বেকারত্বের অন্যতম কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল এলাকায় কীসের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের এলাকার সমস্যা সমাধানে আরিফুল ইসলামের পেশাগত ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সে প্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

খ বাংলাদেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তা যুগোপযোগী নয়, যা বেকারত্বের অন্যতম কারণ।

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবল পুঁথিগত। হাতে-কলমে তেমন কোনো শিক্ষা নেই। যার কারণে এ শিক্ষা দ্বারা লিখতে পড়তে জানা ছাড়া তেমন কোনো উৎপাদনমুখী কাজে আসে না। এর ফলে হাজারো শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে প্রতিনিয়ত বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলেছে।

গ উদ্দীপকে আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস ইত্যাদি কারণে লাখ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ও সহায় সম্বল হারিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় এক থেকে দেড় কোটি মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরে এসে এরা সাধারণত বস্তি এলাকায় বা ফুটপাতে অথবা রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল বা লঞ্চ টার্মিনালে ভাসমান অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

উদ্দীপকের আরিফুল ইসলামের কর্মস্থল উপকূলীয় এলাকার জনগণও বিভিন্ন দুর্যোগে সর্বস্বান্ত হয়ে শহরের বস্তি এলাকায় পাড়ি জমাচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, আরিফুল ইসলামের কর্মস্থলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষণীয়।

Teachingbd24.com

ঘ উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী হিসেবে আরিফুল ইসলামের পেশাগত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী তিন ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন— ১. দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে; ২. দুর্যোগকালীন সময়ে এবং ৩. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে।

দুর্যোগের হাত থেকে রেহাই পেতে সমাজকর্মীগণ সচেতনতা ও প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি জনগণকে দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান, নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ, শুকনা খাবার ও পানীয় জল সংরক্ষণ, সম্পদ ও গবাদিপশু সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারেন। এছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ বিতরণ ও আহত লোকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে তার আলোকে পুনর্বাসন ও সক্ষমতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে দুর্যোগজনিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেন। এসব কাজে সমাজকর্মীগণ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আরিফুল ইসলামের মতো সমাজকর্মীদের পেশাগত ভূমিকা প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ ৪০তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন প্রক্রিয়ার আগেই চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদ অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। সূত্র প্রথম আলো। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Kline শব্দের অর্থ কী? ১

খ. সামাজিক আইন ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যাটি কী? বাংলাদেশে বর্তমানে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সমস্যাটি সমাধানে সম্ভাব্য উপযোগী পদক্ষেপ ও তোমার সুপারিশসমূহ উল্লেখপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Kline শব্দের অর্থ Bed বা শয্যা।

খ সামাজিক আইন বলতে সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রণীত আইনকে বোঝায়।

তবে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ প্রণীত যেসব আইন সমাজে বিদ্যমান অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুষ্ঠু ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে, সেগুলোই সামাজিক আইন হিসেবে পরিচিত। এ আইনগুলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ করে বলে তা সমাজকল্যাণ আইন হিসেবেও পরিচিত হয়। সমাজের দুর্বল, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বেশির ভাগ সামাজিক আইন প্রণীত হয়, যেমন— যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০; শিশু আইন-১৯৭৪ ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি বেকার সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূলধনের অভাব এবং ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের অনেকে ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও না তিনি চাকরি পাননি। এমনকি মূলধনের সংকট থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসাও শুরু করতে পারেন না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সাহায্যকারী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বেকারত্ব একটি মৌলিক সমস্যা। কোনো বিক্ষিপ্ত কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আলোকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন।

উদ্দীপকের মতো অসংখ্য তরুণ দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরও চাকরি পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তাদেরকে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এছাড়া তিনি বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এর ফলে পুঁজির স্বল্পতা কাটিয়ে উঠা একজন বেকারের জন্য সহজ হয়। আবার দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক কুসংস্কার (যেমন- ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা সরকারি চাকরি ছাড়া অন্য যে কোনো কাজে মর্যাদা নেই এ রকম ভাবা), কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রভৃতিও বেকার সমস্যাকে প্রভাবিত করে। একজন সমাজকর্মী এ সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা ভেঙে তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিতে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বেকারত্বের কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মনিরা জন্মের পর পরই স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেভাবে ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেভাবে না বাড়ায় বাবা মা চিন্তিত। বিষয়টি নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে ডাক্তার খাদ্য ঘাটতিজনিত কারণকে দায়ী করে বাড়তি খাবারের পরামর্শ দেন। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. বাল্যবিবাহ কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যার "পরিমাপযোগ্যতা" বৈশিষ্ট্যটি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের শিশু মনিরার ক্ষেত্রে কোন সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় পরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই যদি একজন ছেলে ও মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয় তাহলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

খ পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের শিশু মনিরার ক্ষেত্রে অপুষ্টির অস্তিত্ব বিদ্যমান।

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো অপুষ্টি। অপুষ্টি বলতে কাজ করার সামর্থ্যের ব্যাঘাত, শারীরিকভাবে গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিলজনিত সমস্যাকে বোঝায়। অপুষ্টির কারণে শিশুর জন্মের পর তার শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে বয়স অনুযায়ী শিশুর ওজন বৃদ্ধি পায় না। কর্মক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এতে শিশুসহ প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন রোগ যেমন রাতকানা, রক্তশূন্যতা, স্কার্ভি, রিকেটস ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনিরা স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেভাবে ওজন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি। বিষয়টি নিয়ে তার বাবা-মা ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে তিনি খাদ্য ঘাটতিজনিত কারণকে দায়ী করে বাড়তি খাবারের পরামর্শ দেন। এতে বোঝা যায়, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারের অভাবে মনিরার শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ায় ওজন আশানুরূপভাবে বাড়েনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মনিরার ক্ষেত্রে অপুষ্টি সমস্যা বিদ্যমান।

ঘ উক্ত সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ অপুষ্টি মোকাবিলায় পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অপুষ্টি বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর প্রভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশুর ওজনহীনতা, কর্মক্ষমতা হ্রাস ও বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। উদ্দীপকেও এই সমস্যাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মনিরা স্বাভাবিক ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বয়স অনুযায়ী তার ওজন বাড়েনি। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করলে তিনি বাড়তি খাবারের পরামর্শ দেন। এতে বোঝা যায় মনিরা অপুষ্টিতে আক্রান্ত। আর এ সমস্যা দূরীকরণে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব অপুষ্টি সমস্যার জন্য বহুলাংশে দায়ী। পরিবার তার সদস্যদের এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিক্ষার মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে পরিবার অপুষ্টি দূর করতে পারে। সেই সাথে বাসস্থান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরিবার অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত অপুষ্টি সমস্যা দূরীকরণে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ বর্তমান বিশ্বে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রাখছে এমন একটি সমস্যা যার উৎপত্তি ঘটে ১৯৪০ সালে আফ্রিকাতে। বাংলাদেশ এর সংক্রমণের এক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। যার ফল "বাচঁতে হলে জানতে হবে" এমন শ্লোগানে, শ্লোগানে মানুষকে জানান দিচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর সমস্যার বিষয়ে সকলেই যেন অনেক বেশি সচেতন থাকে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. যৌতুক কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে সমাজজীবনে কেন বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যার প্রভাব বর্ণনা করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দেয় তাকে যৌতুক বলে।

খ বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।

আমাদের সমাজে বয়োঃসন্ধিকালীন (১৩-১৯ বছর) সময়ে মেয়েরা সামাজিকভাবে ইভটিজিং, উত্ত্যক্তকরণসহ নানারকম সমস্যায় পড়ে। এতে বাবা-মা এধরনের সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। এভাবে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাল্যবিবাহ দিন দিন বাড়ছে।

গ উদ্দীপকে এইডসকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এইডস হলো একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। ১৯৪০ সালের দিকে আফ্রিকায় সর্বপ্রথম এই রোগের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিবন্ধকতার নাম হচ্ছে এইডস যা ঘাতক ব্যাধি হিসেবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও এ রোগের ঝুঁকিতে আছে। এই রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নেই। তাই এটি প্রতিরোধে প্রয়োজন ব্যাপক জনসচেতনতা ও সার্বিক সহযোগিতামূলক মনোভাব। উদ্দীপকেও এই সমস্যা সম্পর্কেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে বর্তমানে একটি সমস্যা মানবজাতির সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিয়েছে যা ১৯৪০ সালের দিকে আফ্রিকায় উদ্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশও এর সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এজন্য বাঁচতে হলে জানতে হবে" এই শ্লোগানের মাধ্যমে মানুষকে এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। উদ্দীপকের এই সমস্যাটি উপরে বর্ণিত এইডসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে এইডসকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যা অর্থাৎ এইডস ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এইডস একটি প্রাণঘাতী সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নেই। এ জন্য এই রোগের পরিণতি হলো অকাল মৃত্যু। এই রোগটি বর্তমানে সমগ্র মানবজাতির সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশ ও এর ঝুঁকিতে রয়েছে। উদ্দীপকেও এ রোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একটি সমস্যাকে সমগ্র মানবজাতির জীবন সভ্যতা ও উন্নয়নের হুমকি ও প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা এইডসকে নির্দেশ করছে। বাংলাদেশ এইডসের ঝুঁকিতে থাকায় এদেশের-আর্থ-সামাজিক জীবনে এই সমস্যাটি নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে। কেননা, এইডস একটি মরণব্যাধি। এটি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে পাড়া-প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজন সবাই এড়িয়ে চলে। তার পরিবারকে সমাজে হেয় হতে হয়। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পরিবারকে প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় বলে পরিবার আর্থিক অনটনে পড়ে। আবার এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সে কোনো রকম আয়-উপার্জন করতে পারে না। এজন্য সে, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না। এটি সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে এইডস যেকোনো দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে। একইভাবে বাংলাদেশেও এইডস এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সমস্যা এইডস এদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৭ আকিক ছেলেটি স্কুলে পড়ে। তার বয়স আনুমানিক ১৩ বছর। তার স্বভাব চরিত্র এমন যে, সে তার সহপাঠীদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে না। কারও সাথে মেশে না, চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোন প্রশ্ন করলে শুধু মাথা নাড়ায়। অর্থাৎ আকিক অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে অক্ষম। সর্বাধিক ক্ষেত্রে সে আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজের অন্যান্যদের সাথেও স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে সে অক্ষম। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. HIV এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বেকারত্ব বলতে কি বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আকিকের সমস্যাটি কি ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটির প্রভাব বর্তমানে বাংলাদেশে কিরূপ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV এর পূর্ণরূপ হলো Human Immunodeficiency Virus.

খ বেকারত্ব বলতে কর্মে সক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বোঝায়।

অর্থনীতির ভাষায় বেকারত্ব হলো সেই পরিস্থিতি যাতে কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্মে ইচ্ছুক হয়েও নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। অধ্যাপক পিগু বেকারত্বের সাথে ব্যক্তির যোগ্যতার পাশাপাশি মজুরির বিষয়টি উল্লেখ করে। যখন কর্মক্ষম জনগণ তাদের যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়, অথচ কাজ পায় না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আকিকের সমস্যাটি হলো অটিজম।

অটিজম শিশুর এমন অবস্থা যা তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে রাখে। এর ফলে সে পরিবার ও সমাজে অন্যান্যদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। অটিজম মস্তিষ্কের বিকাশে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা যা সাধারণত একটি শিশুর জন্মের ২ বছরের মধ্যে দেখা দেয়। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে পারে না। এ রোগকে অনেক ক্ষেত্রে Neurological Disorder ও বলা হয়। বর্তমানে এটি একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। আকিকের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের আকিকের বয়স ১৩ বছর। সে স্কুলে পড়ে। সে তার সহপাঠীদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করে না। কারও সাথে মেশেনা, চুপচাপ থাকে শুধু মাথা নাড়ায় ও অন্যের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে অক্ষম। উদ্দীপকে এসব তথ্য দ্বারা বোঝা যায় আকিক মস্তিষ্ক বিকাশ জনিত সমস্যা অটিজমে আক্রান্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি অর্থাৎ, অটিজম সমস্যা বাংলাদেশের ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলাদেশসহ বিশ্বে অটিজমে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি ৮৮ জন শিশুর মধ্যে ১ জন এ রোগে আক্রান্ত। দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় ৩৮ জন শিশুর মধ্যে একজন ASD তে আক্রান্ত। বাংলাদেশে আনুমানিক ১৪ মিলিয়ন ASD সংশ্লিষ্ট শিশু রয়েছে। সমাজে সেব অটিস্টিক শিশু বা ব্যক্তি আছে তারা ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অনেক বেসরকারি সংস্থা সম্মিলিতভাবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়নমূলক ভূমিকা রাখতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ ছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে অটিজমের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় একজন স্বাভাবিক মানুষের সারা জীবনে ব্যয় হয় ২.৪ মিলিয়ন US ডলার। অপরদিকে অটিস্টিক শিশুদের জন্য খরচ হয় ১.৩৭ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে এ বিষয়টি এভাবে পরিমাপ করা না গেলেও যাদের পরিবার এরকম ব্যক্তি বা শিশু আছেন শুধু তারাই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন।

সামাজিকভাবে অটিজমের একটি নেতিবাচক পড়ে। বিশেষ করে যখন কোনো বাবা মা সন্তানের অটিজম বিষয়টি জানতে পারে তখন ঐ শিশুর প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। অনেক সময় সামাজিক অনুষ্ঠান থেকেও তাদের দূরে রাখা হয়। সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে অনেকে অটিস্টিক শিশুকে সবার সামনে আনতে চায় না। পারিবারিক পরিবেশেও অটিজমের প্রভাব অনেক। সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে মায়ের ওপর। তিনি শত বাধা সত্ত্বেও তার সন্তানকে পরিবারে আগলে রাখতে চান।

উদ্দীপকের দেখা যায় আকিক ১৩ বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে কিন্তু সহপাঠীদের সাথে অর্থপূর্ণ আচরণ সে করতে পারে না। সবসময় চুপ-চাপ ও শুধু মাথা নাড়ায়। সর্বাধিক ক্ষেত্রে সে আত্মকেন্দ্রিক স্বাভাবিক আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম। তার এ সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে সে অটিজমে আক্রান্ত। যার প্রভাব গোটা বিশ্বে বিরাজমান।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে অটিজমের নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জনাব কবির একটি পরিবারের কর্তা। তার ছেলে দুইজন এবং মেয়ে ছয়জন। ছেলেমেয়েসহ মোট ১১ জন সদস্যের পরিবারের কর্তা হওয়ার চাপ খুব স্বাভাবিক না। তার উপর আবার পরিবারের আয় উপার্জনও কম। পরিবারটিতে দরিদ্রতা লেগেই থাকে। অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করছেন জনাব কবির। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৩]*

ক. সামাজিক সমস্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? ১

খ. দরিদ্রতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তার কারণসহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাটি থেকে কীভাবে উত্তরণ সম্ভব? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক সমস্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- Social Problem।

খ দরিদ্রতা হলো সামাজিক মর্যাদার অর্থনৈতিক মাপকাঠি।

দরিদ্রতা একটি আপেক্ষিক অবস্থা, যা নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজের জীবনমান এবং সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ দরিদ্রতা নেতিবাচক অর্থনৈতিক অবস্থা, অভাব, অনটন, অসচ্ছলতা, অক্ষমতা ও অর্থনৈতিক দুর্বলতাকেই নির্দেশ করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা সমূহের মধ্যে অধিক জনসংখ্যাই প্রধান। এদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অধিক জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হচ্ছে (দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপরাধ প্রবণতা, অপুষ্টি) সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা।

জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন কারণ পরিলক্ষিত হয়। এর প্রত্যক্ষ কারণ হলো উচ্চ জন্মহার। ২০১৩ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী স্থূল জন্মহার প্রতি হাজারে ৩০ জন। এ উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এছাড়া তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার বাংলাদেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের ফলে ও সচেতনতার কারণে স্থূল মৃত্যুহার দাড়িয়েছে ৫.২

Teachingbd24.com

জন। সেই সাথে অধিক শিশু মৃত্যুহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা পরোক্ষ কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের কবিরের পরিবারে দুই ছেলে ও ছয় জন মেয়েসহ মোট ১১ জন সদস্য। সবসময় দরিদ্রতা লেগেই থাকে। উদ্দীপকের কবিরের পরিবারের এসকল তথ্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্রেরই প্রতিফলন। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে বহুবিধ উপরোল্লিখিত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

খ উদ্দীপকে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো জনসংখ্যা সমস্যা। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় হলো জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি, শিক্ষা, সচেতনতা, পরিবারপরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বা জন্মহারকে কখনোই শূন্যের কোটায় আনা সম্ভব নয়। সে কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে এই জন্মহারকে একটি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব। প্রথমেই জনসংখ্যাকে সমস্যা না ভেবে কীভাবে সম্পদে পরিণত করা যায় সেদিকে লক্ষ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে একদিকে দেশ যেমন জাতীয় অর্থনীতিতে এগিয়ে যাবে তেমনি তারাও আর্থিকভাবে উপকৃত হবে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সময় বেশি দেওয়ার কারণে তারা ঘরে অলস সময় কাটানোর সুযোগ কম পাবে, এবং এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষা ছাড়া সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনোভাবেই সচেতনতা আসবে না। কারণ শিক্ষাহীন জনগোষ্ঠী জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল অনুধাবন করতে পারে না। সে কারণে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার বেশি। তাই এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত, পরিবার পরিকল্পনা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্বটি তুলে ধরতে হবে, যাতে করে এর অপব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ জনগোষ্ঠী প্রভাবিত না হয়। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে মাঝে মাঝে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করে জনগণকে জনসংখ্যা সমস্যার কুফল সম্পর্কে এবং এর করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা যেতে পারে।

পরিশেষে তাই বলা যায়, উল্লেখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ কণার দাদু তাকে বলছিল, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছিলাম সমাজের সবাই সুখে বাস করতো। আমরা সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। অভাববোধ তখন খুব একটা ছিল না। আর রোগশোক মানুষকে দেখে যেন পালাত। এসব বলে তিনি আফসোস করে বললেন, কিন্তু মানুষ আজ সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত জন? ১

খ. যৌথ পরিবার কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে? ২

গ. উদ্দীপকের কণার দাদুর কথায় সামাজিক সমস্যার যেসব কারণ প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে- কণার দাদুর আলোচ্য উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৭৭ জন (আদমশুমারি-২০১১)।

খ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে দায়ী করা যায়। কেননা, যৌথ পারিবারিক কাঠামোতে সন্তান লালন পালন করা সহজ।

দাদা-দাদী অধিক অধিক নাতি-নাতনি পালনে উৎসাহবোধ করেন। ফলে এ ধরনের পরিবার অধিক সন্তান জন্মদানের আগ্রহী হয়। এভাবে যৌথ পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের কণার দাদুর কথায় সামাজিক সমস্যার যেসব কারণ ফুটে উঠেছে সেগুলো হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা, সামাজিক পরিবর্তন, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অপূর্ণতা প্রভৃতি।

বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ হলো অতিরিক্ত জনসংখ্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা চিত্তবিনোদন প্রভৃতি পূরণ হচ্ছে না। এতে মানুষ রোগ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। আবার দরিদ্রতার কারণে মানুষ তাদের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় কর্মশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। এতে তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। অনেকে চাহিদা পূরণ করতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সমাজে বিভিন্ন মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার ফলেও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়।

উদ্দীপকে কণার দাদু বলেন যে সমাজে আগে অনেক সুখ ছিল। কারো তেমন অভাববোধ ছিল না। রোগ শোকে মানুষ আক্রান্ত হতো না। তার এ বক্তব্যের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার উপরে বর্ণিত কারণগুলোই ফুটে উঠেছে।

ঘ বর্তমানে সমাজে বেঁচে থাকাই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কণার দাদুর এ উক্তির মাধ্যমে বর্তমান সমাজের সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে যা অত্যন্ত যথার্থ। সামাজিক পরিবর্তন ও দরিদ্রতার কারণে সমাজে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শিশুশ্রম, বেকারত্ব, কিশোর অপরাধ, নারী নির্যাতন, পারিবারিক অশান্তির মতো সামাজিক সমস্যা আজ সমাজের ধমনীতে প্রবাহমান। মৌলিক অধিকারের অপূর্ণতা থেকে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে অপুষ্টি। এছাড়াও এইডসের মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা যা গোটা সমাজকে ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে ধরছে। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বাড়ছে বস্তি সমস্যা, বাড়ছে জনসংখ্যা, বাড়ছে নিরক্ষরতা, সেই সাথে জন্ম নিচ্ছে পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তির মতো সামাজিক সমস্যা। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দরুন দেশে সর্বদা হরতাল, ছিনতাইয়ের দাবানলে পুড়ছে।

এসব সমস্যার ফলে দিনে দিনে সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। উদ্দীপকের কণার দাদুর কথাতেও এই আক্ষেপই ফুটে উঠেছে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, কণার দাদুর উক্তিটি অর্থাৎ বর্তমান সমাজে বেঁচে থাকাই দুস্কর হয়ে পড়েছে উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৪০ রোমান ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স পাশ করার পর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির জন্য চেষ্টা করে কিন্তু চাকরি পায় না। আবার বাবার অর্থবিত্ত না থাকার কারণে ব্যবসায় বাণিজ্য ও করতে পারছে না। বর্তমানে সে খুবই হতাশ জীবনযাপন করছে। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. জনসংখ্যাস্ফীতি কী? ১

খ. জীববৈচিত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. রোমানের বিষয়টি কোন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাস্তবমুখী শিক্ষাই পারে রোমানের মতো শিক্ষিত হতাশাগ্রস্ত যুবকদের হতাশ থেকে মুক্ত করতে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যদি কোনো দেশের জনসংখ্যা উক্ত দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় বেশি হয় তখন তাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলে।

Teachingbd24.com

খ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর জীবসম্ভার, তাদের অর্ন্তগত জিন ও সেগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্রকে জীববৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্য মূলত জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্য এবং তাদের বাস করার জটিল পরিবেশতন্ত্রের আভাস দেয়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটির মতো বিভিন্ন প্রজাতির জীব বাস করে।

গ রোমানের বিষয়টি বেকার সমস্যাকে ইঙ্গিত করছে।

কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পেলে তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো দেশে এই সমস্যার প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। কেননা এর অভাবে জনসংখ্যাবহুল অনুন্নত দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগানো যায় না, যার প্রভাবে বেকারত্ব দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সৃষ্টির পেছনে মূলধনের অভাব এবং ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করছে। উদ্দীপকের রোমানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও তিনি চাকরি পাননি। এমনকি মূলধনের সংকট থাকায় তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসাও শুরু করতে পারছেন না। তাই বলা যায়, রোমানের অবস্থা বেকার সমস্যাকে তুলে ধরে।

ঘ বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থা রোমানের মতো শিক্ষিত যুবকদের হতাশা দূর করতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা যুগোপযোগী নয়। বরং এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেবলমাত্র বইনির্ভর। যা কাটিয়ে উঠতে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। তারপরও এদেশে কারিগরি শিক্ষার বিস্তৃতি আশানুরূপ নয়। ফলে সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করছেন ঠিকই কিন্তু দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে না। এতে করে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকার অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ।

উদ্দীপকের রোমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাশ করলেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাচ্ছেন না। তার মতো শিক্ষিত যুব সমাজকে কর্মক্ষম করে তুলতে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে তেমনি দেশের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

তাই বলা যায় যে, বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা রোমানের মতো যুব সমাজকে হতাশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪১ শিল্পপতি রহমান সাহেব তার বিশাল সম্পদ দেখাশুনার স্বার্থে ছেলে সন্তান কামনা করেন এবং ছেলে সন্তানের আশায় একে এক ৫ জন কন্যা সন্তানের জনক হয়েছেন। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১

খ. সামাজিক সমসার দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডের মাঝে বাংলাদেশের জনসংখ্যাস্ফীতির কোন কারণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহমান সাহেবের কন্যা সন্তান হওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক জীবনে যে ধরনের প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক সমস্যা হলো এমন একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে।

খ সামাজিক সমস্যার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি বিমূর্ত ধারণা এবং এটি পরিবর্তন হয়।

সামাজিক সমস্যা একটি বিমূর্ত ধারণা। একে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। যেমন— যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। কিন্তু একে দেখা না গেলেও সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব অনুধাবন করা যায়। আবার, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সমস্যারও পরিবর্তন হয়। অতীতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ সামাজিকভাবে প্রচলিত ছিলো। অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কিংবা পুরুষদের একাধিক স্ত্রী থাকা এগুলোকে কোনো সমস্যা মনে করা হতো না। বর্তমান আধুনিক সমাজে মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের ধারায় এগুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। যদিও সমাজ থেকে এখনো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হয়নি।

গ শিল্পপতি রহমান কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশে জনসংখ্যাস্ফীতির অন্যতম কারণ পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুত্র সন্তান লাভের প্রত্যাশা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন কারণে এখনো আমাদের দেশের বহু মানুষের মনে মেয়ে সন্তানের ব্যাপারে কিছুটা নেতিবাচক ধারণা থাকে। সমাজে এ ধারণা বিদ্যমান যে, মেয়েরা বিয়ের পরে স্বামীর সংসারে চলে যায় বলে তারা পরিবারের কোনো কাজে আসে না। ছেলে সন্তানকে যেহেতু কোথাও যেতে হয় না তাই তারা অর্থনৈতিক বিবেচনায় বেশি কাম্য। তাছাড়া 'বংশের ধারা রক্ষার জন্য' ছেলে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। এসব ধারণার কারণে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মেয়ে সন্তান হলে ছেলের আশায় বেশ কয়েকটি সন্তান গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বৃদ্ধকালীন আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তার আশায়ও অনেক সময় বাবা-মা ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেন। এভাবে ছেলে সন্তানের প্রত্যাশার জেরে জনসংখ্যা বেড়ে চলে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেব অঢেল সম্পদের মালিক। তিনি এ সম্পত্তি দেখাশোনার স্বার্থে ছেলে সন্তান কামনা করেন। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হয় নি। বরং তার পরপর পাঁচটি মেয়ে হয়েছে। তাই বলা যায়, তার এ কর্মকাণ্ড জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে নির্দেশ করছে।

ঘ রহমান সাহেবের মতো অধিক সন্তান জন্মদানের বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতেই বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। সমাজে বিরাজমান অন্যান্য সমস্যাকে বাড়তি জনসংখ্যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরও প্রকট করে তোলে। এদেশে আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। এজন্য জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করা কঠিন হচ্ছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি হলে তাদের মধ্যে সম্পত্তির বণ্টন করতে গিয়ে জমি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে কৃষিজমি ভাগ হয়ে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ফসলি জমিতে নতুন নতুন বসতবাড়ি নির্মাণ করার কারণেও চাষের জমি কমছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে সমাজে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, খাদ্য সংকট, বেকারত্ব, নিম্ন জীবনমান, অপরাধ প্রবণতা, পরিবেশ দূষণ, শ্রেণি বৈষম্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেব তার বিপুল সম্পদের দেখাশোনার স্বার্থে পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা করেন। কিন্তু ছেলে পাওয়ার আশায় তার ঘরে পরপর পাঁচটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। এ ধরনের ঘটনা এদেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলবে। কেননা এর ফলে মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ কমবে। খাদ্য সমস্যা, বেকারত্ব, জীবনযাত্রার

Teachingbd24.com

নিম্নমান, দরিদ্রতাসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা আরও প্রকট হবে। জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। মোটকথা, এটি এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, রহমান সাহেবের পুত্র সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং বেশি সন্তান জন্মদানের বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ আসলাম একজন কৃষক। শুষ্ক মৌসুমে সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বর্ষাকালে তার কাজ থাকে না। অন্যদিকে তার ভাই একটি ছাপাখানার কাজ করে। কিন্তু বর্তমানে ঐ ছাপাখানায় ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় সে কাজ করতে পারছে না।

[সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস কবে? ১

খ. অপুষ্টির ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যার ধরন ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্ত সমস্যাটির এ দুটি ধরন ছাড়া এর আরও ধরন আছে। কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২ এপ্রিল।

খ মানবদেহের স্বাভাবিক অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত অভাবজনিত অবস্থাকে অপুষ্টি বলা হয়।

অপুষ্টি বলতে কেবল দুর্বল স্বাস্থ্যকে বোঝায় না। মূলত অপুষ্টি বলতে কাজ করার সামর্থ্যে ব্যাঘাত, শারীরিকভাবে গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিলজনিত সমস্যাকে বোঝায়। এটি একটি আপেক্ষিক অবস্থা।

গ উদ্দীপকে মৌসুমি বেকারত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের ধরন ফুটে উঠেছে।

যখন কোনো ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ পায় না, তখন তাকে বেকার বলা হয়। কর্মে আগ্রহী ব্যক্তির এই অবস্থাকে বেকারত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষণীয়। যেমন- ক. মৌসুমি বেকারত্ব, খ. প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব, গ. ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, ঘ. আকস্মিক বেকারত্ব ইত্যাদি। উদ্দীপকে আসলাম ও তার ভাইয়ের ঘটনায় মৌসুমি এবং প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত বেকারত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাধারণত ঋতু পরিবর্তনজনিত কারণে গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা সবসময় কাজ পান না, যার ফলে মৌসুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। কেননা আমাদের দেশে এখনো কৃষিকাজে প্রকৃতি নির্ভরতা বেশি এবং কৃষকরা ঋতুভেদে চাষ করে থাকেন। ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী তারা কাজে নিয়োজিত থাকলেও বছরের বাকি সময় তাদের হাতে কাজ থাকেনা। উদ্দীপকের কৃষক আসলামের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শুষ্ক মৌসুমে তিনি কৃষিকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বর্ষাকালে তার কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ তিনি মৌসুমি বেকারত্বের শিকার। আবার, উৎপাদনের কলাকৌশলগত পরিবর্তনের কারণে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত আসলামের ছোট ভাই একটি ছাপাখানায় কাজ করেন। কিন্তু বর্তমানে সেখানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ার কারণে তিনি কাজ করতে পারছেন না। কেননা যন্ত্রের ব্যবহার উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার পাশাপাশি সময় বাঁচাতে সহায়ক। তবে এর ফলে প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মৌসুমি বেকারত্ব ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব ছাড়াও বেকারত্বের আরও কিছু ধরন লক্ষ করা যায়।

বেকারত্ব মূলত এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। সাধারণত প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম ব্যক্তি কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে তাকে বেকার বলে। কারণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন- ক. মৌসুমি বেকারত্ব, খ. প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব, গ. ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, ঘ. আকস্মিক বেকারত্ব ইত্যাদি।

ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন শ্রমিক কাজ করছে বলে মনে হলেও তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। তিনি একাই তা চাষ করেন। তবে তার দুই ছেলে যদি তার সাথে চাষাবাদে যোগ দেয় তাহলে মনে হবে মোট তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত আছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক একা যা উৎপাদন করতেন, দুই ছেলেসহও উৎপাদনের পরিমাণ একই আছে। যেহেতু তিনজন লোক একজনের কাজ ভাগ করে নিচ্ছে তাই অতিরিক্ত দুইজনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য হবে। এদেরকেই ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দুর্ঘটনাজনিত কারণে অনেকেই শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার শিকার হতে পারেন। এ অবস্থায় আকস্মিক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। আবার পেশা পরিবর্তনের ফলে সাময়িক বেকারত্বের উদ্ভব হয়। যেমন- কোনো ব্যক্তি এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি বা ব্যবসা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে সাময়িক কর্মহীন অবস্থায় থাকে। এ অবস্থাকে সাময়িক বেকারত্ব বলে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায় যে, মৌসুমি ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বেকারত্ব ছাড়াও বেকারত্বের আরও ধরন রয়েছে, যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ মানুষ, সমস্যা ও সমাধান বিষয়ক এক গোলটেবিল আলোচনায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা না চাইলেও সমাজে এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা আমাদের চলার পথকে ব্যাহত করে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে এ অবস্থার প্রকৃতি ও মাত্রা ভিন্ন হলেও সার্বজনীন। আমাদের উচিত যৌথভাবে এ অবস্থার সমাধানে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নং ৩]

ক. IPCC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যার 'পরিমাপ যোগ্যতা' বৈশিষ্ট্যটি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম সমাজের কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত অবস্থা নিরসনে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে? মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক IPCC এর পূর্ণরূপ হলো Intergovernmental Panel on Climate Change.

খ সামাজিক সমস্যার পরিমাপযোগ্যতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

গ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বক্তব্যে সামাজিক সমস্যা প্রত্যয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিক সমস্যা বলতে সমাজ জীবনের অস্বাভাবিক অবস্থাকে বোঝায় যা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। এর ফলে সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশের মাঝে অবাঞ্ছিত ও আপত্তিকর আচরণ লক্ষ করা যায়, যা পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। দেশ-কাল ভেদে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি ও মাত্রা ভিন্ন হলেও এটি সার্বজনীন।

Teachingbd24.com

সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বেশকিছু কারণ বিদ্যমান। সাধারণত প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক বিন্যাস, বিভিন্ন শ্রেণীর আদর্শ ও মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি হয়। এছাড়া অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব ইত্যাদি কারণেও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তাই বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে বহুমুখী কারণ বিদ্যমান।

ঘ আমি মনে করি সামাজিক সমস্যা নিরসনে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের স্বাভাবিক গতিধারায় বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান। এর ফলে সমাজবাসীর জন্য পীড়াদায়ক, অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি হয়। এটি সমাজের প্রচলিত রীতি ও মূল্যবোধসমূহকে উপেক্ষা করে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাই এ অবস্থার উত্তরণে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে।

সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তা প্রতিকারে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হওয়া। কেননা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর অবস্থা মোকাবিলায় যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সমস্যা যেহেতু সমাজে বেশিরভাগ লোকের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, তাই তা সমাধানেও যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তৎকালীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা ছিলনা। যে কারণে হিন্দু বিধবারা পুনরায় বিয়ে করতে পারতেন না। ফলে বাবা, ভাই কিংবা শ্বশুরবাড়িতে তাদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হতো। পরবর্তীতে সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা এবং সরকারের উদ্যোগের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করা হয়। যা সামাজিক সমস্যা সমাধানে গৃহীত যৌথ প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী তাই বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ X একজন ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রবাসী জীবন যাপনের পর বর্তমানে দেশে ফিরেছেন। ইদানিং অতি সামান্য কারণে তিনি অসুস্থ বোধ করায় ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তার তাকে জানায় সে এমন এক Virus দ্বারা আক্রান্ত যা তার দেহের CD_4 সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে। *[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. A Profession of Many Faces গ্রন্থটি কার লেখা? ১

খ. মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে X ব্যক্তির আক্রান্ত রোগের নাম কী? পাঠ্যবইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৩

ঘ. 'সচেতনতাই উক্ত সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের একমাত্র উপায়' বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক A Profession of Many Faces গ্রন্থটি আরমন্ড মরেলেস এর লেখা।

খ মাদকাসক্তি বলতে মাদকের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে বোঝায়; যা ব্যক্তিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মাদকাসক্তি একটি মনো-স্নায়বিক ও দৈহিক সমস্যা। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বারবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। মূলত এ জাতীয় দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে সে মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

গ উদ্দীপকে 'X' ব্যক্তির আক্রান্ত রোগের নাম এইডস। এইডস একটি সংক্রামক মরণব্যাধি। এইচআইভি ভাইরাসের কারণে এ রোগ হয়। মানবদেহে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমনের ফলে দেহের CD_4 সিস্টেম অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এতে মানুষের দেহে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। আজ পর্যন্ত এইডস রোগের কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয় নি। এর কোনো চিকিৎসাও নেই। এজন্য এ রোগের পরিণতি হলো মৃত্যু।

উদ্দীপকে 'X' ব্যক্তি দীর্ঘদিন প্রবাস জীবন যাপনের পর দেশে ফিরেছেন। ইদানিং অতি সামান্য কারণে তিনি অসুস্থ বোধ করার ডাক্তারের কাছে যান। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ডাক্তার জানায় সে এমন এক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে যা তার দেহের CD_4 সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতে বোঝা যায় 'X' ব্যক্তি এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং তার রোগীর নাম হলো এইডস।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক সমস্যাটি হলো এইডস যা নিরাময়ের একমাত্র উপায় হলো সচেতনতা।

বর্তমানে সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো এইডস। এটি একটি প্রাণঘাতী ব্যধি যা মানবদেহের CD_4 সিস্টেম অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। ফলে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। উদ্দীপকেও এই রোগের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে 'X' এইডস রোগ আক্রন্ত হয়েছেন যা তার দেহের CD_4 সিস্টেম ধ্বংস করে দিচ্ছে।

এইডস রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। এর কোনো প্রতিষেধকও আবিষ্কৃত হয় নি। এজন্য এ রোগের পরিণতি হলো মৃত্যু। তবে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যেমন- শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলতে হবে। জীবনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন মাত্র সঙ্গী রাখতে হবে। রক্ত দেওয়া নেওয়ার আগে এইচআইভি আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে। চিকিৎসায় ব্যবহৃত সূঁচ, ব্লেড, সিরিঞ্জ আদৌ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা যাবে না। অস্ত্রোপচার এবং নাক, কান ছিদ্র এবং ছেলেদের ত্বকচ্ছেদ করার সময় জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। বিদেশযাত্রার সময় প্রবাসীদের অবশ্যই এইডস সম্পর্কে সচেতন করে দিতে হবে।

এইডস প্রতিরোধের উল্লিখিত সবগুলো উপায়ই হলো সচেতনতামূলক। সুতরাং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, গণসচেতনতাই এই ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ মোহাম্মদপুর শিশু হাসপাতালের ২৫০ শিশুর মধ্যে ভর্তিকত ৫ বছরের শিশুর মধ্যে প্রায় ১০০ শিশুরই হাত, পা, চোখসহ বিভিন্ন অঙ্গের সমস্যা। আবার কারো বয়স অনুপাতে বৃদ্ধি ঘটেনি। কর্তব্যরত ডাক্তারের তথ্যমতে পরিমিত ও সুষম খাদ্যের ঘাটতির কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত শিশুরা পুরোপুরি সুস্থও হতে পারবে না। *[নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সামাজিক সমস্যার ২টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরিবারগুলো সচেতন হলে উক্ত সমস্যা সমাধানে যোগ্য হবে? তোমার মতামত দাও। ৪

Teachingbd24.com

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারিদ্র্য এমন এক অর্থনৈতিক অবস্থা যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি কেনার সক্ষমতা হারায়।

খ সামাজিক সমস্যার দুটি বৈশিষ্ট্য হলো যথাক্রমে এটি অপ্রত্যাশিত এবং এটি মূল্যবোধ পরিপন্থি।

সব সমাজেই সামাজিক সমস্যা একটি অপ্রত্যাশিত বিষয়। এটি সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। অন্য বৈশিষ্ট্যটি হলো এটি মূল্যবোধ পরিপন্থি। প্রতিটি সমাজেই কিছু আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকে যা মানুষকে ভালো মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করে। সমাজে প্রচলিত এ সকল মূল্যবোধ ও আদর্শ পরিপন্থি সবকিছুই সামাজিক সমস্যা।

গ উদ্দীপকে পুষ্টি সমস্যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বিষয় হলো পুষ্টি। দেহের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা আধিক্য দেখা দিয়ে শরীরে যে অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয় তাই অপুষ্টি। সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অপুষ্টির কারণ। এখানে পুষ্টিহীনতার কারণে এদেশে কম ওজন ও কম উচ্চতাসম্পন্ন অপরিণত শিশুর জন্ম হচ্ছে যার একমাত্র কারণ দরিদ্রতার কারণে পরিমিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হাসপাতালে ভর্তিকৃত ২৫০ শিশুর মধ্যে ১০০ জন শিশুরই বিভিন্ন অঙ্গের সমস্যার একমাত্র কারণ হলো অপুষ্টি। অপুষ্টির কুফল এতই ভয়াবহ যে তারা পুরোপুরি সুস্থও হতে পারবে না।

ঘ পরিবারগুলো সচেতন হলে উক্ত সমস্যা সমাধানযোগ্য- এ বিষয়ে আমি একমত।

প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ও পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কুসংস্কারের কারণে পল্লি এলাকার গর্ভবতী মায়েরা তা গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে গর্ভবতী মা এবং শিশু উভয়ই অপুষ্টির শিকার হয়। পুষ্টি সমস্যা সমাধানে এর কারণ, প্রভাব, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবারগুলোকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। পুষ্টি বিষয়ে পরিবারগুলোর অজ্ঞতা দূর করতে হবে ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

উদ্দীপকের আলোকে অপুষ্টি সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক কুসংস্কার ও অপপ্রচার দূরীকরণে পরিবারগুলোকে সচেতন করতে হবে। এভাবে অপুষ্টি দূর করার জন্য কর্মোপযোগী পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অপুষ্টি পরিবার তথা জাতির জন্য অভিশাপ স্বরূপ। এটি মোকাবেলা করতে পরিবারের সচেতন ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ রফিক সকালে পত্রিকা পড়ছিল। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদন পড়ে রফিক ব্যথিত হয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০১৭ সালে (জুন-ডিসে) বাপের বাড়ি থেকে স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোককে টাকা দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়। যার মধ্যে তিনজন নাবালেগা বধূ।

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৪]

ক. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রফিকের পড়া প্রতিবেদনের তথ্যে বাংলাদেশের কোন সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রফিকের পড়া প্রতিবেদনে যে সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে সমাজে তার প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদারক— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে বায়ুতে ক্রমবর্ধমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি এবং সূর্যের তাপ বিকিরণের মধ্যকার মিথস্ক্রিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফলকে বোঝায়।

খ জলবায়ু পরিবর্তন বলতে জলবায়ুর গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায়।

দীর্ঘ সময়ব্যাপী জলবায়ুর যেকোনো পরিবর্তনকে বলে জলবায়ু পরিবর্তন। কোনো কারণে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর অতিরিক্ত উদগীরণের ফলে অর্থাৎ গ্যাসের ঘনত্ব পরিবর্তনের প্রভাবে জলবায়ুর মধ্যে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাই জলবায়ু পরিবর্তন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আবহাওয়ার ধরন ও ঋতুবৈচিত্র্য পাল্টে দিয়েছে। যার কারণে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশি ঘটছে।

গ উদ্দীপকে রফিকের পড়া প্রতিবেদনের তথ্যে বাংলাদেশের যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বেশিরভাগ যৌতুকের কারণে সংঘটিত হয়। সাধারণভাবে যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। তেমনিভাবে এটি আরও নানাবিধ সমস্যার উৎস। অর্থনৈতিক দৈন্য, অক্ষমতা, ও অশিক্ষা এবং প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে সমাজে যৌতুকের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এ কারণে মানসিক নিপীড়ন, হত্যাকাণ্ড, আত্মহত্যার মতো ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটছে। যেমন: মানবাধিকার সংগঠন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৬' শীর্ষক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়, যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ২৩৯ জন নারী।

উদ্দীপকের রফিক পত্রিকার প্রতিবেদনে জানতে পারে বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার মতে, ২০১৭ সালে বাপের বাড়ি থেকে স্বামী বা শ্বশুর বাড়ির লোককে টাকা দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয় যা যৌতুককে নির্দেশ করছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রফিকের পড়া প্রতিবেদন বাংলাদেশের যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে রফিকের পড়া প্রতিবেদনে যৌতুক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে এবং সমাজে তার প্রভাব অনেক নিষ্ঠুর ও হৃদয় বিদারক।

যৌতুক একটি ভয়ানক সামাজিক সমস্যা। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বস্ব হারাতে হয়। ফলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়; দারিদ্র্যের হার বাড়ে। যৌতুক আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে পরিবারে অশান্তি দেখা দেয় যা কখনো পারিবারিক ভাঙনে রূপ নেয়। যৌতুকের কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয়। নারীরা শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেকক্ষেত্রে হত্যা বা আত্মহননের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। উদ্দীপকেও একই চিত্র ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক পত্রিকার প্রতিবেদনে জানতে পারে ২০১৭ সালে (জুন-ডিসেম্বর) টাকা অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির লোককে যৌতুক দিতে না পারায় ১০০৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয় যার মধ্যে তিনজন অপ্রাপ্তবয়স্ক। এতে বোঝা যায়, যৌতুক সমস্যা আমাদের সমাজে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এ সমস্যার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের রফিকের পড়া প্রতিবেদনে যৌতুকের চিত্র ফুটে উঠেছে যা সমাজে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

https://teachingbd24.com

তৃতীয় অধ্যায়: সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন

★★ সামাজিক সমস্যার ধারণা ও সংজ্ঞা

১. কোনটি সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়? [জ্ঞান]
ক আচরণগত সমস্যা খ অধিবিদ্যাগত সমস্যা
গ রাসায়নিক বিক্রিয়াগত সমস্যা
ঘ সামাজিক সমস্যা **ঘ**

২. আমাদের সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক লিখিত নিয়ম-কানুন দ্বারা
খ অলিখিত নিয়ম-কানুন দ্বারা
গ মানুষের ইচ্ছামাফিক
ঘ রাষ্ট্রকর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে **খ**

৩. 'সামাজিক সম্পর্কের অস্বাভাবিকতাই হচ্ছে সামাজিক সমস্যা'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ডেভিড ড্রেসলারের খ আর এল বার্কারের
গ এইচ এ ফেলপসের
ঘ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডারের **গ**

৪. সামাজিক সমস্যাগুলো কীসের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করে? [জ্ঞান] *[হামিদপুর ডাল-হেরা কলেজ, যশোর]*
ক ব্যক্তির খ পরিবারের
গ সমাজের ঘ রাষ্ট্রের **গ**

৫. *'The Study of Social Problems'* গ্রন্থটি কার? [জ্ঞান]
ক রব এবং সেল্‌জনিক
খ আর্ল রেবিন্টন এবং মার্টিন এস.ওয়েনবার্গ
গ অগবার্ন ও নিমকফ ঘ ল্যান্ডবার্গ ও ফ্রাঙ্ক **খ**

৬. সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যা মূলত— [অনুধাবন]
i. প্রত্যক্ষ প্রভাব রাখে
ii. অলৌকিক প্রভাব রাখে
iii. পরোক্ষ প্রভাব ফেলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য হলো- [অনুধাবন] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*
i. সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর
ii. সমাজ থেকে সৃষ্ট
iii. সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকর
ii. সমাজ থেকে সৃষ্ট
iii. সমস্যা সমাধানযোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

৯. 'Social problem disrupt social norms.'- উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক Maclver ও Page
খ John Wayne ও Peril
গ P B Horton ও JR Lesely
ঘ Ginsbarg **খ**

১০. সকল সামাজিক সমস্যার পরিসর কীরূপ? [অনুধাবন]
ক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ
খ দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ
গ সার্বজনীন
ঘ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ **গ**

১১. একটি সমাজের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়— [অনুধাবন]
i. বিশৃঙ্খলা ii. উন্নতি
iii. অশান্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১২. সামাজিক সমস্যা— [অনুধাবন]
i. মূল্যবোধ পরিপন্থি
ii. আদর্শ পরিপন্থি
iii. উন্নয়নের পরিপন্থি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সামাজিক সমস্যার কারণ

১৩. সমাজবিজ্ঞানী Ogburn ও Nimcoff সামাজিক সমস্যার কারণ উল্লেখ করেছেন কোন গ্রন্থে? [জ্ঞান]
ক *Sociology*
খ *An Outlines of Sociology*
গ *An Introduction of Sociology*
ঘ *A Hand Book of Sociology* **ঘ**

১৪. সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট সমস্যার প্রভাব কোথায় বেশি পরিলক্ষিত হয়? [অনুধাবন]
ক সমাজে খ সংঘে
গ পরিবারে ঘ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে **গ**

১৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কী কারণে শাসক ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হয়? [অনুধাবন]
ক সম্পদের অসম বণ্টন
খ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাব
গ আর্থিক সংকট
ঘ শোষিতের ওপর শাসকের অত্যাচার **ক**

১৬. কীসের মাধ্যমে একটি সমাজ তথা দেশের সামগ্রিক বিষয় প্রস্ফুটিত হয়? [জ্ঞান]
ক বিবর্তন খ সংস্কৃতি
গ সভ্যতা ঘ রাজনীতি **খ**

১৭. 'ক' এলাকায় হঠাৎ হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। এরূপ সমস্যা নিচের কোনটির ফল? [প্রয়োগ]
ক মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব খ সাংস্কৃতিক অসমতা
গ ধর্মীয় রীতিনীতির পার্থক্য
ঘ কুসংস্কার **ক**

Teachingbd.com

১৮. সমাজবিজ্ঞানী CM Case সামাজিক সমস্যার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন— [অনুধাবন]
i. বিরূপ প্রতিকূল অবস্থাকে
ii. অসংগঠিত ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক অবস্থাকে
iii. বিভিন্ন দলের মধ্যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৯. প্রতিটি সমাজে মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ থাকে, কেননা— [অনুধাবন]
i. বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান
ii. বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব
iii. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সামাজিক সমস্যার আন্তঃসম্পর্ক, জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও প্রভাব।

২০. 'পারমাণবিক যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে সমস্যা তা হলো জনসংখ্যাস্ফীতি'— কার উক্তি? [জ্ঞান]
ক রবার্ট ম্যালথাস খ ম্যাকাইভার
গ এ্যাডাম স্মিথ ঘ ম্যাকনামারা **ঘ**

২১. কোনো দেশে জনগণের জীবনযাত্রা ও সেবার মান সর্বোচ্চ করতে কোনটি দরকার? [অনুধাবন]
ক নির্দিষ্ট জনসংখ্যা
খ জনসংখ্যার সুষম বণ্টন
গ অসম জনসংখ্যা ঘ কাম্য জনসংখ্যা **ঘ**

২২. *THE POPULATION BOMB* গ্রন্থটির লেখক কে? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক অধ্যাপক অগর্বান খ গিলিক এন্ড গিলিক
গ পল এনরিখ ঘ র‍্যাগনার নার্কস **গ**

২৩. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক খাদ্য অনুপাতের জনসংখ্যা
খ আয়তন অনুপাতে জনসংখ্যা
গ জনসংখ্যা অনুপাতে সম্পদ বেশি
ঘ সম্পদ অনুপাতে জনসংখ্যা **ঘ**

২৪. কাম্য জনসংখ্যা + অতিরিক্ত জনসংখ্যা = ? [জ্ঞান] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক সুষম জনসংখ্যা খ অসম জনসংখ্যা
গ জনসংখ্যা সমস্যা ঘ জনসম্পদ **গ**

২৫. *An Essay on the principle of population* গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান] *[ভাইটিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]*
ক ১৭৯০ সালে খ ১৭৯৫ সালে
গ ১৭৯৭ সালে ঘ ১৭৯৮ সালে **ঘ**

২৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন কে? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক এ্যাডাম স্মিথ খ ম্যাকনামারা
গ ম্যালথাস ঘ কিংসলে ডেভিস **গ**

২৭. ২০১৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জনমিতিক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের স্থূল মৃত্যুহার কত? [জ্ঞান]
ক ৪.৫ জন খ ৫.৫ জন
গ ৬.২ জন ঘ ৬.৫ জন **খ**

২৮. বাংলাদেশে বর্তমানে মহিলা (১৫-৪৯) প্রতি উর্বরতার হার কত? [জ্ঞান]
ক ১.৩৬ খ ২.০৩
গ ১.৪৮ ঘ ২.১২ **ঘ**

২৯. নির্ভরশীল জনসংখ্যাকে কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত করা হয়? [অনুধাবন]
ক কর্মদক্ষতা খ আর্থিক সচ্ছলতা
গ শারীরিক শক্তি ঘ বয়স **ঘ**

৩০. ১৯৫১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমে আসার কারণ— [অনুধাবন]
i. বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিকাশ
ii. স্বাস্থ্য সচেতনতা
iii. যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩১. জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা হলো— [অনুধাবন] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
i. শিল্পদূষণ
ii. বেকারত্ব
iii. অপরাধ প্রবণতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৩২. সারা বিশ্বে উষ্ণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কেননা — [অনুধাবন]
i. অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহৃত হচ্ছে
ii. বন উজাড় হচ্ছে
iii. পারমাণবিক চুল্লির ব্যবহার বাড়ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

৩৩. কোনো চলমান ধারার একটি পর্যায় যদি স্বল্প মাথাপিছু আয় হলে এর পরবর্তী পর্যায় কী হবে? [অনুধাবন]
ক জীবনযাত্রার নিম্নমান খ কুসংস্কারাচ্ছন্নতা
গ বেকারত্ব ঘ অশিক্ষা **ক**

৩৪. যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে কীসের প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান]
ক তাত্ত্বিক জ্ঞান খ প্রায়োগিক জ্ঞান
গ গবেষণা ঘ সচেতনতা **গ**

৩৫. সমাজকর্মীরা বিলম্বে বিবাহের জন্য কীভাবে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে? [অনুধাবন]
ক চিকিৎসা সেবা প্রদান করে
খ পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে
গ নিজেরা সচেতন হয়ে
ঘ প্রচারণার মাধ্যমে **ঘ**

Teachingbd.com

৩৬. Front line Female Workers কাদের বলা হয়? [অনুধাবন]
ক সমাজকর্মীদের
খ নীতি নির্ধারকদের
গ পরিবার কল্যাণ সহকারীদের
ঘ রাজনীতিবিদদের
গ

৩৭. একজন সমাজকর্মী জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে গবেষণাকার্য পরিচালনা করতে পারে— [অনুধাবন]
i. এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য
ii. সমাজে এর প্রভাব খুঁজে বের করার জন্য
iii. সমাধানের দিক খুঁজে বের করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩৮. জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে— [অনুধাবন]
i. বিলম্বে বিবাহে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে
ii. বাস্তব তথ্যের জন্য গবেষণাকার্য পরিচালনার মাধ্যমে
iii. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মাহিনের বসবাসরত দেশটি বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশটিতে জনগণের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বহুমুখী সমস্যা বিরাজমান। তন্মধ্যে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

৩৯. উদ্দীপকে বর্ণিত মাহিনের বসবাসরত দেশের সাথে নিচের কোন দেশের সাদৃশ্য রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক বাংলাদেশের খ নেপালের
গ শ্রীলংকার ঘ মিয়ানমারের
ক

৪০. মাহিনের দেশে বিরাজমান উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের ক্ষেত্রে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে
ii. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে
iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

★★ বাংলাদেশে বেকারত্বের ধারণা ও সংজ্ঞা, কারণ, পরিস্থিতি এবং প্রভাব, বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

৪১. সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে কোন বিষয়টি? [জ্ঞান]
ক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন খ অর্থনৈতিক মন্দা
গ বন উজাড় ঘ কুসংস্কার
খ

৪২. অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা কোনটি? [জ্ঞান]
ক আত্মহত্যা খ বেকারত্ব
গ মাদকাসক্তি ঘ অপরাধপ্রবণতা
খ

৪৩. বাংলাদেশে বিরাজমান বেকার সমস্যার কারণ হিসেবে যা বলা যায় তা হলো— [অনুধাবন]
ক আবাদি ভূমির পরিমাণ হ্রাস
খ শিল্প-কারখানার অপর্যাপ্ততা
গ বাস্তবসম্মত শ্রম ও কর্মসংস্থান নীতির অভাব
ঘ উপরের সবগুলোই সঠিক
গ

৪৪. বেকার সমস্যার পেছনে অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি অন্য কোন কারণ কাজ করে? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক কারণ খ সাংস্কৃতিক কারণ
গ কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা
ঘ ব্যক্তিস্বাধীনতা
গ

৪৫. কোনো দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয় কীসের মাধ্যমে [অনুধাবন]
ক দলীয় হস্তক্ষেপ
খ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো
ঘ ব্যক্তি উদ্যোগ
গ

৪৬. একটি দেশের শিল্প বিকাশ কিংবা উন্নয়নমুখী কর্মসূচি গৃহীত হয় কীসের ভিত্তিতে? [জ্ঞান]
ক শ্রমিকের দক্ষতা খ সরকারের স্থায়িত্ব
গ দেশের মোট উৎপাদনের
ঘ দেশের প্রবৃদ্ধি
ঘ

৪৭. ইকোনমিস্ট কোন দেশের সাময়িকী? [জ্ঞান]
ক যুক্তরাষ্ট্র খ যুক্তরাজ্য
গ ইতালি ঘ জার্মান
খ

৪৮. বিশ্ব ব্যাংকের মতে, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার কত? [জ্ঞান]
ক ১৪.২% খ ১৩.৩%
গ ১৫.৫% ঘ ১৬.৫%
ক

৪৯. ILO-এর মতে, বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান কততম? [জ্ঞান]
ক ৫ম খ ৭ম
গ ১০ম ঘ ১২তম
ঘ

৫০. কোনটির দুর্বলতার কারণে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়? [জ্ঞান]
ক শিক্ষাব্যবস্থা খ যাতায়াত ব্যবস্থা
গ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঘ ধর্মীয় নীতি
ক

৫১. বেকারত্বের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির মধ্যে যোগ্যতা ও সামর্থ্যের উপস্থিতি
ii. এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা
iii. এটি সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের মানদণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

http://teachingbd.com

৫২. কোনো ব্যক্তির বেকারত্ব যেসব সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তি জীবনে অসংগতি সৃষ্টি করে
ii. পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে
iii. সামাজিক জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i, ii ও iii ঘ i ও iii **গ**

৫৩. এদেশের জন্মলগ্ন থেকে অস্থিতিশীল রাজনীতি ব্যাঘাত সৃষ্টি করে— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার বিকাশে
ii. সুষ্ঠু বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টিতে
iii. সুষ্ঠু শিল্পনীতি বাস্তবায়নে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
সমাজ থেকে সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সমাজকর্মী নওশীন এলাকার কিছু যুবকের মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং স্থানীয় একটি এনজিও থেকে তাদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দেয়।

৫৪. সমাজকর্মী নওশীনের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সমাজে কোন বিষয়টি হ্রাস পাবে? [প্রয়োগ]
ক নিরক্ষরতা খ বেকারত্ব
গ মূল্যবোধ ঘ যৌতুক প্রথা **খ**

৫৫. উক্ত সমস্যা দূরীকরণে সমাজকর্মী নওশীন আরও যেসব পদক্ষেপ নিতে পারে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ধর্মীয় গোঁড়ামি ও মূল্যবোধ পরিবর্তন
ii. মানুষকে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করা
iii. মানুষের মাঝে অর্থ সাহায্য বিতরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ অপুষ্টির ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও প্রভাব, অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫৬. পুষ্টি কী? [জ্ঞান]
ক খাদ্য খ খাদ্যের উপাদান
গ জৈবিক প্রক্রিয়া ঘ খাদ্যের ফল **গ**

৫৭. খাদ্যের পুষ্টিমান মূলত কয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে? [জ্ঞান]
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৫৮. বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৯৮ সালে খ ২০০০ সালে
গ ২০০২ সালে ঘ ২০০৪ সালে **খ**

৫৯. পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতাকোনটি? [জ্ঞান]
ক নিম্ন দৃষ্টিভঙ্গি খ মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব
গ অজ্ঞতা ঘ দ্বিধাগ্রস্ততা **খ**

৬০. গলগন্ডের জন্য দায়ী কী? [জ্ঞান]
ক ভিটামিনের অভাব খ আয়োডিনের অভাব
গ প্রোটিনের অভাব ঘ ক্যালসিয়ামের অভাব **খ**

৬১. একটি শিশুর জন্মের সময়কার আদর্শ ওজন কত? [জ্ঞান]
ক ১৫০০ গ্রাম খ ২৫০০ গ্রাম
গ ৩৫০০ গ্রাম ঘ ২৭০০ গ্রাম **খ**

৬২. বাংলাদেশের অপুষ্টির ক্ষেত্রে সাধারণত বয়স অনুপাতে কয় শ্রেণির শিশুর প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক ৪ শ্রেণির খ ৫ শ্রেণির
গ ৬ শ্রেণির ঘ ৭ শ্রেণির **ক**

৬৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় প্রসূতি এবং শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে কোনটি? [অনুধাবন]
ক শারীরিক অত্যাচার খ মানসিক নির্যাতন
গ পুষ্টিহীনতা ঘ অনুপযুক্ত পরিবেশ **গ**

৬৪. পুষ্টিহীনতার অন্যতম কারণ কোনটি? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক দারিদ্র্য খ দামী খাবারের অভাব
গ বেকারত্ব
ঘ সামাজিক নিরাপত্তার অভাব **ক**

৬৫. পুষ্টিহীনতা দেখা দেওয়ার যথাযর্থ কারণ কোনটি? [জ্ঞান] *[বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]*
ক পরিচ্ছন্ন খাদ্যের অভাব
খ জাতীয় খাদ্যের অভাব
গ সাধারণ খাদ্যের অভাব
ঘ সুষম খাদ্যের অভাব **ঘ**

৬৬. পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য সমাজকর্মীদের কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তিগত খ পারিবারিক
গ গোষ্ঠীগত ঘ সমন্বিত **ঘ**

৬৭. অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করতে সমাজকর্মীরা কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তিগত খ গোষ্ঠীগত
গ পারিবারিক ঘ সমষ্টিগত **ঘ**

৬৮. অপুষ্টিজনিত অবস্থায়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির কাজ করার সামর্থ্য বেড়ে যায়
ii. গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব হয়
iii. দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিল হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

৬৯. অপুষ্টির প্রভাবে— [অনুধাবন] *[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট]*
i. দেহের শক্তি ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়
ii. রিকেট, স্কার্ভি, বেরিবেরি ও কোয়াশিয়রকর রোগ হয়
iii. উৎপাদন ব্যাহত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭০. অপুষ্টি দূরীকরণে একজন সমাজকর্মীর ভূমিকা— [অনুধাবন]
i. জনগণকে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা
ii. অপুষ্টির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
iii. জনগণের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭১ ও ৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সোহা শাক-সবজি খেতে পছন্দ করে না। ভাত, রুটি, আলুভাজা, ডাল প্রায় প্রতিদিন খায়। এমনকি ফল খেতেও পছন্দ করে না। এ কারণে সোহা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

৭১. সোহা কোন ধরনের অপুষ্টির শিকার?
ক প্যাথলজিক্যাল অপুষ্টি
খ জৈব রাসায়নিক অপুষ্টি
গ খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টি
ঘ তাপ শক্তির অভাবজনিত অপুষ্টি **গ**

৭২. সোহাকে সুস্থ করে তুলতে প্রয়োজন—
i. সুষম খাদ্য
ii. খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন
iii. অধিক ফল খাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ যৌতুকের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি, প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা

৭৩. পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক উপহার খ যৌতুক
গ কাবিন ঘ দেনমোহর **খ**

৭৪. হিন্দু সমাজব্যবস্থায় কোন সময়ের পর পিতার সম্পত্তিতে কন্যার আর অধিকার নেই? [জ্ঞান]
ক প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর
খ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পর
গ বিয়ের পর ঘ সন্তান হওয়ার পর **গ**

৭৫. অনেক সময় উচ্চবিত্ত পরিবার অনেক ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক উপঢৌকন দাবি করে কী কারণে? [অনুধাবন]
ক প্রথা রক্ষার্থে
খ ধনসম্পদ বৃদ্ধি করতে
গ লোভের বশবর্তী হয়ে
ঘ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে **গ**

৭৬. গ্রাম্য এলাকায় নারী নির্যাতনমূলক ঘটনার জন্য নিচের কোনটি বেশি দায়ী? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহ খ মাদকাসক্তি
গ যৌতুক প্রথা ঘ পুরুষের মানসিকতা **গ**

৭৭. যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোনটি? [জ্ঞান]
ক সমাজ খ পরিবার
গ রাষ্ট্র ঘ গোষ্ঠী **খ**

৭৮. বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় যৌতুক প্রথা প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখা যায়— [অনুধাবন]
i. অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে
ii. অজ্ঞতার কারণে
iii. প্রচলিত মূল্যবোধের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৯. যৌতুক প্রথা দূরীকরণে সমাজকর্মীর ভূমিকা হলো— [অনুধাবন]
i. প্রচার অভিযান করা
ii. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা দান
iii. যৌতুক নেওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৮০. সমাজে যৌতুক প্রথা নিরোধ করা সম্ভব- [অনুধাবন] *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
i. যৌতুক নিরোধ আইন প্রয়োগ করে
ii. যৌতুক প্রথার সমালোচনা করে
iii. যৌতুক নিরোধ আইনের প্রচারণার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ বিবাহ, বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ, পরিস্থিতি ও প্রভাব এবং সমাজকর্মীর ভূমিকা

৮১. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় পূর্বে যদি কোনো ছেলেমেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয় তাহলে সেটি কোন ধরনের বিবাহের আওতায় পড়ে? [জ্ঞান]
ক স্বাভাবিক বিবাহ খ বাল্যবিবাহ
গ বহুবিবাহ ঘ বহির্বিবাহ **খ**

৮২. বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ কোনটি? [জ্ঞান] *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়
খ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি
গ মেয়েদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
ঘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা **গ**

Teachingbd.com

৮৩. বিবাহের প্রথম এবং প্রধান শর্ত কী? [জ্ঞান] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক পাত্রের পছন্দ খ পাত্রীর পছন্দ
গ পাত্র-পাত্রীর বয়স ঘ পরিবারিক সম্পত্তি **গ**

৮৪. বাল্য বিবাহ আইন প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২৪ সালে খ ১৯২৭ সালে
গ ১৯২৯ সালে ঘ ১৯৪১ সালে **গ**

৮৫. বর্তমানে বছরে সারা বিশ্বে কী পরিমাণ বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক ১০. ১ মিলিয়ন খ ১২.৭ মিলিয়ন
গ ১৩.৩ মিলিয়ন ঘ ১৪.২ মিলিয়ন **ঘ**

৮৬. শিশু নীতি ২০১০ অনুযায়ী ১৮ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কত শতাংশ মহিলা ছিল? [জ্ঞান]
ক ৪৩% খ ৪৪%
গ ৪৫% ঘ ৪৮% **ঘ**

৮৭. বাংলাদেশের কোন এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যায়? [জ্ঞান]
ক গ্রাম অঞ্চলে খ শহর অঞ্চলে
গ রাজধানীতে ঘ মফস্বলে **ক**

৮৮. বাল্য বিবাহ বিষয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যে সকল শাস্তির বিধান রয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কে? [জ্ঞান]
ক পুলিশ খ সমাজকর্মী
গ আইনজীবী ঘ সাংবাদিক **খ**

৮৯. GNB Bangladesh Alliance-গঠনের উদ্যোক্তা কোন সংস্থা? [জ্ঞান]
ক ব্র্যাক খ বার্ড
গ প্রশিকা ঘ কেয়ার **ক**

৯০. বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি সমাজে প্রচলিত— [অনুধাবন]
i. পরিবার গঠনে
ii. বংশরক্ষায়
iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯১. আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ এখনও বেশ সক্রিয় হওয়ার কারণ হলো— [অনুধাবন]
i. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
ii. কুসংস্কার
iii. সঠিক শিক্ষা প্রাপ্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ মাদকাসক্তের ধারণা, কারণ, বাংলাদেশে মাদকাসক্তি, পরিস্থিতি প্রভাব ও সমাজকর্মীর ভূমিকা

৯২. মাদকাসক্তি নামক সামাজিক সমস্যাটির উৎপত্তি হয় কোথায়? [জ্ঞান]
ক পাশ্চাত্যে খ প্রাচ্যে
গ মধ্যপ্রাচ্যে ঘ ভারতীয় উপমহাদেশে **ক**

৯৩. সাধারণভাবে মাদকাসক্তি বলতে কী বোঝায়? [অনুধাবন]
ক ওষুধের প্রতি আসক্তি
খ কোনো একটি বিশেষ দ্রব্যের প্রতি আসক্তি
গ মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি
ঘ ঘুমের ওষুধের প্রতি আসক্তি **গ**

৯৪. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার কারণ কোনটি? [অনুধাবন]
ক জনগণের মধ্যে মাদক সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা
খ বাংলাদেশ মাদক পাচারের জোনে অবস্থিত
গ বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য অনেক বেশি উৎপাদিত হয় বলে
ঘ প্রতিবেশী দেশ থেকে মাদকদ্রব্য আমদানি করার জন্য **খ**

৯৫. বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুপ্রবেশ করছে কোন কারণে? [জ্ঞান]
ক আকাশ সংস্কৃতির কারণে
খ জনগণের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার কারণে
গ পাশ্চাত্য দেশগুলোর চাপে
ঘ বৈশ্বিক নীতি অনুযায়ী **ক**

৯৬. 'হে ইমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারে যেও না।' এ আয়াতটি পবিত্র কোরআনের কোন সুরার অন্তর্গত? [জ্ঞান]
ক সুরা আল ইমরান খ সুরা নিসা
গ সুরা মায়েদা ঘ সুরা ফীল **খ**

৯৭. মাদকদ্রব্যের প্রসার বেশি হওয়ার কারণ কোনটি? [জ্ঞান]
ক প্রশাসনিক দুর্বলতা
খ রাজনৈতিক শিথিলতা
গ অবাধে আমদানি-রপ্তানি
ঘ অবাধে ক্রয়-বিক্রয় **ক**

৯৮. আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস কবে? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*
ক ১৩ জুন খ ১৪ জুন
গ ১৫ জুন ঘ ১৬ জুন **ঘ**

৯৯. আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস ঘোষিত হয় কোন বছরে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৮ খ ১৯৯০
গ ১৯৮৯ ঘ ১৯৮৭ **গ**

১০০. মাদকদ্রব্য চোরাচালানের কোন পথ বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে গিয়েছে? [জ্ঞান]
ক গোল্ডেন ক্রিসেন্ট খ গোল্ডেন ওয়েজ
গ গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গাল ঘ সিলভার ওয়েজ **গ**

১০১. বাংলাদেশের কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি গাঁজার চাষ হয়? [জ্ঞান]
ক কুমিল্লার পাহাড়ি এলাকায়
খ সিলেটের পাহাড়ি এলাকায়
গ চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়
ঘ বাগেরহাটের উপকূলীয় এলাকায় **গ**

১০২. বাংলাদেশে মাদকসেবনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা ও অভিযোগের পরিসংখ্যান তুলে ধরে কোন প্রতিষ্ঠান? [জ্ঞান]
ক NNC খ BNCC
গ DNC ঘ UNO **গ**

Teachingbd.com

১০৩. কখন মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে? [জ্ঞান]
ক প্রথম মাদক গ্রহণ থেকে
খ মাদকসেবনকারীদের সংস্পর্শে থাকলে
গ পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে
ঘ নিয়মিত মাদকগ্রহণ শুরু করলে **ঘ**

১০৪. মাদকাসক্তি মোকাবিলায় কোনটির প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক পারিবারিক শিক্ষা খ সাংস্কৃতিক শিক্ষা
গ পাঠ্যপুস্তকগত জ্ঞান
ঘ বন্ধুবান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক **ক**

১০৫. বাংলাদেশের অসংখ্য যুবক হতাশা, বেকারত্ব, কৌতূহলবশত অহরহ মাদক গ্রহণ করছে। এদের গড় বয়স কত বছর? [জ্ঞান]
ক ১৫ বছর খ ১৭ বছর
গ ২০ বছর ঘ ২২ বছর **ঘ**

১০৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের কার্যক্রম হলো- [অনুধাবন] *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
i. মাদকদ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা
ii. মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা
iii. মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৭. জাতিসংঘের ব্যাখ্যানুযায়ী মাদকাসক্তির বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. নিয়মিত মাদকদ্রব্য গ্রহণের দুর্দমনীয় ইচ্ছা
ii. মাদকের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রবণতা
iii. মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i, iii ও iii ঘ i **গ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
স্কুল পড়ুয়া ছাত্র রোহান একদিন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ধূমপান করে। পরবর্তীতে সে ক্রমে নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার বাবা নিকটস্থ একজন সমাজকর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন।

১০৮. নিয়মিত নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ রোহানের— [প্রয়োগ]
i. মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে
ii. পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হবে
iii. সামাজিক অবস্থান উর্ধ্বগামী হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৯. রোহানকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে একজন সমাজকর্মী— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারেন
ii. পারিবারিক ভূমিকাকে জোরদার করতে পারেন
iii. কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ অটিজমের ধারণা, বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি, অটিজমের প্রভাব, অটিজম সমস্যায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

১১০. অটিজম শব্দটি কোন শব্দ থেকে আগত? [জ্ঞান]
ক স্প্যানিশ খ উর্দু
গ ইংরেজি ঘ গ্রিক **ঘ**

১১১. অটিজম কী? [জ্ঞান]
ক দৈহিক প্রতিবন্ধিতা
খ মানসিক প্রতিবন্ধিতা
গ স্নায়বিক প্রতিবন্ধিতা
ঘ মস্তিষ্কের নিউরোন সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধিতা **খ**

১১২. পূর্বে অটিজমকে কোন রোগ বলে ভুল করা হতো? [জ্ঞান]
ক Sadomasochism খ Schizophrenia
গ Kalptomania ঘ Hallucinogen **খ**

১১৩. সর্বপ্রথম কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ শিশুদের মধ্যে অটিজম রোগটি শনাক্ত করেন? [জ্ঞান]
ক জনসন টুপার খ মাইকেল রুটার
গ লিও ক্যানার ঘ আহমদ ওকাসা **গ**

১১৪. অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার শিশুর জন্মের কত বছরের মধ্যেই প্রকাশ পায়? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক দুই বছর খ তিন বছর
গ চার বছর ঘ পাঁচ বছর **খ**

১১৫. অটিজম সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১১-১২ জুলাই ২০১১
খ ২৫-২৬ জুলাই ২০১১
গ ২৭-২৮ আগস্ট ২০১২
ঘ ১৯-২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ **খ**

১১৬. বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস কত তারিখ? [জ্ঞান] *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*
ক ২ এপ্রিল খ ১০ এপ্রিল
গ ১৭ এপ্রিল ঘ ১ মে **ক**

১১৭. 'সর্বাত্মক ও সমন্বিত উদ্যোগ' নামে অটিজম বিষয়ক প্রস্তাব কোন সংস্থার মাধ্যমে অনুমোদন দেওয়া হয়? [জ্ঞান]
ক WFP খ FAO
গ WHO ঘ IBRD **গ**

১১৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ASD-আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা কত? [জ্ঞান]
ক ১,৮০,০০০ জন খ ২,১০,০০০ জন
গ ২,৫০,০০০ জন ঘ ২,৮০,০০০ জন **ঘ**

১১৯. একটি শিশু অটিজম আক্রান্ত কী না তা কে বেশি নির্ধারণ করতে পারে? [জ্ঞান] */মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/*
ক একজন সমাজকর্মী খ শিশুর মা-বাবা
গ রোগ নির্ণয়কারী ঘ মনোবিজ্ঞানী **গ**

১২০. অটিজমের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য হলো— [অনুধাবন]
i. এটি কোনো অক্ষমতা নয়
ii. এটি শারীরিক বিকাশগত সমস্যা
iii. এটি কোনো মানসিক রোগ নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

http://teachingbd.com

১২১. অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়— [অনুধাবন]
i. খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে
ii. সামাজিকতার ক্ষেত্রে
iii. আচার আচরণের ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১২২. অটিজমের বৈশিষ্ট্য হলো – [অনুধাবন] */অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা/*
i. তিন বছরের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশিত হয়
ii. মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা
iii. মানসিক রোগজনিত সমস্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১২৩. অটিজম সমস্যা নিয়ে সমাজকর্মীরা যে কাজ করতে পারে— [অনুধাবন]
i. সুশীল সমাজকে সচেতন করে তুলতে পারে
ii. অটিস্টিক শিশুদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে
iii. এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়কের ভূমিকা রাখতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১২৪ ও ১২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ময়মনসিংহের একটি শিশু নিবাসে পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায় এখানকার শিশুরা একে অন্যের সাথে মিশতে চায় না। তার একা একা খেলতে পছন্দ করে। তাদের মেজাজ খুব খিটখিটে এবং তারা প্রচণ্ড রাগী। */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/*

১২৪. উদ্দীপকের শিশুদেরকে কী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়? [প্রয়োগ]
ক অস্বাভাবিক শিশু খ অটিস্টিক শিশু
গ প্রতিবন্ধী ঘ মানসিক রোগী **খ**

১২৫. উক্ত শিশুদের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সামাজিকতার ক্ষেত্রে
ii. আচরণের ক্ষেত্রে
iii. খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ

১২৬. গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা কত বেড়েছে? [জ্ঞান]
ক ১১° সে. খ ১২° সে.
গ ১৩° সে. ঘ ১৫° সে. **ঘ**

১২৭. গ্রিন হাউজ গ্যাস কী? [জ্ঞান] */কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ/*
ক গ্রিন হাউজে ব্যবহৃত গ্যাস
খ সবুজ গাছ থেকে নিসৃত গ্যাস
গ যে গ্যাস তাপমাত্রা ধরে রাখতে পারে
ঘ গৃহে ব্যবহৃত এক প্রকার গ্যাস **ঘ**

১২৮. জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ ফলস্বরূপ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কত সে.মি বেড়েছে? [জ্ঞান]
ক ১০-২৫ সে. মি. খ ১৫-৩০ সে. মি.
গ ২০-৩৫ সে. মি. ঘ ২৫-৪০ সে. মি. **ক**

১২৯. পরিবেশে মিথেন গ্যাস বৃদ্ধির কারণ নিচের কোনটি? [জ্ঞান]
ক বন উজাড় ও গাছপালা কর্তন
খ বর্জ্য পদার্থ, গোবর ও উদ্ভিদ পচন
গ এয়ার কন্ডিশনার ও ফ্রিজের ব্যবহার
ঘ কলকারখানার ধোঁয়া ও জীবাশ্ম জ্বালানি **খ**

১৩০. জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক সংস্থা IPCC-এর মতে বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ কী? [অনুধাবন]
ক পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি
খ আবহাওয়ার পরিবর্তন
গ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি
ঘ অর্থনৈতিক মন্দা **গ**

১৩১. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো— [অনুধাবন]
i. ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস
ii. সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি
iii. গ্রিন হাউজ গ্যাসের অতিরিক্ত উদগীরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

১৩২. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের পরিমাণ কত? [জ্ঞান]
ক ৩০ লাখ ৩ হাজার হেক্টর
খ ৩৫ লাখ ৪০ হাজার হেক্টর
গ ৪০ লাখ ৪৭ হাজার হেক্টর
ঘ ৪৫ লাখ ২২ হাজার হেক্টর **গ**

১৩৩. বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কত বর্গ কিলোমিটার এলাকা আকস্মিক বন্যার শিকার হয়? [জ্ঞান]
ক ৪ হাজার খ ৩ হাজার
গ ২ হাজার ঘ ১ হাজার **ক**

১৩৪. ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের কত শতাংশ ভূমি প্লাবিত হবে? [জ্ঞান]
ক ৫—১০% খ ১০—১৫%
গ ১৫—২০% ঘ ২০—২৫% **খ**

১৩৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০২০ সাল নাগাদ পৃথিবীর কত শতাংশ প্রাণিকূল বিলুপ্তির মুখে পড়বে? [জ্ঞান]
ক ১০—১৫% খ ১৫—২০%
গ ২০—২৫% ঘ ২০—৩০% **ঘ**

Teachingbd.com

১৩৬. জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী কোন ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে? [জ্ঞান]
ক জলবায়ুর ঝুঁকি নিরূপণে
খ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ নিরূপণে
গ আত্মসচেতন হয়ে
ঘ সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে **ক**

১৩৭. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী কয় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬ **ক**

১৩৮. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী কোন ভূমিকাটি পালন করতে পারে? [জ্ঞান]
ক নির্দেশক খ পরিচালক
গ পরিদর্শক ঘ সমন্বয়ক **ঘ**

১৩৯. জলবায়ুর পরিবর্তন বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের ওপর যে প্রভাব ফেলছে— [অনুধাবন]
i. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে
ii. মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে
iii. অতিথি পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১৪০. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটে একজন সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা প্রদান করে
ii. ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে
iii. প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ এইচআইভি এইডসের ধারণা, কারণ, সংক্রমণের বাহন, প্রভাব এবং এইচআইভি এইডস প্রতিরোধে সমাজকর্মীর ভূমিকা

১৪১. কোন রোগের কোনো চিকিৎসা নেই বা এ পর্যন্ত টিকাও আবিষ্কৃত হয়নি? [জ্ঞান]
ক ধনুষ্টংকার খ ম্যালেরিয়া
গ জন্ডিস ঘ এইডস **ঘ**

১৪২. HIV শরীরের কোনো কোষের মধ্যে প্রবেশ করলে কোষের জিন থেকে ভাইরাসের জিন সর্বপ্রথম নিচের কোনটি করে? [জ্ঞান]
ক প্রতিলিপি তৈরি করে
খ প্রতিলিপি পুনঃস্থাপন করে
গ কোষের জিন নষ্ট করে দেয়
ঘ নতুন কোষ গঠন করে **ক**

১৪৩. এইডস ভাইরাস রোগ প্রতিরোধকারী কোন কোষকে ধ্বংস করে? [জ্ঞান]
ক T_2 খ T_4
গ T_5 ঘ T_6 **খ**

১৪৪. বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী কয়টি উপায়ে মানুষের শরীরে HIV জীবাণু প্রবেশ করে? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

১৪৫. পারিবারিক বিশ্বাসহীনতা, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় কোন রোগের ফলে? [জ্ঞান]
ক রাতকানা খ ক্যান্সার
গ এইডস ঘ বসন্ত **গ**

১৪৬. এইডস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ কী? [জ্ঞান] *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*
ক শরীরের ওজন দ্রুত কমে যায়
খ পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়া
গ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকের আক্রমণ
ঘ উপরের সবগুলো **ঘ**

১৪৭. UNFPA রিপোর্ট ২০০৩ অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বে HIV-তে আক্রান্ত ৫০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরই বয়স কত বছরের মধ্যে? [জ্ঞান]
ক ১২—২০ বছর খ ১৫-৩০ বছর
গ ১৮—২৭ বছর ঘ ১৫-২৪ বছর **ঘ**

১৪৮. এইডস কেন হয়? [জ্ঞান]
ক সংক্রমিত রোগীর চোখের পানির সংস্পর্শে
খ এইচআইভি ভাইরাস আক্রমণ করলে
গ আক্রান্ত রোগীর থালা বাসন ব্যবহার করলে
ঘ আক্রান্ত রোগীর সাথে আলিঙ্গন করলে **খ**

১৪৯. এইডস থেকে সবাইকে দূরে রাখতে নিচের কোনটি প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক তাত্ত্বিক ধারণা
খ আক্রান্ত রোগীদের নির্বাসনে রাখা
গ রোগের জীবাণু নির্মূল করা
ঘ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা **ক**

১৫০. সমাজকর্মীরা এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে কোন কৌশল প্রয়োগ করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক সমষ্টি সংযোগ কৌশল
খ জনসচেতনতামূলক কৌশল
গ উদঘাটনমূলক কৌশল
ঘ সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল **গ**

১৫১. মানবদেহের কোষের মধ্যে HIV প্রবেশ করলে এ ভাইরাস নতুন কোষ গঠন করে— [অনুধাবন]
i. কোষের প্রতিলিপি তৈরি করে
ii. কোষের প্রতিলিপি নিজের DNA-এর মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়
iii. কোষের সাথে HIV ও নতুন কোষ গঠন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৫২. এইডস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমাজকর্মী যে বিষয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
ii. এইডসের ভয়াবহতা তুলে ধরা
iii. পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুকরণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৪: সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা

প্রশ্ন ▶১ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]

ক. পরিবার কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকের প্রশ্নবোধক (?) স্থানে উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে এর ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ছকের প্রশ্নবোধক (?) চিহ্নিত স্থানে মানানসই প্রত্যয়টির ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারেন? ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান-সন্ততির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কতগুলো সুনির্দিষ্ট আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালীর সমষ্টিকে বোঝায়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ অনুমোদিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের বহুমুখী মানবিক প্রয়োজন পূরণ করে। এর মাধ্যমে সমাজ নির্ধারিত এবং রাষ্ট্র প্রবর্তিত কিছু নিয়ম-নীতি বা পদ্ধতি সমাজের মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিবাহ, পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্র ইত্যাদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে।

গ ছকের প্রশ্নবোধক স্থানে 'গণমাধ্যম' শব্দটি বসবে। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে এর ভূমিকা অপরিসীম।

সামাজিক সমস্যা সমাজের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়। বর্তমান স্যাটেলাইট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ও প্রসারের যুগে সামাজিক সমস্যা সমাধান বা প্রতিরোধে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো আগের তুলনায় আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে।

গণমাধ্যমের অন্যতম শাখা হলো সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন। সমাজের যেকোনো অসঙ্গতি, অসাধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্ম, বিভিন্ন অপরাধ, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার টেলিভিশন বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম। সমাজ ও জাতীয় জীবনের নানারকম অনিয়ম, অন্যায়-অবিচার, অপরাধ বা দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জাতির উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির বড় ভূমিকা রয়েছে। ইন্টারনেট সামাজিক যোগাযোগ ও তথ্যের প্রচারকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এতে করে নাগরিক বিড়ম্বনা, নারী নির্যাতন বা শিশু পাচারের মতো অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা সহজ হচ্ছে। ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো (যেমন- ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে ভূমিকা রাখছে। তাই বলা যায়, ছকের প্রশ্নবোধক স্থানে উল্লিখিত গণমাধ্যম সামাজিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ঘ গণমাধ্যমের ভূমিকার উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান বাহন হলো গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এ কারণে সাধারণ মানুষের চিন্তাচেতনা ও মন-মানসিকতার পরিবর্তনে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো সমাজে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাক স্বাধীনতার অভাব দক্ষতা-অভিজ্ঞতার অভাব বা মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতাসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। এক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিস্থিতির মোকাবিলা ও সমাধানে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কেননা তারা বিশ্বাস করেন, গণমাধ্যমের কিছু সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যেমন— বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, মানসম্মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার, হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার প্রভৃতি। গণমাধ্যম এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হতে পারে। তাই গণমাধ্যম ও এর কর্মীদের সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশল সহায়ক হয়।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গণমাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ আর সমাজকর্মীরা হলেন ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের প্রতিনিধি। তাই ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমকে যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম করতে সমাজকর্মীরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶২ গণমাধ্যম বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের এক পর্যায়ে শিক্ষক গণমাধ্যম বিষয়ক আলোচনা করেন। গণমাধ্যম জনগণের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সরবরাহ করে। জনগণ সরাসরি তা দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন। তিনি কিছু গণমাধ্যমের উদাহরণ দেন। যেমন- রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি। এসব মাধ্যমসমূহ জনমত গঠনে সহায়তা করে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি কার উক্তি? ১

খ. উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত কী? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত উদাহরণসমূহ কী প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— উক্তিটি ইংরেজ নৃ-বিজ্ঞানী Sir Edward Burnett Tylor-এর।

খ দেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরে যে আদালত বিদ্যমান তাকে উচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট বলে। এ আদালত মধ্যম স্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল শুনানি ও বিচার করে। জনগণ মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে এই আদালতে রিট জারি করতে পারে।

অন্যদিকে নিম্ন আদালত মূলত দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের বিচার কাজ পরিচালনা করে। এটি আবার দুই রকম হয়,

Teachingbd24.com

যেমন— ফৌজদারি আদালত ও দেওয়ানি আদালত। ফৌজদারি আদালতে হত্যা, খুন, ডাকাতি, ইত্যাদি বিবাদের বিচার হয়। অন্যদিকে দেওয়ানি আদালত নাগরিক অধিকার ও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের বিচার করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
বর্তমানে ঘরে বসে যেকোনো বিষয়ে তথ্য জানা যায়। বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসব তথ্য উপস্থাপিত হয়। কোনো মাধ্যমে তথ্যচিত্র দেখা যায়, কোনোটিতে শোনা যায়, আবার কোনো কোনো মাধ্যমে শোনা ও দেখার কাজ একসাথে করা যায়। এজন্য গণমাধ্যমের অনেকগুলো প্রকারভেদ পাওয়া যায়। তবে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম দুই রকম।
সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় তার একটি হলো প্রিন্ট মিডিয়া। আর অন্যটি হলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে— সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, বিভিন্ন প্রকার বই, প্রচারপত্র, বিলবোর্ড, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে— টেলিভিশন ও বেতার। এছাড়া আধুনিক গণমাধ্যম দৈনন্দিন জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। আধুনিক গণমাধ্যমের মধ্যে রয়েছে— অনলাইন পোর্টাল, বিভিন্ন ওয়েব পেজ, ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ইত্যাদি। উদ্দীপকেও উক্ত বিষয়গুলো দৃশ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রগুলো নানারকম তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনমত গঠন করে।
সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ, গঠনমূলক কোনো কাজ পরিচালনা বা ইতিবাচক যেকোনো উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের উদাহরণে গণমাধ্যমের চারটি ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকে রেডিও, টিভি, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের কথা বলা হয়েছে। এগুলো বর্তমানে শীর্ষস্থানীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম।
টেলিভিশন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় গণমাধ্যম। বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে টেলিভিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নানারকম অপরাধমূলক কার্যকলাপের সচিত্র প্রতিবেদন, অনুসন্ধানমূলক তথ্য উপস্থাপনে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ, ইটিভি (ETV)-এর 'একুশের চোখ', ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের 'তালাশ', যমুনা টেলিভিশনের '৩৬০°' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সমাজের নানা রকম অসঙ্গতি বা সমস্যা তুলে ধরে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বেতার গণমাধ্যম হিসেবে নানা ধরনের তথ্যমূলক সংবাদ, যাত্রা, নাটক, আলোচনা, বক্তৃতা প্রকাশ করে যা শ্রোতাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজ সচেতনতামূলক ও নির্মল বিনোদনের জন্য যেসব চলচ্চিত্র তৈরি হয় সেগুলো সাধারণ জনগণকে মহৎ চিন্তা ও কাজে উৎসাহী করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সঙ্গীতের মাধ্যমেও সমাজের নানা অসঙ্গতির কথা তুলে ধরা হয়; যা সমাজের জনগণকে সচেতন করে তোলে।
পরিশেষে বলা যায়, উপরে আলোচিত প্রক্রিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমগুলো জনমত গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ শিল্পবিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেক শিথিল হয়ে পড়ছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে শিশুদের মাঝে অসংযত আচরণ, কুপ্রবৃত্তি ও অমানবিক আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না, বরং তারা বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মোবাইল ও চ্যাট করতে পছন্দ করে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]

ক. "প্রতিষ্ঠান হল সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যেগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"— কে বলেছেন? ১
খ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. অনুচ্ছেদে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? সুপারিশ দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক "প্রতিষ্ঠান হলো সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যেগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়", এ সংজ্ঞাটি ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজের।

খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশের নাগরিকদের কল্যাণে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করে।
যেসব সংস্থার মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধানে প্রয়োগ করা হয়, তাদেরকেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। এক্ষেত্রে যারা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইনের প্রতি অনুগত থেকে সমাজের নিয়ম ও আদর্শ ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করে এবং শাস্তি প্রদান করে তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ অনুচ্ছেদে শিশুদের উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তি, অসংযত ও অমানবিক আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে পরিবার।
জন্মের পর একটি শিশু পরিবারেই বেড়ে ওঠে। তার স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। পরিবারই হলো শিশুর জন্য প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর মা-বাবা শিশুকে সামাজিক নিয়ম ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিবার তার দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে।
উদ্দীপকে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কিছু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা টিভিতে ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না, বরং তাদের অনেকেই বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, মোবাইল ফোন প্রভৃতি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এর ফলে তাদের চারিত্রিক গঠন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। আবার বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে তারা নানা ধরনের কিশোর অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে। এমনকি জড়িয়ে যাচ্ছে মাদকাসক্তির জালে। এদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের জন্য পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা অপরিহার্য। প্রত্যেক বাবা-মায়ের উচিত সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা ও অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে বা জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে অনেক বাবা-মাই সন্তানদের ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারছেন না। আর বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণে কোনো কোনো শিশু-কিশোর বিপথে চলে যাচ্ছে। সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যার মূল কারণ পরিবারের ব্যর্থতা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর অপরাধ ও মাদকাসক্তি সমস্যার সমাধানে গণমাধ্যম সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
যেকোনো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনগণ সচেতন হলে সম্মিলিতভাবে যেকোনো সমস্যা সমাধানে কাজ করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম, যেমন— রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রভৃতির সঠিক ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, কিশোর-কিশোরীদের অপরাধী হয়ে ওঠার পেছনে তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এ সমস্যা সমাধানে পরিবারকেই এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ছেলে-মেয়েরা টেলিভিশনে কোন ধরনের চ্যানেল বা

https://teachingbd24.com

অনুষ্ঠান দেখছে, ফেসবুকে কী করছে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এ সব মাধ্যম থেকে তাদেরকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। এজন্য এ মাধ্যমগুলো থেকে তারা যেন শিক্ষা ও সুষ্ঠু বিনোদন নিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নানা আকর্ষণীয় উপায়ে কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারে। সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তিকে সচেতনতা সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৪ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকুরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকুরি করার কারণে আব্দুল জলিল এর বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. ইংরেজি "Family" শব্দটি কোন শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে? ১

খ. বিবাহ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি "Family" শব্দটি ল্যাটিন "Famulus" শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে।

খ বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি; যা সংশ্লিষ্ট সমাজ বা দেশের প্রচলিত রীতি-নীতি ও আইন দ্বারা স্বীকৃত।

পরিবার গঠনের বৈধ উপায় হলো বিবাহ। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি মানব সমাজের একটি সর্বজনীন রীতি। সমাজ এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন রীতি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারকে আকারের ভিত্তিতে অণু পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন প্রকার। যথা- অণু পরিবার, বর্ধিত পরিবার ও যৌথ পরিবার। শাব্দিক অর্থে অণু পরিবার অর্থ ছোট পরিবার। এ ধরনের পরিবার স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে গঠিত হয়। অণু পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাধারণত ৩ /৪ জনের বেশি হয় না।

উদ্দীপকের আব্দুল জলিলের বড় ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। গ্রাম থেকে শহরে এসে তারা নতুন সংসার জীবন শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের পরিবারটি বড় একটি পরিবারের অংশ থেকে ছোট পরিবারে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের পরিবার দুজন সদস্য নিয়ে গঠিত। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে একটি অণু পরিবার। কিছু দিন আগেও আব্দুল জলিলের বড় ছেলে তার বাবা-মা ও ভাইদের সাথে বর্ধিত পরিবারে বসবাস করতেন, কিন্তু চাকরির সুবাদে তিনি শহরবাসী হয়েছেন। তাই বলা যায়, আকারের ভিত্তিতে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি অণু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ প্রশ্নে উল্লিখিত পরিবার তথা অণু পরিবারের গুরুত্ব বাংলাদেশে দিন দিন বাড়ছে।

সমাজকাঠামো ও মানুষের জীবনব্যবস্থায় পরিবর্তন একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। প্রাচীনযুগের সমাজব্যবস্থা যেমন ছিল এখন আর সেরকম নেই। এই পরিবর্তন সমাজকাঠামোর প্রতিটি স্তরেই ঘটেছে। ফলে সময়ের সাথে সাথে পরিবারের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। এক সময়ের স্বাভাবিক চিত্র যৌথ পরিবারের জায়গায় এখন অণু বা একক পরিবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে এক সময় মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি সবাইকে নিয়ে একসাথে বসবাসের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তবে শিল্পায়ন ও নগরায়ণসহ বিভিন্ন কারণে অণু বা একক পরিবার গঠনের হার দ্রুত বাড়তে থাকে। অণু পরিবারের সুবিধা হলো, এই পরিবার কাঠামোতে সন্তান-সন্ততির জন্য সহজেই সব ধরনের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। পরিবারের আকার ছোট হওয়ায় সন্তানের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, মানসম্মত শিক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা যায়। এ কারণে দিন দিন অণু পরিবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে এ কথাও সত্যি যে, অতীতের মতো পারিবারিক সংযোগ বা মানসিক অনুভূতির আদান-প্রদান অণু পরিবারে অনেকাংশেই অনুপস্থিত।

সামগ্রিক আলোচনা থেকে বলা যায়; অণু বা একক পরিবারের উৎপত্তি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ঘটনা হলেও দিন দিন এর বিস্তার ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ ইউসুফ ও উমা ভালো বন্ধু। পারিবারিক ও সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয়। তাদের মধ্যকার এ সামাজিক বন্ধনই সাধারণত স্থায়ীভাবে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। *[ঢা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫; মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নং ৫; সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. ধর্ম কী? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম (Religion) হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধিবিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

খ গণমাধ্যম বলতে যোগাযোগের উপায় বা মাধ্যমকে বোঝায়, যা দিয়ে সর্বস্তরের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়।

গণমাধ্যম হলো একটি একমুখী যোগাযোগ প্রক্রিয়া। সাধারণত, মানুষের কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা ও ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার তথ্য বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকেই গণমাধ্যম বলে। গণমাধ্যমের উদাহরণ হলো– বইপত্র, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবাহকে নির্দেশ করে।

বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের একসাথে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি; যা সংশ্লিষ্ট সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো যৌন চাহিদা। বৈধ উপায়ে এ চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ইউসুফ ও উমার মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরিবার ও সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। আগে তারা দুজন খুব ভালো বন্ধু ছিল। তাদের এই বন্ধুত্বের সম্পর্কই বিবাহের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ফলে তারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে

https://teachingbd24.com

স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারবে। মূলত বিবাহের মাধ্যমেই একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর ফলে নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় অর্থাৎ বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে দেখা যায়, যখন মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে তখন থেকেই বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন হয়। মূলত প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এ ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটায়। তাই সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাজব্যবস্থায় একে অন্যের সাথে যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তার পিছনে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই নর-নারীর সামাজিক সম্পর্ক স্থির হয় এবং প্রজনন ধারা বজায় থাকে। নবজাতকের লালন-পালন ও সামাজিকীকরণের দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপরই ন্যস্ত হয়। ফলে সন্তানের লালন-পালনে সমস্যা হয় না এবং সে সামাজিক স্বীকৃতি পায়। কিন্তু অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে যে সন্তানের জন্ম হয়, তার লালন-পালন ও সামাজিকীকরণে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ বিবাহ হলো পবিত্র বন্ধন, আর এর মাধ্যমেই পরিবার গঠিত হয়। এ ব্যবস্থাই পরিবারের ভিত্তি। আর পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমেই শিশুরা যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। এ থেকে বোঝা যায়, বিবাহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, সভ্য সমাজে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য বিবাহের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৬ শিল্প বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেক শিথিল হয়ে পড়েছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে, তাদের অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না বরং পছন্দ করে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটারে চ্যাট করতে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. পরিবার কী? ১

খ. গণমাধ্যম কীভাবে জনমত তৈরি করে? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন বাহনটি ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট কি কোনো ভূমিকা রাখছে? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ গণমাধ্যম যেকোনো বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনমত তৈরি করে।

মূলত গণমাধ্যম বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সকলের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে সকলেই জানতে পারে, ভাবতে পারে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এভাবে সবার মধ্যে একটি যৌক্তিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনমত গঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বাহন হিসেবে পরিবারের ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে।

পরিবার শিশুর সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শিশু ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে শেখে। কিন্তু বর্তমানে অনেক পরিবারই শিশুদেরকে এমন শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। উদ্দীপকেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিল্প-বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্ততার কারণে পারিবারিক বন্ধন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। বাবা-মা এখন আর শিশুদেরকে বেশি সময় দিতে পারেন না। এর ফলে শিশুদের মধ্যে অসংযত আচরণ ও কুপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, পরিবারের ভূমিকাটি এক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বাবা-মাই শিশুদের প্রথম শিক্ষক। কিন্তু তারা যদি শিশুদেরকে সময় না দেন এবং তাদের সঠিক পরিচর্যা না করেন তাহলে তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিশুরা তখন ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারে না। ফলে তাদের আচরণ অসংযত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ পরিবারের ব্যর্থতার কারণে শিশুর জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। উদ্দীপকে পরিবারের এরূপ ব্যর্থতার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট অন্যতম প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা রাখছে।

শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গণমাধ্যমের অপব্যবহার করা হলে এর নেতিবাচক প্রভাব শিশুর আচরণ ও স্বভাবে পড়ে। ফলে কিশোর অপরাধের মতো বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

গণমাধ্যমের অন্যতম শক্তিশালী উপাদান টেলিভিশন ও কম্পিউটার শিশুদের শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এগুলোর নানামুখী অপব্যবহারও লক্ষণীয়, যার উদাহরণ উদ্দীপকে দেখা যায়। কারণ বিদেশি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত সব অনুষ্ঠান শিশুর জন্য উপযোগী নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে তারা বিপথগামী হয়। আবার কম্পিউটার চ্যাট যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে তা শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তারা কার সাথে, কী বিষয়ে চ্যাট করছে সে সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে শিশুরা খুব সহজেই খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে এবং নানা রকম অন্যায় কাজে প্ররোচিত হতে পারে। এর মাধ্যমেই সমাজে কিশোর অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, যা কখনোই কাম্য নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কিশোর অপরাধের মতো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে বিদেশি চ্যানেল ও কম্পিউটার চ্যাট তথা গণমাধ্যমের অপব্যবহার প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। তাই শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশে গণমাধ্যমের এ উপাদানগুলোর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ৭ পুষ্পিতা তার মা-বাবার সাথে একটি সংগঠনে বাস করছে। এখানে তার দুই ভাই ও দাদা-দাদীও আছেন। পুষ্পিতার বাবা বড়দেরকে সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করতে শিখিয়েছেন। দাদু তাকে বলেছেন মিথ্যা বলা যাবে না, চুরি করা যাবে না, অন্যকে সাহায্য করতে হবে, হিংসা বর্জন করতে হবে ইত্যাদি। সব মিলে পুষ্পিতা এখন সবার সাথে ভদ্র ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত হয়েছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অটিজম কী? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. পুষ্পিতা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাস করছে। ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শুধু উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজ করে না।"— উক্তিটি যাচাই করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অটিজম হলো মস্তিষ্কের বিকাশজনিত সমস্যা।

খ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

গ পুষ্পিতা পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাস করছে।

মানবসমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। তবে বর্তমান বিশ্বে পরিবার একটি সর্বজনীন ও মৌলিক সংগঠন হিসেবেই পরিচিত। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে সমাজ গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন একত্রে এ সংগঠনে বাস করে। উদ্দীপকের পুষ্পিতাও যেখানে বাস করছে সেটি এ সংগঠনকেই ইঙ্গিত করছে।

পুষ্পিতা তার বাবা-মার সাথে একটি সংগঠনে বাস করছে। এখানে তার দুই ভাই এবং দাদা-দাদিও আছেন। পরিবারের ক্ষেত্রেও একসাথে বাস করার বিষয়টি লক্ষণীয়। কেননা পরিবার একটি সংঘ, কার্যপ্রণালি ও এর সদস্যদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র। মূলত মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি সম্পর্কের লোকজন পরিবারে বাস করে। পরিবার একটি জৈবিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি বৈবাহিক সূত্রে গঠিত এবং এ সূত্রেই অন্যান্য সদস্যদের একসাথে বাস করা সম্ভব হয়। সুতরাং বোঝা যায়, পুষ্পিতা তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে পরিবারে বাস করছে।

ঘ 'উক্ত প্রতিষ্ঠানটি শুধু উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজ করে না'— মন্তব্যটি সঠিক।

মানব সভ্যতার বিকাশে পরিবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্নেহ সম্পর্কিত, অর্থনৈতিক, চিত্তবিনোদনমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় ইত্যাদি কাজ পরিবার পালন করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে পরিবারের কার্যাবলি ও ভূমিকা অনেক বিস্তৃত, যার সবটুকুর ইঙ্গিত উদ্দীপকে পাওয়া যায়নি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পুষ্পিতা তার বাবার কাছ থেকে বড়দের শ্রদ্ধা ও সেইসাথে ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা পায়। দাদুর কাছ থেকে নেতিবাচক কাজ বর্জন ও ভালো কাজ করার উৎসাহ পায়। অর্থাৎ পুষ্পিতার পরিবার তার সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই ভূমিকা ছাড়াও পরিবার আরও বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে।

জন্মের পর থেকে সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় পরিবার সচেতন থাকে এবং এর মাধ্যমে বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবার সন্তানের দায়িত্ব নেয়। সেইসাথে পারিবারিকভাবে সন্তানকে সমাজ উপযোগী আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে। পরিবারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। মানুষ যখন কর্মক্ষেত্র থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে তখন পরিবারের সদস্যদের স্নেহ-ভালোবাসায় সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এর ফলে তার ক্লান্তি দূর হয় এবং নতুন উদ্যোগে সে কর্মশক্তি ফিরে পায়। পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব অনস্বীকার্য। প্রতিটি সদস্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে পরিবার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। প্রাচীনকালে পরিবার ছিল বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। এখনও বাংলাদেশের মতো বহুদেশে গ্রামীণ পরিবার কৃষি কাজের প্রধান কেন্দ্রস্থল।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, পরিবার শুধুমাত্র উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কাজই করে না। বরং এর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পরিধি আরও বিস্তৃত।

প্রশ্ন ▶৮ সখীপুর গ্রামের প্রায় সব পরিবার থেকেই দু'একজন করে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করেন। তাই গ্রামের সবাই আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। এ কারণে গ্রামে মাঝে মাঝেই ডাকাতেরা হানা দেয় ও প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যায়। বিষয়টি সমস্যায় রূপ নেওয়ায় উক্ত গ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আনসার বাহিনীর একটি সশস্ত্র দলও দিনরাত টহল দিয়ে যাচ্ছে।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. Family শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ধর্মের গুরুত্ব লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Family শব্দের অর্থ পরিবার।

খ সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

ধর্ম বলতে অতিপ্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে বোঝায়। এ বিশ্বাস সমাজ ও মানুষের জীবনধারাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্ম মানুষের মাঝে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠ করে তোলে। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাই সমাজে মানুষকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন-যাপন, নৈতিকতা ও ন্যায়বোধের চর্চাকে চলমান রাখার জন্য অবশ্যই ধর্মের প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐসব সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী, পুলিশের বিভিন্ন বাহিনী ও র‍্যাব। বৃহৎ অর্থে বিচার বিভাগের কাজও এর আওতাভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। তবে সাধারণত পুলিশ বিভাগই আইন প্রয়োগের মূল সংস্থার দাবিদার। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জনগণের বন্ধু বা জনগণের সেবকও বলা হয়। জনগণকে আইনের সুফল পেতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সংস্থাটি ভূমিকা রাখে, যার মূল লক্ষ্য হলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সখীপুর গ্রামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় পুলিশ ও আনসার বাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্যাম্প স্থাপন করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দেশের মানুষের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করে। এছাড়া নানা ধরণের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তদন্ত করে সন্দেহভাজন অপরাধী খুঁজে বের করা, অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করা, অপরাধীর বিচার কাজ সম্পন্ন ও শাস্তি প্রদানসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশ ও আনসার বাহিনী সখীপুরের জনগণের নিরাপত্তার জন্য কাজ করছে। যেকোনো দেশের সমস্যা সমাধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ঘ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপরই নির্ভর করে বিভিন্ন সমস্যার সঠিক সমাধান। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কারণেই নানারকম সামাজিক সমস্যা কমে যায়। যেমন— এসিড নিক্ষেপকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা হলে সমাজের অন্যরা এ অপরাধ থেকে দূরে থাকবে। ফলে সমাজ থেকে এসিড নামক সন্ত্রাস ধীরে ধীরে কমে আসবে। আবার পুলিশ যদি বাল্যবিবাহের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে যথাযথ শাস্তি দেয়; তাহলে সমাজের অন্যান্যরাও বাল্যবিবাহ দিতে বা করতে সাহস পাবে না। এর ফলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পাবে। এছাড়া দুর্নীতি সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যদি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করে তাহলে সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হবে।

এছাড়া হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অপহরণ, চোরাচালান, নানারকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, হ্রাস এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করলেই সমাজ থেকে বিভিন্ন সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ একই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত রানা ও মিতু মধ্যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়। এক পর্যায়ে তারা আজীবন একসংগে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে অভিভাবকদের সম্মতিতে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়। ফলে তারা স্থায়ীভাবে একসংগে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে দুই মেয়ে নিয়ে তারা সুখে বসবাস করছে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল ঢাকা | প্রশ্ন নং ১]*

ক. সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠনের নাম কী? ১

খ. পরিবার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রানা ও মিতুর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত চুক্তিবলে গঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি আলোচনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠনের নাম পরিবার।

খ পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংগঠন। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ গড়ে উঠেছে।

পরিবার হলো এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বসবাস করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রানা ও মিতুর সম্পাদিত চুক্তির নাম বিবাহ।

বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের যুগলে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি, যা সংশ্লিষ্ট সমাজ, সম্প্রদায় বা দেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও আইন দ্বারা অনুমোদিত হয়। এর মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় এবং নারী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

উদ্দীপকে রানা ও মিতুর মধ্যে একটি স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক পরিবার ও সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। পূর্বে তারা দুজন কলিগ ছিল। তাদের এই সম্পর্ক বিবাহের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। ফলে তারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে একত্রে বসবাস করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের বিবাহ পরিবার ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কারণ বিবাহের প্রথম শর্তই হলো ছেলে-মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। মূলত বিবাহের মাধ্যমেই একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর ফলে নতুন পরিবার গড়ে ওঠে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। সমাজজীবনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের পরিচিতি, মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি নির্ধারণে পরিবার মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা বহুমুখী। পরিবার শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবারের মাধ্যমে মানুষ বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া জন্ম পরিচিতির প্রেক্ষিতে শিশু আরোপিত মর্যাদার অধিকারী হয়। ফলে অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই সে সচেতন হয়। এরূপ সচেতনতা মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতা নিরসনে এরূপ মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্যরা শিশুদেরকে সমাজ অনুমোদিত বহুমুখী আচরণ শিক্ষা দেয়। পারিবারিক পরিবেশ শিশু, প্রবীণ, অক্ষম এবং বেকার সদস্যদের ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে পরিবার সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১০ কালিমা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই মানসিক ও শারিরীকভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। সামাজিক বাস্তবতা এবং লোকজনের ভয়ে পরিবার বা অন্য কোথাও অভিযোগ না করে সহ্য করেন। এক পর্যায়ে পরিবারকে জানালে তারাও সব কিছু মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু নির্যাতনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে তিনি তার এক প্রতিবেশীর সহায়তায় থানায় অভিযোগ করেন এবং প্রতিকার পান। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বিবাহ কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা পালনের ইতিবাচক দিক এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ পর্যালোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহ হলো প্রাপ্তবয়স্ক একজন নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি।

খ সামাজিক সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যা হলো কোনো সমাজের অধিক সংখ্যক লোকের অবাঞ্ছিত ও আপত্তিজনক আচরণ, যে আচরণ পরিবর্তনের প্রয়োজন জনগণ অনুভব করে। সামাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা বলা হয় না। মূলত সামাজিক সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষকে মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থি কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকা দেখানো হয়েছে।

সমাজের নিয়ম-নীতি ও আইন বিরোধী কাজ যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তাই মূলত সামাজিক সমস্যা। যেমন—দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, নানা ধরনের অপরাধ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এসকল সমস্যা সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। সমস্যা সমাধান ও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে প্রতিষ্ঠান তাহলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এছাড়া এ সংস্থা সন্দেহভাজন অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়।

উদ্দীপকের কালিমা বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছিল। দিনে দিনে নির্যাতনের মাত্রা অনেক তীব্র আকার ধারণ করে। আর এসকল সামাজিক সমস্যা সমাধান আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব। অপরাধীকে আইনের আওতায় এনে উপর্যুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। এসকল বিষয় মাথায় রেখে কালিমা তার প্রতিবেশীর সহায়তায় থানায় অভিযোগ করেন এবং এর প্রতিকার পান। এভাবে নারী নির্যাতনমূলক সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও অপরাধীকে উপর্যুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন ইতিবাচক দিক ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও তার অপব্যবহার

Teachingbd24.com

রোধে এ সংস্থা ইতিবাচক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এক্ষেত্রে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও আইনের হাতে হস্তান্তর, মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। সেইসাথে এ সংস্থার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।

বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সাধারণ মানুষ সংস্থার সেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের কার্যক্রমে নানা ধরনের দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যার ফলে জনগণ সংস্থার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। আইনের চোখে সবাই সমান এ কথা প্রচলিত থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে গায়ের জোরে বা অর্থের প্রভাবে এ সংস্থার সেবা থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা বঞ্চিত। সমাজে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণেও অনেক সময় এর সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতাও এর অন্যতম কারণ। এছাড়া সমস্যা নিরূপণে ব্যর্থতা, উদাসীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকলেও সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমাজে শৃঙ্খলা আনয়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ইতিবাচক ভূমিকাই বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১১ শিল্প বিপ্লবের পর স্বামী-স্ত্রীর কর্মব্যস্থতার কারণে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। শিশুদের বাবা-মা একদম সময় দিতে পারে না বলে শিশুদের অসংযত আচরণ, কুপ্রবৃত্তি ও অমানবিক আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল শিশুরা টিভির ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখতে পছন্দ করে না বরং বিদেশি চ্যানেল, ফেসবুক, ইন্টারনেট, মোবাইল ও চ্যাট করতে পছন্দ করে। বাবা-মার অনুপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণহীনতার কারণেই কিশোর অপরাধ ও কিশোর মাদকসেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মারাত্মক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. 'Mass Media' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শিশুদের উল্লিখিত আচরণ নিয়ন্ত্রণে কোন প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে আধুনিক প্রযুক্তি কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালি যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়

খ 'Mass Media'-এর বাংলা হলো গণমাধ্যম, মানুষের চিন্তা, চেতনা, আবেগ, বিশ্বাস, আগ্রহ, অনাগ্রহসহ বিভিন্ন তথ্য কোনো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট পৌঁছানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে গণমাধ্যম বলা হয়। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতা পরিবর্তনে গণমাধ্যম মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব মহিদ ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সমাজের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে বলেন, সমাজের মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যা সমাজে আর্তমানবতার সেবাসহ আদর্শ মূল্যবোধ গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. সামাজিক সংস্থা কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেবা প্রদানকারী সংস্থা বা এজেন্সি হলো সামাজিক সংস্থা।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ জনাব মহিদ যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে 'ধারণ করা'। সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের জনাব মহিদও একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মহিদের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ উদ্দীপকে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং মূল্যবোধ গঠনের বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

সমাজজীবনে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধে ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা রয়েছে। ধর্ম মানবজীবনের সবদিক নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যু থেকে পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও ধর্মের বিধান আছে। এসব বিধান মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে।

ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন-মিথ্যা কথা বলা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মূল্যবোধ পরিপন্থি কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

উদ্দীপকের জনাব মহিদ একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেন যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করে সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। তার কথায় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয় ফুটে উঠেছে।

সার্বিক আলোচনা শেষে বলা যায়, মানবজীবনকে সহজ ও সুন্দর করতে ধর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৩ রবি লেখাপড়া করে ভালো একটি সরকারি চাকরি করে। তার ক্লাসের একটি মেয়েকে সে পছন্দ করত। বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে সে ঐ মেয়েকে বিবাহ করে। তার স্ত্রীও একটি চাকরি করে। বর্তমানে তাদের দুটি সন্তান। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ধর্ম কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বুঝায়? ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে রবির কাজের মধ্যে দিয়ে বিবাহের কোন ধরন চিত্রিত হয়েছে? চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলির খণ্ডচিত্র মাত্র।— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্ম এমন একটি ব্যবস্থা, যা অদৃশ্য মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পালিত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে রবির কাজের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক বিবাহের ধরণ চিত্রিত হয়েছে।

সমাজে পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছার ভিত্তিতে বিবাহ দুই প্রকার। যথাক্রমে বন্দোবস্ত বিবাহ (Arranged Marriage) এবং রোমান্টিক বিবাহ (Romantic Marriage)।

উদ্দীপকে রবির বিবাহটি ছিল রোমান্টিক বিবাহ বা Love marriage। এ ধরনের বিবাহ মূলত পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। রবি যেহেতু তার ক্লাসের একটি মেয়েকে পছন্দ করত এবং বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করে সেহেতু এটি রোমান্টিক বিবাহ।

ঘ উদ্দীপকে রবির পরিবারের মাধ্যমে বিবাহের কার্যাবলির আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এর সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলি রয়েছে। বিবাহের প্রধান কাজ হলো পরিবার গঠন করা। এর মাধ্যমেই মানুষের পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে মানুষ বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণের স্বীকৃতি পায়। আবার সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন করা বিবাহের অন্যতম কাজ। বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারই সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমেই বংশসুরক্ষা, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কের বৈধতা পায়। এর পাশাপাশি বিবাহ মানুষ মানুষে সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করে। মানুষের জীবনসঙ্গীর চাহিদা পূরণ করে। এছাড়াও বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, মানসিক শান্তি ও সুস্থতা আনয়ন প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রবি বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে তার পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে। তার স্ত্রীও চাকরি করে। তাদের দুটি সন্তান রয়েছে। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকে বিবাহের অন্যতম কাজ পরিবার গঠন, সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালন এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। এতে বিবাহের উপরে বর্ণিত অন্যান্য কাজগুলো প্রতিফলিত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলির খণ্ডচিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ১৪ আব্দুর সাত্তার তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুর সাত্তারের বড় ছেলে স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন। তবে গ্রামে বসবাসরত পিতা-মাতার খোঁজখবর রাখেন এবং টাকা পাঠান।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. ইংরেজি Family শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. গণমাধ্যম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুর সাত্তারের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি Family শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Famulus থেকে এসেছে।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ফুটফুটে শিশু শারমিনকে স্কুলে পাঠিয়ে পিতা-মাতা অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। শারমিনকে তার পিতা-মাতা সবসময় আগলে রাখেন। অসুস্থতার সময় পরিবার তাকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ওর জন্মদিনে শিশুপার্কে নিয়ে যায় ওর বাবা-মা। শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ওর বাবা-মা সর্বদা সচেষ্ট।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং ৩]

ক. পরিবার কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? ১

খ. পরিবারের সামাজিক কাজের বর্ণনা দাও। ২

গ. পরিবারের কোন কাজ শারমিনের পরিবার দ্বারা সম্পাদিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য পিতামাতার আর কী কী করণীয় রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার হলো আদিম ও স্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

খ পরিবারের কার্যাবলির মাঝে অন্যতম হলো সামাজিক কাজ। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার, প্রথা, রীতিনীতি, অভ্যাস এ সামাজিক কাজগুলো, শিশুরা পরিবারেই প্রথম শিক্ষালাভ করে। স্নেহ, মায়া, মমতা ও ত্যাগের আদর্শের সাথে শিশুরা পরিবারে প্রথম পরিচিত হয়। এসব গুণ পরবর্তীতে তার চরিত্রের ওপর প্রভাব ফেলে। এজন্যে পরিবারকে সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হয়।

গ শারমিনের পরিবার দ্বারা শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পাদিত হয়।

পরিবারই হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে মানুষ স্নেহ ভালোবাসা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। মানবসভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জন্মের পর শিশু ভালোবাসা, আদর-যত্ন, মায়া, মমতাবোধ দ্বারা পরিবারেই লালিত-পালিত হয়। এতে তাদের মানসিক অভাব পূরণ হয়। পরিবার বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। সকলে নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব ও খেলাধুলা ও আনন্দের মাধ্যমে অবসরে বিনোদন করে।

তারা শারমিনকে সবসময় আগলে রাখে, স্কুল পাঠায় অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এ কাজগুলো পরিবারের শিক্ষামূলক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজকে নির্দেশ করে। এছাড়া তারা তাকে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান, যা বিনোদনমূলক কাজ সম্পন্ন করে।

তাই বলা যায়, শারমিনের পরিবার দ্বারা শিক্ষামূলক, মনস্তাত্ত্বিক এবং বিনোদনমূলক কাজ সম্পাদিত হয়।

ঘ শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজ ছাড়াও শারমিনের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তার পিতা-মাতার আরও কিছু করণীয় রয়েছে।

পরিবারই খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। তাই পরিবারের সদস্য হিসেবে শারমিনের সব রকম অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। এছাড়া পরিবারের সদস্যরা ধর্মীয় এবং নীতিবোধের শিক্ষা পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। সে হিসেবে শারমিনের ধর্মীয় ও নৈতিকতা

https://teachingbd24.com

শিক্ষার ব্যবস্থার দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের। আবার, পরিবারকে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক কেন্দ্র বলা হয়। নির্দেশ প্রদান, আনুগত্য প্রদর্শন, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শিশু পরিবার থেকেই পেয়ে থাকে। তাই শারমিনকে রাজনৈতিক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব তার বাবা-মায়ের।

শিশু-কিশোরদের সামাজিকীকরণের প্রথম পাঠ শুরু হয় পরিবারে। সমাজজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এই শিক্ষা প্রতিফলিত হয়। শারমিনের পিতা-মাতাও তার সামাজিকীকরণে সকল শিক্ষা প্রদান করবেন। এছাড়া ধর্মীয় শিক্ষার প্রাথমিক পীঠস্থান পরিবার। ধর্মীয় রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও অনুষ্ঠানাদির সাথে শিশুরা পরিবারে পরিচিত হয়। উদ্দীপকের শারমিনের বাবা-মাও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শারমিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তার পিতা-মাতার উপরিউল্লিখিত কার্যাবলির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে পড়াশুনা করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুল জলিল এর বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. Family শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বিবাহ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি "Family" শব্দের অর্থ পরিবার।

খ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সজীব হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বিবাহ যোগ্য হওয়ায় বাবা-মা তাদের পছন্দের একটি মেয়ের সাথে সজীব হোসেনের বিবাহ দেন। তার স্ত্রীও একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. RAB-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সজীব হোসেনের কাজের মধ্য দিয়ে বিবাহের কোন কার্যাবলী চিত্রিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি বিবাহের কার্যাবলীর খণ্ডচিত্র মাত্র"– কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RAB-এর পূর্ণরূপ হলো র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সজীব হোসেনের কাজের মধ্য দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

পরিবারের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক অনুমোদন ও স্বীকৃতির মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ করে। মানবসমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হলো পরিবার। পরিবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় সদা জাগ্রত থাকে এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখে। সন্তান যতদিন না স্বাবলম্বী হয় ততদিন পরিবার তাদের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এছাড়া সন্তানদের সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পরিবার পালন করে। মানব শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, পারিবারিক পরিবেশেই শিশু নিজেকে বৃহত্তর সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে। পরিবারই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পরিবার তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করে।

উদ্দীপকের সজীব হোসেনও বাবা-মার পছন্দের একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে রয়েছে। সেইসাথে সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। উদ্দীপকের এসকল বৈশিষ্ট্য আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবারকেই নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, সজীব হোসেনের কাজের মাধ্যমে পরিবারের কার্যাবলী নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বিবাহের কার্যাবলীর কেবলমাত্র পরিবার গঠন ও সন্তান জন্মদান বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বিবাহের কার্যাবলী আরও ব্যাপক।

বিবাহের প্রধান ভূমিকাই হলো পরিবার গঠন করা ও সন্তান লালন-পালন করা। কিন্তু এগুলো ছাড়াও বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ মানুষের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করে। বিবাহের মাধ্যমে পিতা-মাতা একজন সন্তানকে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়া বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতির বৈধতা লাভ করে। মানব শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মানুষের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম একটি কারণ হলো অবৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণের চেষ্টা। কিন্তু একমাত্র বিবাহই মানুষকে এ ধরনের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখে। এর মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বেড়ে যায়, মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। সেইসাথে মানুষের চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন ইত্যাদি কাজও বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সজীব হোসেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। বাবা-মার পছন্দ মতো একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। তার স্ত্রীও চাকরি করেন। বর্তমানে তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। সন্তানদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। উদ্দীপকের এ সকল তথ্য দ্বারা বিবাহে কেবলমাত্র পরিবার গঠন করা, সন্তান জন্মদান ও তাদের লালন-পালনের বিষয়টি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উক্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উপরে বর্ণিত কার্যক্রমও বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটিতে বিবাহের কার্যাবলীর খণ্ডচিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ শামীম ও শাহিদা ২০০৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা শহরে একটি বাসা ভাড়া করে বসবাস করতে থাকে। ২ বছর পর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। শিশুটিকে ৫ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি করা হয় এবং তারা সুখী জীবনযাপন করছে।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মূল পার্থক্য কী? ২

গ. শামীম ও শাহিদা যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছে, তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কী কী ভূমিকা রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণ এবং কার্যপ্রণালী যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

খ স্থায়িত্ব ও গঠনগত দিক থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি সর্বজনীন ধারণা। এটি স্থায়ী ও গতিশীল। আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের কিছু উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। উদ্দেশ্যপূরণ হলে বা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে এটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার, সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য পরিচালনা বোর্ড বা পেশাজীবী সদস্য প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সামাজিক সংস্থাগুলোয় পরিচালক বোর্ড বা পেশাজীবী সদস্য প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে শামীম ও শাহিদা পরিবার গঠন করেছে।

মানবসমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পরিবার হচ্ছে এমন একটি বিশ্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। তবে সন্তান ছাড়াও পরিবার হতে পারে। আবার স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এবং আত্মীয়দের নিয়েও পরিবার হতে পারে। স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বন্ধনের পর একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শামীম ও শাহিদা ২০০৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা শহরে একটি বাসায় বসবাস করে। তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। এতে বোঝা যায়, শামীম ও শাহিদা পরিবার গঠন করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হলো পরিবার। সমাজজীবনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের পরিচিতি, মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি নির্ধারণে পরিবার মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা বহুমুখী। পরিবার শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবারের মাধ্যমে মানুষ বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করে। এছাড়া জন্ম পরিচিতির প্রেক্ষিতে শিশু আরোপিত মর্যাদার অধিকারী হয়। ফলে অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই সে সচেতন হয়। এরূপ সচেতনতা মানুষের মধ্যে সামাজিক মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি করে। এছাড়া অপরাধ প্রবণতা নিরসনে এরূপ মর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাবোধ প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে। পরিবারের সদস্যরা শিশুদেরকে সমাজ অনুমোদিত বহুমুখী আচরণ শিক্ষা দেয়। পারিবারিক পরিবেশ শিশু, প্রবীণ, অক্ষম এবং বেকার সদস্যদের ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। সদস্যদের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে পরিবার সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ, ব্যক্তিত্ব গঠন, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠন, আচরণ নিয়ন্ত্রণ, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যাবলি সম্পাদন করে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ তামিম সাহেব পরিবার পরিজন নিয়ে শহরে বসবাস করেন। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। সংসারের খরচ, সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, মাতা-পিতার চিকিৎসা ব্যয় সবকিছুই তিনি বহন করেন। তিনি তার পরিবারকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তাই পরিবারকে সুখী করতে তার প্রচেষ্টার কোনো অন্ত নেই।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. CIA জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের কয়টি উপাদানের উল্লেখ করেছে? ১

খ. ইন্টারনেটের মাধ্যমে কীভাবে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়? ২

গ. তামিম সাহেবের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন পরিবারের কোন কার্যাবলিকে তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তামিম সাহেবের পারিবারিক কার্যাবলি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CIA জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসের ৪টি উপাদানের উল্লেখ করেছে।

খ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ইন্টারনেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের সর্বত্র এর মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সমস্যা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধমূলক শ্লোগান, প্রবন্ধ, গবেষণা সহজে পৌঁছানো যায়। যা ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সচেতন করতে পারে।

গ উদ্দীপকে পরিবারের প্রতি তামিম সাহেবের দায়িত্ব পালন পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে তুলে ধরে।

পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যাবলি হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলি। পরিবারের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি হলো— সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের জন্য অর্থের সংস্থান করা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, খাদ্য ও বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ ব্যয় করা, চিকিৎসার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালন কিংবা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি। এককথায় আমরা বলতে পারি, পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হলো পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ।

আদিম যুগের কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিবারকে বলা হয় উৎপাদনের একক বা Unit of Production। কারণ, উৎপাদন, আয়, ভোগ ও বণ্টন প্রত্যেকটি পর্যায়ই পরিবারকে কেন্দ্র করে এবং পরিবারের সদস্যদের চাহিদার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হয়। আর পরিবার তার সদস্যদের চাহিদাগুলো কী অনুপাতে পূরণ করবে তা নির্ভর করে পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের উপর।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি উদ্দীপকে তামিম সাহেব যেহেতু পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন পূরণে সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করেন তাই তার কার্যাবলি পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

ঘ তামিম সাহেবের পারিবারিক কার্যাবলি কেবল অর্থনৈতিক কার্যাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক কার্যাবলি ছাড়াও পরিবারের আরো কতগুলো কাজ রয়েছে।

পরিবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সদস্যদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং বংশের ধারা অব্যাহত রাখতে কাজ করে। সেই সাথে সদস্যরা স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পরিবার তাদের দায়িত্ব নিয়ে থাকে। পাশাপাশি সদস্যদের সমাজ উপযোগী করার দায়িত্বও পরিবারের। পরিবার তার সদস্যদের সামাজিক নিয়ম, রীতি নীতি, নৈতিক আদর্শ প্রভৃতির শিক্ষা দিয়ে থাকে। পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা নির্ধারিত হয়। এছাড়াও পরিবার তার সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে যেকোনো ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিবার বিভিন্ন সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ পরিবার সামগ্রিকভাবে তার সদস্যদের জন্য জৈবিক নিয়ন্ত্রণমূলক, শিক্ষামূলক, ধর্মীয় এবং বিনোদনমূলক বিভিন্ন কার্যাবলি পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে তামিম সাহেবের কার্যাবলিতে কেবল অর্থনৈতিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পরিবার অর্থনৈতিক কার্যাবলির পাশাপাশি শিক্ষামূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক, নিরাপত্তামূলক, ধর্মীয় প্রভৃতি কার্যাবলিও সম্পাদন করে থাকে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২০ শিক্ষক ক্লাসে একটি বিষয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন। যেমন—

১. সরকারি-বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন ধরনের হয়।
২. সমাজ থেকে সৃষ্টি হয় এবং তাদের কার্যক্রম সমাজের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।
৩. সমাজের অনগ্রসর, অসহায় লোকজনের কল্যাণে বেশি কাজ করে।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. 'Social Institution' গ্রন্থের লেখক কে? ১
খ. ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ কীভাবে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শিক্ষক যে বিষয়টি লিখেছেন সেটি কি পূর্ণাঙ্গ? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'Social Institution' গ্রন্থের লেখক এইচ ই বার্নস।

খ ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষ অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। রাষ্ট্র ও আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে অপকর্ম করা যায়, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো অপকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামাজিক সংস্থা হলো সমাজসেবা প্রদানকারী সংগঠন; যেগুলো কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এগুলো সরকারি বা বেসরকারি এবং আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরনের হয়।

উদ্দীপকে শিক্ষকের উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী এ তিন ধরনের হয়। সমাজেই এর সৃষ্টি হয়। সমাজের মানুষের কল্যাণে এটি কাজ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য সামাজিক সংস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার এটি সমাজের অনগ্রসর ও অসহায় লোকজনের কল্যাণেও কাজ করে। এক্ষেত্রে বোঝা যায়, শিক্ষকের উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে সামাজিক সংস্থা। কারণ সামাজিক সংস্থা সমাজের অসহায় ও অনগ্রসর লোকের কল্যাণে কাজ করে। সামাজিক সংস্থাগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আইনের মাধ্যমে গঠন করা হয়। এ সংস্থাগুলো পরিচালিত হয় সরকারি অনুদান, মানবহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংস্থা বা বিদেশের অনুদানের মাধ্যমে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শিক্ষক সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য লিখেছেন। কারণ সামাজিক সংস্থা সরকারি-বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন ধরনের হয়। সমাজ থেকেই সামাজিক সংস্থার উদ্ভব এবং সমাজের মানুষের কল্যাণে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া এধরনের সংস্থাগুলো অসহায় ও অসহায় মানুষের কল্যাণে বেশি কাজ করে। কিন্তু উদ্দীপকে সামাজিক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠেনি।

বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামাজিক সংস্থাগুলো সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক নানা ধরনের সেবা দেয়। সংস্থাগুলো আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রকমের হয়। এছাড়াও সামাজিক সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি ও আইন-কানুন অনুসরণ করে। সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি এবং উন্নয়নের জন্য এগুলো নিবেদিত। প্রতিটি সামাজিক সংস্থা বিভিন্ন পেশাজীবী, সমাজকর্মী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিক সংস্থাকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরতে পারেনি। কারণ এতে সংস্থাগুলোর সব কার্যাবলি ফুটে ওঠেনি বরং খণ্ডিত একটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ হাসান এলাকার লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া বালিকার বিয়ের ব্যাপারে জানলে প্রশাসনকে জানায়। হাসান নিজেও একজন সমাজকর্মী হওয়ায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় অবশেষে বিয়েটি বন্ধ হয়।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস কোনটি? ১
খ. কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সমস্যাটি সমাধানে সমাজকর্মী কোন প্রকৃতির জ্ঞান প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এ ধরনের সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী কীভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৬ জুনকে আন্তর্জাতিক মাদক প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

খ কাম্য জনসংখ্যা বলতে দেশের সম্পদের সাথে জনসংখ্যা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বোঝায়।

যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সে প্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

গ উদ্দীপকের সমস্যাটি বাল্যবিবাহ আর এটি সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন।

বাংলাদেশে পরিবারকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাল্যবিবাহ। সমাজকর্মীগণ এ সমস্যা মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধকারী সমন্বয়কারী ও সক্ষমকারী ভূমিকা পালন করে। একজন সমাজকর্মী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এ সমস্যার কারণ, প্রভাব নির্ণয় ও এর ফলে স্বাস্থ্য শিক্ষা, উন্নয়ন কার্যক্রমে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্যাবলি জনগণের মাঝে উপস্থাপন করে জনগণকে সচেতন ও প্রথার বিরুদ্ধে সংঘটিত করে তোলে। এছাড়া বিভিন্ন সমাবেশ লিফলেট বা পুস্তিকা বিতরণে সামাজিক প্রশাসন প্রক্রিয়ার সাহায্য নেয়। সেই সাথে বাল্যবিবাহ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর একটি প্রথা ও প্রথার বিরুদ্ধে তেমন কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কর্মক্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার বা আইন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উপদেশ প্রদান করতে পারেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, এক সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীকে এলাকার লোকজন মিলে বিয়ে দিতে চাচ্ছে। এ খবরটি শুনে সমাজকর্মী হাসান আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় বিয়েটি বন্ধ করে। সমাজকর্মী হাসানের এ কাজটি সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির প্রয়োগের প্রভাব লক্ষ করা যায়। উপরের আলোচনার মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। সুতরাং বলা যায়, একজন পেশাদার সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির জ্ঞান প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ নামক সামাজিক সমস্যা সমাধান করেছেন।

ঘ বাল্যবিবাহ সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের পাশাপাশি সামগ্রিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন।

সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সমাজে বিদ্যমান বিশেষ অবস্থার উন্নয়ন ও সংস্থার সাধনের এক কৌশলগত ও সমন্বিত ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে

https://teachingbd24.com

ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর সামাজিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়। জনগণের অজ্ঞতা, অদৃষ্টবাদিতা, কুসংস্কার এবং রক্ষণশীলতা দূরীকরণের স্বার্থে জনগণ যাতে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়। সর্বোপরি বঞ্চিত সামাজিক পরিবর্তন অর্থায়নে সামাজিক কার্যক্রমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী হাসান সপ্তম শ্রেণি পড়ুয়া এক বালিকার বিয়ে বন্ধের ব্যাপারে প্রশাসনকে জানায় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় অবশেষে বিয়েটি বন্ধ করা হয়। বাল্যবিবাহ নামক এ সামাজিক সমস্যা সমাধানে একজন সমাজকর্মী অবদান রাখতে পারেন। সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া গ্রহণের মাধ্যমে সরকার ও আইন কর্তৃপক্ষকে যথাযথ আইন প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে তিনি বাল্যবিবাহ সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন। সেই সাথে এর নেতিবাচক দিক প্রচার প্রচারণার ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা বাল্যবিবাহ সমাধানে একজন সমাজকর্মী সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২২

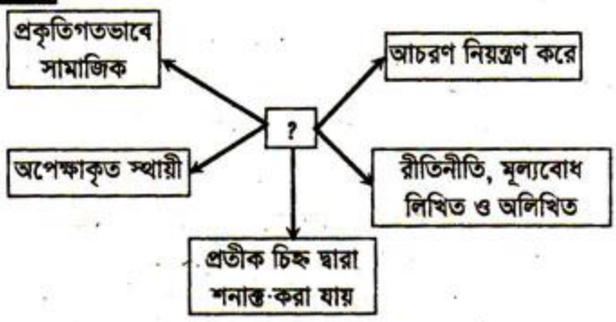

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৫]

ক. Sociology গ্রন্থটির লেখক কে? ১

খ. সামাজিকীরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে প্রশ্ন (?) চিহ্নিত স্থানের ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ধারণা "যৌতুক" নামক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Sociology গ্রন্থটির লেখক হলেন Paul B Horton ও Chester L Hunt।

খ সামাজিকীকরণ বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে একজন শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মূলত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে প্রবেশ করে। ফলে নতুন নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি ও নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে তাকে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, শিশুর এই সামাজিক রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ।

গ উদ্দীপকে '?' চিহ্নিত স্থানের ধারণাটি হলো ধর্ম।

ধর্মের ইংরেজি Religion শব্দটি ল্যাটিন Religere শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ সংযোগ বা বন্ধন। সুতরাং আভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বোঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনে। মানবজীবনকে সত্য ও কল্যাণের পথে সংযুক্ত করে, আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' মানে ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, যা মানুষ ধারণ করে তা-ই ধর্ম। আবার ধর্মের আরবি প্রতিশব্দ 'দ্বীন'। যার অর্থ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং জীবনকে যা ধারণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা বিধিবদ্ধ জীবনব্যবস্থা দেয় তা-ই ধর্ম।

উদ্দীপকের ছকে একটি বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যা প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক এবং এটি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর রীতিনীতি, মূল্যবোধ লিখিত ও অলিখিত। এটি প্রতীক চিহ্ন দ্বারা শনাক্ত করা যায় এবং এর স্থায়ীত্ব রয়েছে। এতে বোঝা যায় উদ্দীপকের '?' চিহ্নিত বিষয়টি হলো ধর্ম যার ধারণাই উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঘ উক্ত ধারণাটি অর্থাৎ ধর্ম যৌতুক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ধর্ম বলতে অতি প্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাস বোঝায়। এ বিশ্বাস সমাজ ও মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সামগ্রিক জীবনদর্শন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ধর্মের বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন মানুষের আচার-আচরণ ও সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। এ বিশ্বাস মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণকে নির্দিষ্ট আদর্শ ও নীতিবোধের প্রতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমানে আমাদের সমাজের অন্যতম সমস্যা হলো যৌতুক। ধর্মীয় দৃষ্টিতে যৌতুক আদান-প্রদানকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেউ যৌতুক আদান-প্রদান করলে পরকালে তার শাস্তির বিধান রয়েছে। ইহকালে তার কাজের ফলাফল পরকালে ভোগ করতে হবে। এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে যৌতুকসহ অন্যান্য সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ধারণা ধর্ম যৌতুক নামক সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের বসবাস। নিজ নিজ আদর্শ ও সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই দেশের কোন কোন মানুষ মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ইবাদত করে, কেউ কেউ আবার গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং অনেকেই মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেন। এই রকম নিজ নিজ কর্মকান্ডগুলোই আমাদের সঠিক ও সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. SWAT-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকটি সমাজের কোন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিত্ব করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সমাজজীবনে অপরিসীম- বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SWAT-এর পূর্ণরূপ হলো— Special Weapons And Tactics

খ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায়, যারা দেশের প্রচলিত আইন যথাযথ প্রয়োগ করে, নাগরিকদের নিরাপত্তা দেয় ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

যেসব সংস্থার মাধ্যমে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বিধানে প্রয়োগ করা হয়, তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলা হয়। এক্ষেত্রে যারা প্রতিষ্ঠানিকভাবে আইনের প্রতি অনুগত থেকে সমাজের নিয়ম ও আদর্শ ভঙ্গকারীদের খুঁজে বের করে এবং শাস্তি প্রদান করে তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলে।

গ উদ্দীপকে যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা।

Teachingbd24.com

সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। সমাজজীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম।

ধর্ম একটি মৌল ও সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। মানবসমাজের সাথে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এছাড়া ধর্মের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আর্তমানবতার সেবা এবং মূল্যবোধ গঠনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্ম মানব জীবনের সর্বদিক নিয়ন্ত্রণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ও মৃত্যু থেকে পরবর্তী জীবন সম্পর্কেও ধর্মের বিধান আছে। এসব বিধান মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতেই মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে।

ধর্ম মানুষের মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন—মিথ্যা কথা বলা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মূল্যবোধ পরিপন্থী কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানুষের আদর্শ ও সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। এখানে মানুষ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী মসজিদ, মন্দির, গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা তথা ইবাদত করে। এভাবে নিজ নিজ কর্মকাণ্ডগুলো আমাদের সঠিক ও সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য দ্বারা ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। যার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায় সমাজজীবনের সহজ ও সুন্দর করতে ধর্ম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আমাদের দেশে ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স যথাক্রমে ২১ বছর এবং ১৮ বছর। ঋত্বিক এবং সুলেখা নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। বিবাহের যোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হয়ে এবং সামাজিক কিছু রীতিনীতির ভিত্তিতে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একসাথে বসবাস করছে।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দুটি গণমাধ্যমের নাম কী? ১

খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঋত্বিক সুলেখার বিষয়টি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দুটি গণমাধ্যম হলো— টেলিভিশন ও সংবাদপত্র।

খ রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের ওপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদ বলা হয়।

ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রে বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তিবুদ্ধির চর্চা, কল্যাণকর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঋত্বিক ও সুলেখার বিষয়টি পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে।

বর্তমান বিশ্বে পরিবার একটি সর্বজনীন ও মৌলিক সংগঠন হিসেবে পরিচিতি। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করেই সমাজ গড়ে উঠেছে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন একত্রে এ সংগঠনে বসবাস করে। পরিবার হলো একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ ভালোবাসা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এছাড়া পরিবার মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়। আর এ পরিবার গঠনের অন্যতম উপায় হলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়ে পরিবারেই তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। সর্বোপরি পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে বিবাহ মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের ঋত্বিক ও সুলেখা নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী। বিবাহের যোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হয়ে এবং সামাজিক কিছু রীতিনীতির ভিত্তিতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একত্রে বসবাস শুরু করে। উদ্দীপকের এ সকল তথ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার মাধ্যমে পরিবার গঠনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে পরিবার।

ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরিবার একটি সর্বজনীন সামাজিক সংগঠন। পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন, যাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর মানব সমাজ গড়ে উঠেছে। পরিবার হলো সমাজের জন্মকোষ। পরিবারের প্রয়োজনীয়তার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, পরিবার গঠনের মাধ্যমে মানুষ তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। আর জৈবিক চাহিদা পূরণ পরিবারের মৌলিক কাজ। এছাড়া পরিবারকে Human Nursery বলা হয়। কারণ পরিবারই স্নেহ, ভালোবাসা, মায়ামমতা, সম্প্রীতি, সহানুভূতি প্রভৃতির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পন্ন করে। নানাবিদ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সেই সাথে সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালন পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ আর তার সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারই প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া পরিবারকে মানবজীবনের শাশ্বত বিদ্যাপীঠ। সেই সাথে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, চিত্তবিনোদনমূলক, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি কার্যাবলি পরিবারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পরিবারই হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক। উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারে পরিবার। এছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও দেশের জন্য সুনাগরিক উপহার দিতে পরিবারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবার মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষাদান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো ও ধর্মীয় প্রভৃতি জাগ্রতকরণসহ সুস্থ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়তে পরিবারের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২৫ ঘিওর সরকারি কলেজের সমাজকর্মের বিষয়ের শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম এমন একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বললেন যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, আদর্শ, প্রতিষ্ঠা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটি একটি মানসিক চেতনা যা নানারকম রীতিনীতির ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে।

[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. এজেন্সি কী? ১

খ. গণমাধ্যম কী? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের রফিকুল ইসলাম যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন তার ধারণা ব্যক্ত করো। ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থানে অফিস বা কার্যালয় চালু করাকে এজেন্সি বলে।

খ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ জনাব রফিকুল ইসলাম যে প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হলো ধর্ম।

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বাংলা 'ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে। যার অর্থ হচ্ছে ধারণ করা। সুতরাং ধর্ম বলতে আমরা এক বিশেষ শক্তিকে বুঝি, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে ধারণ করে এবং পরিচালনা করে।

ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস এবং কিছু বিধি-বিধান যা মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এ বিশ্বাস মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এটি সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উদ্দীপকের শিক্ষকও একটি প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারা নিয়ন্ত্রণ, সমাজে সম্প্রীতি স্থাপন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও আর্তমানবতার সেবাসহ ইতিবাচক আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রফিকুল ইসলামের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ধর্ম।

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আব্দুল জলিল তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চাকরি করে এবং অন্য দুই ছেলে স্থানীয় কলেজে লেখাপড়া করে। কিছুদিন পূর্বে বড় ছেলের বিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি করার কারণে আব্দুল জলিলের বড় ছেলে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় বসবাস করেন এবং গ্রামে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠান। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী? ১

খ. 'We Feeling' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল জলিলের বড় ছেলের পরিবারটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত পরিবারের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো কতগুলো প্রতিষ্ঠিত আচার আচরণ এবং কার্যপ্রণালী যেগুলো সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

খ We feeling বলতে বোঝায় নিজের সাথে সমস্ত দলের সদস্যদের একাত্মতা অনুভব করা।

দলের সদস্যদের প্রতি অন্তরঙ্গতা, নিবিড়তা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতার আগ্রহ ও উৎসাহই- We feeling নামে পরিচিত। We feeling এর কারণে দলের সদস্যরা একে অন্যকে কাছে টেনে নেয়। অন্যের সুখে সুখ বোধ করে, অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করে।

গ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ গণমাধ্যম বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের একপর্যায়ে শিক্ষক গণমাধ্যম বিষয়ক আলোচনা করেন। গণমাধ্যম জনগণের নিকট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সরবরাহ করে। জনগণ সরাসরি তা দেখতে শুনতে, পড়তে পারে। তিনি কিছু গণমাধ্যমের উদাহরণ ও দেন। যেম— রেডিও, টিভি, চলচিত্র, সংগীত ইত্যাদি। এসব মাধ্যম জনমত গঠনে সহায়তা করে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি কার উক্তি? ১

খ. গণমাধ্যম কীভাবে জনমত তৈরি করে? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত গণমাধ্যমের প্রকারভেদ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বিবৃত উদাহরণসমূহ কী প্রক্রিয়ায় জনমত গঠনে সহায়তা করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক "ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস"— এটি ইংরেজি বিজ্ঞানী Sir Edward Bunnett Tylor-এর উক্তি।

খ সৃজনশীল ৬ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রেজা ও রুমা স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু প্রায়ই তাদের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকে। প্রতিবেশীরা তাদের পরামর্শ দিল রাকিব সাহেবের পরামর্শ নিতে। রাকিব সাহেব একজন নামকরা সমাজকর্মী। রাকিব সাহেব স্বামী-স্ত্রী সঙ্গে আলাদাভাবে কিছুদিন কাউন্সিলিং করেন। বর্তমানে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। *[রাজাকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১; নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ | প্রশ্ন নং ১]*

ক. বিবাহ কী? ১

খ. পরিবারের ২টি কার্যাবলি লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের পারিবারিক ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর কোন ধরনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়? ৩

ঘ. পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত পদ্ধতি একমাত্র উপায় নয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বৈধ ও নৈতিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠানই হলো বিবাহ।

খ মানব সমাজের আদিমতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। বিবাহ পরিবার গঠন করার প্রথম মাধ্যম। পরিবারের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় ও চিত্তবিনোদনমূলক পরিবার গঠন। মানব সমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র ধর্মীয় স্বীকৃতি সংস্থা হলো পরিবার। এছাড়া পরিবারই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ স্নেহ-ভালোবাসার চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত পরিবেশ পায়। পরিবারের মাধ্যমে একটি শিশু যথাযথ আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিবাহিত দম্পতি ও পরিবারের যেসব সদস্য সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছেন না তাদের জন্য পৃথক পৃথক কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন, দক্ষতা কাজে লাগানোর ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটানো হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী রাকিব সাহেব স্বামী ও স্ত্রীর সাথে পৃথক পৃথক কাউন্সিলিং করায় বর্তমানে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। রাকিব সাহেবের কাজ পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকাকে নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা প্রতিফলিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে উদ্দীপকে অনুসৃত সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকাই একমাত্র উপায় নয়।

উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এটি ব্যতীত পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর আরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো—দলগত পর্যায়ের ভূমিকা এবং সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা।

দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সকল সদস্যকে একসাথে নিয়ে কাউন্সিলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। যা সাধারণত Family group work-এর অংশ। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমগ্র পরিবারটিকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করেন। সেইসাথে তিনি পরিবারের সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সাহায্য করার জন্য দল সমাজকর্মের কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। অন্যদিকে সমষ্টিগত পর্যায়ে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী বিভিন্ন সভা, সেমিনার, টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে পরিবারের সঠিক ভূমিকা পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

উদ্দীপকে পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর অনুসৃত পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু দলগত পর্যায় ও সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকার কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। তাই বলা যায়, পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে উদ্দীপকে সমাজকর্মীর অনুসৃত পদ্ধতিই একমাত্র উপায় নয়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ সুমনদের বাসায় একটি রেডিও আছে। এক সময় রেডিও ছিল বিনোদন সংবাদ শ্রবণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সম্প্রতি তার বাবা একটি রঙ্গিন টিভি কিনেছে এক সাথে ডিশ সংযোগও নিয়েছে। ফলে এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ দেখা তার জন্য সহজ হয়েছে। বর্তমানে সুমন মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটও ব্যবহার করে।

[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ, নাটোর ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. CID কী? ১

খ. বিবাহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত বিষয়টির স্বরূপ ও প্রকারভেদ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির ভূমিকা উন্নয়নে একজন সমাজকর্মী কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CID হলো Criminal Investigation Department

খ সৃজনশীল ৪ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গণমাধ্যম-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গণমাধ্যম হচ্ছে যে মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় বা সম্পর্কের উন্নতি হয়। গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। জনডি মিলিট তিন ধরনের গণমাধ্যমের কথা বলেছেন। যথা— শ্রবণ মাধ্যম, দর্শন মাধ্যম ও শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম।

উদ্দীপকের সুমনদের বাসায় রেডিও ছিল শ্রবণ মাধ্যম। বর্তমানে তার বাবা যে টিভি কিনেছেন তা হলো একাধারে শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম উভয়ই। তাছাড়া সে এখন মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গণমাধ্যমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০

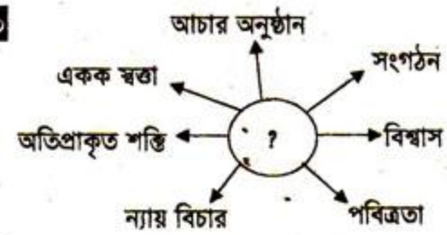

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, মিলগাঁও, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী লেখ। ২

গ. চিত্রে ? স্থানে কী বসবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ গঠনে একজন সমাজকর্মী কীভাবে কাজ করতে পারে? আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের চিন্তা-চেতনা, আবেগ, বিশ্বাস, আগ্রহ অনাগ্রহসহ বিভিন্ন তথ্য কোনো মাধ্যমে অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌছানোর প্রক্রিয়াকে গণমাধ্যম বলে।

খ ব্যক্তি ও সমাজজীবনে পরিবারের কার্যাবলি অনেক বিস্তৃত। পরিবার মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করে। আর ব্যক্তির সমাজিকীকরণে এটি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি সদস্যদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করে। আবার পরিবার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এছাড়া পরিবার সদস্যদের আশ্রয়স্থল। বিনোদন কেন্দ্র এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবেও পরিবারের গুরুত্ব রয়েছে।

গ সৃজনশীল ২৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন।

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় হলো ধর্মীয় অনুশাসন বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলা। মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচরণ ও সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হয়। উদ্দীপকে সেকুলের মতো মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস দৃঢ় করতে এবং ধর্মীয় আদর্শের আওতায় আনতে সমাজকর্মীরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম।

সমাজকর্মীরা সাহায্যকারী হিসেবে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। কেননা, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন নেতিবাচক অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। অসহিষ্ণুতা, অপরাধ, অন্যায়, ঘুষ, দুর্নীতি, হানাহানি, দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ, নির্যাতনসহ বিভিন্ন সমস্যার ফলে সমাজব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী মানুষের পারস্পরিক মানবিকতাবোধকে জাগ্রত করতে ভূমিকা রাখেন। সেইসাথে ব্যক্তি পর্যায়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে তাকে সক্ষম করে তুলতে হবে। এর ফলে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা যাবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জাহিদের বয়স ৮ বছর। সে বাবা-মায়ের সাথে ঢাকা নিউমার্কেটে শপিং করতে যায়। বাবা-মা কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে আর জাহিদ দোকান থেকে বাইরে চলে আসে। একটি অপহরণকারী চক্র জাহিদকে তুলে নিয়ে যায়, জাহিদের কাছ থেকে মোবাইল নম্বর নিয়ে ঐ

Teachingbd24.com

চক্র জাহিদের বাবার কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চায়। জাহিদের বাবা গোপনে পুলিশকে জানিয়ে রাখে। টাকা লেনদেনের একপর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণকারী চক্রকে ধরে ফেলে। জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়।

[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল | প্রশ্ন নং ৫]

ক. ই.বি. টেইলরের মতে ধর্ম কী? ১

খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কারণে জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অপরাধ দমনে উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ই.বি, টেইলরের মতে, ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের জাহিদ সামাজিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকার কারণে বেঁচে যায়।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলতে ঐ সকল সংস্থাকে বোঝায় যারা দেশের বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকেন। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, অপরাধমূলক কার্যক্রম তদন্ত ও অপরাধীকে খুঁজে বের করা এবং অপরাধমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ, শাস্তি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কাজ করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন— অপরাধ দমন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, জনস্বার্থ পরিপন্থী আচরণ নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও জনসচেতনতা, আইনি সহায়তা, সামাজিক উন্নয়ন, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দমন, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা অপহরণ, লুণ্ঠন প্রতিরোধ করে আইনের আওতায় শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে এ সংস্থা প্রকৃত ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে জাহিদের বয়স ৮ বছর। সে বাবা-মার সাথে শপিং করতে আসে। কেনাকাটার ব্যস্ততায় জাহিদ দোকানের বাইরে চলে যায়। এ সুযোগ একটি অপহরণকৃত চক্র তাকে তুলে নিয়ে যায়। সেই সাথে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ লেনদেনের একপর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণকারীদের ধরে ফেলে। ফলে জাহিদ বেঁচে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, জাহিদের প্রাণে বাঁচতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাকেই নির্দেশ করে। সুতরাং বলা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকর পদক্ষেপই জাহিদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

ঘ অপরাধ দমনে উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতি বাধা। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন— দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, নানা ধরনের অপরাধ বাল্যবিবাহ ইত্যাদি সমাজকে ঘিরে রেখেছে। আর এসব সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অন্যদিকে অপরাধ যা বর্তমান সময়ে একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এ সংস্থা অপরাধীদের আটক, অপরাধ তদন্ত ও বিশ্লেষণ, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, প্রতিরোধমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি, সর্বোপরি অপরাধ নির্মূলে অভিযান পরিচালনা করে। এভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এ সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে শিশু ও নারী পাচার, মাদকদ্রব্য চোরাচালান, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রভৃতি সমস্যা মোকাবিলায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনগত হস্তক্ষেপ ব্যতীত এ সকল সামাজিক সমস্যার টেকসই সমাধান ও প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জাহিদ নামের ৮ ছরের শিমুকে একটি অপহরণকারী চক্র তুলে নিয়ে যায়। সেই সাথে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপন চায়। জাহিদের বাবা গোপনে পুলিশকে জানিয়ে রাখে এবং টাকা লেনদেনের এক পর্যায়ে পুলিশ ঐ অপহরণ চক্রকে ধরে ফেলে। জাহিদ প্রাণে বেঁচে যায়। এ তথ্য থেকে প্রমাণিত হয়, জাহিদের প্রাণ বেঁচে যাওয়ার পেছনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকাই মুখ্য পাশাপাশি সংস্থা উপরোল্লিখিত বিভিন্ন অপরাধ দমনে যৌথভাবে কাজ করে। তাই বলা যায়, অপরাধ দমনে ও উপযুক্ত শাস্তি প্রদানে এবং সমাজ শৃঙ্খলা আনয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রিমন প্রতি শুক্রবার তার বাবার সাথে মসজিদে যায়। মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। তিনি ধর্মকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন।

[সাভার সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের ভূমিকা কীরূপ? ২

গ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ধর্মীয় মূল্যবোধ কীভাবে জাগ্রত করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইমাম সাহেবের মতামতকে কি তুমি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণমাধ্যম হলো বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করে।

খ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে পুলিশের ভূমিকা হলো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে অপরাধ দমন, অপরাধীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা, সমাজের নিয়ম-নীতি, প্রথা ও আইনবিরোধী কাজ যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর তাই মূলত সামাজিক সমস্যা। যেমন— দুর্নীতি, যৌতুক, মাদকাসক্তি, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজস্ব নীতি, আদর্শ ও সংবিধানের আলোকে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে, যা প্রয়োগ করা হয় সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে। যেমন— এসিড নিক্ষেপ দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আদালতে উপস্থাপনের পর তথ্যপ্রমাণে দোষী প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হবে।

গ সৃজনশীল ২৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, সামাজিক সমাধানে ইমাম সাহেবের মতামতকে আমি সমর্থন করি। ধর্ম বলতে অতিপ্রাকৃত মহাশক্তিতে বিশ্বাসকে বোঝায়। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের আচার-আচরণ এবং সমাজ ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে। ইহকালের কাজের ফলাফল পরলোকে ভুগতে হয় এ ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে খারাপ কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। তাই সামাজিক অন্যায়, অনাচার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা ও প্রভাব যেকোনো ধরনের বিরোধ ও বিতর্কের উর্ধ্বে।

উদ্দীপকে মসজিদের ইমামের বক্তব্য হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানের ও প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হলো ধর্ম। উক্তিটি যথার্থ বলে আমি করি।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্ম বিশ্বাস মানুষকে ইতিবাচক জীবনযাপনের অনুপ্রাণিত করে। এ বিশ্বাস মানুষকে সকল প্রকার অপকর্ম থেকে দূরে রাখে বলে এটি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের হাতিয়ার।

Teachingbd24.com

★★ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা, বৈশিষ্ট্য

১. সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট কোন ধরনের সমস্যা নিরূপণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তিগত সমস্যা খ দলীয় সমস্যা
গ সামাজিক সমস্যা ঘ রাষ্ট্রীয় সমস্যা — **গ**

২. মানুষের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণে কোন সংস্থা কাজ করে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান
খ সাহায্যার্থী
গ রাজনৈতিক দল
ঘ মানবাধিকার কমিশন — **ক**

৩. '*Social Institution*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক বার্নস খ ম্যাকাইভার
গ অগবার্ন ঘ নিমকফ — **ক**

৪. '*Fundamental of Sociology*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক আর. এম ম্যাকাইভার খ পেজ
গ জাট্রুড উইলসন ঘ জিসবার্ট — **ঘ**

৫. প্রতিষ্ঠান নামক চাকার ওপর ভিত্তি করে কী পরিচালিত হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি খ পরিবার
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র — **গ**

৬. '*The Psychology of Human Society*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক *MacIver* খ *August Comte*
গ *H E. Barner* ঘ *Ellwood* — **ঘ**

৭. 'মানুষ যখন সংঘ গড়ে তোলে তখন তার পরিচালনায় নিয়ম পদ্ধতি বা কার্যপ্রণালি সৃষ্টি করে'– উক্তিটি কোন গ্রন্থে রয়েছে? [জ্ঞান]
ক *Social Institution*
খ *Fundamental of Society*
গ *Society*
ঘ *The Psychology of Human Society* — **গ**

৮. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য? [জ্ঞান]
ক সর্বজনীনতা খ পরিচালনা বোর্ড
গ আনুষ্ঠানিক সংগঠন ঘ মানবিক সেবা প্রদান — **গ**

৯. নিচের কোনটি প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ? [জ্ঞান]
ক বিশ্ববিদ্যালয় খ ব্যাংক
গ বিবাহ ঘ পরিবার — **ঘ**

১০. সামাজিক সংস্থা কোনটি? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ মসজিদ-মন্দির
ঘ কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র — **ঘ**

১১. মানবসমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন পূরণে কাজ করে থাকে কোনটি? [জ্ঞান]
ক সামাজিক পরিকল্পনা খ সামাজিক আইন
গ সামাজিক প্রথা ঘ সামাজিক প্রতিষ্ঠান — **ঘ**

১২. 'প্রতিষ্ঠান হলো কোনো মৌলিক ব্যবস্থা যা নিয়মকানুনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে'– উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক গ্রিন উডের খ ম্যাকাইভারের
গ পেজের ঘ ম্যাক ও ইয়ং-এর — **ঘ**

১৩. সমাজস্থ মানুষের মধ্যকার জ্ঞাতি সম্পর্ক রক্ষায় নিচের কোনটি অধিক কার্যকর? [জ্ঞান]
ক সামাজিক মিথস্ক্রিয়া খ সামাজিক সম্প্রীতি
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ সামাজিক সংস্থা — **ঘ**

১৪. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি? [জ্ঞান] *[ঢাকা সিটি কলেজ]*
ক পরনির্ভরতা খ স্বনির্ভরতা
গ সহযোগিতা ঘ সংঘবদ্ধতা — **ঘ**

১৫. সমাজে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার জন্য কীসের প্রয়োজন রয়েছে? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সংস্থার
খ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের
ঘ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের — **গ**

১৬. সমাজ ও মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সাথে কোনটির পরিবর্তন হয়? [জ্ঞান]
ক ধর্মীয় বিধিবিধানের
খ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের
গ মানুষের মৌলিক চাহিদার
ঘ অর্থনৈতিক চাহিদার — **খ**

১৭. মানুষ বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে— [অনুধাবন]
i. সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপনের জন্য
ii. সহজ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য
iii. স্বচ্ছল জীবনযাপনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ক**

১৮. সংস্থা সম্পর্কে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. বিদেশি অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়
ii. বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় কাজ করে
iii. সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের মাধ্যমে গঠিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **খ**

১৯. সামাজিক সমস্যা নিরূপণে কাজ করে থাকে বিভিন্ন— [অনুধাবন]
i. সামাজিক প্রতিষ্ঠান
ii. সামাজিক সংস্থা iii. সামাজিক ফোরাম
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজন ছোটবেলা থেকে আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা প্রভৃতি তার পিতামাতা বা পরিবার থেকে, খেলার সাথীদের কাছ থেকে এবং তার স্কুল থেকে শিখেছে। এভাবে রাজন শিশু থেকে একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়েছে। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*

Teachingbd.com

২০. রাজনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে কী বলে? [প্রয়োগ]
ক সামাজিকীকরণ খ হস্তক্ষেপ কৌশল
গ উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ বিকাশ প্রক্রিয়া **ক**

২১. রাজনের মতো প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে উক্ত প্রক্রিয়া ভূমিকা পালন করে– [উচ্চতর দক্ষতা]
i. অর্থনৈতিক শিক্ষাদানে ii. সামাজিক শিক্ষাদানে
iii. নৈতিক শিক্ষাদানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলি

২২. '*The History of Human Marriage*' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ওয়েস্টার মার্ক খ ল্যান্ডবার্গ
গ রস ঘ পিবি হর্টন **ক**

২৩. সমাজবিজ্ঞানী Ross (রস) বিবাহকে কয়টি ধারণার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন? [জ্ঞান]
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি **ক**

২৪. সমাজব্যবস্থায় একে অন্যের সাথে সুসম্পর্কের পিছনে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ ধর্ম ঘ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান **ক**

২৫. 'বিবাহ হলো সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তিমাত্র'—উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ম্যালিনোস্কির খ ম্যাকাইভারের
গ ওয়েস্টার মার্কের ঘ পি বি হর্টনের **ক**

২৬. *Society: An Introductory Analysis* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক অগবার্ন খ ম্যাকাইভার ও পেজ
গ ডেভিড পোপেনো ঘ এলিয়ট ও মেরিল **খ**

২৭. সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন ও নিমকফ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলিকে কয় ভাগে বিভক্ত করেছেন? [জ্ঞান]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **ক**

২৮. প্রাচীনকালে কোনটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল? [জ্ঞান]
ক বিভিন্ন কলকারখানা খ পরিবার
গ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান **খ**

২৯. কীসের মাধ্যমে মানুষ সমাজে প্রচলিত সংস্কৃতির ধারার সাথে পরিচিত হয়? [জ্ঞান]
ক পরিবার খ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
গ গণমাধ্যম ঘ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান **ক**

৩০. কোনটি আকারের ভিত্তিতে গঠিত পরিবার? [জ্ঞান]
ক পিতৃসূত্রীয় পরিবার খ একক পরিবার
গ মাতৃবাস পরিবার ঘ মাতৃপ্রধান পরিবার **খ**

৩১. পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি কী? [জ্ঞান]
ক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক খ বিবাহ
গ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঘ সামাজিক এজেন্সি **খ**

৩২. '*Sex and Repression in Savage Society*' গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ই. আর. গ্রোস খ অমর্ত্য সেন
গ ম্যালিনোস্কি ঘ রবার্ট লুই **গ**

৩৩. দিলীপ বড়ুয়া বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। বিবাহ করার সময় দিলীপ বড়ুয়া কাদের নিয়ম অনুসরণ করবেন? [জ্ঞান]
ক মুসলমানদের খ হিন্দুদের
গ খ্রিস্টানদের ঘ বৌদ্ধদের **ঘ**

৩৪. বিবাহের অন্যতম ভূমিকা কোনটি? [অনুধাবন]
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধ করে
খ সামাজিক ঐক্য বাড়ায়
গ সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করে
ঘ সামাজিক ঐক্য কমায় **গ**

৩৫. যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে মূল পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী? [জ্ঞান]
ক পরিবার খ গোত্র
গ সরকার ঘ আইনসভা **ক**

৩৬. পরিবার কীভাবে মানসিক উৎকর্ষতার বিকাশস্বরূপ বিভিন্ন কার্য পরিচালনা করে থাকে? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তিগত কার্যাবলির মাধ্যমে
খ দলীয় কার্যাবলির মাধ্যমে
গ সামাজিক কার্যাবলির মাধ্যমে
ঘ মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলির মাধ্যমে **ঘ**

৩৭. পরিবারের মাধ্যমে কীসের আইনানুগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহের খ লেভিরেট বিবাহের
গ সরোরেট বিবাহের ঘ ক্রসকাজিন বিবাহের **ক**

৩৮. নারী ও পুরুষের মধ্যে আইনগত ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে? [অনুধাবন]
ক বিবাহের মাধ্যমে খ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে
গ আদালতের মাধ্যমে ঘ আইনের মাধ্যমে **ক**

৩৯. বিবাহের ক্ষেত্রে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. পরিবার গঠনের একমাত্র বৈধ উপায়
ii. মানুষের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ
iii. ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৪০. পরিবারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা সদস্যদেরকে বিরত রাখে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক অনাচার থেকে
ii. সামাজিক অপরাধমূলক কাজ থেকে
iii. আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

৪১. পরিবারকে প্রাথমিক দল বলা হয়, কারণ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
i. পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনানুষ্ঠানিক
ii. শিশু জন্মগতভাবে কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য
iii. নির্ভরশীল ও শিক্ষা সম্পর্ক বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪২. পরিবারের কাজ হচ্ছে- [অনুধাবন] */মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/*
i. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
ii. সন্তানের অস্তিত্ব রক্ষায় সদাজাগ্রত থাকা
iii. বংশের ধারা অব্যাহত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ঊর্মি তার চার বছরের শিশুকে অবসরে বর্ণমালা চিনতে শেখায়। বাড়িতে অতিথি এলে তাদেরকে সালাম দিতে শেখায়। বড়দের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলে।

৪৩. অনুচ্ছেদে পরিবারের কোন ধরনের কার্যাবলির চিত্র ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক রাজনৈতিক খ শিক্ষামূলক
গ অর্থনৈতিক ঘ মনস্তাত্ত্বিক **খ**

৪৪. পরিবারের উক্ত কার্যাবলি সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিবারই মানুষের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে
ii. একমাত্র পরিবারই শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে থাকে
iii. পিতামাতার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে শিশু শিক্ষাজগতে পদার্পণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★★ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা, বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ

৪৫. সমাজের জন্য ক্ষতিকর, অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত বাধাকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক সমস্যা খ অর্থনৈতিক সমস্যা
গ ক্ষতিকর অবস্থা ঘ সামাজিক সমস্যা **ঘ**

৪৬. সমাজের অবৈধ বিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক ব্যক্তি সমাজকর্ম খ সামাজিক কার্যক্রম
গ সমষ্টি সমাজকর্ম ঘ সামাজিক গবেষণা **খ**

৪৭. পরিবারের সদস্যদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সমাজকর্মী কোন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন? [জ্ঞান]
ক সামাজিক শিক্ষা খ পারিবারিক শিক্ষা
গ নৈতিক শিক্ষা ঘ ধর্মীয় শিক্ষা **খ**

৪৮. সমাজকর্মী মাহবুব কীভাবে পরিবার কাঠামো সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে পারেন? [অনুধাবন]
ক আলোচনার মাধ্যমে
খ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
গ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে
ঘ চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে **ঘ**

৪৯. CIA প্রদত্ত সন্ত্রাসবাদের উপাদান হলো— [অনুধাবন]
i. পূর্ব পরিকল্পিত কার্যক্রম
ii. টার্গেট বেসামরিক জনগণ
iii. বিশেষ জাতিগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫০. নারী নির্যাতন হলো— [অনুধাবন]
i. নারীর ওপর দৈহিক নির্যাতন
ii. পরনির্ভরশীল করে তোলা
iii. নারীর ওপর মানসিক নির্যাতন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

★ ধর্মের ধারণা; সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা; ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৫১. সংস্কৃত 'ধৃ' শব্দের অর্থ কী? [জ্ঞান]
ক মেনে চলা খ ধারণ করা
গ দেখা ঘ বিশ্বাস করা **খ**

৫২. *Primitive Culture* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ই বি টেইলর খ ডুর্খেইম
গ ওয়েস্টার মার্ক ঘ ম্যাকাইভার **ক**

৫৩. *The Elementary Forms of Religious life* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক ডুর্খেইম খ ই বি টেইলর
গ টমাস মুলার ঘ লর্ড ব্যাগলান **ক**

৫৪. 'ধর্ম হলো পবিত্র বস্তু সম্পর্কিত কতকগুলো বিশ্বাস ও প্রথার সমষ্টি'— উক্তিটি কার? [জ্ঞান]
ক ই বি টেইলরের খ এ মিল ডুর্খেইমের
গ টমাস মুলারের ঘ লর্ড ব্যাগলানের **খ**

৫৫. মৌল ও সার্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? [জ্ঞান]
ক বিবাহ খ পরিবার
গ ধর্ম ঘ গণমাধ্যম **গ**

৫৬. কীভাবে সামাজিক শিষ্টাচারের শিক্ষা পাওয়া যায়? [প্রয়োগ]
ক আইনের মাধ্যমে খ ধর্মের মাধ্যমে
গ সমাজের মাধ্যমে ঘ রাষ্ট্রের মাধ্যমে **খ**

৫৭. কে ধর্মীয় নিয়মানুসারে পরিবার প্রথা পরিচালনায় সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে? [জ্ঞান]
ক ইমাম খ মুয়াজ্জিন
গ সমাজকর্মী ঘ আইনজীবী **গ**

৫৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে নিচের কোন মন্ত্রণালয় সরাসরি জড়িত? [জ্ঞান]
ক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় খ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘ আইন মন্ত্রণালয় **গ**

Teachingbd.com

৫৯. সামাজিক সমস্যা হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপ
ii. ধর্মীয় মূলবোধ বিরোধী কার্যকলাপ
iii. আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৬০. ধর্মকে বিশ্বাসগত ব্যাপার বলার যৌক্তিক কারণ— [অনুধাবন] *[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]*
i. স্রষ্টাকে দেখা যায় না
ii. এটি চাক্ষুষ্মান বিষয় iii. এটি নৈর্ব্যক্তিক বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬১. একজন সমাজকর্মী ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে প্রয়োগ করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. সমাজকর্মের জ্ঞান
ii. সমাজকর্মের দক্ষতা
iii. নিজস্ব ধর্মীয় অনুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নীপা ও দীপা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করছিল। দীপা বলল, সমাজকাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান আছে যা অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

৬২. উদ্দীপকে দীপা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? [প্রয়োগ]
ক পরিবার খ বিবাহ
গ ধর্ম ঘ জনসমষ্টি **গ**

৬৩. উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মানুষের মধ্যে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে
ii. অপরাধ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষাদান করে
iii. দুঃখ ও হতাশার সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা; গণমাধ্যমের ভূমিকায় সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ

৬৪. *Mass Communication Theory* গ্রন্থটির রচিয়তা কে? [জ্ঞান]
ক DS Metha খ R P Molo
গ MacIver ঘ D Mcquail **গ**

৬৫. Denis Mequail রচিত গ্রন্থের নাম কী? [জ্ঞান]
ক Mass Communication Theory
খ Primitive Culture
গ Man Communication
ঘ Sociology **ক**

৬৬. *The Function of the Executive, Cambridge Mass* গ্রন্থটির রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক Chester D Bernard খ John D. Millit
গ D Mcquail ঘ DS Metha **ক**

৬৭. জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন কী? [জ্ঞান]
ক সমাবেশ খ হরতাল
গ ধর্মঘট ঘ গণমাধ্যম **ঘ**

৬৮. সমাজকর্মী গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রভাব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করবেন কেন? [অনুধাবন]
ক সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের জন্য
খ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও উন্নয়নের জন্য
গ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধের জন্য
ঘ নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য **খ**

৬৯. আধুনিক সমাজে গণমাধ্যম কয় ধরনের? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **খ**

৭০. সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদকর্মীদের বিবেচনায় নিতে হবে? [জ্ঞান]
ক গোষ্ঠী স্বার্থ খ মানবতা
গ ব্যক্তি স্বার্থ ঘ অনিরপেক্ষতা **খ**

৭১. উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম কী? [জ্ঞান] *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*
ক সমাচার দর্পণ খ আজাদ
গ সওগাত ঘ তহযিব-উল আখলাক **ক**

৭২. Chester D Bernard উল্লিখিত গণমাধ্যমগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. প্রত্যক্ষ গণমাধ্যম
ii. প্রত্যক্ষ বার্তাগ্রাহী গণমাধ্যম
iii. পরোক্ষ পণমাধ্যম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭৩. গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. সংবাদ বা তথ্য একক সংগঠন হতে উৎসারিত
ii. তথ্যাদির একমুখী প্রচার
iii. ফলাবর্তন সরাসরি পাওয়া যায় না.
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক iii খ ii এবং iii
গ i, ii এবং iii ঘ i এবং ii **গ**

৭৪. চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়— [অনুধাবন]
i. সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
ii. পারিবারিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
iii. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৫ ও ৭৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বর্তমান বিশ্বে সংবাদ আদান-প্রদানে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হলো বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ এবং রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার করা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগকারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

http://teachingbd.com

৭৫. অনুচ্ছেদে কাদের ভূমিকার কথা ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক) গণমাধ্যমের কর্মকর্তাগণের
খ) সমাজকর্মীর
গ) সাধারণ জনগণের
ঘ) সমাজকর্মের শিক্ষকগণের — খ

৭৬. গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রয়োগকারীদের ভূমিকা হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. লেখকদের লেখনির ধারা করতে পারে
ii. মূল্যবোধ পরিপন্থি সংবাদ প্রচারে উৎসাহ দিতে পারে
iii. চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — গ

★ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা, ধরন, সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা

৭৭. কোন ধরনের সংস্থা দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ নাগরিকদের কল্যাণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক) সংবাদ প্রচারকারী সংস্থা
খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
গ) আন্তর্জাতিক সংস্থা
ঘ) আর্থিক সহায়তাদানকারী সংস্থা — খ

৭৮. কোন সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অপরাধ শনাক্তকরণে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য করে থাকে? [জ্ঞান]
ক) এফবিআই খ) স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড
গ) ইন্টারপোল ঘ) হাইওয়ে পেট্রোল — গ

৭৯. বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাত্রা কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক) আইন প্রণয়নের ওপর
খ) আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর
গ) আইন সম্পর্কে সচেতনতার ওপর
ঘ) অভিজ্ঞ বিচারকের ওপর — খ

৮০. কীভাবে দেশের সকল ঘটনা ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি প্রচারিত হয়? [অনুধাবন]
ক) সমাবেশের মাধ্যমে খ) সমাজকর্মীর মাধ্যমে
গ) জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ঘ) পত্রিকার মাধ্যমে — ঘ

৮১. কীভাবে সহজে কম সময়ের মধ্যে দেশের এবং দেশের বাইরের সকল তথ্য সংগ্রহ করা যায়? [অনুধাবন]
ক) টেলিভিশনের মাধ্যমে খ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে
গ) ফ্যাক্সের মাধ্যমে ঘ) রেডিওর মাধ্যমে — খ

৮২. যে সংস্থা দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাকে কী বলে? [অনুধাবন]
ক) স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
গ) সরকারি সংস্থা ঘ) আন্তর্জাতিক সংস্থা — খ

৮৩. চোরাচালান প্রতিরোধে কোন সংস্থাটি আইন প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক) বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড
খ) বাংলাদেশ পুলিশ
গ) র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান
ঘ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন — ক

৮৪. নিচের কোনটি সৃষ্টির অন্যতম কারণ মুক্তচিন্তা-চেতনার অভাব? [জ্ঞান] *[শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*
ক) অপুষ্টি খ) বাল্যবিবাহ
গ) যৌতুক ঘ) জঙ্গিবাদ — ঘ

৮৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যাবলিতে সহায়তা দানে নিচের কোন ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম? [অনুধাবন]
ক) সমাজকর্মীর খ) পুলিশের
গ) সেনাবাহিনীর ঘ) আইনমন্ত্রীর — ক

৮৬. মারুফ সাহেব সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মারুফ সাহেবের কার্যক্রম নিচের কোন ব্যক্তির কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? [প্রয়োগ] *[নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর]*
ক) রাজনীতিবিদের খ) সমাজকর্মীর
গ) আইনজীবীর ঘ) সাংবাদিকের — খ

৮৭. বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সদরদপ্তর কোথায়? [জ্ঞান] *[সরকারি মহিলা কলেজ, বরিশাল]*
ক) ঢাকায় খ) চট্টগ্রামে
গ) বরিশালে ঘ) খুলনায় — ঘ

৮৮. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রতিশ্রুতিবন্ধ— [অনুধাবন] *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
i. জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তায়
ii. আইনের অনুমোদন ও বাস্তবায়নে
iii. অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৮৯. সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যে ভূমিকা রাখতে পারে— [অনুধাবন] *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*
i. জনস্বার্থ বিরোধী আচরণ নিয়ন্ত্রণ
ii. শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা
iii. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্ধার কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৯০. প্রাচীনকালের চীনা জেলা প্রশাসকদের কাজ ছিল— [অনুধাবন]
i. সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা প্রদান
ii. অভিযুক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রমের শুনানি
iii. অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii — ঘ

৯১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অনন্য ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. নারী অধিকার রক্ষার জন্য
ii. শিশু শিক্ষার জন্য
iii. শিশু অধিকার নিশ্চিত করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — খ

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৫: সামাজিক আইন এবং সমাজকর্ম

প্রশ্ন ▶১ বিয়ের পর অনেক আশা করে রিমি শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। তার স্বামী গাঁজা আর ফেনসিডিল ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রায়ই সে নেশাগ্রস্ত হয়ে রাতে এসে রিমির ওপর ভীষণ অত্যাচার নির্যাতন চালায়।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৬]

ক. আইনানুযায়ী এ দেশের মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স কত? ১

খ. সামাজিক আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. স্বামীর অত্যাচার নির্যাতনের জন্য সুবিচার পেতে যে আইনের সাহায্য রিমি গ্রহণ করতে পারে তার প্রধান ধারা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রিমির অত্যাচারী স্বামীর ব্যবসার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রযোজ্য আইনের কার্যকারিতা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনানুযায়ী এ দেশের মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক আইন।

গ স্বামীর অত্যাচার ও নির্যাতনের সুবিচার পেতে রিমি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ এর সাহায্য নিতে পারে।

নারী নির্যাতন রোধ এবং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত আলাদা আলাদা অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে প্রণীত মূল আইনের সংশোধনী এনে ১৩ জুলাই ২০০৩ সালে পাস করা হয় 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩'। এই আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১২টি অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত ছয়টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে।

উদ্দীপকের রিমি স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩' এর সাহায্য নিতে পারে। এ আইনে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের (যেমন- অপরাধ, অপহরণ, আটক, ধর্ষণ, নবজাতক শিশু, যৌতুক প্রভৃতি) সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেইসাথে এর প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে আছে- ১. শিশুর বয়স নির্ধারণ– সংশোধিত আইনে শিশুর বয়সসীমা ১৪ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর করা হয়েছে; ২.দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হবে। এছাড়া নির্যাতনের কারণে নারী বা শিশুর অঙ্গহানি ঘটলে বা শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো ক্ষতি হলে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে; ৩. মুক্তিপণ আদায় করার শাস্তি- মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো শিশু বা নারীকে আটক করা হয় তাহলে আটককারীর মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এমনকি অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে; ৪. নারী ও শিশু অপহরণ- পতিতাবৃত্তি বা নীতিবহির্ভূত কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কোনো নারী ও শিশু পাচার করা হলে নিয়োজিত ব্যক্তির শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে; ৫. সম্ভ্রমহানিজনিত কারণে আত্মহত্যা- আইন অনুযায়ী সম্ভ্রমহানির পর কোনো নারী আত্মহত্যা করলে বা কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ ১০ বছর অথবা নূন্যতম পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। তবে এ আইনের আরো কিছু ধারা রয়েছে যেগুলো রিমির মতো নির্যাতনের শিকার নারীদের সুবিচার পেতে সাহায্য করবে।

ঘ রিমির অত্যাচারী স্বামীর ব্যবসার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য '১৯৮৯ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ' প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ অধ্যাদেশের ভিত্তিতে প্রণীত আইনের কার্যকারিতা রয়েছে।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার মাদকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি প্রচলিত মাদকদ্রব্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নতুন আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে সুপারিশ পেশ করে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। অধ্যাদেশ নিয়ে বিভক্তি থাকলেও ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের ফলে তা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করে সমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সাথে মাদকসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো (যেমন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড) ও জনবল সৃষ্টি করা হয়েছে । তবে মাদক পাচারের অন্যতম রুট গোল্ডেন ওয়েজের অন্তর্গত হওয়ায় বাংলাদেশে মাদকের সহজলভ্যতা আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। এক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৭ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, মাদক গ্রহণ, কেনা-বেচা এবং চোরাচালান রোধে প্রণীত '১৯৮৯ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ' এর কার্যকারিতা রয়েছে। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে আইনটির সংস্কার এবং এর কঠোর প্রয়োগ ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶২ শরিফার বাবা শরিফার বিবাহের পূর্বে তার হবু জামাতাকে একটি সাইকেল কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কারণে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। শরিফার স্বামী এজন্য শরিফাকে মাঝে মাঝে নির্যাতন করছে।

[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কিশোর আদালত কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. 'আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শরিফার স্বামীর অপরাধ যে সামাজিক আইনের লঙ্ঘন তার পরিচয় দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইনটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Teachingbd24.com

খ আইন সমাজের মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
সাধারণত বেশিরভাগ সময় সমাজের সবল অংশ দুর্বলদের শোষণ ও নিপীড়ন করার চেষ্টা চালায়। এতে বিভিন্ন রকমের অপরাধ সংঘটিত হয়। তবে যথাযথ আইন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ মানুষের নেতিবাচক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে অপরাধ হ্রাস করতে পারে। দেশের আইন অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সংশোধিত হতে উৎসাহিত করে। তাই বলা হয়, আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক।

গ শরীফার স্বামীর অপরাধ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ এর লঙ্ঘন, যা একটি সামাজিক আইন ।
যৌতুক একটি সামাজিক কুপ্রথা। এটি নারী তথা সার্বিকভাবে সমাজের উন্নয়নের অন্তরায়। যৌতুক নিরোধ আইন— ১৯৮০ এর মাধ্যমে সামাজিকভাবে এ প্রথা বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে উদ্দীপকের শরীফার স্বামীর মতো অনেক পুরুষের ক্ষেত্রে এ আইন না মানার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
শরীফার বাবা বিয়ের আগে তার হবু জামাতাকে একটি সাইকেল কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অর্থাভাবে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় শরিফাকে নির্যাতিত হতে হয়। অথচ বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে এ ধরনের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি এর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ঐ আইন অনুযায়ী বিয়েতে কোনো এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষকে কোনো মূল্যবান জামানত দেওয়া বা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া যৌতুক হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো ব্যক্তি যৌতুক দিলে অথবা নিলে অথবা নিতে সাহায্য করলে তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। আইনটিতে আরও বলা হয়েছে এটি কার্যকর হওয়ার পর যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া সংক্রান্ত প্রচলিত সব চুক্তি বাতিল হবে।

ঘ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইন অর্থাৎ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই কমবেশি নারী নির্যাতনের খবর চোখে পড়ে। বিবাহিত নারীদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ছাড়াও যৌতুকের কারণে সমাজে আরও বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি রোধ করে নারীদের সুরক্ষা দেওয়া এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ আইন প্রণীত হয়।
যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তার সর্বস্ব হারাতে হয়। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে পরিবারে নানা ধরনের অশান্তি শুরু হয়। প্রায়ই মেয়েরা এ কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে সংগঠিত নানা রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেই যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-তে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ও এ কাজে সহায়তা করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি যৌতুক দাবি করার জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া যৌতুকের জন্য কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে ও এ কারণে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যৌতুকের জন্য অজ্ঞাহানি ঘটালে সাজা হবে যাবজ্জীবন বা কমপক্ষে ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। তবে কাগজে-কলমে আইনের ধারাগুলো বেশ শক্ত হলেও যৌতুক প্রথার চল বা যৌতুকজনিত সহিংস ঘটনা প্রত্যাশা অনুযায়ী কমছে না। এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ। মানুষের মধ্যে এ ধারণা দিতে হবে যে যৌতুক চাইলে বা এজন্য নারীকে নির্যাতন করলে শাস্তি ভোগ অবশ্যম্ভাবী।
সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ এর ভূমিকা অপরিসীম। তবে আইনটি আরও ফলপ্রসূ করতে চাইলে এর কঠোর বাস্তবায়ন দরকার।

প্রশ্ন ▶৩

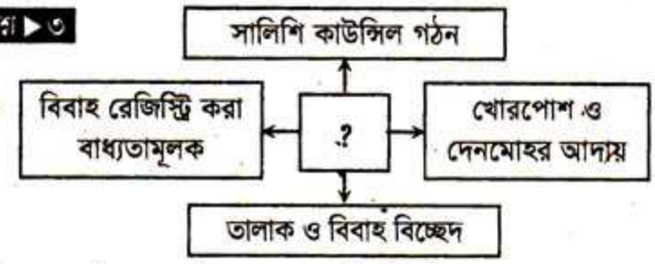

[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৫; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. আইন কাকে বলে? ১
খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে? ২
গ. ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন আইনের নাম লিখলে এ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলোই কি শুধুমাত্র ঐ আইনের ধারা নাকি আরো ধারা আছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রণীত এবং অনুমোদিত বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনই আইন।

খ সামাজিক আইন অপরাধমূলক সামাজিক সমস্যা নিরসনে শাস্তিমূলক বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে।
আমাদের সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা রয়েছে। যেমন— বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক আইন প্রণীত হয় এবং এর যথাযথ প্রয়োগ উক্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আইনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' এর নাম লিখলে এ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা।
কয়েক দশক আগে স্থানীয় মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ আইনি অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায়, পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' কার্যকর করে।
ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি হতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রির জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেবে। এই ধারাটি মুসলিম বিবাহের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ছকের সালিশি কাউন্সিল গঠন সম্পর্কিত ধারাটি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই সালিশি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ স্ত্রীর খোরপোশ ও দেনমোহর আদায়ে সালিশি কার্যক্রম চালায়। স্ত্রীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ভরণপোষণ স্বামী দিতে না পারলে সালিশি পরিষদ স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভরণপোষণের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। আলোচ্য আইনের তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারা অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে ইউনিয়ন বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। মূলত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারীর কল্যাণার্থে এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

https://teachingbd24.com

ঘ ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' এর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ছকে উল্লেখ করা বিষয়গুলো ছাড়াও এই আইনে দ্বিতীয় বিবাহ, বিবাহের বয়স, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে আছে। তালাক ছাড়া অন্য কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধানও এই আইনে বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা, দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সালিশি কাউন্সিল দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিতে পারে। আর অনুমতি ছাড়া কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করলে স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে। এ বিধানের লঙ্ঘন করলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। আলোচ্য আইনে মুসলিম ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে এ বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। আলোচ্য আইনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার সন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইন সে নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তার সন্তান মারা গেলে এবং ওই মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তান থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে বাবার সম্পত্তির অংশ পাবে।

সংশ্লিষ্ট আইনের ওপরের ধারাগুলো উদ্দীপকের ছকে উঠে আসেনি। এই সবগুলো ধারার সমন্বয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অত্যন্ত কার্যকর একটি আইন হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶৪ কাবিল মিয়া দুষ্ট প্রকৃতির লোক। অনাথ জরিনা বেগমকে বিয়ে করে। বিয়ের পর কারণে-অকারণে জরিনাকে মারপিট করে। একদিন সে জরিনাকে এক নারী পাচারকারী দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। জরিনার মামা বিষয়টি জানতে পেরে কাবিলের বিরুদ্ধে মামলা করে। *[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয় কত সালে? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জরিনার মামা কোন আইনের মাধ্যমে কাবিলের বিচার চাইতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয় ১৯৮০ সালে।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহকে বোঝায়।

বিবাহের প্রথম শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। প্রচলিত আইন অনুসারে বাংলাদেশে বিবাহের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সমাজে অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই অথবা কোনো একজনের বয়স কম হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বিবাহই বাল্যবিবাহ।

গ উদ্দীপকের জরিনার মামা ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইনের মাধ্যমে কাবিলের বিচার চাইতে পারেন।

আমাদের দেশে সামাজিকভাবে প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০" প্রণয়ন করে। আইনটি ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের নারী পাচার সম্পর্কিত ধারা অনুসারে উদ্দীপকের কাবিলের বিচার করা সম্ভব।

উদ্দীপকের কাবিল তার স্ত্রীকে কারণে-অকারণে নির্যাতন করে এবং এক পর্যায়ে এসে এক নারী পাচারকারী দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় জরিনার মামা কাবিলের বিরুদ্ধে মামলা করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এর ৫ নং ধারায় এ ধরনের অপরাধের প্রকৃতি ও শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যদি কোনো নারীকে কোনো পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয় করা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি এই কর্ম সাধন করেছেন তিনি সুনির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বছর কিন্তু অন্যূন দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন'। কাবিলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

ঘ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমাজ থেকে নানা ধরনের অপরাধ নিরসনকল্পে আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন অন্যতম সামাজিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে সমাজে শান্তি নষ্ট হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকার ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনকে আরও কার্যকর করার জন্য ঢেলে সাজিয়েছে।

আমাদের সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুকের কারণে তারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়, কখনো যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, আবার কখনো পড়ে পাচারকারীদের খপ্পরে। এভাবে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হাত থেকে বাঁচতে এক সময় তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অন্যদিকে আমাদের সমাজে শিশুশ্রম, শিশু পাচার প্রভৃতি অপরাধমূলক ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এ সকল অপরাধ নিরসনে আলোচ্য আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পূর্বেকার বলবৎ আইনগুলোর তুলনায় এ আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। ফলে এ আইনটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর। তবে এই আইনের প্রয়োগকে আরও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য আইনটি যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন আরও হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▶৫ শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে যা শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত।

[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন করা হয় কত সালে? ১

খ. সামাজিক আইনের একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এ আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন করা হয় ২০১২ সালে।

খ সামাজিক আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল প্রকার কু-প্রথা দূর করা।

আমাদের সমাজে এখনো অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এগুলো সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত কুসংস্কার নারীদের জন্য অমানবিক ছিল। এরূপ সমস্যা দূর করার জন্যই বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে সমাজ থেকে এ সকল কুপ্রথা দূর হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণে শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আর এ জন্যই শিশু আইন প্রণয়ন করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করে।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশে আইনটি বলবৎ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশু অধিকারও রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশে একটি শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ আইনটির বিকল্প নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করে। আইনটি শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত। এ সকল বৈশিষ্ট্য শিশু আইন-১৯৭৪ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আমাদের দেশে শিশু আইন-১৯৭৪ শিশুদের কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্রেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশুরা যেন যোগ্য মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রকেই সচেষ্ট থাকতে হয়। আর এ জন্য শিশুদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আইন অত্যন্ত কার্যকর। বাংলাদেশের শিশু আইন-১৯৭৪ শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমাদের দেশের শিশুরা যেন সকল সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে সে উদ্দেশ্যেই শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে কোনো শিশুকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার কিশোর অপরাধীদের জন্য কিশোর আদালত ও হাজত স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। যা মূলত কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের উদ্দেশ্যেই কাজ করে। এ আইনে শিশু শ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশু শ্রমের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া শিশু আইনে শিশুর রোগ নিরাময়, শাস্তিদান, জামিন প্রদান, সংশোধন ব্যবস্থা, মুক্তি প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত হচ্ছে। আর এভাবেই শিশু আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিশু আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬

[কু. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৫]

ক. কোন আইনটিকে একাধারে শিশুকল্যাণ, নারী কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন বলে? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যা দূর করে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ছকে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সে কোন সামাজিক আইনের নাম লিখলে ছকটি সম্পূর্ণ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইনটি যেদিন থেকে প্রণীত হয়েছে শুধু কি সেইদিন থেকে পরবর্তী, নাকি পূর্ববর্তী দম্পতিরা ছকে উল্লিখিত অধিকার ভোগ করতে পারবে? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ-১৯৬১ কে একাধারে শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণও নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন বলা হয়।

খ সামাজিক আইন বর্তমান সমস্যা প্রতিকার এবং ভবিষ্যত সমস্যা প্রতিরোধে আইনগত ভিত্তি তৈরি করে। এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর হয়।

সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও অনাচার দীর্ঘদিন সমাজে বিদ্যমান। এসব সমস্যা প্রতিরোধে সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর প্রতিকার করা অনেকাংশে সম্ভব হয়। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ আইন-১৯২৯, যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রভৃতি সামাজিক আইন এ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

গ ছকে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ লিখলে ছকটি সম্পূর্ণ হবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত আইনটি মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এই আইনে মোট ১৫টি ধারা এবং কিছু উপধারা আছে। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু নাগরিকদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য। এ আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী হিন্দু নারী এবং ২১ বছরের কম বয়সী হিন্দু পুরুষের বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সেইসাথে হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি এবং আচার অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হবার পর দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধনের বিধান রাখা হয়। এছাড়াও নিবন্ধনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনের প্রতিলিপি সরবরাহেরও ব্যবস্থা রাখা হয়।

উদ্দীপকে ছকটির প্রশ্নবোধক স্থানে একটি সামাজিক আইনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আইনটির কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো— নিবন্ধক নিয়োগ, বিবাহ নিবন্ধন ও প্রতিলিপি গ্রহণ, নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি, তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধক ফিস প্রভৃতি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ছকটিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের ইঙ্গিত আছে।

ঘ উদ্দীপকের আইনটি অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২, যেদিন থেকে প্রণীত হয়েছে সেই দিন থেকে নয়, বরং পূর্ববর্তী দম্পতিরাও ছকে উল্লিখিত অধিকার ভোগ করতে পারবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ এর বিবাহ নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অংশে বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হবার পর তার দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যেকোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করবেন। তবে এ আইন কার্যকর হবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত বিয়ের যেকোনো পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাহ নিবন্ধন করা যাবে। উদ্দীপকে নির্দেশিত আইনটি কার্যকর হবার পূর্বে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হলেও শাস্ত্র অনুযায়ী বিয়ের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না। সেইসাথে তারা বিবাহ নিবন্ধন প্রাপ্তি, প্রতিলিপি গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ফিস প্রদান, নিবন্ধকের মাধ্যমে প্রতিলিপি গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন প্রভৃতির সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে আইন কার্যকর হবার আগে বিয়ে সম্পন্ন করা কোনো বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দু বিবাহ আইনের বিধান অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধা আইনটি প্রণীত হবার পূর্বে অথবা পরে বিয়ে সম্পন্নকারী যেকোনো দম্পতি ভোগ করতে পারবেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ চার সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও রেবেকার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। রেবেকা তার স্বামীকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে সে বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নেয়। অবশেষে ১৯৬১ সালে প্রণীত একটি আইনের বলে সে তার অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. শিশু আইনটি কত সালে সারা দেশে বলবৎ হয়? ১

খ. 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণয়নের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইনের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য দুটি ধারা সম্পর্কে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশু আইনটি ১৯৮০ সালের ১ জুন সারাদেশে বলবৎ হয়।

খ যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করার জন্য 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণয়ন করা হয়।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর পুরুষের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যৌতুকের নেতিবাচক প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। তার সাথে বাড়তে থাকে নারী নির্যাতন ও নারী হত্যার মতো অপরাধ। এ সকল সমস্যা মোকাবিলা করতে প্রণয়ন করা হয় যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ৮ যূথি নামের ফুটফুটে একটি মেয়ে বাড়ির সামান্য দূরে অবস্থিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুল গেইটের সামনের গ্যারেজে কর্মরত কয়েকটি ছেলে প্রায়শ তাকে উত্যক্ত করত। একদিন এক ছেলে তার ওড়না টেনে ধরে। ঘটনাটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানালে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা আমলে নিয়ে ছেলেটিকে জরিমানা করে গ্যারেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর প্রতিশোধ নিতে ছেলেটি যূথির মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে এবং এতে সে সামান্য আহত হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. 'যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০' কত সাল থেকে কার্যকর হয়? ১

খ. সামাজিক আইনের তিনটি উদ্দেশ্য আলোচনা করো। ২

গ. যূথির উপর হামলাকারীর বিচার যে যে ধারায় হবে আইনটির নাম উল্লেখপূর্বক ধারাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আইনের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারাদেশে কার্যকর হয়।

খ সামাজিক আইন সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং সমাজে সৃষ্ট সমস্যা ও অবাঞ্ছিত অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সামাজিক আইন প্রয়োগ করা হয়।

সামাজিক আইনের নানা উদ্দেশ্য বিদ্যমান। প্রথমত সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ সামাজিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টি ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সমাজ অনুমোদিত আচরণ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ সমস্যা প্রতিরোধ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। তৃতীয়ত, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধ হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ করে মুখের বিকৃতি ঘটানো। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই কারণে যদি কোনো শিশু বা নারীর শ্রবণ শক্তি নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তন বিকৃতি ঘটে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া শরীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

পাড়ার গ্যারেজের কর্মচারী একটি ছেলে যূথিকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে যূথি আহত হয়। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে ছেলেটি চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানার দণ্ড ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩-এর কয়েকটি ধারা সংশোধন করলেও কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩ সময়ের পরিবর্তন ও বাস্তবতার আলোকে সংশোধন করা হলে নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নারীর প্রতি গৃহ সহিংসতা, জোরপূর্বক গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, নারীর নিরাপদ চলাচলে বাধা প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ উচ্চারণ, উত্যক্ত করা ইত্যাদির জন্য অপরাধী হওয়ার ধারা বর্জন করা হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের জন্য কোন যুগোপযোগী সংশোধনী আনা হয়নি।

সংশোধিত আইনে সংযোজিত নতুন ধারায় সম্ভ্রমহানি ঘটার পর, কেউ আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসেবে গণ্য করা হলেও উত্যক্তকারীর মানসিক নির্যাতনের কারণে আত্মহননে বাধ্য করলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ধর্ষনের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান, ধর্ষক বা ধর্ষিতার পরিচয়ে বড় হবে, সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার দাবি রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত আইনে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করতে আইন সংশোধনের সংজ্ঞা আইনের যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৯ কেরামত আলী প্রথম স্ত্রী'র অনুমতি ব্যতীত আরেকটি চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে। বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি, ঝগড়াবিবাদ ও মারামারি পর্যন্ত হয়। একসময় কেরামত মৌখিকভাবে তিন তালাক দিয়েই স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় কেরামত আলীর স্ত্রী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের কতগুলো নির্দিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন জানায়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

https://teachingbd24.com

ক. ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কত সালে ঢাকায় প্রয়োগ হয়? ১
খ. যৌতুক নিরোধ আইনের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ২
গ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের যেসব ধারায় কেরামত আলীর বিচার হবে সেসব ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রয়োগ করা হয়।

খ নারী নির্যাতন ও হত্যা রোধ এবং নারীর উন্নয়নকল্পে যৌতুক নিরোধ আইন প্রত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যৌতুক একটি বড় ধরনের কু-পথা। নারী অধিকার সংরক্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'যৌতুকনিরোধ আইন-১৯৮০' একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এই আইনের সংশোধনী খসড়ায় বলা হয়েছে, কোনো নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর লক্ষ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এর ফলে সমাজে মানুষের মধ্যে এ বোধশক্তি জাগ্রত হবে যে যৌতুক আদান-প্রদান করলে শাস্তি নিশ্চিত এবং সমাজে হেয়প্রতিপন্ন হতে হবে।

গ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের দ্বিতীয় বিয়ে এবং তালাক সম্পর্কিত ধারায় উদ্দীপকের কেরামত আলীর বিচার হবে।

১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া মুসলিম পারিবারিক আইনটি বাংলাদেশের নারীদের স্বার্থরক্ষার এক ধরনের রক্ষাকবচ। এই আইনের একটি ধারা দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সালিশ পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে। এই আইনের আরেকটি ধারা তালাক সম্পর্কে বর্ণিত আছে। কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেও তালাক হয় না। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্বামীকে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত নোটিশ দিতে হবে এবং অনুরূপ কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। নোটিশ দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে ব্যর্থ হলে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। নারীদের অধিকার রক্ষায় এ ধরনের আরো কয়েকটি ধারা উল্লেখ রয়েছে মুসলিম পারিবারিক আইনে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কেরামত আলী প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন করে এবং একপর্যায়ে প্রথম স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অনুযায়ী, কেরামত আলী আইন ভঙ্গ করায় উক্ত আইনের দ্বিতীয় বিয়ে এবং তালাক ধারা দুটি অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পন্ন হবে। এতে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হবে। আর মৌখিক তালাকের কারণে সর্বাধিক এক বছর কারাভোগ অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তাকবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. 'ক' প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ফলে 'ক'-এর স্ত্রীর সাথে তার বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে মি. 'ক' তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তিন তালাক দেন। তার স্ত্রী আদালতে মামলা করেন। এখন মামলাটি বিচারাধীন। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. যৌতুক কী? ১
খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনায় 'ক' এর স্ত্রী কোন আইনের আশ্রয় নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের নারীদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন রক্ষা করার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারাগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে তা আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দেয় তাই যৌতুক।

খ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা যা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর তাই নারী নির্যাতন। নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি নানা অজুহাত দেখিয়ে নারীর ওপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো বা ক্ষেত্র বিশেষে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে কোনো অবৈধ কিছু করাই হলো নারী নির্যাতন।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় 'ক'-এর স্ত্রী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করলে স্ত্রীগণের দেনমোহর তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে। আর স্ত্রী অভিযোগ করলেও তা প্রমাণিত হলে স্বামীকে আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই আইনে আরও বলা হয়েছে মুখে কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেই স্ত্রী তালাক হয় না। কোনো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্বামীকে যথাশীঘ্র ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ দিতে হবে এবং অনুরূপ কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। এ ধারা ভঙ্গ করলে স্বামীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উদ্দীপকে মি. 'ক' প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। একপর্যায়ে মি. 'ক' তার প্রথম স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দেন। এতে তার স্ত্রী আদালতে মামলা করেন। আর এক্ষেত্রে 'ক'-এর স্ত্রী উপরে বর্ণিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তাকবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

তাই সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে সুখী নীলগঞ্জের সামাজিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হচ্ছে। বিশেষত কিশোর ও যুবকদের মাঝে এর বিস্তার বেশি। আসিফ ও রাকিব নামের দুই মাদক চোরাচালানকারী নাকের ডগায় থেকে এ ব্যবসা চালাচ্ছে। তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে কিন্তু গত মাসে স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব তাদের ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. শিশু আইনে কতটি ধারা আছে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আসিফ ও রাকিব কোন আইনে সাজা পেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের মাদকদ্রব্যের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে উক্ত আইন সহায়ক? ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশু আইনের ধারা ৭৮টি।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন— যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকের আসিফ ও রাকিব মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ অনুযায়ী তাদের সাজা হতে পারে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ ও যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে এ সম্পর্কিত অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৯০ সালে অধ্যাদেশটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবে গৃহীত হয়। এই আইনে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

উদ্দীপকের আসিফ ও রাকিব দীর্ঘদিন ধরে নীলগঞ্জ থানায় মাদক চোরাচালানের ব্যবসা করছে। সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন প্রচলিত আইন অনুসারেই তাদের বিচার এবং শাস্তি হবে। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে মাদকদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে শাস্তির উল্লেখ আছে। যেমন— হেরোইনের মতো ভয়াবহ মাদকের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হলে কমপক্ষে ২ বছর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। তাই বলা যায়, আসিফ ও রাকিব চোরাচালান করা মাদকদ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে আলোচ্য আইনে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

ঘ আমি মনে করি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে সহায়ক হবে।

মাদকাসক্তি আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার। তাই এ সমস্যার সমাধানে মাদকের বিস্তার রোধের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ অনুসারে, ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে একই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে যায়। এই অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের বিস্তার প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অধিদপ্তরের অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে— মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা এবং মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। এভাবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সংশ্লিষ্ট আইনটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মাদক ব্যবসার সাথে জড়িতদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান। আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মাদক গ্রহণ, সরবরাহ, বহন, বিপণন, চাষাবাদ ও সংরক্ষণ করলে সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাদকের শ্রেণি, প্রকৃতি, পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নেওয়া হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আলোচ্য আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে উপযোগী ধারার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। কাজেই আইনের কঠোর প্রয়োগ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১২

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. যৌতুক নিরোধ আইনটি কত সালে কার্যকর হয়? ১

খ. আমল-অযোগ্য অপরাধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন আইনের নাম লিখলে অ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকে উল্লেখিত আইনের ধারাগুলো মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় একটি মাইলফলক পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক নিরোধ আইনটি কার্যকর করা হয় ১৯৮১ সালে।

খ যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া আসামিকে গ্রেফতার করতে পারে না, সেগুলোকে আমল-অযোগ্য অপরাধ বলা হয়।

Teachingbd24.com

আমল অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেই কেবল কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ ছকে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলো নারীর অধিকার সুরক্ষায় একটি মাইল ফলক—কথাটি যথার্থ।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করে। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন' নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এ আইনটি প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ছকে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলো নারীদের অধিকার সুরক্ষার মাইলফলক। কারণ এ আইনগুলো প্রচলন করার ফলে নারী নির্যাতন ও তালাকের প্রবণতা কমেছে। সেই সাথে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ অরুণ একাদশ শ্রেণির ছাত্র। পারিবারিক কারণে ইদানিং সে পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে রাত করেও বাসায় ফিরে। এক পর্যায়ে মাদক গ্রহণ করতে শুরু করে। এ অবস্থা তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এ অবস্থা যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য সরকার একটি আদেশ জারি করে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. অরুণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আইন বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে বসবাস করার জন্য মানুষকে যেসকল বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়, সেগুলোর সমষ্টিকে আইন বলে।

খ আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা, আইন হলো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনসাধারণের উপর প্রণীত বিধি-বিধান।

আইন ভঙ্গ করলে মানুষকে শাস্তি পেতে হয়। এজন্য মানুষ আইনের পরিপন্থী কোনো আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এজন্য বলা যায়, আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক।

গ অরুণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' আইনটি প্রযোজ্য।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯ প্রণীত হয়। এ আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সাথে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজীয় প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এ আইনের আওতায় মাদকাসক্তিজনিত সমস্যা প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একাদশ শ্রেণির ছাত্র অরুণ মাদক গ্রহণ শুরু করেছে। উপরে বর্ণিত মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ আইনটি প্রয়োগ করে অরুণের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করা যায়।

ঘ উক্ত আইন অর্থাৎ 'মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' বাস্তবায়নে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ' জারি করে। এই আইনে মাদক দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন বা সংরক্ষণের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সমাজকর্মীরা মাদকাসক্তদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এই আইন প্রয়োগে ভূমিকা রাখতে পারে। তাদেরকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তারা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে পারে। আবার, মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে। এতে মাদকাসক্তি অনেকাংশে কমে আসবে।

উদ্দীপকের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অরুণ মাদক গ্রহণ শুরু করায় তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। মাদকের এই অবস্থা যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এজন্য সরকার 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' জারি করেছে। আর এ সমাজকর্মীরা উপরোল্লিখিতভাবে এই আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ প্রফেসর ওয়াজেদ দৈনিক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একটি সংবাদ তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ইমরান ৯ম শ্রেণির ছাত্র। তার মা বাবা তার জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। বাবা-মা তাদের কর্মব্যস্ততার জন্য ইমরানকে সময় দিতে পারেন না। ইমরান তার বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটায়। একদিন একটি দামি মোবাইল সেটের জন্য বন্ধুরা তাকে হত্যা করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তারা সবাই বখাটে ও মাদকাসক্ত ছিল। হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বয়স কম থাকায় প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা যাচ্ছে না। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কবে গৃহীত হয়? ১

খ. মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমরানের বন্ধুদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যাচ্ছে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যে আইনে ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাবে, সে আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালের ২রা জানুয়ারি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ গৃহীত হয়।

খ মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে গঠিত কমিশনের কিছু সুপারিশের প্রতি কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ- ১৯৬১ প্রণীত হয়।

নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ, অধিকার আদায়, পারিবারিক সুখ-শান্তি রক্ষা এবং এতিম শিশুদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা ছিল এই অধ্যাদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা অতীতে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ,

https://teachingbd24.com

উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ সকল অসামঞ্জস্য দূর করাই ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও বয়স কম হওয়ায় প্রচলিত আইনে ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাচ্ছে না।

১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী, ১৬ বছরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়ে শিশু বলে অভিহিত হবে। এ বয়স সীমার ছেলে-মেয়ে যদি একক বা দলবদ্ধভাবে কোনো অপরাধ করে তবে তাদেরকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করা যাবে না। তাদেরকে শিশু আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।

কিশোর অপরাধীরা সাধারণত ঝোঁকের বশে অপরাধ করে থাকে। তাই বিচারের সময় তাদেরকে বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূর রেখে শাস্তি না দিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার সুযোগ পেয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তা না হলে তারা পরবর্তীতে আরো ভয়ঙ্কর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইমরানের বন্ধুদের প্রচলিত আইনে বিচার না করে শিশু আইনের অধীনে বিচার করতে হবে। যেন তারা তাদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়।

ঘ বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪ এর আওতায় ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাবে। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে শিশু আইনের আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে আচরণ এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধপ্রবণতা সংশোধনে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশের শিশু নির্যাতন এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আইনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

আলোচ্য শিশু আইন কিশোর অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ আইনের আওতায় গাজীপুরের টঙ্গী ও কোনাবাড়িতে আলাদাভাবে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া যশোরেও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যে হারে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উপজেলা পর্যায়ে শিশু আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কিশোর অপরাধ সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে আইনটি কিশোর অপরাধ সংশোধনে প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। উল্লেখ্য শিশু আইন-১৯৭৪ এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি রহিত করে শিশু আইন-২০১৩ শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে ১৯৭৪ সালের আইনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বিয়ের এক বছর পেরিয়ে গেলেও রুনার বাবার কাছ থেকে যৌতুকের পুরো টাকা আদায় হয়নি রুস্তমের। এখন প্রায়ই প্রতিদিনই রুনাকে রুস্তমের কাছ থেকে যৌতুকের কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। *[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. Law শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. সামাজিক আইন কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রুনা কোন আইনের মাধ্যমে সহায়তা পেতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রুস্তমের মতো ব্যক্তিদের সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা রোধের উদ্দেশে এ আইন সাহায্য করে-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Law শব্দটি টিউটোনিক শব্দ Lag থেকে এসেছে।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এসব আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়, তাই সামাজিক আইন।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রায়হান তার আদরের মেয়েকে মনিরের ছেলের কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের পূর্বে একটি মোটর সাইকেল ও ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু মোটর সাইকেল দিতে পারলেও ১ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২০ হাজার টাকা দিতে পারেন। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই বাকি টাকা এনে দেওয়ার জন্য মনির পুত্রবধুর উপর চাপ প্রয়োগ করে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুর বয়স কত? ১

খ. সামাজিক আইনের একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে প্রচলিত আইনটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুর বয়স ১৬ বছর।

খ সামাজিক আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল প্রকার কু-প্রথা দূর করা।

আমাদের সমাজে এখনো অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এগুলো সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন— বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত কুসংস্কার নারীদের জন্য অমানবিক ছিল। এরূপ সমস্যা দূর করার জন্যই বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে সমাজ থেকে এ সকল কু-প্রথা দূর হয়।

গ উদ্দীপকে যৌতুক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। আর এই প্রথা সামাজিক রেওয়াজে পরিণত হলে তাকে যৌতুক প্রথা বলে। এখানে উপঢৌকন বলতে ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি, নগদ অর্থ বা যেকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. রায়হান তার আদরের মেয়েকে মনিরের ছেলের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় মি. রায়হান ছেলেকে একটি মোটর সাইকেল ও ১ লক্ষ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অর্থাৎ মি. রায়হান তার মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক দেন। কারণ বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষ একে অন্যকে যে নগদ অর্থ বা অন্যান্য দ্রব্যাদি দেয় তাকে যৌতুক বলে।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা অর্থাৎ যৌতুক প্রথা মোকাবিলায় বাংলাদেশে প্রচলিত যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার ভয়াবহতা থেকে নারীদের রক্ষা করার জন্য যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে পাঁচ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড, যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। আর যদি কোনো

https://teachingbd24.com

ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে তাহলে সে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত এবং এক বছর মেয়াদের কম নয় অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ আইন বলবৎ হবার ফলে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যেকোনো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া আইনটি পারিবারিক সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। যদিও সামাজিক সচেতনতা ও আইন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বাস্তবে এ আইনের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি যৌতুক নিরোধের প্রথম আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে আলোচ্য আইনটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আইনগত ভিত্তি থাকায় সমাজে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া কারিনা স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ও সুন্দরী ছাত্রী। সে নিয়মিত স্কুলে যেত। বর্তমানে সে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। পাড়ার বখাটে ছেলে ডন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। কারিনা তা প্রত্যাখ্যান করায় ডন তাকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে কারিনার মুখের এক পাশ ঝলছে গেছে। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মুসলিম পরিবারিক আইন ১৯৬১ অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের ন্যূনতম বয়স কত? ১

খ. যৌতুক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধের বিচারব্যবস্থা নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলায় আরও কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর।

খ পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। এখানে উপঢৌকন বলতে বাড়িঘর, জায়গা-জমি, নগদ অর্থ বা যেকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধ হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ করে মুখের বিকৃতি ঘটানো। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই কারণে যদি কোনো শিশু বা নারীর শ্রবণ শক্তি নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তন বিকৃতি ঘটে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া শরীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

কারিনা পাড়ার বখাটে ছেলে ডনের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ডন তাকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে কারিনার মুখের একপাশ ঝলসে যায়। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে ডন চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানার দণ্ড ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত অপরাধ তথা এসিড নিক্ষেপ মোকাবিলায় আরো বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান থাকলেও আমাদের দেশের অনেকেই এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে দেশের জনগণকে উক্ত আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। এ জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের শাস্তির জন্য সামাজিক আন্দোলন করতে হবে। অপরাধীরা যাতে কোনোক্রমে ছাড় না পায় সে বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে আইন বিভাগকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অপরাধের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তাই এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং তার পরিবারের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে মানসিক সমর্থন দানের পাশাপাশি আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সমাজে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত নারী যাতে আইনগত সহায়তা পায় সে জন্য তাকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এসিড নিক্ষেপ মোকাবিলায় সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে এসিড নিক্ষেপ অপরাধ মোকাবিলা করতে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও শিশুর অধিকার রক্ষায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে, যা শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "এ আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহকে বোঝায়।

বিবাহের প্রথম শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। প্রচলিত আইন অনুসারে, বাংলাদেশে বিবাহের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সমাজে অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই অথবা কোনো একজনের বয়স কম হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বিবাহই বাল্যবিবাহ।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আবিদা প্রেম করে ফজলুকে বিবাহ করে। কিন্তু বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে প্রতিনিয়ত যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। মাঝে মাঝে আবিদাকে সে শারীরিকভাবে ও নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে আবিদা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যায়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয় কবে? ১

খ. সামাজিক আইনের দুটি উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে আবিদা ও তার পরিবার কোন সামাজিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত অপরাধসমূহের উক্ত আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়।

https://teachingbd24.com

খ সামাজিক আইনের পরিধি ব্যাপক। সমাজে বসবাসরত মানুষের কল্যাণ সাধনই সামাজিক আইনের মূল উদ্দেশ্য।

সামাজিক সমস্যা সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এটি এমন একটি অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক অবস্থা যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও কল্যাণবিরোধী এবং সমাজ কাঠামোতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। যার প্রতিকার করাই এর লক্ষ্য। সমাজের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করা কু-প্রথাগুলো হলো যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের আবিদা ও তার পরিবার যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করার জন্য ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

যৌতুকের মতো অসহনীয় এবং অমানবিক সামাজিক কুপ্রথা নিরোধের উদ্দেশ্যে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮১ সালে এ আইন কার্যকর হবার পর কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে বা গ্রহণে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে তারও পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবিদা প্রেম করে ফজলুকে বিবাহ করে। কিন্তু বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে শারীরিক নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে আবিদা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যায়। উদ্দীপকের ঘটনা সামাজিক সমস্যা যৌতুককে নির্দেশ করে। আর এ যৌতুককে রোধ করার জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, আবিদা তার পরিবার ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অপরাধ হলো ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আওতাভুক্ত। যা একটি শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করতে 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণীত হয়। এ আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনের অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তাকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যৌতুক প্রদানে বাধ্য করা, যৌতুকের জন্য শারীরিক বা মানসিক বা উভয় ধরনের নির্যাতনে উৎসাহিত করা হলে কমপক্ষে পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে সামাজিকভাবে যে কেউ যৌতুক গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক হবে। যৌতুকবিরোধী সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ব্যাপারে আইনটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে নির্যাতন করে। একপর্যায়ে আবিদা বাবার বাড়ি চলে যায়। উদ্দীপকের এ ঘটনা সামাজিক সমস্যা যৌতুককে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌতুকের কারণে সংঘটিত অপরাধটি ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আলোকে শাস্তি যোগ্য হবে। ফলে কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য নারী-নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ করতে সাহস পাবে না।

প্রশ্ন ▶ ২০ হৃদয় হাসান বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটি চাকরি করেন। সেখানে কিছু নারীকে বিদেশে পাচারকালে পাচারকারীরা ধরা পড়ে। ঐ সকল নারীদের সাথে কথা বলে হৃদয় হাসান জানতে পারেন, জোরপূর্বক তাদের অপহরণ করে বিদেশে পাচার করা হচ্ছিল।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটিতে বাংলাদেশের প্রচলিত যে আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বশেষ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণীত হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন- যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রচলিত ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

নারী নির্যাতন বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সমাজে নারীদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩। এই আইন অনুযায়ী, যে কেউ যেকোনো বয়সের নারীকে যদি পতিতাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সাথে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোনো বেআইনি ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে আমদানি, রপ্তানি বা বিক্রি করে, ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে বা ক্রয় করে বা অন্যদের কোনোভাবে দখলে নেয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, যা সাত বছরের কম হবে না বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

উদ্দীপকে হৃদয় হাসান সীমান্ত এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। সেখানে নারীদের পাচারকালে পাচারকারীরা ধরা পড়ে। কথা বলে জানা যায়, জোরপূর্বক তাদের বিদেশে পাচার করা হচ্ছিলো। নারী পাচারের এই ঘটনা দ্বারা বাংলাদেশের প্রচলিত ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর বিভিন্ন ধারার কার্যকারিতা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সমাজের সকল স্তরে নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সমাজে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এমন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায় যে, প্রচলিত আইনে এসবের বিচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩' জারি করেন।

বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত আইনটি প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে প্রণীত প্রথম আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে নিশ্চয়তাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এটি বাস্তবায়নে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে নারী সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে উক্ত আইনটি রহিত করা হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনটির অনেক ধারা বলবৎ করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ নাজমা বেগম তার দুই সন্তানকে ফিরে পেতে আদালতের শরণাপন্ন হন। তার সন্তানেরা তাদের বাবার কাছে থাকেন। দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে তারা উভয়ই এক বছর যাবৎ আলাদা বসবাস করেন। তার স্বামী তার ভরণপোষণ দেন না। এমনকি বাচ্চাদের সাথে দেখাও করতে দেন না।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. সরকারি সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ১

খ. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে নাজমা বেগম কোন আইনে মামলা করতে পারবেন? আইনটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশে মুসলমান নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও নিরাপত্তা প্রদানে উক্ত আইনটি সফল ভূমিকা পালন করছে'—মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি সমাজসেবা বলতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে বোঝায়।

খ সব সমস্যা সামাজিক সমস্যা নয়। সামাজিক সমস্যার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং সমাধানযোগ্য। এটি একটি প্রত্যাশিত বিষয়, অনুভবযোগ্য ও বিমূর্ত ধারণা। চাপসৃষ্টিকারী ও মূল্যবোধ পরিপন্থী। এটি পরিবর্তনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। সামাজিক সমস্যা সর্বজনীন। স্থান, কাল, পাত্র ও সমাজভেদে সামাজিক সমস্যা ভিন্ন দেখা যায়। যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

গ উদ্দীপকের নাজমা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারবেন।

মুসলিম সমাজে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হলেও সামাজিক কু-প্রথা এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। তাই নারীদের মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ১৫ জুলাই থেকে এ আইন কার্যকর হয়।

মুসলিম পারিবারিক আইনে মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো— বিবাহ রেজিস্ট্রি করা, দ্বিতীয় বিয়ের বাধা-নিষেধ, দেনমোহর পরিশোধ, তালাকের নিয়ম, বিবাহের বয়স, ভরণপোষণ, বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর নিকট অনুমতি নিতে হবে, তা না হলে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না, স্ত্রীর প্রয়োজনমত ভরণপোষণ দিতে হবে না হলে স্ত্রী এ আইনে মামলা করতে পারবেন। এছাড়া সন্তানদের উত্তরাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এ আইনের গুরুত্ব অনেক। এ আইন প্রণয়নের আগে মৃত ছেলের সন্তানরা বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো এবং সন্তানদের সঠিক পরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া হতো না। এ আইন প্রণয়নের ফলে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্পত্তির অংশ পাচ্ছে। এভাবে মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ মুসলিম শিশু ও নারীর কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, নাজমা বেগম ও তার স্বামীর দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে তারা আলাদা থাকে। সেই সাথে তার স্বামী তাকে ভরণপোষণও দেয় না। নাজমা বেগম এসব অধিকার ফিরে পেতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারবেন। এ আইনের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত সামাজিক সমস্যা দূর করতে এবং তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, নাজমা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয় বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় এবং পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ২২ দরবেশপুর গ্রামটি সর্বনাশা ইয়াবার আখড়া। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই ইয়াবার নেশায় আসক্ত। সম্প্রতি মাদকবিরোধী অভিযানে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে মাদকের কেনা, বেচা ও পরিবহন। সাময়িক স্বস্তিতে থাকে গ্রামবাসী।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. পরিবার কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের দরবেশপুর গ্রামটিতে অভিযানে ধৃতদের কোন আইনে সাজা হবে? আইনটির ধারাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে? বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণমাধ্যম হচ্ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যম।

খ পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংগঠন। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ গড়ে উঠেছে।

পরিবার হলো এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বসবাস করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

গ উদ্দীপকের দরবেশপুর গ্রামটিতে অভিযানে ধৃতদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ আইন ১৯৮৯ অনুসারে সাজা হবে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এই আইনের কিছু উল্লেখযোগ্য ধারা ও কার্যক্রম রয়েছে। যা মাদকের ভয়াবহতা থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের আওতায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাঝে আছে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর বিষয় প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি। এ আইনের ধারায় মাঠ পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া কোনো রকম মাদক উৎপাদন ও সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে অনুমতি ব্যতীত অ্যালকোহল জাতীয় পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাত, আমদানি ও রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই আইনের আওতায় সরকার

https://teachingbd24.com

মাদকাসক্তদের জন্য এক বা একাধিক মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগও উন্মুক্ত রাখে। তাই বলা যায়, মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালে প্রণীত আইনটির ধারা ও কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণ ছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষাকল্পে প্রণীত হয়েছে ১৯৮১ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ। আর এদেশের মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তদের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়া একজন সমাজকর্মী সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে পারেন। জনগণের কল্যাণে প্রশাসন মাদকের দোকান বন্ধ করতে পারেন। এছাড়াও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সর্বোতভাবে দেহ তল্লাশি করতে পারেন। মাদক নিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী মাদক বিস্তার রোধে যেসব নীতিমালা রয়েছে তার বাস্তবায়ন ও কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা করলে এ সমস্যা নির্মূল হবে।।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এ ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে মাদকাসক্তির মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মীরা মাদকের ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলায় গবেষক, প্রশাসক ও সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তারা মাদকাসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, সামাজিক, পারিবারিক, চিকিৎসা ও আইন-কানুন এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চালান। কেননা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ফলে মাদকাসক্তির সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়। সেই সাথে মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রশাসন ও গণমাধ্যমের সহায়তায় মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে। এভাবে সরকার ও সমাজকর্মীর পরিপূরক ভূমিকাই পারে মাদক দ্রব্য বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই বলা যায়, সমাজকর্মী ও প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করলে রাষ্ট্র, সমাজ তথা দেশের প্রত্যেকটি স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তি সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিশোর আদালত, আটক নিবাস এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. শিল্প সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সামাজিক আইনের দুইটি ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কিশোর অপরাধ দূরীকরণে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২ সালে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয়।

খ শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work) বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক আইনটি হলো ১৯৭৪ সালের হিন্দু আইন।

শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দেশে কিশোর আদালত, আটক নিবাস, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের একটি ধারা হলো শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত ধারা। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের এ ধারায় শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর। সেই সাথে কোনো শিশুকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহী করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ঐ ব্যক্তি এক বছর কারাদন্ড ভোগ করবেন অথবা তিনশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। শিশু আইনের আরেকটি ধারা হলো শিশুর রোগ নিরাময় সংক্রান্ত এ আইনের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত কোনো শিশুর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী কোনো শিশু যদি অধিক সময় রোগাক্রান্ত থাকে থাহলে তার চিকিৎসার জন্য আদালত ঐ আইন বলে কোনো হাসপাতাল অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন মোতাবেক কিশোর আদালত আটক নিবাস এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, উক্ত আইনটি হলো ১৯৭৪ সালের শিশু আইন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থী কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত। কিশোর অপরাধীদের রক্ষায় 'শিশু আইন-১৯৭৪' অত্যন্ত কার্যকর বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের জন্য 'শিশু আইন-১৯৭৪' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শিশু আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু আইন-১৯৭৪ এর বিধান অনুযায়ী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এটি গঠিত। অনুরূপ দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি নামক স্থানে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া অপরাধী কিশোরদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে তারা পরবর্তীতে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূরে রাখার কারণে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

শিশু আইন-১৯৭৪ কিশোর অপরাধ সংশোধনে অত্যন্ত কার্যকর হলেও বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে এটি প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাংলাদেশে পথশিশুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার যদি হয় আজকের একটি শিশু, তাহলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কতটুকু শাণিত তা সহজেই বোঝা যায়। প্রতিনিয়ত অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা প্রতারিত ও শোষিত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা। একটি ছোট্ট শিশু তার অসহায়ত্ব ও অবুঝ মনকে পুঁজি করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিনিয়ত মত্য থাকে এক শ্রেণির লোক। দেখা যায়, দিনে শুধুমাত্র দুবেলা খাবারের বিনিময়ে

Teachingbd24.com

শিশুদের দ্বারা কাজ করা হচ্ছে অনেক। কাজের একটু-আধটু এদিক সেদিক হলেই শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে—এরকম নজির বাংলাদেশে অহরহ।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে কত বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু বলা যায়? ১

খ. সামাজিক আইন কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইনটি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বঞ্চিত ও পথ শিশুদের জন্য যে সামাজিক আইনটির ইঙ্গিত রয়েছে সে সামাজিক আইনটির বিশেষ ৪টি ধারা বর্ণনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু বলা যায়।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক আইন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণে শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আর এজন্যই শিশু আইন প্রণয়ন করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশে আইনটি বলবৎ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশু অধিকারও রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশে একটি শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ আইনটির বিকল্প নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করে। আইনটি শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশে পথ শিশুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা প্রতারিত ও শোষিত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা। শুধু দুবেলা খাবারের বিনিময়ে শিশুদের দিয়ে অনেক কাজ করায়। এভাবে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অনেক শিশুর মৃত্যুও ঘটছে। শিশুদের এসব নির্যাতন রোধে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪। সুতরাং বলা যায়, শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে বঞ্চিত ও পথ শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক সামাজিক আইন 'শিশু আইন ১৯৭৪'-কে নির্দেশ করা হয়েছে, যে আইনটির ৭৮টি ধারা রয়েছে।

উপমহাদেশে যতগুলো শিশু কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন উল্লেখযোগ্য। এ আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার আইন নির্ধারিত হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়ন শিশুর কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অসহায় ও পথশিশুদের ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করছে। শুধুমাত্র খাবারের বিনিময়ে শিশুদের দ্বারা অনেক কাজ করাচ্ছে। শিশুদের এ সকল নির্যাতন প্রতিরোধ শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের ৪টি উল্লেখযোগ্য ধারা হলো- শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ করা। কেউ যদি কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া কিশোর হাজত স্থাপন, শিশুর রোগ নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিশু শ্রমিক শোষণ নিষিদ্ধ করা। এভাবে শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তায় শিশু আইন ১৯৭৪ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায় বঞ্চিত ও পথ শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন ১৯৭৪ ও এর ধারাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জব্বার মিয়ার একজন স্ত্রী রাহেলা বেগম থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম স্ত্রী রাহেলা বেগমের অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে হিসেবে সাখিনা আক্তারকে বিয়ে করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রথম স্ত্রী রাহেলা বেগমের সাথে জব্বারের বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। ঠিকমতো খাবার, ভরণপোষণও রাহেলা বেগমের কপালে জুটতো না। দ্বিতীয় বিয়েটি করার পর রাহেলা বেগম কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. Social Legislation-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সামাজিক আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলা বেগম কোন সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাহেলা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Legislation-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো— সামাজিক আইন।

খ সামাজিক আইনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কু-প্রথা দূর করা।

সামাজিক আইনের প্রধান লক্ষ্যই হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। এছাড়া সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা দূর করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালে প্রণীত মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ এ আইনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার আদায়ে একটি আইন করে। এ আইন অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারী নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত। এ আইনে বলা হয় প্রতিটি বিবাহের রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে তার অমতে করতে পারবে না। এ আইন অনুযায়ী কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হবে না এবং তার জন্য তাকে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের নিকটও স্ত্রী নোটিশ দিতে হবে। এছাড়া ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অসমর্থ হলে স্ত্রী যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

উদ্দীপকের জব্বারের একজন স্ত্রী রাহেলা বেগম থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া জব্বার দ্বিতীয় বিয়ে করে ও রাহেলাকে ভরণপোষণ দেয় না। উপায় না পেয়ে রাহেলা স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন। উদ্দীপকের রাহেলা ১৯৬১ মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলো

https://teachingbd24.com

বিবেচনা করে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, রাহেলা বেগম মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-এর শরণাপন্ন হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ধারা রয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলো হলো— বিবাহ রেজিস্ট্রি করা, দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি, দেনমোহর পরিশোধ, তালাকের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ, বিবাহের বয়স নির্ধারণ, ভরণপোষণ, তালাক ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ তিনটি ধারা হলো— দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি; প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার অমতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। তবে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী-স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিশি পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে। এছাড়া তালাকের ক্ষেত্রে কয়েকবার উচ্চারণ করলেই তালাক হবে না। তার জন্য লিখিত নোটিশ, দিতে হবে। সেই সাথে কোনো স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে অসমর্থ হলে বা একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমভাবে প্রতিপালন করতে না পারলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ আইনানুগ প্রতিকার চেয়ে চেয়ারম্যানের বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। উল্লিখিত ধারাগুলো মুসলিম নারীর নিরাপত্তার সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত। উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বার তার প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং প্রথম স্ত্রীকে ঠিকমতো ভরণপোষণ দেয় না। যা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের লঙ্ঘন। এ আইনের ধারাগুলোতে স্পষ্টভাবে বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের বিধি-নিষেধ উল্লেখ করা আছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। এ আইনের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো তার অধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ শিল্পী ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে মেধাবীও বটে। একদিন স্কুলে যাবার পথে পাড়ার বখাটে ছেলে রবি তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। শিল্পী রেগে উঠে তাকে বকা দেয় এবং এ ধরনের কথা আবার বললে তার বাবার কাছে নালিশ দেবে বলে সতর্ক করে দেয়। পরদিন স্কুলে যাবার পথে রবি শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে দেয়। শিল্পী এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। *[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. মুসলিম পারিবারিক আইন কত সালে প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আইন কোনটি? উক্ত আইনে এসিড সন্ত্রাসের ধারাগুলো উল্লেখ করো। ৩

ঘ. শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে উক্ত আইনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ নারী নির্যাতন বলতে নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণকে বোঝায়।

এ নির্যাতন নারীর শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। আর উদ্ভব হয় নতুন নতুন সমস্যা, যার অন্যতম হলো নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষন, নারী পাচার, জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদি। এ সমস্যা রোধকল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও সমাজে এখনো নারী নির্যাতন হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আইনটি হলো নারী ও শিশু নির্যাতন (সংশোধন) আইন-২০০৩।

নারী ও শিশু নির্যাতন সমাজে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই এ ধরনের নির্যাতনমূলক অপরাধ দমনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রণীত হয়। যা পরবর্তীতে সংশোধন করে ১৩ জুলাই ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩ পাস করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে এ আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রবি শিল্পী প্রস্তাব দিলে শিল্পী রেগে উঠে তাকে বকা দেয় ও পরবর্তীতে আর এ ধরনের কথা বললে তার বাবার কাছে নালিশ দেবে বলে সতর্ক করে দেয়। পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে রবি শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে দেয়। উদ্দীপকের এ ঘটনা ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আইনে এসিড নিক্ষেপের শাস্তি স্বরূপ রবির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এমনকি অর্থদণ্ডও হতে পারে। এ পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবণ শক্তি নষ্ট; মুখমণ্ডল নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তনের বিকৃতি ঘটে বা নষ্ট হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। সর্বোচ্চ চৌদ্দ বচর থেকে সর্বনিম্ন সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও প্রদান করতে হবে।

ঘ শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নারীদের নির্যাতন রোধে ও তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১২টি উপ-অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত ছয়টি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এ আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন করার জন্য বেশকিছু ব্যবস্থা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। আর এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

উদ্দীপকে রবি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে। যার ফলে শিল্পী এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিভক্ত দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুকে মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এমনকি অর্থদণ্ডও হতে পারে। এ পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবনশক্তি নষ্ট, মুখমন্ডল নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তনের বিকৃতি ঘটে বা নষ্ট হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছর থেকে সর্বনিম্ন সাত বছর কারাদন্ড ভোগ করার পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এ আইন নারী ও শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইনে নারী ও শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনা করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আইনটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে দেশ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন কমে যাবে। নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পীর মতো মেয়েরা সঠিক বিচার পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ সখিনার সাথে পাশের গ্রামের করিমের বিবাহ হয় ৬ মাস আগে। বিয়ের পর থেকেই তার শ্বশুর বাড়ি থেকে যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু সখিনার বাবা গরিব মানুষ বিধায় তিনি যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেননি। ফলে সখিনার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে সখিনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। *[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্টি আইন কত সালে করা হয়? ১

খ. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২টি ধারা উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত হত্যাকারীদের বাংলাদেশে কোন আইনের আওতায় বিচার করা যায়? যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. উক্ত আইনটি সমস্যা সমাধানে কতখানি অবদান রাখতে পারবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

https://teachingbd24.com

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২ সালে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন করা হয়।

খ শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। এর ৭৮টি ধারা রয়েছে। প্রধান দুটি ধারা হলো—

শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ। এ ধারাটিতে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর পর্যন্ত। এবয়সের কোনো শিশুকে কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অপরটি হলো কিশোর আদালত স্থাপন। এ আদালতের লক্ষ্য অপরাধী কিশোরদের আচরণ ও চরিত্র সংশোধন করা।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ গণি মিয়ার একজন স্ত্রী জরিনা বেগম থাকা সত্ত্বেও তিনি জরিনা বেগমের অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে হিসেবে রূপন্তী আক্তারকে বিয়ে করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ জরিনা বেগমের সাথে গণি মিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। ঠিকমতো খাবার, ভরণপোষণও জরিনা বেগমের কপালে জুটতো না। দ্বিতীয় বিয়েটি করার পর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন।

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন কখন প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জরিনা বেগম কোন সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের জরিনা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয় ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

খ সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত। এ কারণে যেকোনো সামাজিক সমস্যাই হলো সামাজিক আইনের ভিত্তি।

সামাজিক আইন হলো এমন সব নিয়ম-কানুনের সমষ্টি, যা সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। এ আইনগুলো সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সমস্যা দূর করা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন সেটি হলো ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছে। কেননা এ আইন প্রণয়নের পূর্বে স্বামী মুখ দিয়ে তালাক দিলেই নারীরা তালাক হয়ে যেত এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও খোরপোষ থেকে বঞ্চিত হতো। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই স্ত্রীর অমতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম ভরণপোষণের জন্যে এবং তার অমতে দ্বিতীয় বিবাহ করার কারণে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হন।

ঘ উদদীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হন এবং এর প্রধান ধারাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত: এই আইন অনুযায়ী, প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে। রেজিস্ট্রি করবেন 'নিকাহ রেজিস্টার।'

দ্বিতীয়ত: এ আইন অনুযায়ী প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে তার অমতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে গঠিত সালিশ পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে।

তৃতীয়ত: আইনগতভাবে স্ত্রী দেনমোহরের টাকা চাওয়া মাত্র স্বামীর কাছ থেকে তা আদায়যোগ্য বা পরিশোধযোগ্য।

চতুর্থত: কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রয়োজন মতো ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে বা একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমভাবে প্রতিপালন না করতে পারলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ যেকোনো আইনানুগ প্রতিকার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন।

পঞ্চমত: স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যর্থতা স্বামীর ইচ্ছাকৃত না হলেও তা ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত আইনের ধারাগুলো নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুযোগ এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজব্যবস্থায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারীর কল্যাণার্থে এক নিরাপত্তার সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ২৯

[হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি কলেজ, চাঁদপুর ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থান কোন আইনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো— Human Immunodeficiency Virus.

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বয়স হলো বিয়ের মাপকাঠি।

বাংলাদেশ শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু হিসেবে গণ্য হবে। তাই আইনগত দিক থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। এছাড়া আমাদের দেশে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রীর বয়স এর কম হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে এবং অভিভাবকের সম্মতিতে পাত্র-পাত্রীর বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের কম হলেও বিবাহ হতে পারবে।

গ ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থান 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' কে নির্দেশ করে।

কয়েক দশক আগে স্থানীয় মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ আইনি অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায়, পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' কার্যকর করে।

ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি হতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রির জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেবে। এই ধারাটি মুসলিম বিবাহের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ স্ত্রীর খোরপোশ ও দেনমোহর আদায়ে সালিশি কার্যক্রম চালায়। স্ত্রীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ভরণপোষণ

https://teachingbd24.com

স্বামী দিতে না পারলে সালিশি পরিষদ স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভরণপোষণের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। আলোচ্য আইনে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারা অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে ইউনিয়ন বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। পরিশেষে বলা যায়, ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের এ ধারাগুলোই দেখানো হয়েছে।

ঘ নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা তথা সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত আইন অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমান সমাজে নারীদের যেমন সম্মান দেখানো হয়েছে, তেমনি তারা প্রচলিত অনেক কু-প্রথা ও সংস্কারের কারণে নির্যাতনেরও শিকার হয়। এক সময় খোরপোষ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ প্রভৃতি বিষয়ে নারীদের অধিকার ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। বাবা বা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার কিংবা ভরণপোষণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের বঞ্চিত করা হতো। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এসব সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি হয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক শব্দটি উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও খোরপোষ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রি করার ফলে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে যা নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলে-মেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রাহেলা পত্রিকা পড়ছিল। সেখানে একটি সংবাদ দেখে সে বিস্মিত হয়। সে সংবাদ পড়ে জানতে পারে যে, একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকাকে তার বেকার স্বামী টাকার জন্য নির্যাতন করে। নির্যাতনে উক্ত অধ্যাপিকার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

[সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে? ২

গ. উদ্দীপকে রাহেলার পড়া সংবাদের ঘটনাটিতে বাংলাদেশের কোন আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীদের অধিকার রক্ষায় উক্ত আইনের ধারাগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়।

খ সামাজিক আইন অপরাধমূলক সামাজিক সমস্যা নিরসনে শাস্তিমূলক বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে।

আমাদের সমাজে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। যেমন— বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক আইন প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আইনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে রাহেলার পড়া সংবাদের ঘটনাটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে পাস করা নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইনটি ২০০৩ সালে ১৩ জুলাই সংশোধনী এনে জাতীয় সংসদে বিল পাস করা হয়। এই আইনের শিরোনাম হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩। এই আইনে নারীর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে নির্যাতনের ফলে কোনো নারীর দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণশক্তি, মুখমণ্ডল নষ্ট হলে এ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদ্দীপকে রাহেলা পত্রিকা পড়ে জানতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকে তার বেকার স্বামী টাকার জন্য নির্যাতন করে এক চোখ নষ্ট করে দেয়। রাহেলার পড়া এ সংবাদটি উপরে বর্ণিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ঘ নারী অধিকার রক্ষায় উক্ত আইন অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর ধারাগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত নারীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে তারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়। কখনো যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণের শিকার হয়। আবার কখনো পাচারকারীর কবলে পড়ে। এ ধরনের নির্যাতন থেকে নারীদের রক্ষা ও সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক আইনের বিভিন্ন ধারায় যৌতুক আদান প্রদানের জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যৌন নিপীড়নের জন্য ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। নির্যাতনের ফলে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটলে বা ঘটানোর চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। আবার নির্যাতনের কারণে কোনো নারীর অঙ্গহানি ঘটলে, মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে আটক করা হলে, অপহরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এ আইনে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের কার্যকর প্রয়োগের ফলে সমাজের নির্যাতিত নারীরা সুবিচার পাচ্ছে। নারী নির্যাতন, যৌতুক, যৌন নিপীড়ন, নারী অপহরণ, নারী পাচার প্রভৃতি সমস্যা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে এই আইনের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে রাহেলার সংবাদপত্রে পড়া খবরটি ছিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর লঙ্ঘন। আর উক্ত আইনটি উপরে বর্ণিত নারীর প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সুস্পষ্ট শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজে নারী অধিকার রক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত নারী ও শিশু দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর ধারাগুলো অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩১ রতন কুমার ও শীলা দাসের বিয়ে ধর্মীয় পুরহিতের মাধ্যমে ৩ বছর আগে সম্পন্ন হয়। এখন শীলা জানতে পারে রতন কুমারের একজন স্ত্রী ও দুইটি সন্তান রয়েছে। রতন এখন তার পূর্বের স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে ও শীলার ভরণপোষণ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শীলা আইনগত সহায়তার জন্য আদালতে গেলে উকিল সাহেব জানান তাদের বিয়ের নিবন্ধন ও কোনো দলিলিক প্রমাণ না থাকায় তাকে আইনগত সাহায্য করা সম্ভব নয়। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]*

ক. যৌতুক নিরোধ আইন সারা বাংলাদেশে কবে থেকে কার্যকর হচ্ছে? ১

খ. শিশু আইন ১৯৭৪-এর গুরুত্বপূর্ণ ২টি ধারা লিখ। ২

গ. রতন ও শীলার বিয়ের দালিলিক প্রমাণ রাখা কীভাবে সম্ভব ছিল? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৩

ঘ. শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে আইন করেছে— তার গুরুত্ব লিখ। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

খ শিশু আইন ১৯৭৪ শিশুকল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন, যার ৭৮টি ধারা বিদ্যমান।

শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিভিন্ন ধারার মধ্যে শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ ও শাস্তিদান ধারা দুটি উল্লেখযোগ্য। এ আইনে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর এবং কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইনে বলা হয়, ১৬ বছর বয়সী কোনো কিশোর কিশোরীকে আটকে রেখে অঙ্গহানি অথবা দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট করা হয়, তবে অপরাধীর দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

গ উদ্দীপকের রতন ও শীলার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন এর মাধ্যমে দালিলিক প্রমাণ রাখা সম্ভব ছিল।

হিন্দুধর্মে সাধারণত শুধু শাস্ত্র অনুসরণ করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনো আইনগত ভিত্তি থাকে না। তাই দালিলিক প্রমাণ রক্ষার জন্য হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতি-নীতিতে যা কিছুই থাকুক না কেন হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ রক্ষার জন্য হিন্দু বিবাহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে। তবে কোনো হিন্দু বিবাহ এই আইনের অধীনে না হলেও এ জন্য কোনো হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রতন কুমার ও শীলা দাস কেবল হিন্দু শাস্ত্রমতে বিয়ে সম্পন্ন করে। কিন্তু, রতন কুমারের আরেকজন স্ত্রী ও সন্তান থাকায় সে পূর্বের স্ত্রীর কাছে চলে যায়। এমতাবস্থায়, শীলা আইনের সহযোগিতা কামনা করলে তা পায় না। কারণ তার দালিলিক প্রমাণ নেই। কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে গেলে বিয়ের দলিল হিসেবে বিবাহ নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রি থাকা আবশ্যক। এছাড়া আইনি লড়াই চালানো সম্ভব হবে না। এজন্য রতন ও শীলার বিয়ের দালিলিক প্রমাণ নিবন্ধনের মাধ্যমে রাখা উচিত ছিল।

ঘ শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

হিন্দুধর্মে সাধারণত শাস্ত্র অনুসরণ করে পুরোহিতের মাধ্যমে একজন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এর তেমন কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর টিকে থাকে। যেহেতু এধরনের বিয়ের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই সেহেতু অনেক সময় ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষ বিশেষ করে নারীরা বিবাহ সংশ্লিষ্ট প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে। উদ্দীপকের শীলা দাসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

উদ্দীপকের শীলা দাস রতন কুমারকে বিয়ের তিন বছর পর জানতে পারে যে রতন কুমারের আগের একজন স্ত্রী ও দুইটি সন্তান আছে। রতন এখন তার পূর্বের স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে এবং শীলাকে ভরণপোষণ দেওয়া বন্ধ করেছে। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে। এর ফলে হিন্দুদের বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে সকল তথ্য প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হবে। এতে কেউ যদি প্রতারণার শিকার হয় তাহলে তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কেউ প্রতারণা করলে ভুক্তভোগীর অধিকার আদায় বা প্রতারকের শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অধিকার বিশেষ করে হিন্দু নারীদের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ ফেসবুকে এক এমপির বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে থানায় এনে ওসি নির্যাতন করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে দণ্ড দেয়। বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে এলে কোর্ট নিজ উদ্যোগে শিশুটির জামিন মঞ্জুর করেন। দণ্ড ছাড়াও নির্যাতনকারীদের হাইকোর্ট তলব করেন। *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মাদকদ্রব্য নিরোধ আইন কার্যকর হয় কবে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর অপরাধ কোন আইনের ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ ধরনের শিশুদের রক্ষায় এ আইনকে কতটুকু যথার্থ মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিরোধ আইন কার্যকর হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এ সব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন— যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর অপরাধ শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর। সাধারণত ১৬ বছরের কম বয়সী কিশোর অপরাধীদের বিচার শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা অনুযায়ী করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। কিশোর আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর মামলার বিচার করবে। কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে মাতাপিতা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে। এ আদালতের লক্ষ্য হলো কিশোরদের সংশোধন করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী ফেসবুকে এক এমপির বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেয়। এক্ষেত্রে তার অপরাধের বিচার সাধারণ আইনের অধীনে করা যাবে না। কারণ ঐ শিক্ষার্থী একজন কিশোর তাই তার অপরাধের বিচার ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কিশোর আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থী কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত। কিশোর অপরাধীদের রক্ষায় শিশু আইন ১৯৭৪ অত্যন্ত কার্যকর বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শিশু আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু আইন-১৯৭৪ এর বিধান অনুযায়ী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এটি গঠিত। অনুরূপ দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি নামক স্থানে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া অপরাধী কিশোরদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে তারা পরবর্তীতে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূরে রাখার কারণে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

শিশু আইন-১৯৭৪ কিশোর অপরাধ সংশোধনে অত্যন্ত কার্যকর হলেও বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে এটি প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

পঞ্চম অধ্যায়: সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম

★ সামাজিক আইনের ধারণা, সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

১. সমাজের দুর্বল, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে কোন আইন প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক সরকারি আইন খ সামাজিক আইন
গ আন্তর্জাতিক আইন ঘ বেসরকারি আইন **খ**

২. আমাদের স্বাভাবিক গতিধারাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোন আইন তৈরি করা হয়? [জ্ঞান]
ক রাজনৈতিক আইন
খ দুর্নীতি দমন আইন
গ সমাজকল্যাণমূলক আইন
ঘ অর্থনৈতিক আইন **গ**

৩. কোন আইন সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সরকারি আইন
খ সামাজিক আইন
গ বেসরকারি আইন
ঘ আন্তর্জাতিক আইন **খ**

৪. Legislation এর অর্থ হলো— [জ্ঞান]
ক প্রণীত আইনসমূহ খ আইন
গ রাষ্ট্রীয় বিধান ঘ আইন প্রণেতা **ক**

৫. সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রক্ষা
খ সামাজিক সকল কুপ্রথা দূর করা
গ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা
ঘ ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক রক্ষা করা **খ**

৬. সামাজিক আইনের মূলভিত্তি কোনটি? [জ্ঞান]
ক জনমত খ নীতিগত সিদ্ধান্ত
গ আইন প্রণয়ন ঘ সমস্যা চিহ্নিতকরণ **ঘ**

৭. কোন আইন সমাজের প্রতিটি মানুষকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে? [জ্ঞান]
ক সরকারি আইন খ আন্তর্জাতিক আইন
গ বেসরকারি আইন ঘ সামাজিক আইন **ঘ**

৮. সমাজের বিভিন্ন অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা হয় কীভাবে? [জ্ঞান] *[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর]*
ক আইনের মাধ্যমে
খ সামাজিক প্রথার মাধ্যমে
গ সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে
ঘ রাজনীতির মাধ্যমে **ক**

৯. মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার কোনটি? [জ্ঞান] *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক সামাজিক আইন খ সমাজকর্ম
গ সামাজিক উন্নয়ন ঘ সামাজিক নিরাপত্তা **ক**

১০. কোন আইনটি কুসংস্কার দূরীকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট? [জ্ঞান]
ক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩
খ সতীদাহ প্রথা আইন, ১৮২৯
গ বঙ্গীয় মাতৃকল্যাণ আইন, ১৯৪১
ঘ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ **খ**

১১. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন কত সালে প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯২৩ খ ১৯২৯
গ ১৯৪১ ঘ ১৯৬১ **ক**

১২. সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৮২০ সালে খ ১৮২৯ সালে
গ ১৮৩৯ সালে ঘ ১৮৫০ সালে **খ**

১৩. সামাজিক আইন কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সকলের মাঝে সুষমভাবে বণ্টন করে? [অনুধাবন]
ক সামাজিক খ রাজনৈতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ ধর্মীয় **ক**

১৪. নাগরিকের কল্যাণে রাষ্ট্র নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করে— [অনুধাবন]
i. নাগরিকের অধিকারে পরিবর্তন আনতে
ii. নাগরিকের দায়িত্বে পরিবর্তন আনতে
iii. নাগরিকের কর্তব্যে পরিবর্তন আনতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৫. সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন]
i. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে
ii. মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে
iii. সামাজিক কুপ্রথা দূর করার ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৬. সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণে প্রণীত আইনসমূহ হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন
ii. সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন
iii. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১৭. সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ
ii. সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার সুষম বণ্টন
iii. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii ও iii
গ ii ও i ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৮. বিশ্বের প্রতিটি দেশ আইন প্রণয়ন করে থাকে— [অনুধাবন] *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা]*
i. নিজ দেশের নীতি অনুসারে
ii. অন্যান্য দেশের আইন অনুসারে
iii. নিজ দেশের সংবিধানের আলোকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

★★ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন, সামাজিক আইন এবং এর ধারা; ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন ও আইনের গুরুত্ব

১৯. সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির পথে যা প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি করে তাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক আইন
খ সামাজিক সমস্যা
গ সামাজিক প্রগতিহীনতা
ঘ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা
খ

২০. যৌতুক প্রথা বিলোপ সাধন বা হ্রাসকল্পে কোন আইনটি প্রণীত হয়েছে? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহ আইন, ১৯২৯
খ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
গ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
ঘ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩
খ

২১. কোন আইনটি বাংলাদেশের নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এক ধরনের নিরাপত্তা কবজ ছিল? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহ আইন, ১৯২৯
খ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
গ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০
ঘ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ- ১৯৮৩
খ

২২. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন কার্যকর হয় কত তারিখে? [জ্ঞান]
ক ১০ জুলাই খ ১৪ জুলাই
গ ১৬ জুলাই ঘ ১৫ জুলাই
ঘ

২৩. মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯২৯ খ ১৯৫৬
গ ১৯৬১ ঘ ১৯৮০
গ

২৪. কোন আইনটি নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত? [জ্ঞান]
ক শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন
খ মুসলিম পারিবারিক আইন
গ শিশু আইন
ঘ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন
খ

২৫. কোন আইনে মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রি করার বিধান রয়েছে? [জ্ঞান] *[সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ]*
ক পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ
খ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ
গ বাল্যবিবাহ আইন
ঘ নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ
খ

২৬. বিবাহ, তালাক, দেনমোহর ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের সাথে কোন আইনের সামঞ্জস্য রয়েছে? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন
খ ১৯৭৪ সালের শিশু আইন
গ ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন
ঘ ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন আইন
ক

২৭. কোন আইন অনুযায়ী প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না? [জ্ঞান]
ক বাল্যবিবাহ আইন, ১৯২৯
খ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
গ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
ঘ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩
খ

২৮. তালাকের জন্য লিখিত নোটিশ পাঠানোর ধারা ভঙ্গ করলে স্বামীর কত টাকা জরিমানা হতে পারে? [জ্ঞান]
ক তিন হাজার টাকা খ পাঁচ হাজার টাকা
গ আট হাজার টাকা ঘ দশ হাজার টাকা
খ

২৯. মুসলিম পারিবারিক আইনে একজন মুসলিম ছেলের নিম্নতম বিবাহ বছর কত নির্ধারণ করা ছিল? [জ্ঞান]
ক ১৮ বছর খ ১৯ বছর
গ ২০ বছর ঘ ২১ বছর
ক

৩০. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী কোনো পরিবারে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাবা মারা গেলে দাদার সম্পত্তি থেকে কাদের বঞ্চিত করা যাবে না? [অনুধাবন] *[নটরডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক সন্তানদের খ কন্যাদের
গ নাতি-নাতনিদের ঘ পুত্রবধূদের
গ

৩১. মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজের উন্নয়ন ব্যাহত হয়
ii. মাদকাসক্ত ব্যক্তি সমাজের উপকারে আসে না
iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

৩২. মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি প্রদানের পূর্বে বিবেচ্য বিষয় হলো— [অনুধাবন]
i. দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় ব্যর্থতা
ii. প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব
iii. অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

Teachingbd.com

★★ শিশু আইন, ১৯৭৪

৩৩. উপমহাদেশের শিশু কল্যাণমূলক আইনের মধ্যে সবেচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইন কোনটি? [জ্ঞান]
ক ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরি স্কুল আইন
খ ১৯৭৪ সালের শিশু আইন
গ শিশুদের নিয়োগ আইন, ১৯৩৮
ঘ ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন
উত্তর: খ

৩৪. কিশোর আদালতের আইনগত ভিত্তি হলো— [জ্ঞান]
ক শিশু আইন ১৯৭৪
খ নারী নির্যাতন আইন ১৯৮৩
গ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫
ঘ যৌতুক নিরোধ অধ্যাদেশ ১৯৮০
উত্তর: ক

৩৫. কোন আইন দ্বারা শিশু অপরাধের জন্য পৃথক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ
খ শিশু আইন ১৯৭৪
গ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ
ঘ পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স
উত্তর: খ

৩৬. 'কোনো শিশুকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না' এটি কোন আইনের ধারা? [জ্ঞান]
ক শিশু আইন, ১৯৭৪
খ ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন
গ ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরি স্কুল আইন
ঘ শিশু (শ্রম বন্ধক) আইন, ১৯৩৩
উত্তর: ক

৩৭. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে কয়টি ধারা আছে? [জ্ঞান] */ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী/*
ক ৬০ খ ৬৮
গ ৭০ ঘ ৭৮
উত্তর: ঘ

৩৮. শিশু আইন ১৯৭৪ কত সালে সারাদেশে বলবৎ করা হয়? [জ্ঞান] */সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/*
ক ১৯৭৬ খ ১৯৭৭
গ ১৯৭৮ ঘ ১৯৮০
উত্তর: ঘ

৩৯. ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কার্যকর করার ফলে কোন আইন রহিত করা হয়? [জ্ঞান] */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/*
ক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অ্যাক্ট
খ নারী নির্যাতন অ্যাক্ট
গ রিফরমেটরি স্কুল অ্যাক্ট
ঘ রিফরমেটরি কলেজ অ্যাক্ট
উত্তর: গ

৪০. বিশ্বের বিভিন্ন শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংশোধনের জন্য আইন রয়েছে। বাংলাদেশে এ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিচের কোন সালটি সমর্থনযোগ্য? [জ্ঞান] */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/*
ক ১৯৭১ সাল খ ১৯৭২ সাল
গ ১৯৭৩ সাল ঘ ১৯৭৪ সাল
উত্তর: ঘ

৪১. কোন আইন দ্বারা শিশু অপরাধের জন্য পৃথক আদালত গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে? [জ্ঞান] */সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল/*
ক প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অধ্যাদেশ
খ শিশু আইন ১৯৭৪
গ পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স
ঘ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ
উত্তর: খ

৪২. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ এর কয়টি ধারা আছে? [জ্ঞান] */ফেনী সরকারী কলেজ/*
ক ১১টি খ ১৩টি
গ ১৫টি ঘ ১৭টি
উত্তর: গ

৪৩. ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কার্যকর হলে রহিত হয়— [অনুধাবন]
i. ১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন
ii. ১৮৯৭ সালের রিফরমেটরি স্কুল আইন
iii. শিশু (শ্রম বন্ধক) আইন, ১৯৩৩
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৪৪. বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪ এর তাৎপর্য হলো— [অনুধাবন]
i. শিশুদের হেফাজতকারী
ii. কিশোর অপরাধীদের সংশোধনকারী
iii. কিশোর অপরাধীদের শাস্তি প্রদানকারী
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৪৫. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের সাথে সম্পর্কিত— */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
i. ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ হয়
ii. মোট ১০টি ভাগ আছে
iii. মোট ধারার সংখ্যা ৭৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৬ ও ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রহিমন কর্মস্থলে যাওয়ার সময় ছুটিতে থাকা স্বামী রহমানের নিকট তার একমাত্র সাত বছরের সন্তান রিপনকে রেখে যান। রহমান তার বাসার একটি কক্ষে বসে ফেনসিডিল পান করেন। সন্তানটি এ সময়ে ক্ষুধার কারণে চিৎকার করলে রহমান তাকেও এ মাদক খাইয়ে দেন। এতে রিপন অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ঘটনায় রহিমন স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। */সকল বোর্ড-২০১৫/*

৪৬. ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী উপরের ঘটনায় রহমানের অপরাধ হলো—
i. রিপনের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় নেশা করা
ii. রিপনকে বিপদজনক মাদক পান করানো
iii. নিজ কক্ষে বসে মাদক সেবন

Teachingbd.com

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৪৭. উক্ত ঘটনায় রহমানের নিচের কোন শাস্তি হতে পারে?
ক একশত টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড
খ পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড
গ এক বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড
ঘ দুই বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড **গ**

★ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০

৪৮. কোন আইনে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
খ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
গ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩
ঘ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ **খ**

৪৯. বাংলাদেশে যৌতুক আইন ১৯৮০ অনুযায়ী প্রতিটি অপরাধ হলো— [জ্ঞান]
ক জামিনযোগ্য খ শাস্তিযোগ্য
গ আপোষ অযোগ্য ঘ জামিন অযোগ্য **খ**

৫০. কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা গ্রহণে সহায়তা করলে সর্বনিম্ন কত বছর কারাদণ্ড হবে? [জ্ঞান]
ক এক বছর খ দুই বছর
গ তিন বছর ঘ চার বছর **ক**

৫১. যৌতুককে সামাজিক ব্যাধি বলার কারণ হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করে বলে
ii. নারী উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে
iii. নারীকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫২. যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে তার শাস্তি হবে— [অনুধাবন]
i. সর্বোচ্চ চার বছর মেয়াদি কারাদণ্ড
ii. সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড
iii. অর্থ জরিমানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৩ ও ৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ঝর্ণার বিয়ের সময় তার বাবা পাত্রপক্ষকে দুই লক্ষ টাকা দেন। কিছুদিন পর পাত্রপক্ষ আরো টাকার জন্য ঝর্ণাকে চাপ দেয়। ঝর্ণার বাবা টাকা দিতে অস্বীকার করলে তারা ঝর্ণার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করে।

৫৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনার বিচার কোন আইনের আওতায় করা সম্ভব? [প্রয়োগ]
ক ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন
খ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০
গ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩
ঘ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ **খ**

৫৪. উক্ত আইনের প্রেক্ষিতে ঝর্ণার স্বামীর শাস্তি হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. সর্বোচ্চ দশ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড
ii. সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড
iii. অর্থ জরিমানা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩

৫৫. স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সাথে কী পরিবর্তন হয়? [অনুধাবন]
ক চাহিদার খ মূল্যবোধের
গ চিন্তা-চেতনার ঘ ধর্মীয় অনুভূতির **খ**

৫৬. নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ কত সালে প্রথম প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৩ খ ১৯৭৩
গ ১৯৮৩ ঘ ১৯৯৩ **গ**

৫৭. নারী নির্যাতন (নির্বতক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী যদি কেউ কোনো নারীকে ধর্ষণ করে বা ধর্ষণের প্রচেষ্টায় মৃত্যু ঘটায় অথবা ধর্ষণের পর হত্যা করে তাহলে শাস্তি হবে— [অনুধাবন]
i. মৃত্যুদণ্ড ii. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
iii. জরিমানাযোগ্য দণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৫৮. নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী অপরাধীদের সমান শাস্তি ভোগ করবে— [অনুধাবন]
i. অপরাধীকে সহায়তাকারী
ii. অপরাধীকে প্ররোচনাকারী
iii. অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

Teachingbd.com

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৫৯ ও ৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাহিদা নবম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু বাবা দারিদ্র্যের কারণে তার লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। সংসারের অভাব দূর করার জন্য সে গার্মেন্টসে চাকরি নেওয়ার জন্য শহরে আসে। সেখানে এক ব্যক্তি চাকরি দেওয়ার নাম করে তাকে নারী পাচারকারীর কাছে বিক্রি করে দেয়। নারী পাচারকারীরা তাকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করে। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে।

৫৯. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নারী পাচারকারীদের কোন আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া যাবে? [প্রয়োগ]
ক ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন
খ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩
গ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০
ঘ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ **খ**

৬০. বাংলাদেশের নারীদের জীবনে উক্ত আইনের তাৎপর্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়
ii. নারী নির্যাতন বন্ধে সহায়ক
iii. নির্যাতিত নারীদের সুবিচার নিশ্চিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯

৬১. মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটি গঠন করা হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর
খ ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর
গ ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর
ঘ ১৯৮৮ সালের ১২ নভেম্বর **খ**

৬২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৩ খ ১৯৮৯
গ ১৯৯০ ঘ ১৯৯৯ **গ**

৬৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কখন প্রণীত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৩ খ ১৯৮৫
গ ১৯৮৯ ঘ ১৯৯০ **গ**

৬৪. ১৯৮৯ সালের কত তারিখে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়? [জ্ঞান]
ক ২০ জানুয়ারি খ ২১ জানুয়ারি
গ ২২ জানুয়ারি ঘ ২৩ জানুয়ারি **ক**

৬৫. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশে মাদকদ্রব্যকে কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়? [জ্ঞান]
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৬৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৮৯ অনুযায়ী মাদকদ্রব্যকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ **খ**

৬৭. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯ এর শাস্তির ক্ষেত্রে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? [জ্ঞান] *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*
ক একমাস সশ্রম কারাদণ্ড খ এক বছর কারাদণ্ড
গ দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড
ঘ মৃত্যুদণ্ড **ঘ**

৬৮. ধলপুর গ্রামে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধলপুর গ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিচের কোন আইনটির প্রয়োগ প্রয়োজন? [প্রয়োগ] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক মুসলিম পারিবারিক আইন
খ নারী নির্যাতন রোধ আইন
গ ১৯৮৯ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ
ঘ জননিরাপত্তা আইন **গ**

৬৯. কোনো ব্যক্তির নিকট যদি ১০ গ্রামের বেশি প্যাথিড্রিন পাওয়া যায় তাহলে তার কী শাস্তি হবে? [জ্ঞান]
ক ১০ বছর কারাদণ্ড খ ১২ বছর কারাদণ্ড
গ ১৩ বছর কারাদণ্ড ঘ মৃত্যুদণ্ড **ঘ**

৭০. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ—১৯৮৯ প্রণীত হওয়ার পর রহিত হয়— [অনুধাবন]
i. Opium Act 1857
ii. Opium Act 1878 iii. Excise Act-1909
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭১. ১৯৮৯ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের যথোপযুক্ত উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. মাদকের উৎপাদন, সরবরাহ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা
ii. মাদকাসক্তদের সহযোগিতা করা
iii. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৭২. অনূর্ধ্ব ১০ লিটার এ্যালকোহল কারো নিকট থাকলে তার শাস্তি হবে— [অনুধাবন]
i. অন্যূন ৬ মাস কারাদণ্ড
ii. অনূর্ধ্ব ৩ বছর কারাদণ্ড
iii. অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩

৭৩. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইনে অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত কয়টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৬টি
গ ৭টি ঘ ৮টি **খ**

Teachingbd.com

৭৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০৩ কখন সংশোধিত করা হয়? [জ্ঞান] /ঝালকাঠী সরকারি মহিলা কলেজ/
ক ১৩ জুলাই ২০০৩ খ ১৫ আগস্ট ২০০৪
গ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৫
ঘ ৩০ নভেম্বর ২০০৭ **ক**

৭৫. নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন ২০০৩ অনুযায়ী কত দিনের মধ্যে বিচার কাজ শুরু করতে হবে? [জ্ঞান] /রায়হান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক ১৫ দিনের মধ্যে খ ২০ দিনের মধ্যে
গ ২৫ দিনের মধ্যে ঘ ৩০ দিনের মধ্যে **ক**

৭৬. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ এর ক্ষেত্রে সংশোধনীসমূহ হলো— [অনুধাবন]
i. যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের শাস্তি হবে ন্যূনতম ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর
ii. শিশুর বয়সসীমা ১৪ থেকে ১৬ বছর করা হয়
iii. যৌতুকের নতুন সংজ্ঞায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশের কতিপয় অপরাধ কঠোরভাবে দমনের লক্ষ্যে ২০০০ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনটি প্রণয়নের পূর্বে ১৯৯৫ সালে আরেকটি আইন রচিত হয়। আলোচ্য আইনে কতকগুলো অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হলো দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি, নারী পাচার ইত্যাদির শাস্তি।

৭৭. অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনটি নিচের কোন আইনের অনুরূপ? [প্রয়োগ]
ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০
খ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩
গ নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন-১৯৯৫
ঘ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ **ক**

৭৮. অনুচ্ছেদের আইনে বর্ণিত শাস্তিসমূহের যথাযথ প্রয়োগের ফলে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. এসিড নিক্ষেপের হার কমে যাবে
ii. নারীদের জীবনের অনিশ্চয়তা হ্রাস পাবে
iii. নারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২

৭৯. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন ২০১২ কবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ১০ আগস্ট ২০১২ খ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২
গ ৩০ নভেম্বর ২০১২ ঘ ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ **খ**

৮০. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন প্রণীত হয় কত সালে? [জ্ঞান] /প্রফেসর মোঃ আতিকুর রহমান/
ক ২০০৫ সালে খ ২০০৬ সালে
গ ২০০৮ সালে ঘ ২০১২ সালে **ঘ**

৮১. যদি কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয় তাহলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা তার নিয়োগ অনধিক কয় বছর স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে? [জ্ঞান]
ক এক বছর খ দুই বছর
গ তিন বছর ঘ চার বছর **খ**

৮২. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ অনুযায়ী সরকার সময় সময় বিধি দ্বারা নির্ধারণ করবে— [অনুধাবন]
i. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ফিস
ii. নিবন্ধন বহি পরিদর্শন ফিস
iii. প্রতিলিপি সংগ্রহের ফিস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মের ভূমিকা

৮৩. আইনের যথার্থতা কীসের ওপর নির্ভর করে? [অনুধাবন]
ক আইন প্রণয়নের ওপর
খ সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর
গ আইনের কঠোরতার ওপর
ঘ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর **খ**

৮৪. সামাজিক আইন প্রয়োগে সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি? [জ্ঞান] /আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/
ক অশিক্ষা খ নিরক্ষরতা
গ কুসংস্কার ঘ সচেতনতার অভাব **ঘ**

৮৫. সমাজকর্মীগণ কীসের মাধ্যমে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করে আইন প্রণয়নে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে থাকেন? [অনুধাবন]
ক গবেষণার মাধ্যমে
খ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে
গ প্রশাসনের মাধ্যমে
ঘ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে **ক**

৮৬. সামাজিক আইনের বিষয়ে সমাজকর্মীর ভূমিকার ক্ষেত্রে বলা যায়— [অনুধাবন]
i. আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করা
ii. আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা
iii. আইন সম্পর্কে প্রচার প্রচারণা চালানো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৬: বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রশ্ন ▶১ গ্রামের ছিন্নমূল অসহায় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। যা বর্তমানে ৪৮৫টি উপজেলায় বিদ্যমান রয়েছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামে বসবাসরত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন করা।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচিটির কার্যক্রম বর্ণনা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে উদ্দীপকের ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার।

খ কিশোর আদালত বলতে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত বিচারালয়কে বোঝায়।

কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি অভিযুক্তকে কোনো শাস্তিও দেওয়া হয় না। অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিচারকাজ পরিচালনার সময় উপস্থিত থাকে।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বোঝায়। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষত বেকার ও অর্ধ-বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া গ্রামীণ সমাজসেবা আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্মদল গঠন করে। এর মাধ্যমে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক এ দলগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, খাবার স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এর আওতায় স্বল্প বা বিনামূল্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক টিকাদান কর্মসূচিসহ মায়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়। তাই বলা যায়, গ্রামাঞ্চলের অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশের ৪৮৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম হলো গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি। গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচির কার্যকারিতা রয়েছে।

নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারের সহায়তায় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে শিক্ষাগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার কার্যকারিতা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে ৪৮৫ টি উপজেলায় গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনার উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে দেশের ৪৮৯ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণ নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়া এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সামাজিক বনায়নসহ মা ও শিশুসেবা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সংযুক্ত করা এবং দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনতে এ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶২ অর্কের বয়স ১৫ বছর। সে যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী। একটি বিশেষ আদালতে তাকে হাজির করা হলে আদালত শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দিল। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) এর কার্যক্রম কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন? ১

খ. শহর সমাজসেবা (USS) বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালত কেন অর্ককে মুক্তি দিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শাস্তি নয়, সংশোধনই ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালতের মূল দর্শন।'— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ সমাজসেবা (RSS) এর কার্যক্রম বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীন।

খ শহর সমাজসেবা বলতে বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি সেবামূলক কার্যক্রমকে বোঝায়।

কার্যক্রম মূলত সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক। এতে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়। জাতিসংঘের সহায়তায় ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। তবে বর্তমানে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। শহর সমাজসেবার মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করা এবং শহর এলাকায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালত কিশোর আদালতকে নির্দেশ করেছে। শাস্তি নয়, সংশোধনই কিশোর আদালতের মূল দর্শন হওয়ায় অর্ককে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে।

১৯৭৪ সালের শিশু আইন, জাতীয় শিশু নীতিমালা, UNCRC—United Nations Convention on the Rights of the Child এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করে। এ কেন্দ্রে কিশোর অপরাধীদের সেবা-যত্ন, খাদ্য সরবরাহ, আবাসন ও পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসাসহ কারিগরি শিক্ষা, আচরণ সংশোধন, মানবিক উন্নয়ন এবং পরামর্শ প্রদানসহ নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে। উদ্দীপকে এ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনার একটি উপায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে

উদ্দীপকের ১৫ বছর বয়সী অর্ক যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী। তাকে একটি বিশেষ আদালতে হাজির করা হলো। আদালত শর্তসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেয়। মূলত এটিই কিশোর আদালত। বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো তিনটি উপায়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে কিশোর আদালত একটি। এ আদালত শিশু-কিশোরদের অপরাধ বিবেচনা করে তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায়। সংশোধনের জন্য তাদেরকে কল্যাণমূলক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে। আর কোনো অপরাধে না জড়ানোর শর্তে তাদেরকে দ্রুত মুক্তি দিয়ে থাকে। এ কারণেই অর্ক যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনায় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

ঘ 'শাস্তি নয়, সংশোধনই ইঙ্গিতকৃত বিশেষ আদালতের মূল দর্শন।' উক্তিটি বিশ্লেষণযোগ্য।

বাংলাদেশ সরকার অপরাধী শিশু-কিশোরদের আবাসন, সংশোধন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মূলত কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ সাধনই এ কেন্দ্রের মূল কাজ। এ কারণে শাস্তি নয় সংশোধনের জন্যই এখানে কিশোরদের গ্রহণ করা হয়।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে গঠিত এ আদালতে কিশোর-কিশোরী অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে এবং কোনো শাস্তিও প্রদান করা হয় না। এ আদালতে অপরাধের কারণ, ধরন, উৎস এবং সংশোধনের উপায় খুঁজে বের করা হয়। এ আদালতের মূল কথা হলো শিশুরা নিষ্পাপ। পারিবারিক ও সামাজিক নানা কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর অপরাধী অর্ককে কিশোর আদালত সংশোধনের জন্য শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর-উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর অপরাধীদের সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবনদানে প্রয়াসী। এ কারণে শাস্তি প্রদান না করে অর্কর মত কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের প্রচেষ্টাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▶৩ গ্রাম থেকে মানুষ ক্রমাগত শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাপন প্রণালী, সুযোগ সুবিধা আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমাতে না পারলে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে এবং বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এমনিতে বস্তির নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও জীবিকার জন্য নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অপরাধ ও মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৯]

ক. সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. কিশোর হাজত বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে উক্ত কার্যক্রম কতটুকু কার্যকরী? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র।

খ কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কার্যকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয় তাকে কিশোর হাজত বা আটক নিবাস বলা হয়।

দেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একটি করে আটক নিবাস রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত ও হয়রানির শিকার না হয় এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। কিশোর হাজতে কিশোর-কিশোরীদের শিশুসুলভ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যাটি শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় উদ্ভূত পরস্থিতি মোকাবেলায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও দুস্থদের সমস্যার কোনো শেষ নেই। যেমন— অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেকারত্ব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে, বর্তমানে শহরের চাকচিক্যময় জীবন ও সুযোগ-সুবিধার আকর্ষণে গ্রামের মানুষ ক্রমাগত শহরমুখী হচ্ছে। এর ফলে শহরে নানামুখী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। শহর এলাকায় বস্তি গড়ে উঠছে, যেখানে গ্রাম থেকে সুখের সন্ধানে আসা মানুষগুলোকে নোংরা পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। নিরক্ষর এই মানুষগুলো দারিদ্র্য আর অভাবের তাড়নায় নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ রকম পরিস্থিতির উন্নয়নেই সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নে তথা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শহরাঞ্চলের সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হলে তা অত্যন্ত কার্যকর হবে।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আলোচ্য সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও দুস্থ লোকদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে পুঁজি সরবরাহ করা হয়। ফলে তারা স্বাবলম্বী হয় এবং উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে তারা নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হয় এবং আরও উন্নত জীবনযাপনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় এবং পুষ্টি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব শেখানো হয়। ফলে তারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এভাবে শহর সমাজসেবা তাদের জীবনে বহুমুখী উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যা সমাধানে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিকল্প নেই।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ নিরপরাধ রাসেদ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে আজ পঙ্গু। বিচারের জন্য ধারে ধারে ঘুরছে মা। "মিথ্যা মামলায় জেল খাটছে রাসেদ"— সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমন একটি সংবাদ দেখে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান স্বপ্রণোদিত হয়ে কেসটি গ্রহণ করে। রাসেদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরেজমিনে তদন্ত শুরু করে। আটকের স্থান পরিদর্শনসহ তথ্য সংগ্রহ করে জেলখানায় রাসেদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কথা বলেছে এবং মামলা পরিচালনা করে। অবশেষে রাসেদ মুক্তি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। ২০১০ সালের ২২ শে জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। *[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কী? ১

খ. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করতে কীভাবে সাহায্য করবে? ২

গ. উদ্দীপকে রাসেদকে সাহায্য করেছে কোন প্রতিষ্ঠান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে রাসেদকে ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হল? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

খ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলবে।

সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অন্যতম। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ, কার্পেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি। এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজেই জীবিকা নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজ পাওয়া সম্ভব। এর ফলে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, রাসেদকে সাহায্য করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিতকরণে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকেও রাসেদকে সহায়তা করার ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের রাসেদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে পঙ্গু হয়েছে এবং জেলও খাটতে হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তাকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে এসেছে। সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে প্রতিষ্ঠানটি রাসেদকে তার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হলো— দেশের যেকোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা তদন্ত করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২২ জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে একজন চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য থেকেই বোঝা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার রক্ষা এবং এ সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির উন্নয়নে কাজ করে। রাসেদের মুক্তির মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়।

ঘ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে রাসেদকে ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আইনি সহায়তাও প্রদান করে। রাসেদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সহায়তা প্রদানের ঘটনা ঘটেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যতম মানবাধিকার। কিন্তু উদ্দীপকের রাসেদ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সংবাদপত্রে এ বিষয়ে অভিযোগমূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিষয়টি আমলে নেয়। এরপর প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে থেকে প্রচলিত আইন অনুসারে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করে। আটকের স্থান পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ, রাসেদের সাথে সাক্ষাৎ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে কথা বলে প্রতিষ্ঠানটি রাসেদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা বলে শনাক্ত করতে সমর্থ হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি মামলা করে এবং আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে রাসেদকে মুক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে সমাজে উল্লিখিত ঘটনার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনাই ঘটছে। আর এ সকল ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে নিরপরাধ ব্যক্তিদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা অনন্য।

পরিশেষে বলা যায়, প্রচলিত আইন অনুসারে তদন্তের মাধ্যমে রাশেদের মুক্তি নিশ্চিত করে তার ন্যায়বিচার প্রদানে সফল হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন ▶৫ জহিরুল ইসলাম একজন সমাজসেবা অফিসার। তিনি বাংলাদেশ সরকারের কতগুলো লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য নিযুক্ত হলেন। লক্ষ্যগুলি হলো— দরিদ্রদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণদান, বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বিপন্ন পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মান উন্নয়ন, স্থানান্তরিতদের নিজ বাড়ীতে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ সাধন। *[বি. বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. বাংলাদেশে কত সালে V-AID কর্মসূচি শুরু হয়েছিল? ১

খ. যে কোনো একটি গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জহিরুল ইসলাম কোন ধরনের সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের কী ভূমিকা রয়েছে বলে তুমি মনে কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৯৫২ সালে V-AID কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

খ বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো ঋণদান কার্যক্রম।

গ্রামের ভূমিহীন, দরিদ্র, বেকার, দুস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণগ্রহীতাকে ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে ১৯টি থানায় এ কার্যক্রম শুরু হয়। জুন ২০১১ পর্যন্ত এ খাতে ২২ লক্ষাধিক পরিবারকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জহিরুল ইসলাম শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আর সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে জহিরুল ইসলাম শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের জহিরুল ইসলাম পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানান্তরিতদের নিজ

https://teachingbd24.com

বাড়িতে অর্থাৎ গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ। এ দুটি কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তিনি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করেন। এর ফলে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিপন্ন পরিবেশে বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়ন। তাছাড়া তিনি শহরবাসীদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বে বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেন। আর এ সকল কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই প্রতিফলন।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত শহর সমাজসেবার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজসেবা কার্যক্রম। স্থানীয় জনগণের সমন্বিত উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানোই শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য। সুতরাং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

উদ্দীপকের সমাজসেবা অফিসার জহিরুল ইসলাম এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে সরকারের নির্ধারিত কিছু লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছেন। এ লক্ষ্যে তার গৃহীত কার্যক্রমগুলো কেবল তখনই শতভাগ সফল হবে যখন স্থানীয় জনগণ সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে সরকারের একার পক্ষে কখনোই কোনো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন জনগণের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা, তাদের অংশগ্রহণ এবং সহায়তা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা হলো অংশগ্রহণমূলক এবং সহযোগিতাপূর্ণ। ঋণদান কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আবশ্যক। তাদেরকে কেন্দ্র করেই এ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয় এবং তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ব্যতীত কোনোভাবেই এগুলোর সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অনুঘটকের ন্যায় কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ তানিয়া তার বাবা-মায়ের সাথে শহরে বস্তি এলাকায় বসবাস করে। সেখানে পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানারকম রোগবালাই লেগেই থাকে। বস্তির অধিকাংশ দম্পতিরই অনেক সন্তান। *[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বাংলাদেশে কবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের তানিয়ার এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কোন কর্মসূচিটি প্রযোজ্য? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের কর্মসূচি ছাড়াও শহর সমাজসেবার আরও কার্যক্রম রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগপূর্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগপরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বোঝায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন, পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের তানিয়ার এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিবেশ উন্নয়নমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম প্রযোজ্য।

সুস্থ জীবনের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ অপরিহার্য। বসবাসের পরিবেশ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হলে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাই পরিবেশকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। মানসম্মত জীবনযাত্রার জন্য সবাইকে জনসংখ্যা সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। এ দুটি বিষয় উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রয়োগযোগ্য।

উদ্দীপকে শহরের একটি বস্তি এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জনসংখ্যা সমস্যার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নোংরা পরিবেশে বসবাস করার কারণে এবং সুপেয় পানির অভাবে বস্তিবাসী নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় শহর সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় বস্তিবাসীদেরকে পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সুপেয় পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে বস্তির পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। আবার এখানে বসবাসরত পরিবারগুলোর সদস্যসংখ্যাও বেশি। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হচ্ছে। এ জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে অধিক জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে। প্রয়োজন হলে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত এ সমস্ত কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

ঘ উদ্দীপকের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের পরিবেশ উন্নয়নমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের পাশাপাশি নানা সমস্যার সমাধানে শহর সমাজসেবার আরও কার্যক্রম বিদ্যমান।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শহরাঞ্চলের দরিদ্র ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর সমস্যার শেষ নেই। যেমন- অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি। এ সকল সমস্যার সমাধানে শহর সমাজসেবা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

শহর এলাকায় সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ (যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, কার্পেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি) দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি (যেমন: বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা প্রভৃতি) গ্রহণ করা হয়। ফলে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। আবার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শহর সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করার ফলে তাদের আয়ের পথও সৃষ্টি হয়। তাছাড়া দুস্থ ও দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে নানা ধরনের কার্যক্রম রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাও শহর সমাজসেবা কর্মসূচির আওতাভুক্ত। উদ্দীপকের কার্যক্রম এক্ষেত্রে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই একটি অংশমাত্র।

পরিশেষে বলা যায়, শহরের দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতেই শহর সমাজসেবার আওতায় উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় বিনা অপরাধে আটক ও একটি পা হারানো লিমনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটি সংগঠন। সেটি স্বপ্রণোদিত হয়ে থানা হাজত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে লিমনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে, সরকারকে প্রতিবেদন দিয়েছে। নির্যাতনে পা হারানো এবং আইন ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত লিমনের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সংগঠনটি সহায়তা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি লিমনের মতো অধিকার বঞ্চিতদের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ভূমিকা রাখছে। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. আটক নিবাস কী? ১

খ. 'আপদ' বলতে কী বোঝায়? ২

Teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকে লিমনের পাশে দাঁড়ানো সংগঠনটির কাজ কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত ব্যবস্থাকে কী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা যাবে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক আটক নিবাস হলো গ্রেফতারের পর থেকে কিশোর আদালতে হাজির করা পর্যন্ত কিশোর অপরাধীদের আটক রাখার স্থান। [সূত্র-জাতীয় শিশু আইন-২০১৩]

খ আপদের সরল অর্থ হচ্ছে সংকট।

আপদ মূলত একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির জন্য ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষের জীবন-জীবিকা এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ— ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক আপদ। অন্যদিকে বন ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ড, অবরোধ ইত্যাদি হলো মানবসৃষ্ট আপদ। আপদ কোনো দুর্যোগ নয় বরং এর সম্ভাব্য কারণ।

গ উদ্দীপকে লিমনের পাশে দাঁড়ানো সংগঠনটির কাজের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমের সাদৃশ্য আছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০০৮ সালে কার্যক্রম শুরু করে। একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য ও পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকে সহায়তা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ লক্ষ্যে কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করার সাথে স্বপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণও করতে পারবে। কমিশন অভিযোগ দায়েরের জন্য নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনা অপরাধে আটক এবং পা হারানো লিমনের পক্ষে একটি সংগঠন কাজ শুরু করে। স্বপ্রণোদিত হয়ে সংগঠনটি থানা হাজত পরিদর্শন করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করে। অধিকার বঞ্চিত লিমনের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। সংগঠনের এই কার্যক্রমগুলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে লিমনের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কাজ করেছে।

ঘ হ্যাঁ, লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গৃহীত ব্যবস্থাকে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বলা যাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অভিযোগকারী ব্যক্তির দাবি আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়। এক্ষেত্রে মানবাধিকার কমিশন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে। এতে নির্যাতিতের অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে তদন্ত শুরু হয়। এ তদন্তের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে চিহ্নিত করে দু'ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। একটি হলো মধ্যস্থতা বা সমঝোতা। মধ্যস্থতা সফল হলে অপরাধীর জরিমানা ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া অপরাধের প্রতিকারের জন্য কমিশন সরকারের প্রতি সুপারিশও পেশ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিনা অপরাধে আটক ও এক পা হারানো লিমনের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা স্বতপ্রণোদিত হয়ে থানা হাজত পরিদর্শন করেন, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের পর সুপারিশসহ সরকারের কাছে প্রতিবেদন দেন। লিমনের পা হারানো ঘটনার বিচার এবং আইন ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারেও কমিশন সহায়তা করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, লিমনের মুক্ত হওয়ার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৮ জনাব বারী মজুমদার একজন সমাজদরদী ব্যক্তি। তিনি সমাজের মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন। সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মের ধারাবাহিকতায় তিনি একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেন। এই কার্যক্রমে তিনি গ্রামের বেকার, অর্ধ-বেকার, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, দরিদ্র, যুবক, যুব-মহিলাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন— সেলাই কাজ, সবজির বাগান তৈরি, ফিশারী, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে পুর্নবাসিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার এই কার্যক্রমে বেশ সাড়া পেয়েছেন এবং গ্রামের অনেক বেকার মানুষ লাভবানও হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি গ্রামের লোকদের মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব বারী মজুমদারের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে কার্যক্রমের মিল রয়েছে তার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS -এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া এ কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব বারী মজুমদারের কার্যক্রম আমার পাঠ্যবইয়ের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম কার্যক্রম হলো বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। উদ্দীপকেও এ কার্যক্রম দুটির উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে জনাব বারী মজুমদারের গ্রামের বেকার ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমেও অভিন্ন লক্ষ্যে অনুরূপ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। গ্রামীণ নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতীদেরকে বাঁশ ও বেতের কাজ, পাটের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়নের কাজ, সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবু মোটাতাজাকরণ, ওয়েলডিং, ওয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়। তাছাড়া জনাব বারী মজুমদার পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে যে কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন সেটিও গ্রামীণ সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে সবাইকে সচেতন করে তোলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবার ব্যাপক ও বিস্তৃত কার্যক্রমের সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনমানের উন্নয়নই গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিস্তৃত পরিসরে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকেও ব্যক্তি উদ্যোগে অভিন্ন লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে; তবে তা ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে নির্দেশিত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রামীণ সমাজসেবার দুটি কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। আর এ কারণেই এর পরিসর বিস্তৃত। পক্ষান্তরে ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হওয়ায় উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজসেবা কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত পরিসরে আবদ্ধ। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে— ঋণ দান কার্যক্রম, পল্লি মাতৃকেন্দ্র, সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি। এভাবে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে তা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে অধিক ফলপ্রসূ। পক্ষান্তরে উদ্দীপকে আলোচিত সমাজ সেবা কার্যক্রমের উপযোগিতা কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে লক্ষ্য বিবেচনায় উভয় সমাজসেবা কর্মসূচির কার্যক্রম অভিন্ন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত সমাজসেবা কার্যক্রম অপেক্ষা গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম অধিক তাৎপর্য বহন করে।

প্রশ্ন ▶ ৯ মি. শিহাব শহর সমাজসেবা অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি লালবাগ বস্তির মানুষের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমতঃ বেকার যুবক যুবতি গৃহিণীদের নিয়ে দল গঠন করেন। তারপর প্রতিটি দলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থারও সূচনা করেন। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কত সালে ঢাকায় তিন মাসের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে শহর সমাজসেবা কর্মসূচিগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিগুলোতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে ঢাকায় তিন মাসের পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রিক একটি বহুমুখী সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

সাধারণ জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং তাদের সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ১৯৭৪ সালে USS কর্মসূচি চালু করা হয়, যা গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সামগ্রিক উন্নয়ন ও ঐপ্রোচের অংশ হিসেবে গ্রামীণ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও অন্যান্য কৃষক এবং দরিদ্র পেশাজীবী শ্রেণিকে সংগঠিত করা এর প্রধান লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা শহর সমাজসেবা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং সেলাই ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বেকার, অর্ধ-বেকার, অদক্ষ ও স্বল্প আয়ের মহিলা এবং পুরুষদের স্বাবলম্বী করে তোলার কাজ করা হয় এ কার্যক্রমের মাধ্যমে। এছাড়া তাদের আয়ের পথ সৃষ্টির লক্ষে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শহর সমাজসেবা অফিসার শিহাব লালবাগ বস্তির বেকার যুবক-যুবতীদের স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার সূচনা করেন। আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার ও দল চিহ্নিত করে দল গঠন, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ প্রভৃতি কর্মসূচি সম্পাদন করা হয় শহর সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে। যার ফলে বেকার, অদক্ষ, অভাবগ্রস্থ জনগোষ্ঠী কাজ করে ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগ পায়। উদ্দীপকের লালবাগ বস্তির বেকার যুবক-যুবতিদের প্রশিক্ষণ ও সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ শহর সমাজসেবা কর্মসূচিকে তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত কর্মসূচিগুলোতে সমষ্টি সমাজকর্ম, ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

শহর সমাজসেবা একটি সমষ্টি কেন্দ্রিক সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম। ফলে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শহর সমাজসেবার বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম, যুব উন্নয়ন প্রভৃতি দলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

উদ্দীপকে নির্দেশিত লালবাগ বস্তিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম নির্দেশ করা হয়েছে। লালবাগ বস্তিকে প্রথমে চিহ্নিতকরণ করে, সেখানে দল গঠনের মাধ্যমে মি. শিহাব কার্যক্রম শুরু করেন। একদল বেকার যুবক-যুবতীকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে কার্যকর যোগাযোগ, কর্মক্ষমতার উন্নয়ন এবং অর্থসংস্থান কৌশল প্রভৃতি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ণয়ের জন্য মি. শিহাবকে প্রতিটি পর্যায় মূল্যায়ন করতে হবে। এভাবে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী কাজ করে। লালবাগ বস্তিতে ঋণ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

উপরের আলোচিত সমাজকর্ম পদ্ধতিগুলোর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচিগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১০ ১৪ বছরের রহিমা গৃহকর্মীর কাজ করা অবস্থায় মালিকের নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতন সইতে না পেরে রহিমা মালিককে কুপিয়ে খুন করে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসি না দিয়ে তাকে সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। গাজিপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত সংশোধানাগারে সে একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]*

ক. সংশোধন কী? ১

খ. প্রবেশন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত রহিমাকে মানসিক চিকিৎসা দিতে সমাজকর্মী সমাজকর্মের যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন তার ২টি উপাদান বর্ণনা করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর অপরাধীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়ায়ই হলো সংশোধন।

খ প্রবেশন বলতে কোনো অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি স্থগিত রেখে কারাবন্ধ না করে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার সুযোগ প্রদান করাকে বোঝায়।

প্রবেশন হলো একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনী কার্যক্রম। প্রবেশন ব্যবস্থায় প্রথম ও লঘু অপরাধের দায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা কিশোর অপরাধীদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সাথে কারাগারে না রেখে আদালতের নির্দেশে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খলা ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র। কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ আদালতে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুর্নবাসন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

মানবিকতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার রক্ষা করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরদের সংশোধনের প্রক্রিয়ায়

Teachingbd24.com

তার পরিবার ও সমাজকে গুরুত্ব প্রদান করা, প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে ভিন্ন স্থানে রেখে কিশোরদের সংশোধন করা সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য। কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে পুনরায় অপরাধে না জড়ায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৪ বছর বয়সের কিশোরী রহিমা আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য গাজিপুর কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় যা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহিমাকে মানসিক চিকিৎসা দিতে সমাজকর্মী ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। আর এ পদ্ধতির অন্যতম দুইটি উপাদান হলো প্রতিষ্ঠান ও পেশাদার প্রতিনিধি।

যে প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির আওতায় সাহায্যার্থীর সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা হয় তাকে স্থান বা প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বাস্তব অনুশীলনের বাহন হলো প্রতিষ্ঠান। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো গতিশীলতা। সময়, সম্পদ, চাহিদা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলির পরিবর্তন ঘটে।
পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পেশাদার প্রতিনিধি হলেন সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা সম্পন্ন এমন একজন ব্যক্তি যাকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাদানের জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার সফলতা নির্ভর করে পেশাদার প্রতিনিধির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর। তাই ব্যক্তি সমাজকর্মে পেশাদার প্রতিনিধি বা সমাজকর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
উদ্দীপকে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির এই দুটি উপাদান লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকে ১৪ বছর বয়সী কিশোর অপরাধী রহিমাকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। আর সেখানে সে একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে অর্থাৎ পেশাদার প্রতিনিধির অধীনে চিকিৎসাধীন আছে। আর প্রতিষ্ঠান ও পেশাদার প্রতিনিধি ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন ▶ ১১ ফারিয়া বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে পাশ করে একটি সরকারি হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগে চাকুরি করেন। চাকুরিসূত্রে তাকে মাঝে মধ্যে গ্রামে যেতে হয়। সেখানে তিনি নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS কী? ১
খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ফারিয়া বেগম সরকারের যে কার্যক্রমে কাজ করেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. ফারিয়া বেগমের কার্যক্রম তথা প্রশিক্ষণ প্রদানে গ্রামের মহিলারা কীভাবে উপকৃত হবেন তা আলোচনা কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS হলো— গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কর্মহীন মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত সমাজসেবা কার্যক্রম।

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ ফারিয়া বেগম সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে কাজ করেন। গ্রামীণ দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে উপজেলা সমাজসেবা অফিস কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিকে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বলা হয়। এটি একটি সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যার সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে।
বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্ম দল গঠন, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, ঋণদান, পল্লী মাতৃকেন্দ্র প্রভৃতি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।
উদ্দীপকে ফারিয়া বেগম একটি সরকারি হাসপাতালের সমাজসেবা বিভাগে চাকুরি করেন। চাকুরিসূত্রে তাকে মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। এতে বলা যায় ফারিয়া বেগম সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে কর্মরত আছেন।

ঘ ফারিয়া বেগমের কার্যক্রম তথা নারীদের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে।
গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।
উদ্দীপকের ফারিয়া বেগম এ কমূসূচির আওতায় গ্রামীণ মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মাতৃ ও শিশুসেবা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ফলে গ্রামীণ নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও কর্মক্ষমতা বাড়বে। আবার, তিনি জনসংখ্যা বিষয়ে এ শিক্ষা দিতে গিয়ে পরিবার-পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর ফলে গ্রামীণ মহিলারা পরিকল্পিত পরিবার গঠন ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগী হবে। এতে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা স্বাবলম্বী হবে এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসবে। ফলে তাদের একই সাথে তাদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ফারিয়া বেগমের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রামীন মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১২ বছর বয়সী শিখাকে একটি অপরাধ সংগঠনের দায়ে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে একটি প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয়। সেখানে তার আচরণ সংশোধনের লক্ষ্য নিয়ে আদলাত পরিচালনা করা হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখো। ১
খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার ইঙ্গিত আছে? ৩
ঘ. ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ হলো Rural Social Service.

খ শহর সমাজসেবা বলতে শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিচালিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে বোঝায়।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক একটি কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার ও নানা প্রতিষ্ঠান কাজ করে। শহর সমাজসেবায় শহরের জনগণের সহায়তামূলক ভূমিকা থাকে। এ কর্মসূচি দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের ভূমিকাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
কিশোর-কিশোরীরা একটি দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন ও নগরায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কারণে এরা নানা রকমের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এসব অপরাধমূলক কাজ পরিহার করে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

Teachingbd24.com

বাংলাদেশ সরকার গাজীপুরের কোনাবাড়িতে ২০০২ সালে সর্বপ্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠানে আসা কিশোর-কিশোরীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসন করাই এর মূল লক্ষ্য। এছাড়া কিশোর অপরাধীদের সেবা-যত্ন, খাদ্য সরবরাহ, কারিগরি শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারা নিয়ে আসায় এ প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের ১২ বছর বয়সী শিখা একটি অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ অপরাধ সংশোধনের জন্য তাকে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে একটি প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়। একটি বিশেষ আদালতে তার বিচার হয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। উদ্দীপকের এ তথ্য দ্বারা বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কথাই বোঝানো হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকেই নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক রয়েছে।

কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংশোধন করে তাদেরকে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই মূলত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেননা অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েরা না বুঝে, অন্যের প্ররোচনায় অথবা আবেগের বশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন করার লক্ষ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কতিপয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একজন কিশোর অপরাধীর অপরাধ সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে সেসব ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সমাজকর্মের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এছাড়া কিশোর অপরাধীদের বিচার কার্যের জন্য কিশোর আদালতের ব্যবস্থা করা হয়। তাদেরকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের মূল ধারায় নিয়ে আসা হয়। তাদের জন্য আলাদা আটক নিবাস স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে কিশোর অপরাধীদের বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা, সংশোধন, সেবা যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের দেশের উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত করা হয়।

উদ্দীপকের ১২ বছর বয়সী শিখা একজন কিশোর অপরাধী। তার আচরণ সংশোধনের লক্ষ্যে তাকে একটি প্রতিষ্ঠানে নেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এ তথ্যের মাধ্যমে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কথা বোঝানো হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি উপরোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম কিশোর অপরাধ সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ শহরের চাকচিক্যময় জীবনযাপন প্রণালী ও সুযোগ সুবিধার আকর্ষণে গ্রাম থেকে মানুষ ক্রমাগত শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু এই শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমাতে না পারলে ভারসাম্যহীন ও বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে আমাদের এই প্রিয় নগর। এমনিতে বস্তির নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন ও জীবিকার জন্য নিরক্ষর জনগোষ্ঠী অপরাধ ও মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাধানে উক্ত কার্যক্রম কতটুকু কার্যকরী? যুক্তিসহ উপস্থাপন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয় ১লা অক্টোবর।

খ কিশোর আদালত বলতে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত বিচারালয়কে বোঝায়।

কিশোর আদালত দেশের অন্যান্য আদালতের মতো নয়। এখানে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি অভিযুক্তকে কোনো শাস্তিও দেওয়া হয় না। অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিচারকাজ পরিচালনার সময় উপস্থিত থাকে।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ রায়হান মাহমুদের মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। সে মেসেজ পড়ে জানতে পারে যে, দেশে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ৫ নং মহাবিপদ সংকেত। উপকূলের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নদী ও সমুদ্রবন্দরসমূহকে সতর্ক করা হয়েছে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কত সালে গঠন করা হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দুইটি কার্যক্রম বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হান মাহমুদের দেখা মেসেজটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন পর্যায়ের কাজের অংশ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, সামাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে আরও বেশি সফল হওয়া যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয় ২০০৮ সালে।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হলো একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এর দুটি কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো—

১. সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বা কোনো Client এর অভিযোগের ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উপর সরেজমিনে ও নিরপেক্ষভাবে তথ্যানুসন্ধান চালায়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ঘটনার প্রকৃত রহস্য ও সত্য উদ্‌ঘাটন করা হয়, যা সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করে।

২. দেশের প্রচলিত আইন কাঠামোতে আইনগত সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যায় আইনের ভূমিকা নিয়ে মানবাধিকার কমিশন দীর্ঘমেয়াদি ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা করে। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত আইনের সংশোধন, নতুন কোনো আইন প্রণয়ন বা সরকারি নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সাহায্য করে থাকে।

গ উদ্দীপকে রায়হান মাহমুদের দেখা মেসেজটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পূর্বপ্রস্তুতির অংশ।

পূর্বপ্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। দুর্যোগ ঘটার আগে থেকেই ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও সেই এলাকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ, জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতারযন্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত। দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে জনগণ নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি গৃহপালিত পশু-পাখি এবং সম্পদ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রায়হান মাহমুদের মোবাইলে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে একটি মেসেজ পাঠানো হয়। তাতে ৫নং মহাবিপদ সংকেত এবং

https://teachingbd24.com

উপকূলের মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়েছে। এ মেসেজটি হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতির অংশ। এর ফলে দুর্যোগকালীন ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পায় এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়া দানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক্ষেত্রে আরো বেশি সফল হওয়া যাবে।

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে পেশাগত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকর্মীগণ যেসব কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তাই সমাজকর্ম পদ্ধতি। আর মানুষের সমস্যার ধরণ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মীরা বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকেন। তাই দুর্যোগ মোকাবিলা বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে অনেকটা সফল হওয়া যাবে। কারণ সমাজকর্মীরা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

সমাজকর্ম মানুষের নিজস্ব সম্পদ ও আনুষঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলা বা প্রতিরোধে কাজ করে থাকে। এ কাজে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সমষ্টি সমাজকর্মের বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়া সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বেশি কার্যকর হবে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে দুর্যোগকালীন ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে আরো বেশি সফল হওয়া যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ ১৫ বছরের ছেলে আবিদ। সে একবারেই মা-বাবার কথা শোনে না। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে। রাস্তায় মেয়েদেরকে উত্যক্ত করে। এলাকা থেকে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়। পুলিশ আবিদকে আদালতে হাজির করলে বিচারক তাকে একটি ভিন্ন আদালতে প্রেরণ করেন। */আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ∎ প্রশ্ন নং ৮/*

ক. কত সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকারের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে আবিদকে যে আদালতে প্রেরণ করা হয় তা কোন ধরনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাস্তি নয়, সংশোধনই উক্ত কর্মসূচির উদ্দেশ্য– বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়াও কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে কমিশন। এছাড়া বিভিন্ন সেবামূলক কাজও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় তিতলী ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে উপকূল অতিক্রম করে যায়। সমুদ্র বন্দরগুলিতে মহাবিপদ সংকেত দেওয়া হয়। যদিও তেমন কোনো আঘাত হানেনি, সরকার পূর্বের ন্যায় এ দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব এবং পরবর্তী প্রস্তুতিও পরিকল্পনা নিয়েছে। */আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ∎ প্রশ্ন নং ৯/*

ক. কিশোর আদালত কবে প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. মানবাধিকার কমিশন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৮ সালে কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ মানবাধিকার কমিশন বলতে জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থাকে বোঝায়।

মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এটি অসহায়, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের আইনগত সাহায্য ও মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ উদ্দীপকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সরকার সিপিপি (Cyclone Preparedness Programme) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্তদের Early Warning, Signal Evaluation, Sheltering, Search & Rescue, First Aid and Relief and Rehabilitation সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৩৭টি উপজেলায় মোট ৩,২৯১ ইউনিটে ৪৯,৩৬৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। বর্তমানে আরও ৫টি উপজেলাকে এর আওতায় আনা হয়েছে।

উদ্দীপকে ঘূর্ণিঝড় 'তিতলী' এর কথা বলা হয়েছে। ভয়ঙ্কর শক্তি নিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে আসা এ ঝড় মোকাবিলায় সমুদ্র বন্দরগুলোতে মহাবিপদ সংকেত দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে আশ্রয়কেন্দ্রে ও নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার উপরে বর্ণিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্যোগ অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সামগ্রিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি, সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারেন। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এর পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সচেতন করে তোলা যায়। এমনকি দল সমাজকর্মের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে তোলায় সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন।

সমাজকর্মের অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হলো সামাজিক কার্যক্রম (Social Action)। যোগাযোগ, তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা এবং সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধি ও পেশাদার গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে আইন পরিষদ গঠন প্রভৃতি সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগের কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রমের উপরোক্ত প্রয়োগ কৌশলগুলো অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্যোগ ঘূর্ণিঝড়সহ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুকের জন্য নাসরিন আক্তার নামের গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি পলাতক রয়েছে। গ্রাম বাংলায় নাসরিনের মতো অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার অজ্ঞ-অশিক্ষিত নারীরা বছরের পর বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে। */নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৮/*

ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় Focal Point মন্ত্রণালয়ের নাম কী? ১

খ. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিকারে নাসরিনের পরিবার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নাসরিনের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে সমাজকর্মীর কী ভূমিকা থাকতে পারে— মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় Focal Point মন্ত্রণালয়ের নাম হলো— দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

খ কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শিশু আইন-১৯৭৪ অনুযায়ী, অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের বালক-বালিকাকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। বিভিন্ন অপরাধে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত এ সকল কিশোরীদের জেলখানায় না রেখে শিশু আইনের আওতায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সোস্যাল কেইস ওয়ার্ক, কাউন্সিলিং ও অন্যান্য সংশোধনী কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সংশোধন করা এবং আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন করা কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের ঘটনার প্রতিকারে নাসরিনের পরিবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা নিতে পারে।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিতকরণে সাহায্যার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। উদ্দীপকে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের শিকার নাসরিনেরও পরিবার এ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে।

উদ্দীপকের শিশু ও নারীর প্রতি সহিংসতা, তাদের অধিকার রক্ষা এবং নির্যাতন রোধে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করে। নাসরিন নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার গৃহবধু। যৌতুকের দাবিতে শ্বশুরবাড়িতে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। গ্রামাঞ্চলসহ সারা দেশের অসংখ্য নারী প্রতিদিন নাসরিনের মতো যৌতুকের নির্মমতার শিকার হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনায় প্রতিকারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ২২ জুন প্রতিষ্ঠানটি পুনর্গঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে একজন চেয়ারম্যানসহ ছয়জন সদস্য রয়েছেন। তাই বলা যায়, নাসরিনের পরিবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা নিতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকের নাসরিনের পরিবারের অধিকার সংরক্ষণে অর্থাৎ মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার রক্ষা, বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানব পাচার এবং কিশোর অপরাধ বন্ধের জন্য বিচারকার্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনার তথ্যাদি কমিশনের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি ও ভূমিকা প্রচারের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ হুমায়ূনদের বাড়ি উপকূলীয় এলাকায়। তাদের এলাকায় প্রায়ই ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস হয়। আজ সকালে হঠাৎ তার মোবাইলে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস জানিয়ে একটি sms আসে। sms পড়ে সে ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ, উপকূলে আঘাত হানার সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারে। তাদের এলাকায় বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের sms পড়ে না বা পড়ে বুঝতে পারে না। সমাজকর্মের ছাত্র হিসেবে তার মনে হয়, এ ধরনের কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

/সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৮/

ক. USS এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নির্যাতিতদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মোবাইলে হুমায়ূনের sms পাওয়া বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কার্যক্রম-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে হুমায়ূনের মনোভাবের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক USS এর পূর্ণরূপ হলো Urban Social Service.

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এদেশের নির্যাতিত ও অসহায় মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এক্ষেত্রে কমিশন নির্যাতিতদের অভিযোগ গ্রহণের পর তদন্তের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং লঙ্ঘনকারীকে চিহ্নিত করে। এরপর কমিশন সরকারের প্রতি সুপারিশ করে অথবা সমঝোতার চেষ্টা করে। কমিশন সমঝোতা করতে সফল হলে জরিমানা ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করে। আর সমঝোতা করতে ব্যর্থ হলে কমিশন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করে।

গ সৃজনশীল ১৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৪নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ নিচের প্রদত্ত বাংলাদেশের প্রচলিত একটি কর্মসূচি সম্পর্কিত ছকটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

/সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৭/

https://teachingbd24.com

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ছকে নির্দেশিত কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কর্মসূচিটি বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ হলো Rural Social Service.

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে দুর্যোগ-পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদানের পদ্ধতিগত কার্যক্রম গ্রহণ করাকে বোঝায়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, ঝুঁকি প্রশমন, পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়। দুর্যোগ-পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে; এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে বোঝায়। এটি একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে এ কর্মসূচি তার কার্যক্রম শুরু করে যার ইঙ্গিত উদ্দীপকে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলের নিম্ন আয়ের জনগণ বিশেষত বেকার ও অর্ধ-বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রামীণ সমাজসেবা আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে কর্মদল গঠন করে। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যভিত্তিক এ দলগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, খাবার স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এর আওতায় স্বল্প বা বিনামূল্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার্থে প্রতিরোধমূলক টিকাদান কর্মসূচিসহ মায়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গ্রামীণ জনগণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়। এর ফলে বয়স্ক ও কিশোর বয়সী ছেলেমেয়েদের স্বাক্ষর জ্ঞান, সাধারণ মৌলিক জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। তাই বলা যায়, গ্রামাঞ্চলের অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম হলো গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ কর্মসূচির কার্যকারিতা রয়েছে।

নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারের সহায়তার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ ও মূলধন সরবরাহের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য ১৯৭৪ সাল থেকে গ্রামীণ সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যার কার্যকারিতা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে।

উদ্দীপকে পল্লী মাতৃকেন্দ্রে, কমিউনিটি সেন্টার, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রভৃতি গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনার উল্লেখ আছে। বর্তমানে দেশের ৪৯১ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতী বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রব্যবসা, সেলাই, ব্লক-বাটিক, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে ১৭,৭১,৯৩৪ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুস্থ মহিলাদের পুঁজি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণ গ্রহীতাদের ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়া এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, সামাজিক বনায়নসহ মা ও শিশুসেবা, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গ্রামে বসবাসরত জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের স্রোতধারায় সংযুক্ত করা এবং দারিদ্র্যের মাত্রা কমিয়ে আনতে এ কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রিয়াংকা তার বাবা-মায়ের সাথে শহরের বস্তি এলাকায় বসবাস করে। সেখানকার পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নানা রকম রোগ বালাই লেগেই থাকে। অধিকাংশ দম্পত্তির অনেক সন্তান।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. শিশু কারা? ১
খ. কিশোর হাজত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের প্রিয়াংকার এলাকার জন্য শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সরকারের কোন কার্যক্রম প্রযোজ্য? নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের কার্যক্রম ছাড়াও শহর সমাজসেবার আরো কার্যক্রম রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের দেশের আইনে ১৬ বছরের নিচের সকল ছেলেমেয়েই শিশু।

খ কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কার্যকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয়, তাকে কিশোর হাজত বা আটক নিবাস বলা হয়।

দেশের প্রতিটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একটি করে আটক নিবাস রয়েছে। তাছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত ও হয়রানির শিকার না হয়, এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। কিশোর হাজতে কিশোর-কিশোরীদের শিশু সুলভ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গ সৃজনশীল ৬নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২১ কিরণ মাত্র তেরো বছর বয়সে বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করেও তাকে সংশোধন করতে পারেনি। একটি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাকে আদালতে নেওয়া হলে বিচারক বলেন যে, তার মামলা এ আদালতে চলতে পারে না, তার জন্য বিশেষ আদালত রয়েছে।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কিরণের অপরাধের বিচারের জন্য কোন বিশেষ আদালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাস্তি নয়, সংশোধনই এই ধরণের আদালতের মূল উদ্দেশ্য— ব্যাখ্যা করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS-এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২২ রয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সরকারি সমাজসেবা বিভাগের অধীনে চাকরি করেন। তিনি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার হিসেবে পল্লি অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়নের জন্য কাজ করছেন।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী ▮ প্রশ্ন নং ৫]

ক. কিশোর আদালত কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রয়েল বাংলাদেশের কোন সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমে কাজ করছেন? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রয়েল তার কাজে অর্জিত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর আদালত—গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে এমন এক কার্যক্রমকে বোঝায়, যার মাধ্যমে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি গ্রহণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ করে পরিস্থিতি উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

গ মিলন সাহেব গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ গ্রামীণ দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীনদের জীবনমানের উন্নয়নে উপজেলা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিই হচ্ছে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়ে থাকে তা হলো—

১. আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত (অসুবিধাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত) জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, যাতে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির আওতায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ২. গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক, বেকার, দরিদ্র মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উপার্জনক্ষম করে তোলার পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্য কুটির শিল্পের প্রসারে সহায়তা করা। ৩. গ্রামের সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা। ৪. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করার মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সচেতন করে তোলা। ৫. শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং অক্ষমদের জন্যে বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে করে সামগ্রিকভাবে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত লোকদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটে।

ঘ উদ্দীপকের রয়েল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে বর্তমানে সরকারি সমাজসেবা বিভাগে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি তার অর্জিত পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা নিম্নোক্তভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মূলত একজন সমষ্টি উন্নয়নকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এলাকায় একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তিনি সাক্ষাৎকার, আলোচনা, দলীয় আলোচনা জরিপ ও অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের চাহিদা, সমস্যা ও সম্পদ চিহ্নিত করে থাকেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যেমন— মাদারস ক্লাব, যুবকল্যাণ সমিতি, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র, ভূমিহীন সমিতি, ক্ষুদ্র সমবায় সমিতি প্রভৃতি গঠনের মাধ্যমে অসংগঠিত করেন। কারণ সংগঠিত জনশক্তিই সমষ্টি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এর পাশাপাশি তিনি সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে নেতা নির্বাচিত করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ও তত্ত্বাবধান করে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করেন।

গ্রামীণ জনগণের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ জনগণকে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে উন্নত জীবনধারণের অনুকূল মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে সমাজসেবা কার্যক্রমকে গতিশীল করতে তিনি গ্রামে কর্মরত বিভিন্ন শক্তি কাঠামো প্রচারমাধ্যম, বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষকদের সামাজিক কার্যক্রমে, সম্পৃক্ত করেন। পরিশেষে বলা যায়, উপজেলা সমাজসেবক অফিসার গ্রামীণ জনগণের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনায়নের কাজ করেন।

প্রশ্ন ▶২৩ জামিল একটি এনজিওতে চাকরি করে। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সকল ছেলেমেয়রা কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারপর তাদেরকে সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকে জামিল কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণ দেওয়ার সময় তারা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত নেয় না; তবে ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জামিল বাংলাদেশের একটি এনজিও ইউসেপ (UCEP- Underprevileged Children's Educational Programs)-এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

জামিলের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপও এ ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবি কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে উল্লেখিত এনজিও ইউসেপ ও এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেদেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশুকিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিক্ষার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶২৪ মিসেস হোসেন সমাজসেবা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে থাকাকালীন লক্ষ করলেন, আমাদের দেশে ১৯৫৫ সাল থেকে শহরের ছিন্নমূল দরিদ্রদের জন্য সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম থাকলেও গ্রামের মানুষের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি নেই, সেজন্য তিনি গ্রামের অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেগুলো গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রম শুরু হয় কবে? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিসেস হোসেন কোন বিশেষ সরকারি কর্মসূচি চালু করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে কার্যক্রমের আভাস পাওয়া যায় গ্রামীণ উন্নয়নে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হয়।

খ কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের আদালতকেই কিশোর আদালত বলা হয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। এ আদালতের লক্ষ্য হলো কিশোরদের আচরণ সংশোধন করা। কিশোর আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর মামলার বিচার করে। এক্ষেত্রে কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে মাতাপিতা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

গ মিসেস হোসেন গ্রামীণ সমাজসেবা নামক সরকারি কর্মসূচি চালু করেন।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম কার্যক্রম হলো বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। উদ্দীপকেও এ কার্যক্রম দুটি উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকে মিসেস হোসেন গ্রামের বেকার ও অতিদরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ সকল কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়। যা গ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় সমষ্টির উন্নয়নে কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এসকল কার্যক্রম দ্বারা সরকারি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সমাজসেবাকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রতিভা বিকাশ, নেতৃত্ব প্রদান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তার কর্মসূচি পরিচালনা করে।

ঘ উদ্দীপকের কার্যক্রম অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে গ্রামীণ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমানে দেশের ৪৯১ টি উপজেলা এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত এবং এর আওতায় উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ২৪.৫ লক্ষ। মূলত এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতী বিশেষ করে নারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে করিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত ক্ষুদ্রব্যবসা, সেলাই, ব্লক-বাটিক সামাজিক বনায়ন ইত্যাদিতে ১৭,৭১,৯৩৪ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনেক বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থাও করছেন; যার ফলে একদিকে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কমছে দারিদ্র্যের হার। আবার গ্রামের দরিদ্র, ভূমিহীন, বেকার ও দুস্থ মহিলাদের দুটি সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে পল্লি এলাকায় সুদমুক্ত ঋণদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এসব ঋণগ্রহীতাদের ৩ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়। তবে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি কেবলমাত্র আত্মকর্মসংস্থান এবং ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে না। পরিবারের আকার ছোট রাখতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যও এ কর্মসূচি কাজ করে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঋণ, মূলধন দিয়ে সহায়তা করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য। এছাড়াও এ কর্মসূচির আওতায় আরও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকেও মিসেস হোসেনের নেতৃত্বে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানেও গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যা গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এ থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকের এ সকল কার্যক্রম গ্রামীণ সমাজসেবারই প্রতিচ্ছবি।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জনাব রহমান সমাজসেবা কর্মকর্তা থাকাকালে ১৯৫৫ সাল হতে শহরের দরিদ্র ও বস্তিবাসী অতি দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য ক্ষুদ্র, ঋণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ বহু সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি পেনশনে আছেন।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. UNESCO-এর সদর দপ্তর কোথায়? ১

খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব রহমান কোন বিশেষ সরকারি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে শহরবাসীর উন্নয়নে উক্ত কর্মসূচি কীভাবে ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNESCO এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।

খ কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ ধরনের আদালতকেই কিশোর আদালত বলা হয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। এ আদালত কিশোর অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করে। এ আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের বিচার করে। কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে অপরাধীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জনাব রহমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার শহর এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নে এ বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আর সরকারের একজন কর্মচারী হিসেবে জনাব রহমান শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করেছেন।

জনাব রহমান পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বস্তিবাসীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানান্তরিতদের নিজ বাড়িতে অর্থাৎ গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ। এ দুটি কার্যক্রম থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তিনি শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করেন। এর ফলে তারা সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারবে। তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিপন্ন পরিবেশে বিশেষ করে বস্তিতে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মানোন্নয়ন। তাছাড়া তিনি শহরবাসীদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে স্থানীয় নেতৃত্বে বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেন। আর এ সকল কার্যক্রম সরকার কর্তৃক গৃহীত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমেরই প্রতিফলন।

ঘ শহর এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের মধ্যে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শহর সমাজসেবা কর্মসূচি শহরবাসীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

বর্তমানে বাংলাদেশের শহর এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় শহর সমাজসেবা প্রকল্প কার্যকর এবং যুগোপযোগী ভূমিকা পালন করছে। সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত এ কার্যক্রম বর্তমান যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শহর এলাকার দরিদ্র মানুষের কল্যাণে ভূমিকা পালন করছে।

যেকোনো কাজের সফলতার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। শহুরে জনগণের প্রয়োজন, সমস্যা, সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়া শহর এলাকার ঘনবসতির কারণে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সেসব সমস্যা অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয়ভাবে তা মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চালায়। বাসস্থানের স্বল্পতা, বেকারত্ব, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের শহুরে এলাকায় স্বাভাবিক ঘটনা। এসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি সম্পদ ও প্রচেষ্টার সাথে জনগণের সম্পদ ও উদ্যোগ সম্পৃক্ত করে তাদের নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। যা এ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তাকে বহুলাংশে বাড়িয়ে তোলে। পরিশেষে বলা যায়, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণির অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের মাধ্যমে শহরের সার্বিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব রফিক এমন একটি সংস্থায় কাজ করেন যেখানে তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপরাধীদের নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং এগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তার সংস্থার মূলনীতি হচ্ছে, অপরাধীকে নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, জুলুম করাও আরেকটি অপরাধ এবং প্রতিটি অপরাধীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তি তার জন্মগত অধিকার। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে কবে সমাজসেবা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব রফিক কোন সংস্থার সাথে জড়িত? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে সমাজসেবা কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব রফিক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে জড়িত।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের আইনের মাধ্যমে গঠিত জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা এবং এ ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানে নিয়মিত একটি সংস্থা। এ সংস্থাটি অন্যায়ের শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীকে আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ কমিশনের টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে নির্যাতিত শ্রেণি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বেআইনিভাবে আটককৃত ও অত্যাচারের শিকার রাজবন্দিসহ যেকোনো ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের শিকার

Teachingbd24.com

নারী, শিশু ও পেশাজীবী জনগোষ্ঠী। সংস্থাটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার উপর সরেজমিনে ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সংস্থাটি অপরাধীদের বেআইনিভাবে নির্যাতনের বিরোধী এবং এটি মনে করে প্রতিটি অপরাধীর ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রফিক এমন একটি সংস্থায় কাজ করেন যেখানে তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অপরাধীদের নির্যাতন, নিপীড়ন, বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন ও সেগুলোর প্রতিবাদ জানান। যা উপরে বর্ণিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম। এছাড়া তার সংস্থার মূলনীতিও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব রফিকের সংস্থাটি হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

ঘ উক্ত সংস্থার অর্থাৎ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনায় সমাজকর্মীর ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার রক্ষা, বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানব পাচার এবং কিশোর অপরাধ বন্ধের জন্য বিচারকার্য বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মানবাধিকার কমিশন জেলা প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে মানবাধিকার সচেতনতা বিষয়ে নিয়মিত মতবিনিময় করে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা দল সমাজকর্ম এবং সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক ঘটনার তথ্যাদি কমিশনের নজরে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যাবলি ও ভূমিকা প্রচারের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি। সমাজকর্মীরা গবেষক হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনায় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

প্রশ্ন ▶ ২৭ ১৪ বছর বয়সী স্বপ্না ঢাকায় একটি বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতো। বাসার গৃহকর্ত্রী তাকে নানা কারণে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করতো। একদিন সইতে না পেরে স্বপ্না গৃহকর্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে। স্বপ্না আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন এবং উন্নয়নে জয়দেবপুরের কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। *[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৯]*

ক. প্রশমন কী? ১

খ. বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম আলোচনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপকে প্রশমন বলে।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ আদালতে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১৪ বছর বয়সের কিশোরী স্বপ্না আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য জয়দেবপুর কোনাবাড়িতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, যা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রকে নির্দেশ করে। মানবিকতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা, সমাজের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার রক্ষা করা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিশোরদের সংশোধনের প্রক্রিয়ায় তার পরিবার ও সমাজকে গুরুত্ব প্রদান করা, প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে ভিন্ন স্থানে রেখে কিশোরদের সংশোধন করা সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য। কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্ম-উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে পুনরায় অপরাধে না জড়ায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির বহুমুখী প্রয়োগ ঘটানো যায়।

কিশোর অপরাধীদের অপরাধ সংশোধন করে তাদেরকে সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যই মূলত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিশোর বয়সের ছেলে-মেয়েরা না বুঝে অন্যের প্ররোচনায় অথবা আবেগের বশে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট হয়। তাদেরকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধন করার লক্ষ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কতগুলো কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মের নানাবিধ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এখানে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির ব্যবহারই বেশি হয়। কোনো কিশোরের অপরাধের কারণ উদঘাটন থেকে শুরু করে তার সংশোধন ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পর্যন্ত সবক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এছাড়া অভিযুক্ত কিশোর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সমাজকর্মী Case Study করতে পারেন। এক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। যেমন— Study, Diagnosis, Treatment, Evaluation প্রভৃতি। এছাড়া Prognosis, Referral, Follow-up ইত্যাদি প্রক্রিয়াও কিশোর-কিশোরীর উন্নয়নে ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর অপরাধীরা মূলত বয়সজনিত অপরিপক্কতার কারণে নানা রকম নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সংশোধন প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৮ ১৪ বছর বয়সী সাবিনা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার সময় গৃহকর্ত্রী কারণে অকারণে সাবিনাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক নির্যাতন করতো। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন কর্ত্রীর স্বর্ণালংকার ও টাকা নিয়ে উধাও হয়। আদালতে সাবিনা দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সংশোধন ও জয়দেবপুরের কোনাবাড়ীতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. WHO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক WHO এর পূর্ণরূপ হলো World Health Organization.

খ দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয়কে বোঝায়।

কোনো প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অবস্থা যখন অস্বাভাবিক ও অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শস্য ও সম্পদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, খরা, সুনামি, যুদ্ধবিগ্রহ, বনভূমি বিনাশ প্রভৃতি দুর্যোগের উদাহরণ। দুর্যোগ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

গ সৃজনশীল ২৭নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৭নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রুমানা শহরের বস্তি এলাকায় বাস করে। একই ঘরের দুটি কক্ষে তারা বাবা-মা, এক ভাই ও ছয় বোন গাদাগাদি করে থাকে। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ, সুপেয় পানীয় জলের অভাব, খোলা নর্দমা ইত্যাদি রোগবালাই লেগেই থাকে। ন্যূনতম মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে তারা অপরাগ এবং উদাসীন। *[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. AIDS কী? ১

খ. জনসংখ্যার আধিক্যের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রুমানার জন্য সরকারের কোন কর্মসূচি আছে কি? থাকলে তা নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারের এই কার্যক্রমই রুমানাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে— তোমার মতামত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS একটি মারাত্মক মরণব্যাধি যা HIV ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে।

খ জনসংখ্যা আধিক্যের প্রধান কারণ হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে একক কোনো কারণ দায়ী নয়। বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব এর জন্য দায়ী। যার কারণে অতি অল্প বয়সে ছেলেমেয়েরা যৌবনপ্রাপ্ত হয় যা অধিক জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য কারণ। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ, শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, ধর্মের প্রভাবসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ জড়িত।

গ উদ্দীপকে রুমানার জন্য সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম রয়েছে।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম মূলত শহরের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বস্তি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। শহর সমাজসেবা হলো শহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠী এবং সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত একটি কার্যক্রম। শহরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা শহরের বস্তিতে রুমানা তার বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে থাকে। মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে তার অপারগ, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ঘ শহর সমাজসেবা একটি বহুমুখী কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদি।

শহর সমাজসেবা কমসূচির ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া শহর সমাজসেবার অন্যতম একটি কর্মসূচি হচ্ছে পরিবেশের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতন তা বৃদ্ধি করে ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া শহরের নিম্নবিত্তদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও সচেতন করা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা শহর সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিশেষে বলা যায়, নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে কার্যক্রমটির যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. SOD-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ। উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক SOD-এর পূর্ণরূপ হলো— Standing Order on Disaster।

খ মানুষ যেসব অধিকার ছাড়া মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে না সেই অধিকারগুলোকেই মানবাধিকার বলা হয়।

মানুষের বিকাশ, স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা পূরণ হওয়া আবশ্যক। মানুষের এই অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। যেমন— চলাফেরার অধিকার, কথা বলার অধিকার প্রভৃতি মানুষের অন্যতম মানবাধিকার।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে বস্তি এলাকার নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে।

শহর সমাজসেবা একটি বহুমুখী কর্মসূচি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে শিক্ষাদান ইত্যাদি।

শহর সমাজসেবা কর্মসূচির ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া শহর সমাজসেবার অন্যতম একটি কর্মসূচি হচ্ছে পরিবেশের উন্নয়ন। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে রাস্তাঘাট তৈরি, খাল খনন করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহর বাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃমঙ্গল ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া শহরের নিম্নবিত্তদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান ও সচেতন করা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও শহর সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই বলা যায়, নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঘ বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত কার্যক্রমটি অর্থাৎ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শহর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শহরের দরিদ্র ও দুস্থ লোকদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে তাদেরকে পুঁজি সরবরাহ করা হয়। ফলে তারা স্বাবলম্বী হয়। পাশাপাশি শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ফলে তারা নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত হয় এবং আরও উন্নত জীবনযাপনে সক্ষম হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয় এবং পুষ্টি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের গুরুত্ব শেখানো হয়। ফলে তারা সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এভাবে শহর সমাজসেবা তাদের জীবনে বহুমুখী উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমটি বর্তমানে ৬৪ জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, উক্ত কার্যক্রমটি হলো বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম যা উপরোল্লিখিত ভাবে এদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রমটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৩১ জনাব রহমান একজন সমাজদরদী ব্যক্তি। তিনি সমাজের মানুষের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে। সামাজিক বিভিন্ন কাজকর্মের ধারাবাহিকতায় তিনি একটি নতুন কার্যক্রম শুরু করেন। এই কার্যক্রমে তিনি গ্রামের বেকার, অর্ধবেকার, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র যুবক যুবতি যারা আছেন তাদেরকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, সেলাই কাজ, সবজির বাগান তৈরি, ফিশারি, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সমাজে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করছেন। তিনি তার এই কার্যক্রমে বেশ সাড়া পেয়েছেন এবং গ্রামের অনেক বেকার মানুষ লাভবানও হয়েছেন। শুধু তাই নয় তিনি গ্রামের লোকদের মধ্যে পরিকল্পিত পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কেও জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব রহমানের কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কার্যক্রমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রমের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে কার্যক্রমের মিল রয়েছে তার কিছু তুলনামূলক সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS এর পূর্ণরূপ Rural Social Service.

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের মূল ধারায় নিয়ে আসার জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনের সমষ্টিভিত্তিক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাঁশ ও বেতের কাজ, দর্জি, কাঠের কাজসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে কর্মসূচিটি চালু হয়েছে।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. RSS-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. শহর সমাজসেবা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন কর্মসূচির কথা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিতে সমাজকর্মের পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ হতে পারে বর্ণনা করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক RSS-এর পূর্ণরূপ হলো— Rural Social Service.

খ সৃজনশীল ২নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম হলো একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ সরকার গ্রাম এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য এ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ নিম্ন আয়ভুক্ত দরিদ্র যুবক-যুবতিদের বাঁশ ও বেতের কাজ। পাটের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়নের কাজ, সেলাইয়ের কাজ; সবজি চাষ, হাস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ওয়েল্ডিং, ওয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উদ্দীপকে এ ধরনের কাজকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পল্লি এলাকার উন্নয়ন ও গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনায় সমষ্টিভিত্তিক দর্জি, কাঠের কাজসহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঋণ প্রদান করা হয়। উদ্দীপকের এই কর্মসূচিটি উপরে বর্ণিত গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ গ্রামীণ সমাজসেবা সংস্থার কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের একটি মূল পদ্ধতি যেখানে সমষ্টির সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। গ্রামীণ সমাজসেবা কমসূচির কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যই হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা। তাই গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

গ্রামীণ দুস্থ, অবহেলিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তন বা উন্নয়ন গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এজন্য লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরবরাহকরণ, সক্ষমকরণ, প্রভাবিতকরণ এবং সৃজনশীলতা এই চার ধরনের কৌশল প্রয়োগ করা।

এছাড়া সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। আবার পরিবার পরিকল্পনায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতি কৌশল ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া কর্মদল গঠনের ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণার জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সমাজকর্মের উদ্বুদ্ধকরণ কৌশলও এ কর্মসূচির কার্যক্রমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিশু যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্মের সবগুলো পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আব্দুস সাত্তার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য জায়গায় যাওয়ার কোনো উপায় না থাকায় বাধ্য হয়ে সেখানেই থাকতে হয় তাকে। নিঃস্ব আব্দুস সাত্তার সিডরের সময়ই তার ভিটেমাটি হারিয়ে ফেলেছেন। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কত সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কোন উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তিদের মতো নিঃস্বদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কতখানি কার্যকর হবে বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯৩ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া। কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে এ কমিশন। এছাড়া বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় প্রথমত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষের জন্য পরিস্থিতি মোকাবিলায় কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে। দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে। উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো ব্যক্তিদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় উল্লিখিত উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো অর্থাৎ নিঃস্বদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এর মাঝে অন্যতম হলো সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। মোট ৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের জন্য মোট বরাদ্দের ৩০% এই খাতে ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের ৯টি কর্মসূচির মাঝে প্রথম ৩টি হলো গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি; পরবর্তী ৬টি মানবিক সহায়তা ও নিরাপত্তা কর্মসূচি। এ সকল কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ কবলিত ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কাবিখা, টিআর, খালখনন, মাঠ ভরাট প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং অবস্থার উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উদ্দীপকের আব্দুস সাত্তারের মতো উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুর্যোগকালীন এবং পরবর্তী সময়ে নানামুখী সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। বসতবাটি হারিয়ে কর্মহীন অবস্থার অসহায় মানুষের সহায়তায় সামাজিক নিরাপত্তার উপরে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো সহায়ক।

পরিশেষে বলা যায়, আব্দুস সাত্তারের মতো সর্বস্বান্তদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ জেরিন অভাব অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও ঢাকা শহরে কোন চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। অবশেষে তার এক আত্মীয়ের সহযোগিতায় সে ঢাকাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পায় এবং সেখান থেকে সে সেলাই, বুটিকস ও দর্জি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এখন সে স্বাবলম্বী জীবনযাপন করছে। *[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. পরিবার গঠনের মূলভিত্তি কী? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন সরকারি সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জেরিন ও তার ন্যায় যুবক-যুবতীদের জন্য উক্ত কর্মসূচির কী কী কার্যক্রম চালু আছে? তা আলোচনা কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরিবার গঠনের মূলভিত্তি হলো বিবাহ।

খ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সমাজ থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি হলো মানুষের আচরণ দ্বারা সৃষ্ট। এ সমস্ত বিষয়গুলো থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো আইন-এর যথাযথ প্রয়োগ। ক্ষেত্র অনুযায়ী আইন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের আচরণের ক্ষতিকর বাহ্যিক দিকগুলো নিয়ন্ত্রণ সম্ভব আইনের মাধ্যমে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের শহর সমাজসেবা কর্মসূচির ইঙ্গিত দেয়।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমষ্টি উন্নয়নভিত্তিক একটি কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের আত্মসচেতন করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হয়।

উদ্দীপকে জেরিন অভাব অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও সে ঢাকা শহরে কোনো চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। অবশেষে সে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সেলাই, বুটিকস ও দর্জি বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়।

ঘ জেরিন ও তার ন্যায় যুবক-যুবতীদের জন্য উক্ত কর্মসূচির বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক নানা কর্মসূচি চালু আছে।

শহর এলাকায় দরিদ্র জনগণের সকল কার্যক্রমের মধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমই মুখ্য। এ লক্ষ্যে দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে (যেমন: বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ প্রভৃতি) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অজ্ঞ জনগণকে নানামুখী শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা হয়। শহর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ঋণদান করে আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া এখানে পরিবেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম, বিনোদনমূলক কার্যক্রমসহ জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শহুরে জনগণকে আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়।

উদ্দীপকে জেরিন ও তার মতো যুবক-যুবতীরা উক্ত কর্মসূচির আওতায় কাজ করে জীবনমানের উন্নয়ন বিধানে সচেষ্ট হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, শহর সমাজসেবা কর্মসূচি তার যথাযথ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ আলিম সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ছোটবেলা থেকেই সে তার বাবাকে হারায়। আলিমের মা বাসাবাড়িতে ঝি-এর কাজকর্ম করে সংসার চালায়। যার দরুণ ছেলে আলিম এর সঠিক দেখভাল সম্ভব হচ্ছে না আলিম এলাকার বিভিন্ন বখাটে মাদকাসক্ত ছেলেদের সাথে মেলামেশা করে অপরাধ জগতের দিকে পা বাড়ায়। ধীরে ধীরে সে মাদক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্প্রতি নেশা জাতীয় দ্রব্য বহন করার কারণে তাকে পুলিশ আটক করে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

[নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]

ক. 'NHRC'- এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. কিশোর আলিমকে পুলিশ আটক করে কোথায় রাখবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর আলিম এর বিচার ব্যবস্থা কোন কার্যক্রমের আওতায় এবং কীরূপ হবে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'NHRC'-এর পূর্ণরূপ হলো 'National Human Rights Commission.'

খ সৃজনশীল ৬নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ কিশোর আলিমকে আটক করে পুলিশ আটক নিবাসে রাখবে।

কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয় তাকে আটক নিবাস বা Remand Home বলা হয়।

এছাড়া ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২০নং ধারা অনুযায়ী সরকার আটক নিবাস প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত, অপব্যবহার ও হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। পথ শিশু, মাতৃ-পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের পুনর্বাসনেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রবেশন কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অফিসাররা যৌথভাবে রিমান্ড হোমে থাকাকালীন কিশোর-কিশোরীদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে শিশুর মানসিক, আর্থ-সামাজিক ইতিহাস, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদি জানার চেষ্টা করে।

উদ্দীপকে আলিমের অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাওয়া এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়া উভয়ই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে। এ কারণে পুলিশ তাকে আটক করে আটক নিবাসে নিয়ে যায় এবং যথাযথভাবে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কিশোর আলিম এর বিচার ব্যবস্থা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম অনুযায়ী হবে এবং সেখানে পারিবারিক পরিবেশে অ-শাস্তিমূলক বিচারের আওতায় তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে গঠিত এ আদালতে কিশোর-কিশোরী অপরাধীর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণ করে তাদের পুনর্বাসন ও সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। কিশোর আদালতে কোনো শুনানি হয় না, বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে। এ আদালতে বাদী-বিবাদী, আইনজীবী কেউ থাকে না। এমনকি কোনো শাস্তিও প্রদান করা হয় না। বিচার চলাকালে অপরাধীর আত্মীয় স্বজন, একজন প্রবেশন অফিসার বা সমাজকর্মী এবং আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকেন। এ আদালতে অপরাধের কারণ, ধরণ, উৎস এবং পরাধীকে সংশোধনের উপায় খুঁজে বের করা হয়। এ আদালতের মূলকথা হলো শিশুরা নিষ্পাপ। পারিবারিক ও সামাজিক নানা পারিপার্শ্বিকতার কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কিশোর আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচনা করা হয়— একটি অভিভাবক কেস, অন্যটি পুলিশ কেস।

উদ্দীপকে অলীমের বাবা না থাকা, দারিদ্রতা এবং মায়ের সাহচার্য না থাকার কারণই মূলত তার অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া ও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। কিশোর আদালত এ বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক আলিমের সংশোধনের প্রচেষ্টা করবে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর আদালতের বিচারকার্য শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। বরং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিচালিত হয় যেখানে কোনো উকিল নিয়োগ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নরত সমাজকর্ম বিষয়ের একজন ছাত্রী। মাঠকর্মের প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে তাকে টঙ্গীতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় যেটি কিশোরদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নীলা দেখতে পায়, এখানে অপরাধী কিশোরদের জন্য রয়েছে বিশেষ বিচার ব্যবস্থা, বিচার চলাকালীন সময়ে রয়েছে থাকার বিশেষ ব্যবস্থা আর সর্বোপরি এখানে রয়েছে অপরাধী কিশোরদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার বিশেষ ব্যবস্থা।

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল | প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পেশাদার সমাজকর্মের প্রথম পদক্ষেপ কোন কার্যক্রম? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের প্রতিষ্ঠানটির নাম কী? বুঝিয়ে লেখ। ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানের কিশোর অপরাধীদের প্রেরণ করা না হলে তাদের অবস্থা কীরূপ হতে পারত? বিশ্লেষণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পেশাদার সমাজকর্মের প্রথম পদক্ষেপ হলো চিকিৎসা কার্যক্রম।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের প্রতিষ্ঠানটির নাম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের রিমান্ড হোম বা আটক নিবাস।

কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচার কাজ সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত যেখানে তাদের আটক রাখা হয়, তাকে আটক নিবাস বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীর দ্বারা কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা যাতে প্রভাবিত, অপব্যবহার এবং হয়রানির শিকার না হয় এজন্য তাদেরকে আলাদা রাখা হয়। আটক থাকাকালীন কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্দীপকে নীলার মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নীলাকে পাঠানো হয়। নীলা দেখতে পায়, সেখানে অপরাধী কিশোরদের জন্য রয়েছে বিশেষ থাকবার ব্যবস্থা ।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানে কিশোর অপরাধীদের প্রেরণ করা না হলে তাদের অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকতো এবং খারাপ হতো।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হলো শাস্তি নয় কিশোরদের সংশোধন করা ও মানবিকতার সাথে আদালতের রায় মেনে চলা। এছাড়া সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মতো কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার রক্ষা করা, কিশোর-কিশোরীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। মোটকথা ভবিষ্যতে তারা যাতে অপরাধের পুনরাবৃত্তি না ঘটায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া।

উদ্দীপকে নীলা সমাজের কিশোর-কিশোরীদের অপরাধপ্রবণতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে একটি পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা দেয়া যায় এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায় তারই প্রচেষ্টা করে।

পরিশেষে বলা যায়, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যেহেতু কিশোর-কিশোরীদের অপরাধমূলক আচার-আচরণ সংশোধনের একটি পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ সেহেতু উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে পাঠানো না হলে অপরাধমূলক কার্যক্রম সমাজে চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকবে।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ রুহির সন্তানের বয়স যখন দেড় মাস, তখন সে তার শহরের একটি টিকাদন কেন্দ্রে গিয়ে সন্তানকে টিকা দিয়ে আনে। শহরের একরমই আরেকটি কেন্দ্র থেকে সে প্রায়ই বিনামূল্যে চিকিৎসা করার সুযোগ পায়। এছাড়া শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান ও এই ধরনের কেন্দ্রগুলো থেকে পেয়ে থাকে।

[অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কাদের সহায়তা ও পরামর্শে এদেশের প্রথম সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শহর সমাজসেবার কোন কার্যক্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উক্ত কার্যক্রমটিই শহর সমাজসেবার সার্বিক চিত্র নয়—বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘের সহায়তা ও পরামর্শে এদেশের প্রথম সরকারি পর্যায়ে সমাজকল্যাণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

খ মানবাধিকার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায়। মানুষ ও অধিকার এ দুটি মিলে হয় মানুষের অধিকার বা মানবাধিকার।

মানুষের স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। অর্থাৎ মানবাধিকার হচ্ছে এক গুচ্ছ নৈতিক অধিকার, সব মানুষ যার মাধ্যমে মানুষ হিসেবে সমান বিবেচিত হয়। এ ধরনের অধিকার বিশ্বজনীন নৈতিক নীতিমালা দ্বারা যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য হয়।

গ উদ্দীপকে শহর সমাজসেবার স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ সকল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, রোগ-প্রতিরোধমূলক টিকা ও ইনজেকশন প্রদান, মাতৃকল্যাণ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে রুহির সন্তানদের টিকাদান কেন্দ্রে যাওয়া, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান এ ধরনের কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকে।

ঘ "উক্ত কার্যক্রমটিই শহর সমাজসেবার সার্বিক চিত্র নয়"—উক্তিটি যথার্থ।

শহর সমাজসেবা নগর এলাকায় বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শহর সমাজসেবা তাদের বৃত্তিমূলক কাজের দ্বারা দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কর্মসূচির আওতায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আয়ের পথ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে শহরবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া শহর সমাজসেবায় অন্তর্গত কার্যক্রম হলো বিনোদনমূলক ও জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম।

উদ্দীপকে আলোচিত টিকাদান, বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ, শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এসব কাজ শহরে সমাজসেবার শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রমকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, শহর সমাজসেবার নানামুখী বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমই হলো এর মূল চিত্র। এর মধ্যে শহরে বসবাসরত দরিদ্র মানুষেরা উপকৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ করিম শেখের বাড়ি পদ্মার পাড়ে। গত বছর নদীর ভাঙনে তার ভিটেমাটি সব নদীর পানিতে ভেসে যায়। কাজের সন্ধানে সে পরিবার নিয়ে শহরে এসে বস্তিতে বসবাস শুরু করে। বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তানদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। শহরে আগন্তুক এসব জনগোষ্ঠীদের নিয়ে কাজ করে একটি সংস্থা। *[সাভার সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে করিম শেখের মতো লোকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন ধরনের কার্যক্রম প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকদের সমস্যা সমাধানে উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাবেক কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান নাম হলো 'কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র'।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে করিম শেখের মতো লোকদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রয়োজন।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো শহরের দরিদ্র ও বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম। এক্ষেত্রে শহরের জনগণের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়।

উদ্দীপকে করিম শেখের ভিটেমাটি নদী ভাঙনে নদীতে মিশে যায়। কাজের সন্ধানে সে শহরে বস্তিতে এসে বসবাস করতে শুরু করে। শহর সেবা কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র করিম শেখের মতো লোকদের নিয়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

ঘ শহর এলাকায় দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদের শহরের জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাওয়ানো এবং আর্থ-সামাজিকভাবে তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় শহর সমাজসেবার নানা ধরনের কর্মসূচি সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

শহরে আগন্তুক দরিদ্র ও দুস্থদেরকে বৃত্তিমূলক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে শহর সমাজসেবা। এছাড়া রয়েছে তাদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শহর এলাকার জীবনমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, সরকার ও জনগণের মাঝে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করা, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত করিম শেখের মতো আগন্তুকদের শহরের সাথে খাপ-খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানকল্পে তাদের সমস্যার সমাধান করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা এবং সর্বোপরি শহর এলাকায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নই এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ শাহিন মাত্র তের বছর বয়সের বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। তার বাবা-মা তাকে অনেক চেষ্টা করেও সংশোধন করতে পারেনি। একটি অপরাধের জন্য আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। তাকে আদালতে নেওয়া হলে বিচারক বলেন যে, 'তার মামলা এ আদালতে চলতে পারে না। তার জন্য বিশেষ আদালত রয়েছে। *[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. কখন জাতীয় মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শাহিনের অপরাধ কোন আদালতে বিচারযোগ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "শাস্তি নয় সংশোধনই এ ধরনের আদালতে বিচারের মূল উদ্দেশ্য।"—কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হলো বাংলাদেশ সরকারের আইনের মাধ্যমে গঠিত জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষার ব্যাপারে সরকারকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদানের একটি নিয়মিত সংস্থা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জেলখানা, থানা, হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশের কাজে নিয়োজিত থাকে। এছাড়া এ কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশ ও প্রচার করে। সেই সাথে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

গ সৃজনশীল ২নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪০ আমিনুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করে একটি কমিশনে চাকরি নেন। কমিশনটি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ করে। পরবর্তীতে প্যারিস নীতিমালার আলোকে ২০০৯ সালের ১৪ জুলাই উক্ত কমিশন আইন পাস হয়। তার কর্মরত কমিশনটি অভিযোগের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই নিজস্ব ভঙ্গিমায় শক্তির ব্যবহার করতে পায়। *[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. দুর্যোগ কী? ১

খ. গ্রামীণ সমাজসেবা ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনুল হক কোন কমিশনে চাকরি করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আমিনুল হকের কর্মরত কমিশনের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা যায়।

খ সৃজনশীল ২১নং এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনুল হক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চাকরি করেন।

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই হলো মানবাধিকার। বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের দাবি দীর্ঘদিন করে আসছিল। এর ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়। UNDP-এর সহায়তায় একটি খসড়া আইন তৈরি হলেও তা দীর্ঘদিন স্থবির থাকে। অবশেষে ২০০৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়। এ অধ্যাদেশের বৈধতা না দিয়ে জাতীয় সংসদ ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার আইন ২০০৯ সালে পাস করে। এ আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের ২২ জুন সাত সদস্যবিশিষ্ট মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠিত হয়। এ কমিশন সামাজিক সমস্যারোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উদ্দীপকের আমিনুল হক লেখাপড়া শেষ করে একটি কমিশনে চাকরি করেন। এ কমিশনটি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে ১৪ জুলাই প্যারিস নীতিমালার আলোকে উক্ত কমিশন পাস করা হয়। উদ্দীপকের এ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তাই উল্লিখিত কমিশনটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। তাই বলা যায়, আমিনুল হক জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে চাকরি করেন।

ঘ উদ্দীপকের আমিনুল হকের কর্মরত কমিশনটি হলো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। এ কমিশনের কার্যাবলি অনেক ব্যাপক।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করে থাকে। এ কমিশন জেলখানা, থানা, হেফাজত ইত্যাদি পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করে। এছাড়া কমিশন মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং অনুরূপ অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করে। সেই সাথে, তদন্ত, নির্যাতিতদের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাথে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখে কমিশন, পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূল বিভিন্ন সেবামূলক কাজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের আমিনুল হকের কার্যক্রমে যে কমিশনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তার সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সর্বোপরি জনগণের আইনি সহায়তা প্রদানের সাথে সাথে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব পালন করে এভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে।

Teachingbd24.com

★★ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবার পরিচিতি সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচিতি ও কার্যক্রম

১. সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গৃহীত ও পরিচালিত কার্যক্রমকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক বেসরকারি সমাজসেবা
খ ব্যক্তিগত সমাজসেবা
গ সরকারি সমাজসেবা
ঘ অপ্রাতিষ্ঠানিক সমাজসেবা — **গ**

২. বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর কখন প্রতিষ্ঠা করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৪ সালে
গ ১৯৫৬ সালে ঘ ১৯৬১ সালে — **ঘ**

৩. বাংলাদেশে কয়টি সরকারি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির সূত্রপাত হয়? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি — **গ**

৪. এদেশে সরকারি সমাজসেবা কর্মসূচির সূত্রপাত হয় কখন? [জ্ঞান]
ক ১৯৪০ সালে খ ১৯৫০ সালে
গ ১৯৬০ সালে ঘ ১৯৭০ সালে — **ক**

৫. ঢাকার কোথায় Urban Community Development Project গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক টিকাটুলি খ কায়েতটুলি
গ মালিবাগ ঘ গণকটুলি — **খ**

৬. কত সালে গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারিত সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৭৪ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮২ সালে — **খ**

৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৮ সালে
গ ১৯৮৪ সালে ঘ ১৯৮৮ সালে — **গ**

৮. সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ২০১৫ সালের মধ্যে কত ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে? [জ্ঞান]
ক ৪৫ শতাংশ খ ৫০ শতাংশ
গ ৫৫ শতাংশ ঘ ৬০ শতাংশ — **খ**

৯. বর্তমানে ৬৪টি জেলা শহরের কতটি ইউনিটে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে? [জ্ঞান]
ক ৪০টি খ ৬০টি
গ ৮০টি ঘ ১০০টি — **গ**

১০. কোন কার্যক্রমের মাধ্যমে এদেশে সর্বপ্রথম সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালু হয়? [জ্ঞান]
ক বেবিহোম খ শহর সমাজসেবা
গ চিকিৎসা সমাজকর্ম
ঘ এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে — **খ**

১১. "ঢাকা প্রজেক্ট" চালু করে কারা? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক ওআইসির বিশেষজ্ঞ দল
খ ইউ এন ডিপির বিশেষজ্ঞ দল
গ বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞ দল
ঘ জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল — **ঘ**

১২. RSS কর্মসূচিতে যে সমস্ত পরিবারে বার্ষিক গড় আয় ৫০০০ টাকা হতে ৬০,০০০ টাকার মধ্যে তারা হলেন— [অনুধাবন] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ক-শ্রেণিভুক্ত খ খ-শ্রেণিভুক্ত
গ গ-শ্রেণিভুক্ত ঘ ঘ-শ্রেণিভুক্ত — **খ**

১৩. জাতিসংঘের সহযোগিতার ভিত্তিতে ঢাকায় কত সালে সমাজকর্ম বিষয়ে তিনমাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক ১৯৫২ সালে খ ১৯৫৩ সালে
গ ১৯৫৪ সালে ঘ ১৯৫৫ সালে — **খ**

১৪. দুস্থ শিশুদের সরকারি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৫টি খ ৪টি
গ ৩টি ঘ ২টি — **গ**

১৫. সমষ্টি উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম হলো— [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক মাতৃকেন্দ্র খ সরকারি শিশু সদন
গ বেবীহোম ঘ দিবাযত্ন — **খ**

১৬. সরকারিভাবে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য কয়টি ইউনিট চালু রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৪টি
গ ৬টি ঘ ৮টি — **ক**

১৭. সরকারের সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সেফ হোম কয়টি? [জ্ঞান]
ক ৬টি খ ৫টি
গ ৪টি ঘ ৩টি — **ক**

১৮. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের কয়টি বিদ্যালয় রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ৩টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি — **গ**

১৯. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ব্রেইল প্রেসটি কোথায় অবস্থিত? [জ্ঞান]
ক টঙ্গী, গাজীপুর খ কোনাবাড়ী, গাজীপুর
গ শফিপুর, গাজীপুর
ঘ কালিয়াকৈর, গাজীপুর — **ক**

২০. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কয়টি জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি — **ক**

২১. শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচি পিকার (Protection of Child at risk) কতটি? [জ্ঞান]
ক ৬টি খ ১২টি
গ ১৮টি ঘ ২৪টি — **গ**

২২. রাজশাহীতে কয়টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি — **ক**

http://teachingbd.com

২৩. ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে সুদমুক্ত ঋণদান করা হয়— [অনুধাবন] *[কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল]*
i. ভূমিহীন কৃষককে
ii. বৃদ্ধদেরকে
iii. দুস্থ মহিলাদেরকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৪. সরকারের সামাজিক সংহতি ও উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকায় পরিচালিত হচ্ছে— [অনুধাবন]
i. মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান
ii. দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র
iii. মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে—
i. সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে
ii. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে
iii. বিভিন্ন সংগঠন তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৬. কিশোর-কিশোরীর অপরাধ সংশোধনে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার চালু রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সকল উপজেলা পর্যায়ে
ii. সকল জেলা শহরে
iii. সকল ইউনিয়ন পর্যায়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৭ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের একটি সংস্থা হচ্ছে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। মন্ত্রণালয়টির কতগুলো লক্ষ্য রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ইত্যাদি।

২৭. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক শিক্ষা মন্ত্রণালয় খ ধর্ম মন্ত্রণালয়
গ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় **গ**

২৮. উক্ত মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভব হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দক্ষ জনশক্তি তৈরি
ii. জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
iii. সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম

২৯. বাংলাদেশে কত সালে সর্বপ্রথম সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৩ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৭ সালে ঘ ১৯৫৯ সালে **খ**

৩০. কত সালে USS কর্মসূচি চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৫ সালে **গ**

৩১. UCDP-এর পূর্ণরূপ কী? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক Urban Community Development Project
খ Urban Christianity Development Project
গ Urban Community Development Programme
ঘ Urban Community District Project **ক**

৩২. গ্রামীণ সমাজসেবা গৃহীত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭১ সালে খ ১৯৭৩ সালে
গ ১৯৭৪ সালে ঘ ১৯৭৬ সালে **গ**

৩৩. কোনটি গ্রামীণ সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য? [জ্ঞান]
ক পরিবারকে উন্নয়নের একক ধরা
খ গ্রামকে উন্নয়নের একক ধরা
গ দলকে উন্নয়নের একক ধরা
ঘ সমষ্টিকে উন্নয়নের একক ধরা **খ**

৩৪. ১৯৭৪ সালে তৎকালীন কতটি থানার মাধ্যমে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ২৩টি খ ২৫টি
গ ২৯টি ঘ ৩৩টি **খ**

৩৫. গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হচ্ছে— [জ্ঞান]
ক একমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
খ দ্বিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
গ ত্রিমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
ঘ বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া **ঘ**

৩৬. পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্বে এ কার্যক্রম কতটি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১০৩টি খ ১০৫টি
গ ১০৭টি ঘ ১০৯টি **ক**

৩৭. পল্লি সমাজসেবা কার্যক্রমের চতুর্থ পর্ব কয়টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৫১টি খ ৬১টি
গ ৭১টি ঘ ৮১টি **ঘ**

৩৮. 'Social Services in Bangladesh' নামক পুস্তকটি কোন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত হয়? [জ্ঞান]
ক সমাজসেবা অধিদপ্তর
খ মহিলা ও শিশুবিষয়ক অধিদপ্তর
গ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর
ঘ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর **ক**

৩৯. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব কে পালন করেন? [জ্ঞান]
ক একজন উপপরিচালক
খ একজন অতিরিক্ত পরিচালক
গ একজন সমাজসেবা কর্মকর্তা
ঘ একজন সুপারভাইজার **খ**

Teachingbd.com

৪০. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রশাসনিক কাঠামো কাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে? [জ্ঞান]
ক সুপারভাইজারকে
খ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে
গ গ্রাম সমাজকর্মীকে
ঘ ইউনিয়ন সমাজকর্মীকে — খ

৪১. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সুপারভাইজারের অধীনে কয়জন ইউনিয়ন সমাজকর্মী থাকে? [জ্ঞান]
ক দুইজন খ তিনজন
গ চারজন ঘ পাঁচজন — খ

৪২. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যকমে কোন পদ্ধতি প্রয়োজন হয়? [জ্ঞান] *[রায়হান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক গোষ্ঠী উন্নয়ন পদ্ধতি
খ ব্যক্তি উন্নয়ন পদ্ধতি
গ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি
ঘ দল উন্নয়ন পদ্ধতি — গ

৪৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কোন ধরনের উন্নয়ন প্রক্রিয়া? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক বহুমুখী খ বৈচিত্র্যপূর্ণ
গ একমুখী ঘ সহযোগিতামূলক — ক

৪৪. সমষ্টির উন্নয়নে গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে— [অনুধাবন]
i. জনগণের নিজস্ব সম্পদ দ্বারা
ii. সরকারের আর্থিক সহায়তায়
iii. সরকারের কারিগরি সহায়তায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪৫. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো— [অনুধাবন]
i. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
ii. গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো
iii. সেবাদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৪৬. গ্রামীণ সমাজসেবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. গ্রামীণ উন্নয়নের একক ধারা
ii. অবহেলিতদের অগ্রাধিকার দান
iii. শহরমুখী প্রবণতা রোধ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রূপসা গ্রামে জনগণ নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। গ্রামের জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

৪৭. উদ্দীপকে বাংলাদেশ সরকারের কোন কার্যক্রমের চিত্র ফুটে উঠেছে? [প্রয়োগ]
ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি
খ গ্রামীণ সমাজসেবা
গ শহর সমাজসেবা
ঘ কিশোর উন্নয়ন কার্যক্রম — খ

৪৮. উক্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য তথ্য হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত লোকদের ভাগ্য উন্নয়ন
ii. গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো
iii. গ্রামীণ জনগণকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

★ গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৪৯. গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায় কোনটি? [জ্ঞান]
ক শহর সমাজসেবা খ গ্রামীণ সমাজসেবা
গ হাসপাতাল সমাজসেবা
ঘ স্কুল সমাজসেবা — খ

৫০. সমাজসেবা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য কোনটি? [অনুধাবন]
ক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন করা
খ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক জ্ঞান দান
গ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পুষ্টিবিষয়ক জ্ঞান দান
ঘ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান দান — ক

৫১. সমাজসেবা কর্মকর্তা তার কার্যক্রমে কোন কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন? [জ্ঞান]
ক সরবরাহ কৌশল খ উদ্বুদ্ধকরণ কৌশল
গ হস্তক্ষেপ কৌশল ঘ প্রভাবিতকরণ কৌশল — গ

৫২. গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচির মাধ্যমে যেসব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে— [অনুধাবন]
i. পরিবার পরিকল্পনা
ii. পুষ্টি ও স্বাস্থ্য
iii. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৫৩. গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়— [অনুধাবন]
i. আত্মসাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি
ii. দায়িত্বশীল নেতৃত্ব
iii. সামাজিক বন্ধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

★★ শহর সমাজসেবার ধারণা, উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম, শহর সমাজসেবা কর্মসূচির প্রশাসনিক কাঠামো, শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৫৪. কত সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫৪ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৫৬ সালে ঘ ১৯৫৭ সালে — ক

৫৫. বাংলাদেশে কত সালে শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৫৫ সালে
গ ১৯৬০ সালে ঘ ১৯৬৫ সালে — খ

Teachingbd.com

৫৬. শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে কোথায় প্রথম চালু করা হয়? [জ্ঞান]
ক ঢাকার কায়েতটুলিতে
খ গাজীপুরে
গ ঢাকার মোহাম্মদপুরে
ঘ টঙ্গীতে
ক

৫৭. বাংলাদেশে আধুনিক সমাজকল্যাণের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় কীসের মাধ্যমে? [অনুধাবন]
ক গ্রামীণ সমাজসেবার মাধ্যমে
খ শহর সমাজসেবার মাধ্যমে
গ চিকিৎসা সমাজকর্মের মাধ্যমে
ঘ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে
খ

৫৮. শহর এলাকার দরিদ্র জনগণের সকল কার্যক্রমের মধ্যে কোনটি মুখ্য? [জ্ঞান]
ক সামাজিক কার্যক্রম খ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
গ অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঘ রাজনৈতিক কার্যক্রম
গ

৫৯. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত মাঠকর্মীদের কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক ব্যবস্থাপনা সমাজকর্মী খ প্রশাসনিক সমাজকর্মী
গ শহর সমাজকর্মী ঘ উন্নয়ন সমাজকর্মী
গ

৬০. জাতীয় পর্যায়ে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করেন কে? [জ্ঞান]
ক উপ-পরিচালক খ সিনিয়র উপ-পরিচালক
গ পরিচালক ঘ সহকারী পরিচালক
খ

৬১. শহর সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা ও ঋণ প্রদানে সহায়তা করার জন্য
ii. মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য
iii. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
গ

৬২. শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়— [অনুধাবন]
i. বাঁশ ও বেতের কাজের
ii. সাইকেল ও রিকশা মেরামতের
iii. কম্পিউটার ডিপ্লোমার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৬৩. শহর সমাজসেবা কর্মসূচির শিক্ষামূলক কার্যক্রম হলো— [অনুধাবন]
i. বয়স্ক শিক্ষা
ii. ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষা
iii. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

★★ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৬৪. কত সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৮ সালে খ ১৯৭৯ সালে
গ ১৯৮০ সালে ঘ ১৯৮১ সালে
ক

৬৫. সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা কতটি? [জ্ঞান]
ক ৩০০টি খ ৪০০টি
গ ৫০০টি ঘ ৬০০টি
গ

৬৬. চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রটি কোন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে? [জ্ঞান]
ক ময়মনসিংহ খ জয়পুরহাট
গ চট্টগ্রাম ঘ কুমিল্লা
খ

৬৭. কিশোর-কিশোরীর অপরাধের বিচারকাল সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তাদের কোথায় আটক রাখা হয়? [জ্ঞান]
ক কিশোর আদালতে খ রিমান্ড হোমে
গ সংশোধনী কেন্দ্রে ঘ বাড়িতে
খ

৬৮. সর্বপ্রথম কিশোর আদালত স্থাপিত হয়— [জ্ঞান] *[সামসুল হুদা খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক সিডনিতে খ ইংল্যান্ডে
গ শিকাগোতে ঘ নিউইয়র্কে
গ

৬৯. কিশোর আদালতে কয় ধরনের অপরাধীর বিচার করা হয়? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ
ক

৭০. বর্তমানে দেশে কয়টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬
গ

৭১. সমাজসেবা অধিদপ্তর কোন আইনের আলোকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক শিশু আইন ১৯৭৪
খ নারী ও শিশু অপরাধ আইন ১৯৭৩
গ পেনাল কোড ১৯৭৪
ঘ ফৌজদারি আইন ১৯৭৫
ক

৭২. কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করলে কোনটি পাওয়া যায়? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক ভীতি প্রদর্শন
খ শাস্তিই সংশোধনের পথ
গ শাস্তি নয় সংশোধন
ঘ দীর্ঘমেয়াদী শাস্তিই সংশোধন
গ

৭৩. কোথায় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] *[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা]*
ক লালবাগে খ কিশোরগঞ্জে
গ টঙ্গীতে ঘ কোনাবাড়িতে
ঘ

৭৪. পুলিশ রহিম সাহেবের ১২ বছর বয়সী ছেলেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর পরামর্শ দেন।
কারণ— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
i. অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত
ii. কঠোর শাস্তি এবং নিয়মানুবর্তিতার বিধান আছে
iii. আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিশোরদের সংশোধনের ব্যবস্থা আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

Teachingbd.com

৭৫. কিশোর আদালতের বৈশিষ্ট্য হলো— [অনুধাবন]
i. এতে কোনো শুনানি হয় না
ii. বিচার প্রক্রিয়া হয় ঘরোয়া পরিবেশে
iii. বাদী-বিবাদী ও আইনজীবী থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৬. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আইনগত ভিত্তি হলো— [অনুধাবন]
i. শিশু আইন– ১৯৭৪
ii. জাতীয় শিশু নীতি iii. শিশু বিধি-১৯৭৬
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম

৭৭. দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অংশ কোন মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে থাকে? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
ঘ নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় **খ**

৭৮. বাংলাদেশে কত সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়? [জ্ঞান] */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/*
ক ১৯৬৫ সালে খ ১৯৭০ সালে
গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৮০ সালে **খ**

৭৯. নবজীবন কর্মসূচির আওতায় কতটি সাইক্লোন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক ২৫টি খ ২৮টি
গ ৩০টি ঘ ৩২টি **গ**

৮০. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভাপতি হলেন— [জ্ঞান] */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ দুর্যোগ পুর্নবাসনমন্ত্রী
ঘ উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব **খ**

৮১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার Focal Point হলো— [অনুধাবন] */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো
খ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণবিভাগ
গ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
ঘ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী **ক**

৮২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় রয়েছে— [অনুধাবন]
i. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
ii. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি
iii. ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো— */সকল বোর্ড ২০১৫/*
i. দুর্যোগের আগে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
ii. দুর্যোগের সময় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম
iii. দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮৪. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর পরিচালনা করে— [অনুধাবন] */নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/*
i. Bridge and Culverts
ii. Risk Reduction Programme
iii. Vulnerable Group Feeding
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও সমাজকর্ম পদ্ধতি, ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার মডেল বিশ্লেষণ

৮৫. প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কোনো আপদের কারণে জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক ঝুঁকি খ আপদ
গ দুর্যোগ ঘ বিপদ **ক**

৮৬. বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় কেন? [অনুধাবন] */নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ, নাটোর/*
ক সামাজিক বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য
খ রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার জন্য
গ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য
ঘ দরিদ্রতা দূর করার জন্য **গ**

৮৭. কোনটি মানবসৃষ্ট আপদ? [জ্ঞান] */ঝালকাঠী সরকারি মহিলা কলেজ, ঝালকাঠী/*
ক সড়ক দুর্ঘটনা খ পারমাণবিক দুর্ঘটনা
গ ঘূর্ণিঝড় ঘ জলোচ্ছ্বাস **ক**

৮৮. বর্জ্য পদার্থ, গোবর ও উদ্ভিদের পচন থেকে পরিবেশে কোন গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়? [জ্ঞান] */বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম/*
ক কার্বন ডাই-অক্সাইড খ মিথেন
গ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ঘ নাইট্রাস অক্সাইড **খ**

৮৯. ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি বেশ কার্যকর হতে পারে? [জ্ঞান]
ক সামাজিক গবেষণা খ ব্যক্তি সমাজকর্ম
গ দল সমাজকর্ম ঘ সমষ্টি সমাজকর্ম **ক**

৯০. প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে ভাওরখোলা গ্রামটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও প্রশাসন নির্বিকার। এক্ষেত্রে নিচের কোন প্রক্রিয়াটির ব্যত্যয় ঘটেছে? [প্রয়োগ] */অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা/*
ক সাড়াদান খ পূর্বপ্রস্তুতি
গ পর্যবেক্ষণ ঘ পরিকল্পনা প্রণয়ন **ক**

৯১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীল নক্শা হিসেবে বিবেচিত নিচের কোনটি? [জ্ঞান] */সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
ক COD খ DOS
গ FDS ঘ SOD **ক**

৯২. প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা যায়- [অনুধাবন] */রায়খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
i. বনায়নের মাধ্যমে
ii. পরিকল্পিতভাবে বন্যা নিরোধ বাঁধ তৈরি করে
iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি হিসেবে যা অধিক উপযোগী—[অনুধাবন] */বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/*
i. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
ii. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি
iii. ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

৯৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হলো— [অনুধাবন] */মমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/*
i. দুর্যোগ পূর্ববর্তী পূর্বাভাস
ii. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস
iii. দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি সাড়াদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৫. বাংলাদেশ দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে দুযোগের আগাম বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম যে ধরনের ভূমিকা পালন করে— [অনুধাবন] */নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/*
i. সার্বিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন
ii. দুর্যোগকে খুব সহজে মোকাবিলা
iii. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i ও iii **ঘ**

★★ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

৯৬. মানবাধিকার শব্দটি বিশ্লেষণ করলে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ পাওয়া যায়? [জ্ঞান]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **ক**

৯৭. সর্বজনীন মানবাধিকারে কতটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে? [জ্ঞান]
ক ১৭টি খ ১৮টি
গ ১৯টি ঘ ২০টি **গ**

৯৮. বাংলাদেশের সংবিধানের কত ভাগে মানবাধিকারগুলো সুরক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [জ্ঞান]
ক দ্বিতীয় ভাগে খ তৃতীয় ভাগে
গ চতুর্থ ভাগে ঘ পঞ্চম ভাগে **খ**

৯৯. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোন আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? [অনুধাবন] */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/*
ক মদিনা সনদের আদর্শের উপর
খ সর্বজনীন মানবাধিকার-এর উপর
গ জেনেভা কনভেনশনের আদর্শের উপর
ঘ বাংলাদেশের সংবিধানের আদর্শের উপর **খ**

১০০. কোন কাজটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার বহির্ভূত? [অনুধাবন] */বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম/*
ক জেলখানার উন্নয়নে সুপারিশ
খ বিচারিক ক্ষমতার প্রয়োগ
গ বিভিন্ন দিবস উদযাপন
ঘ আইন প্রণয়নে সুপারিশ **খ**

১০১. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়? [জ্ঞান] */সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর/*
ক বোকামির খ ক্রোধের
গ গোঁয়ার্তুমির ঘ অজ্ঞতার **ঘ**

১০২. একটি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো— [অনুধাবন]
i. মানবাধিকার রক্ষা করা
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধন
iii. মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৩. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী কমিশন গঠিত হয়— [অনুধাবন]
i. একজন চেয়ারম্যান নিয়ে
ii. পাঁচজন অবৈতনিক সদস্য নিয়ে
iii. দুইজন সার্বক্ষণিক সদস্য নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

১০৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের টার্গেট গ্রুপ হলো— [অনুধাবন] */নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/*
i. নির্যাতিত শ্রেণি ii. দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠী
iii. অ্যাসিডে আক্রান্ত নারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৫. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি— [অনুধাবন] */নটর ডেম কলেজ, ঢাকা/*
i. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান
ii. অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
iii. শান্তি আনয়নমূলক প্রতিষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

১০৬. সমঝোতামূলক কার্যক্রমে মানবাধিকার কমিশনের পাশাপাশি একজন সমাজকর্মী ব্যবহার করতে পারেন— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি
ii. দল সমাজকর্ম পদ্ধতি
iii. সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
ওয়াহিদার 'ক' নামক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান। তিনি ছাড়াও ঐ প্রতিষ্ঠানে আরো ৬ জন সদস্য রয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।

১০৭. উদ্দীপকে ওয়াহিদা কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান? [প্রয়োগ]
ক গ্রামীণ সমাজসেবা
খ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র
গ শহর সমাজসেবা
ঘ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন **ঘ**

১০৮. উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন গ্রহণে সরকারকে সাহায্য করা
ii. সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ
iii. ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৭: বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রশ্ন ▶১ ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের একটি গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে তা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানটি নোবেল পুরস্কার লাভ করে। *[ঢা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি কি দারিদ্র্য বিমোচনে কোনো অবদান রাখছে? মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাক ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ক্ষুদ্রঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণে প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

প্রধানত পল্লি এলাকায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এ ঋণের পরিমাণ সাধারণত ১,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত দুস্থ মহিলাদের মধ্যে দলগতভাবে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি হিসেবে এটি চালু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ কর্মসূচি চালু করে।

গ উদ্দীপকের গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে এই ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম মূলত একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১ জন ম্যানেজার, ৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা কর্মী নিয়ে একটি শাখা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১. অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং ২. সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক ও গৃহনির্মাণ ঋণ, উচ্চশিক্ষা ঋণ এবং ভিক্ষুক ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকরা উন্নত বীজ, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি কিনতে পারছে। এছাড়া এই সংস্থার কোনো সদস্য মারা গেলে ১৫,০০০ টাকা হারে জীবন বিমাও দেওয়া হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির আওতায় গৃহায়ণ সমস্যা নিরসন; দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ঋণ বিতরণ; বনায়ন কর্মসূচি; হাঁস-মুরগি পালন; পেনশন তহবিল পরিচালনা প্রভৃতি কার্যক্রম চালানো হয়। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থাটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ঘ হ্যাঁ, গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচনও নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো এ সংস্থার বৈশিষ্ট্য। এর ফলে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মচারিরূপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কাজের ব্যবস্থা যেমন হচ্ছে, তেমনিভাবে ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সুতরাং সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶২ জনাব হামিদ 'এসএস চট্টগ্রাম' নামক একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সংস্থাটি অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শহরের কর্মজীবী শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি এটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. 'গ্রামীণ ব্যাংকের সম্প্রসারণশীল চক্র' বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে 'এসএস চট্টগ্রাম' এর কার্যক্রমের সাথে তোমার পঠিত কোন সংস্থার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালিত হয়।

খ 'গ্রামীণ ব্যাংকের সম্প্রসারণশীল চক্র' বলতে সংস্থাটির অন্যতম একটি নীতিকে বোঝায়।

গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রকে উৎপাদনশীল ও সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা। এ লক্ষ্যে "নিম্ন আয়, নিম্ন সঞ্চয়, নিম্ন বিনিয়োগ, নিম্ন আয়" এ দুষ্টচক্রকে "নিম্ন আয়, ঋণ বিনিয়োগ, অধিক আয়, অধিক ঋণ, অধিক বিনিয়োগ, অধিক আয়" সম্বলিত সম্প্রসারণশীল ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'এস এস চট্টগ্রামের' কার্যক্রমের সাথে আমার পঠিত বেসরকারি সংস্থা ইউসেপ এর কার্যক্রমের মিল রয়েছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু অথবা কিশোর-কিশোরীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউসেপ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের 'এস এস চট্টগ্রামের' কার্যক্রমে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'এস এস চট্টগ্রাম' নামের সংস্থাটি অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি শহরের কর্মজীবী শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার

Teachingbd24.com

ব্যবস্থা করে। সম্প্রতি এটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসেপও শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরী যাদের বয়স ১০-১৪ বছর এবং যাদের অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে তাদের নিয়ে কাজ করে। যেসব শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের বয়স ১০-১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়। নিজস্ব স্কুল ভবনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া ইউসেপ শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। সাধারণ স্কুলের সাড়ে চার বছর সাধারণ শিক্ষা শেষ করার পর তার ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে ইউসেপ ৩টি কারিগরি বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। সুতরাং, উদ্দীপকের সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে ইউসেপের কার্যক্রমের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ মানবসম্পদ উন্নয়নে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটির অর্থাৎ ইউসেপের যথেষ্ট কার্যকারিতা রয়েছে।

ইউসেপ একটি সেবামূলক সংগঠন। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে এ সংগঠনটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শহরাঞ্চলে জীবিকার তাগিদে অনেক শিশু-কিশোর ছোটোখাটো কাজ করে। এতে তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি দেশও পিছিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাদেরকে নিয়ে ইউসেপের উদ্যোগ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ইউসেপ শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এতে মাত্র ৪ বছরে একজন শিক্ষার্থী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করে। স্কুলগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের জন্য ইউসেপ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ইউসেপের টেকনিক্যাল স্কুলগুলোতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য দক্ষ হিসেবে তৈরি হতে সাহায্য করে। যেমন— আশা ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশন, অটোমেকানিক্স, টেইলারিং অ্যান্ড ড্রেসমেকিং ইত্যাদি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত এস এর চট্টগ্রাম এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইউসেপ বাংলাদেশ কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের লক্ষ্যে ট্রেনিং সেল স্থাপন করেছে। এছাড়া সংস্থাটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। এতে শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের আর কারও বোঝা হয়ে থাকতে হয় না। তারা নিজের এবং পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে পারে। এভাবে তারা দক্ষ মানবশক্তিতে পরিণত হয় এবং দেশের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মানবসম্পদ উন্নয়নে ইউসেপ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব মিজান একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি কক্সবাজার জেলার 'Save Rohinga' নামে একটি মানব হিতৈষী সংস্থা গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাখাইন থেকে আগত শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য প্রদান। এজন্য তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করেন। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. UCEP এর লক্ষ্য দল কারা? ২

গ. জনাব মিজানের 'Save Rohinga' সংস্থার সাথে তোমার পঠিত বাংলাদেশের কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার পটভূমির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থাটির কার্যক্রম বর্তমানে আরো বিস্তৃত— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ UCEP এর লক্ষ্য দল হলো শহর এলাকার শ্রমজীবী শিশু-কিশোর।

মূলত শহর এলাকায় বসবাসরত ১০-১৪ বছর বয়সী শ্রমজীবী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের কেন্দ্র করে ইউসেপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তাদের অধিকাংশই বস্তিতে বসবাস করে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের অধিকাংশই গৃহকর্ম, জিনিসপত্র ফেরি করা, খবরের কাগজ বিক্রি, হোটেল বয়ের কাজ, রিক্সা চালানো, কাঁচামাল বিক্রি, ওয়ার্কশপে সহকারীর কাজ, জুতা পালিশ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত। ইউসেপ এ সবছেলেমেয়েদের জন্য ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এরপর মেধা অনুযায়ী নিজস্ব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ দেয়।

গ মিজান সাহেবের 'Save Rohinga' সংস্থার সাথে বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হচ্ছে ব্র্যাক। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সংস্থাটি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। দরিদ্র, ভূমিহীন ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উদ্দীপকের জনাব মিজান 'Save Rohinga' নামে যে সংস্থা গড়ে তোলেন তার সাথে ব্র্যাকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের মিজান সাহেব কক্সবাজার জেলায় 'Save Rohinga' নামে একটি মানব হিতৈষী সংস্থা গড়ে তোলেন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। একই চিত্র ব্র্যাকের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ছিলেন। পেশাগত কাজের পাশাপাশি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তিনি দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা তাকে বিচলিত জনকল্যাণে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হিসেবে প্রতিবেশি দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি 'Save Bangladesh' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভেতরেও তাদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ছিল। ফজলে হাসান আবেদের এই উদ্যোগের সম্প্রসারিত ও পরিবর্তিত রূপ হলো ব্র্যাক।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থা অর্থাৎ ব্র্যাকের কার্যক্রম বর্তমানে অনেক বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে।

বাংলাদেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক চাহিদা পূরণ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাক কাজ করছে। প্রথমদিকে সংস্থাটির কাজ শুধুমাত্র ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে তা বিস্তৃতি পেয়েছে। ব্র্যাক বর্তমানে সরকার ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে নানা কর্মসূচি পালন করছে। যেমন— এটি বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফের সাথে সমন্বিত পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া ব্র্যাকের কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা সচেতনতামূলক নানা ধরনের কার্যক্রম রয়েছে।

https://teachingbd24.com

ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রমের অন্যতম হলো পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো। এছাড়া ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে ২২টি স্কুল চালুর মাধ্যমে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে-ডায়রিয়াজনিত মৃত্যু প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। ব্র্যাক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করছে। ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি। এর লক্ষ্য গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীন মানুষদের স্বাবলম্বী করা। ব্র্যাকের কর্মসূচির নতুন সংযোজন হলো মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক হস্তশিল্প বাজারজাতকরণ, হাওর উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লি উদ্যোগ প্রকল্প, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও ব্র্যাকের কার্যক্রম বর্তমানে বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶৪ উচ্চ শিক্ষিত বিধান একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার এ প্রতিষ্ঠান থেকে মূলত দুঃস্থ, অসহায়, নারী, ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীনদের বিনা জামানতে ঋণ দেয়া হয়। দলীয় ভিত্তিতে এ ঋণ দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শুধু ঋণ দেয়াই হয় না, বরঞ্চ ঋণের ব্যবহার তদারকি করে তা সঠিকভাবে আদায়ও করা হয়। ঋণ গ্রহীতারা কেবল এর সদস্য নয় বরং মালিকও। *[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭ | প্রশ্ন নং ১০; সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯; জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বিধানের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সামঞ্জস্যপূর্ণ? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. বিধানের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের একটি নিজস্ব মূল্যায়ন উপস্থাপন কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য— প্রবীণদের জন্য সুস্থতা এবং শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন নিশ্চিতকরণে কাজ করা।

আমাদের দেশে প্রবীণেরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার শিকার হন। বার্ধক্যের কারণে এবং পরিবার ও সমাজ থেকে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় তাদের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই বিবাদময় হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘ নামে বাংলাদেশে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটি উপর্যুক্ত লক্ষ্য পূরণে কাজ করে চলেছে।

গ উদ্দীপকে বিধানের প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের মিল পরিলক্ষিত হয়।

যেকোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরিদ্র, ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অন্যতম পূর্বশর্ত। আর এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করে। অনুরূপ লক্ষ্যমাত্রা ও কার্যক্রম উদ্দীপকের বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা, যাতে মহাজনের হাত থেকে তারা রক্ষা পায় এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক পুরুষ ও মহিলাকে জামানতমুক্ত ঋণ প্রদান করার পাশাপাশি ঋণের তদারকি এবং তাদেরকে সঞ্চয়মুখী করে তুলতেও গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহীতারা কেবল ব্যাংকের মক্কেলই নয়, তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ন্যায় গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম একই ধারায় প্রবাহমান এবং এ দিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠান দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বিধানের প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দ্রুত উচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে হলে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ব্যতীত এটি সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে গড়ে ওঠা বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি মূলত একটি ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি মূলত দুঃস্থ, অসহায়, নারী, ভূমিহীন এবং প্রায় ভূমিহীনদের জামানতমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। ফলে দরিদ্র শ্রেণির জনগণ নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে পারছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরই ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। বিধানের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের তদারকি। অর্থাৎ বণ্টিত ঋণ যেন অপচয় না হয় এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয় সেজন্য প্রতিষ্ঠানটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সর্বোচ্চ উপযোগিতা অর্জিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, বিধানের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আমাদের দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ▶৫ 'ক' একটি বেসরকারি সংস্থা। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্তে ইহা ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে কার্যক্রম শুরু করে। দরিদ্র লোকদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণার্থে সংস্থাটি কতিপয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ইহা দেশের বাইরেও কিছু সংখ্যক কার্যক্রম চালু করেছে। *[ব. বো., চ. বো., দি. বো. '১৭ 'প্রথম পত্র' | প্রশ্ন নং ৯; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বেসরকারি সংস্থা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটিকে কেন জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালিত ভূমিকার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ যেসব সংস্থা দেশের উন্নয়নে সরকার সংস্থার পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে তাদেরকে বেসরকারি সংস্থা বলা হয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেসরকারি সংস্থাগুলো আর্থিক লাভ বা অর্থলগ্নীকারী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় লাভজনক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না। এ ধরনের সংস্থা মূলত জনস্বার্থে সেবা প্রদান করে। এ লক্ষ্যে এ ধরনের সংস্থাসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দারিদ্র্য প্রভৃতি খাতে নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যসমূহ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাককে নির্দেশ করে। এই প্রতিষ্ঠানটির গঠন-প্রকৃতি ও কার্যক্রম বিবেচনায় এটিকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচ্য সংস্থা ব্র্যাকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছাসেবী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সূচনা করে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনি কাঠামোর মধ্যে থেকে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ব্র্যাকের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছে। তবে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান লক্ষ্য। এসব দিক বিবেচনায় এ প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ ভূমিহীন ও অনগ্রসরদেরকে স্বাবলম্বী করতে এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়নে ব্র্যাক নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি, ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রভৃতি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ব্র্যাকের চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে। ভূমিহীন মহিলা এবং পুরুষদের সংগঠিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানোই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ব্র্যাকের ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ব্র্যাক পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচিটিই সর্ববৃহৎ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পেরেছে। তাছাড়া যারা অর্থনৈতিক পিরামিডের ভিত্তিপ্রস্তরে বাস করে, তাদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক অতিদরিদ্র কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করছে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণেও ব্র্যাক বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এভাবে ব্র্যাক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সফলতার সাথে ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠানটি একটি নির্ভরতার উৎসে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জামিল একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের শ্রমজীবি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। *[ব.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকের জামিল কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের জামানতবিজীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকের নির্দেশনা অনুযায়ী জামিল বাংলাদেশের একটি এনজিও ইউসেপ এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের জামিলের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এ ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবি কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্দীপকে নির্দেশিত এনজিও ইউসেপ এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেদেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশুকিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশুকিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিক্ষার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব ইসতিয়াক একটি NGO তে চাকরি করেন। এ NGOটি একটি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম নিয়ে সংস্থাটির কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সালে এসে সেই নাম ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপ। বর্তমানে বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৭; আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ২
গ. জনাব ইসতিয়াক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩
ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO এর কার্যক্রম আলোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের গড় আয়ুস্কালে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। ফলে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজের বিভিন্ন প্রতিকূলতা সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে। সেইসাথে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। চিকিৎসাব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবীণদের সংখ্যাও বাড়ছে।

গ জনাব ইসতিয়াক যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা হলো ব্র্যাক।
সেবাগ্রহীতার সংখ্যার মানদণ্ডে বিশ্বের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনয়নে সংস্থাটি কাজ করে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পপরিসরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অপর দশটি দেশে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। যার ফলে এই সংগঠনটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সংস্থার সুখ্যাতি অর্জন করেছে।
উদ্দীপকের ইসতিয়াক যে NGO তে কাজ করে যেটি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম দিয়ে NGOটি যাত্রা শুরু করে ১৯৭৬ সালে গিয়ে সেই নাম ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। সেই সাথে গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে নিয়েও সংস্থাটি কাজ করে। বৈশিষ্ঠানুযায়ী এটি ব্রাককে নির্দেশ করেছে। জনাব ইসতিয়াক ব্রাকের কর্মচারী ইসতিয়াক বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাকে চাকরি করেন।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO অর্থাৎ ব্র্যাকের বিস্তৃত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম রয়েছে।
গ্রামীণ ভূমিহীন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে গ্রুপভিত্তিক সমাবেশের মাধ্যমে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাকের পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত কর্মকৌশল নির্ধারণ করে। ব্র্যাকের পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি সাতটি মূল অঞ্চলে বিভক্ত। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব একজন এরিয়া ম্যানেজার এবং কর্মসূচি সংগঠকের উপর ন্যস্ত। এছাড়াও ব্র্যাকের চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি আছে। মূলত ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করে সমবায়ের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।
উদ্দীপকের জনাব ইসতিয়াকের কর্মরত NGO ব্রাক গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলার কৌশল অনুসরণ করে। এটি পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্রদের দলীয় ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে থাকে। পাশাপাশি বাহ্যিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে ব্র্যাক দরিদ্রদের অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাকের বিস্তৃত কার্যপরিধি বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ৮ খুলনা বিভাগের ফুলবাড়ি গেটে ১০-১৪ বছর বয়সের শ্রমজীবী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুটি স্তরে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের আওতায় দুস্থ, বস্তিবাসী, দরিদ্র, ভাসমান, পেটের দায়ে কর্মরত শিশুদের এনে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এতে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের মতো আরোও ৬২টি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজ করছে।
[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খুলনা ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমটি কোন বেসরকারি সংস্থার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণির উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমে কীভাবে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে অবস্থিত বিশ্বের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক।

খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বলতে প্রবীণদের জন্য পরিচালিত চিকিৎসা কার্যক্রমকে বোঝায়।
প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পরিচালিত ঢাকার আগারগাঁয়ে অবস্থিত জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাকেন্দ্রে সপ্তাহে প্রতিদিন ৫৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব যেকোনো প্রবীণের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এখানে রোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবীণদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান করা হয় ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত খুলনার ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমটি বেসরকারি সংস্থা ইউসেপের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।
শহর এলাকায় বসবাসরত ১০-১৪ বছরের শ্রমজীবী-শিশু, কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ইউসেপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইউসেপ লক্ষ্যভুক্ত কিশোর-কিশোরীদের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। পরবর্তীতে মেধা অনুযায়ী সংস্থার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। ইউসেপের শিক্ষা কার্যক্রমে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দুটি শিক্ষা সমাপনী স্তর রয়েছে। সেই সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়। মূলত এ সংস্থাটি ব্যয় সাশ্রয়ী কারিগরি শিক্ষার দ্বারা কর্মজীবী শিশুকে দ্রুততম সময়ে সাধারণ দক্ষতামূলক কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউসেপে বর্তমানে মোট ৬৩টি ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ৪৭ হাজার শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে তালিকাভুক্ত।
উদ্দীপকে ফুলবাড়ি গেটে একটি বেসরকারি সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সংস্থাটির কাজের লক্ষ্য হলো ১০-১৪ বছরের শ্রমজীবী-শিশু কিশোরদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেয়া, যা ইউসেপেরও অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে তারা ইউসেপের মতো ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। খুলনার ফুলবাড়ি গেটে পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম ইউসেপের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়নে ইউসেপের গৃহীত কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব।
মূলত শহরের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ইউসেপ কাজ করে। এক্ষেত্রে সংস্থাটি তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তির পূর্বে শিশুদের পরিবারের খোঁজ খবর নেয় এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষা চাহিদা নিরূপণ করে। সেই সাথে জরিপ ও গবেষণার মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের শিক্ষা চাহিদার রূপরেখা তৈরিতে

https://teachingbd24.com

সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ আছে। সাধারণ শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে কারিগরি ক্ষেত্রে স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের মনো-সামাজিক অনুধ্যান প্রয়োগ করা যায়।

এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। ইউসেপ-এর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সমাজকর্ম প্রশাসনের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শহরাঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, বস্তিবাসী, দরিদ্র, ভাসমান ও পেটের দায়ে কর্মরত শিশু-কিশোরদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে ইউসেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির বহুমুখী প্রয়োগ সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ৯ জনাব আবু রায়হানের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ গ্রামে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর তার সংগঠনটি নতুন রূপ লাভ করে। তার সংগঠনের মাধ্যমে এলাকার দুস্থ অসহায় মানুষকে মানবিক সাহায্য দান সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমানে দেশ-বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত— কথাটির পক্ষে লিখ। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে যেকোনো ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমকে বোঝায়।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। এই সমস্যাগুলো কেবল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই এ সকল সমস্যা সমাধানে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত এই কার্যক্রমকেই বেসরকারি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক-এর মিল রয়েছে।

বাংলাদেশে যেসব স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো ব্র্যাক। ব্র্যাক-এর প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ। তিনি ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের দুর্দশা দেখে বিচলিত হন এবং জনকল্যাণে কিছু করার তাগিদ অনুভব করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীদের দুর্দশা দেখে ত্রাণ কার্যক্রম চালানোর উদ্দেশ্যে 'Save Bangladesh' নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর শরণার্থীদের সাহায্যার্থে সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে সিলেট জেলার শাল্লা গ্রামে Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee নামে সংস্থা গড়ে তোলেন। ১৯৭৬ ও ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে শুধু ব্র্যাক রাখা হয়। সংস্থাটি বর্তমানে বিদেশেও কার্যক্রম চালাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নারায়ণগঞ্জের আবু রায়হান ১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর এটি নতুন রূপ লাভ করে। তার সংগঠনের উদ্দেশ্য এলাকার দুস্থ ও অসহায় মানুষকে সহায়তা করা। বর্তমানে এর কার্যক্রম বিদেশেও পরিচালিত হচ্ছে। এতে বোঝা যায়, রায়হানের সংগঠনটি উপরে বর্ণিত ব্র্যাক এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ জনাব আবু রায়হানের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠন অর্থাৎ ব্র্যাকের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেসব বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে ব্র্যাক অন্যতম। ব্র্যাক-এর কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। এটি পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় এটি গ্রামের দরিদ্র ছেলে-মেয়ে ও বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় এ সংস্থা খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ যেমন- যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণেও সংস্থাটি কাজ করছে। সংস্থাটি গ্রামীণ দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ-মহিলাকে স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে। পাশাপাশি সংস্থাটি সম্প্রতি দরিদ্র ও অসহায়দের আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে। এছাড়া ব্র্যাক হস্তশিল্প বাজারজাতকরণ কর্মসূচি, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমও পরিচালনা করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রায়হান ১৯৭১ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পরিবারগুলোকে সহায়তার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যা ব্র্যাক এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যুদ্ধের পরে তার সংগঠনটির উদ্দেশ্য দাঁড়ায় শুধু দুস্থ ও অসহায় মানুষদের সহায়তা করা। কিন্তু ব্র্যাক দুঃস্থ-অসহায়দের সহায়তা ছাড়াও উপরে বর্ণিত কার্যক্রমগুলোও পরিচালনা করে যা জনাব রায়হানের সংগঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিফলিত হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, জনাব আবু রায়হানের সংগঠনের চেয়ে ব্র্যাক আরও বিস্তৃত উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি সমীর চৌধুরী একজন সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি 'জননী' নামক একটি সংস্থায় ২০০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ করেন। সংস্থাটি ১৯৬০ সালের ১০ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সংস্থায় বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা, বই পড়া, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. BRAC এর পূর্ণরূপ লেখ? ১

খ. ইউসেপ বাংলাদেশের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম উল্লেখপূর্বক এর পটভূমি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC এর পূর্ণরূপ 'Bangladesh Rural Advancement Committee'।

খ ইউসেপ (UCEP) দরিদ্র, বঞ্চিত ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের সাধারণ শিক্ষাদানের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ এবং সে অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানব সম্পদ (লক্ষ্যভুক্ত) সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউসেপ কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে শহর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া, ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং মৌল মানবিক অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউসেপ কাজ করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থাটির নাম 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ সকল স্তরের প্রবীণ-প্রবীণাদের কল্যাণার্থে ১০ এপ্রিল, ১৯৬০ সালে স্থাপিত হয়। সংস্থাটি ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবী ডা. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদের ব্যক্তিগত অনুদানে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশি ৫৫ ও তদুর্ধ্ব বছর বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা অন্যান্য সংঘের নিয়ম মেনে চলায় সম্মত ব্যক্তি এ সংঘের সদস্য হতে পারেন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব এজিং-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রয়েছে। উল্লিখিত সংস্থাগুলো হতে নিয়মিত পত্র-পত্রিকা গ্রহণ এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, যা উদ্দীপকের নির্দেশনা থেকে জানা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পক এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা এবং আগ্রহ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি কাজ করে। এর প্রথম নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান প্রবীণ সোসাইটি', যার প্রথম সভাপতি আবদুল জব্বার। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃদ্ধ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনী, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে জনাব 'ক' এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু করেন। তিনি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের মাঝে স্বল্প সুদে ঋণদান শুরু করেন। বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করে তারা এখন স্বাবলম্বী। প্রতিষ্ঠান এবং তার প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বেসরকারি সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' ডঃ মোঃ ইউনূসের আদর্শের অনুসারী— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম লিখো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে জনাব 'ক' ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি।

বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, দুস্থ ও ভূমিহীন পরিবারের উন্নয়নে যেসব প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। গ্রামীণ ব্যাংক পল্লির দরিদ্র ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে গরিবের কাছে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে তারা মহাজনের অত্যাচার ও শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সাথে জনাব 'ক'-এর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের 'ক' ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্যক্তি।

ঘ উদ্দীপকের 'ক'-এর প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি হলো গ্রামীণ ব্যাংক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো ঋণদান কার্যক্রম।

পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীনদের ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু তদারকি, যথাযথ খাতে ঋণ ব্যবহার এবং আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে নতুন চাহিদা পূরণ ও স্বকর্মসংস্থান সম্ভব নয়। তাই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির উদ্যোগ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রকল্প, গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে, যা দরিদ্রদেরকে মহাজনের নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে সাহায্য করছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, যৌথ মালিকানার মাধ্যমে সেচযন্ত্র ক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক ৭৮৩টি পুকুরের সমন্বয়ে ৫ হাজার বিঘার 'জল সাগর প্রকল্প' গ্রহণ করছে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আরো যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে তা হলো: চেতনাগত মান সৃষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, যৌতুক প্রথা নিরাময়।

প্রশ্ন ▶ ১২ আঃ মজিদ একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. UCEP-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রবীণ বলতে কাদেরকে বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme.

খ মানুষের জীবনের শেষ বা তৃতীয় স্তর হলো প্রবীণ বা বার্ধক্য।

মানুষ জন্মের পর বয়োবৃদ্ধি পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে থাকে— শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। তবে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। তিনটি স্তরের সর্বশেষ স্তরটি হলো বার্ধক্য বা প্রবীণ। এ স্তরের মানুষের বয়স সাধারণত ষাটোর্ধ্ব হয়ে থাকে।

গ জনাব মজিদ যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তা হলো ব্র্যাক।

সেবাগ্রহীতার সংখ্যার মানদণ্ডে বিশ্বের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হলো ব্র্যাক। দারিদ্র্য নিরসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন আনয়নে সংস্থাটি কাজ করে। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পপরিসরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রমের সূচনা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ও বিশ্বের অপর দশটি দেশে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। যার ফলে এই সংগঠনটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সংস্থার সুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ ২০১০ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'নাইট' উপাধি লাভ করেন।

উদ্দীপকের আঃ মজিদ যে NGO তে কাজ করেন, তা ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে যে নাম দিয়ে NGOটি যাত্রা শুরু করে, ১৯৭৬ সালে গিয়ে সেই নাম ও কর্ম পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। প্রতিষ্ঠানটির এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে ব্র্যাকের মিল পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, মজিদ বেসরকারি সাহায্য সংস্থা ব্র্যাকে চাকরি করেন।

ঘ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্র্যাক বাংলাদেশের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্র্যাক মোট চারটি সমন্বিত পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ তৃণমূল মহিলাদের সংগঠিত এবং মাঠকর্মীদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা। ব্র্যাক এক্ষেত্রে দরিদ্র মহিলাদের দলীয় ভিত্তিতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। যাতে তারা জীবন মানের উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ব্র্যাক গ্রামীণ মহিলাদের হাস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, পশুপালন, রেশম চাষ হস্ত ও কুটির শিল্প, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতিসহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এতে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা সহজে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে পারছে। এছাড়াও ব্র্যাক মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করছে। সেই সাথে সংস্থাটি গণস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা করছে। ব্র্যাকের এসব কর্মসূচির ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে।

উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে সৃষ্ট হয়েছে। এটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছে। এতে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি হলো ব্র্যাক, যার প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ ইংল্যান্ডের নাইট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আর ব্র্যাক গ্রামীণ নারীদের উন্নয়নে উপরে বর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সায়লা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে যেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষা পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শ্রমজীবী শিশু। নবম শ্রেণি থেকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ভাল ফলাফল করলে চাকরির ব্যবস্থা এবং বিদেশে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ক্ষুদ্র ঋণ কী? ১

খ. সামাজিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্ষুদ্র ঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী-পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণ প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

খ সামাজিক উন্নয়ন হলো সমাজে বিদ্যমান অবস্থা থেকে উন্নত অবস্থায় উত্তরণ।

যখন কোনো ব্যক্তি বা সমাজ একটা পর্যায় থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে চলে যায়, তখন তাকে সামাজিক উন্নয়ন বলে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউসেপ।

ইউসেপ নামের সাথে জড়িয়ে আছে কল্যাণ, সেবা ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিত শিশু তথা কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত। এটি বাংলাদেশের একটি অন্যতম শহর সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। এখান থেকে প্রায় ৬৪ হাজার কর্মজীবী শিশু সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা পাচ্ছে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের বেশির ভাগ বস্তিবাসী, গৃহকর্মী, দিনমজুর, শ্রমিক প্রভৃতি। এসব ছেলেমেয়েদেরকে ইউসেপ ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। এছাড়া মেধানুসারে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে। মূলত সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

উদ্দীপকের সায়লা এমন একটি প্রতিষ্ঠানে পড়ে সেখানে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিশেষ সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষা পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শ্রমজীবী শিশু। যারা ভালো ফলাফল করে তাদের চাকরি ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে। উদ্দীপকের এসব তথ্য ইউসেপের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি সংস্থা ইউসেপ।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটিতে এ ধরনের ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিকশাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এসব ছেলেমেয়েদের ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং বিদেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে। বর্তমানে ইউসেপের তত্ত্বাবধানে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রংপুর, বরিশাল এবং গাজীপুরসহ মোট ১০টি জেলায় ৫৩টি সম্বন্বিত সাধারণ এবং ভোকেশনাল স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া পরিচালিত হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৪ সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তকের ধারণাসমূহ আরো আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করতে ১৭টি বইয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া উপকরণ সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি এ কাজ করছে। গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও সংস্থাটি বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। *[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ইউসেপ কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংককে কেন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারি সংগঠনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি উক্ত সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিচ্ছবি মাত্র— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউসেপ হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু তথা কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান।

খ দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য ভূমিকা রাখায় গ্রামীণ ব্যাংককে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দেয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সংগঠন ব্র্যাকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, দুস্থ, অসহায় ও পল্লি এলাকার জনগণের কল্যাণে অসংখ্য বেসরকারি সংস্থা কাজ করতে শুরু করেছে। এরা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি হলো ব্র্যাক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ লোকদের চাহিদা পূরণ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা দানের লক্ষ্যে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা পালন করছে। উদ্দীপকে যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে পাঠ্যবইয়ে মাল্টিমিডিয়া উপকরণ সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। যে সংস্থা এ কাজ করছে সেটি গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতেও ভূমিকা রাখছে। এ কাজগুলোর সাথে ব্র্যাকের কাজের মিল পাওয়া যায়। বর্তমানে যেসব বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো ব্র্যাক। ব্র্যাকের একটি উদ্দেশ্য হলো অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। এ জন্য এ সংস্থাটি শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কাজেরই আওতায় ব্র্যাক সম্প্রতি শিক্ষা কার্যক্রমে মাল্টিমিডিয়া ও এ্যানিমেশন সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং বোঝা যায়, উদ্দীপকটি ব্র্যাক নামক বেসরকারি সংগঠনকে ইঙ্গিত করছে।

ঘ 'উদ্দীপকটি উক্ত সংগঠন অর্থাৎ ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিচ্ছবি'— মন্তব্যটি সঠিক।

যেসব সংস্থা সরকারি সংস্থার পাশাপাশি সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এদেশে কাজ করছে ব্র্যাক তার অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্নে ঋণদান কর্মসূচি দিয়ে শুরু করলেও বর্তমানে এ সংস্থা নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু এসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচির সামগ্রিক চিত্র উদ্দীপকে অনুপস্থিত।

উদ্দীপকে ব্র্যাকের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এ সংস্থাটি অনেক কাজ পরিচালনা করছে। সমন্বিত পল্লি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পল্লি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া এ সংগঠনের মূল লক্ষ্য হলো ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো। ব্র্যাক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। যেমন: খাবার স্যালাইন তৈরি, ভিটামিন ক্যাপসুল খাওয়ানো, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া এবং এইডস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এছাড়া এ সংস্থাটি গণস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও পালন করছে। তবে ব্র্যাকের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি হলো ঋণদান কর্মসূচি। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারছে। ব্র্যাকের কর্মসূচির একটি নতুন সংযোজন হলো মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি। এটি দরিদ্র ও অসহায় লোকদের আইনি সহায়তা দিয়ে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। নিজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য ব্র্যাক বাণিজ্যিকভাবে হস্তশিল্প তৈরি ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচিও হাতে নিয়েছে। এগুলো ছাড়াও ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি, হাওর উন্নয়ন প্রকল্প, পল্লি উদ্যোগ প্রকল্প, গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি। এ আলোচনা থেকে প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি সঠিক বলেই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ টেবিলটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

কাজ	সেবা
কাগজ কুড়ানো	সাধারণ শিক্ষা
গৃহভৃত্য	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
হোটেল বয়	কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা
গ্যারেজ শ্রমিক	মানব সম্পদ গঠন

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রমের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শহরের শ্রমজীবী শিশুদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ — বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ বেসরকারি পর্যায়ে দেশের সব ধরনের প্রবীণদের নানা ধরনের সেবা প্রদান করাই হচ্ছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মূল উদ্দেশ্য।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘ যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, সক্ষম ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; বার্ধক্যজনিত আর্থিক, সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ প্রদান এবং এ বিষয়ে প্রচার ও জ্ঞান বিস্তারে পত্রপত্রিকায় প্রচারণা চালানো; বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে ইউসেপের সেবা কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপের অন্তর্গত হলো শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, যাদের বয়স ১০-১৪ বছর। এসকল শিশুর অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে। তাদের বেশির ভাগই গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, ওয়ার্কশপের হেলপার, জুতা পলিশকারী ইত্যাদি।

Teachingbd24.com

ইউসেপের অন্যতম উদ্দেশ্য শহর অঞ্চলে বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণে সক্ষম করে তোলা। এর পাশাপাশি দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং মৌল মানবিক অধিকার পূরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করাও ইউসেপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ শহরের শ্রমজীবী শিশুদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউসেপের কার্যক্রম অত্যন্ত সময়োপযোগী।

ইউসেপ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত শ্রমজীবী শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বেশির ভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিকসাচালক, গ্যারেজ শ্রমিক ইত্যাদি। উদ্দীপকের ছকেও এ সম্পর্কেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে শ্রমজীবী শিশু কিশোরদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত করা প্রভৃতি লক্ষ্যে ইউসেপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ৩টি কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোতে ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশন, অটোমেকানিক্স, ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি, প্লাম্বিং এন্ড পাইপ লিফটিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং, অফসেট প্রিন্টিং প্রযুক্তি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলাই মেশিন অপারেশন, গার্মেন্টস ফিনিশিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোলসহ আরও অনেক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এছাড়াও ইউসেপ কর্মসংস্থান কর্মসূচি ও প্যারাট্রেড প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করছে। এতে আমাদের দেশের শহরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবঞ্চিত শ্রমজীবী শিশু-কিশোর দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, শহরের শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের মানব সম্পদে পরিণত করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ইউসেপ যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মজিদ সাহেবের বয়স ৬৫ বছর। নিজের অসুস্থতার সময় একটি বিশেষ হাসপাতালে চিকিৎসকের কাছে যান। তিনি মনে করেন তারা অনেক আন্তরিক। তাছাড়া সেখানে গিয়ে তিনি নিজের বয়সী অনেককে পেয়ে গল্প করার সুযোগ পান। স্বল্পমূল্যে সেবা পাওয়া যায় বলে তিনি বন্ধুদেরও এখানে আসার পরামর্শ দেন।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস কবে উদযাপিত হয়? ১

খ. শিক্ষার পাশাপাশি কাজে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম কোন প্রতিষ্ঠানের নীতি? ২

গ. মজিদ সাহেব উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত কোন হাসপাতাল থেকে কোন ধরনের সেবা পেয়ে থাকেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মজিদ সাহেবের মতো মানুষদের জন্য উক্ত হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থাটি আরও অনেক ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপিত হয়।

খ শিক্ষার পাশাপাশি কাজে অংশগ্রহণ ও সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম হলো ইউসেপ-এর নীতি।

ইউসেপ হলো বাংলাদেশের শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। ইউসেপ ১০-১১ বছর বয়সী শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের চার বছর মেয়াদি শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের নিজস্ব স্কুলে ভর্তি করে। ছেলেমেয়েদের কাজের কথা চিন্তা করে ইউসেপ এর স্কুলগুলো দৈনিক তিনটি শিফটে পরিচালিত হয় এবং প্রতি শিফটের সময়কাল ২:২০ ঘণ্টা। এ স্কুলের সেশন ৫/৬ মাসের এবং ৪ বছরে তারা শিশুদের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করায়। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ দেয়।

গ মজিদ সাহেব উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত হাসপাতাল অর্থাৎ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতাল থেকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সেবা পেয়ে থাকেন।

'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান' প্রবীণদের কল্যাণে নিজস্ব একটি হাসপাতাল পরিচালনা করে থাকে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পরিচালিত এই চিকিৎসা কেন্দ্রে সপ্তাহে প্রতিদিন ৫৫ বছর বয়স বা অধিক বয়সের যেকোনো ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। এখানে ইসিজি, ইকো, কালার ডপলার, চোখ, দাঁত, নাক, কান, গলা, ডার্মোটলজি ও সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এসব বিভাগে প্রবীণদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবাদান করা হয়। এখানে অসচ্ছল প্রবীণদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রোগীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা ফিজিওথেরাপি চিকিৎসারও ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতালের সাথে উদ্দীপকের হাসপাতালের মিল রয়েছে। মজিদ সাহেব একজন প্রবীণ হিসেবে হাসপাতালে সব ধরনের সেবাই পেয়ে থাকেন। উক্ত হাসপাতাল যেহেতু প্রবীণদের জন্য তাই সেখানে আরও অনেক প্রবীণদের সাথে গল্প করার সুযোগ হয়, যা তাকে প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য করে। তাই বলা যায়, মজিদ সাহেব প্রবীণ হিতৈষী সংঘের হাসপাতাল থেকে স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন।

ঘ মজিদ সাহেবের মতো প্রবীণদের জন্য উক্ত হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থাটি অর্থাৎ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ আরও অনেক ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান প্রবীণদের নিয়ে কর্মরত একটি সংস্থা। সংস্থাটি বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণদের নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সেবা প্রদান করে থাকে। এটি প্রবীণদের মানসিক সুস্থতার জন্য বার্ষিক বনভোজন, মিলাদ-মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রের প্রবীণ নিবাসীদের জন্য ইনডোর গেমস ও টেলিভিশনের ব্যবস্থা রয়েছে। সংঘ কর্তৃক প্রবীণদের জন্য একটি ছয় তলা বিশিষ্ট বৃদ্ধ নিবাস নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে নানা পরামর্শ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংঘটি বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। এই পাঠাগারে প্রবীণ সংশ্লিষ্ট পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা, ধর্মীয় বই ও মনীষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলিসহ সাময়িকী ও পত্রপত্রিকার সংগ্রহ রয়েছে। প্রতি বছর ১ অক্টোবর প্রবীণ হিতৈষী সংঘ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উদযাপন করে থাকে। এছাড়া প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ হাসপাতালে আন্ত: বিভাগীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা রেখেছে। এছাড়া সংঘটি 'প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা' নামে একটি মাসিক জার্নাল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে। প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মজিদ সাহেবের মতো প্রবীণদের জন্য প্রবীণ হিতৈষী সংঘ চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি আরও অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ শতকরা ৬০ ভাগ মালিকানা সরকারের, আয় ৪০ ভাগ ভূমিহীনদের এমন মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত একটি NGO বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিতদের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বও NGO টির এ সাফল্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৬]

ক. ব্র্যাকের ভিশন কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন NGO টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? এর ঋণদানের খাতগুলোর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. কোন কর্মসূচির জন্য উক্ত NGO টি আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের ভিশন হচ্ছে- এমন একটি পৃথিবী, যেখানে কোনো প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

খ গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এই ব্যাংক বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা কেবল ব্যাংকের মক্কেলই নয়, তারা ব্যাংকের মালিক এবং ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের শতকরা ৬০ ভাগ মালিকানা সরকারের এবং বাকি ৪০ ভাগ মালিকানা ভূমিহীনদের। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংকটি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে, যা উদ্দীপকে বর্ণিত NGOটির অনুরূপ। গ্রামীণ ব্যাংক যেসব আয় সৃষ্টিকারী খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন: যেমন– বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, ছাতা মেরামত, মিষ্টি তৈরি প্রভৃতি।

কৃষি ও বন: বৃক্ষরোপণ, শাক-সবজির চাষ প্রভৃতি।

পশুপালন ও মৎস্য খাত: গাভী, বলদ, হাঁস-মুরগি, মাছ ধরার নৌকা প্রভৃতি।

সার্ভিসেস: রিকশা, সেলুন, নির্মাণ কাজ, ডেকোরেটর ইত্যাদি।

ব্যবসা: ধান, চাল, কাঠ, গুড়, দোকান প্রভৃতি।

ফেরি ব্যবসা: বাঁশের ঝুড়ি, কাপড়, সাবান, তৈল ইত্যাদি।

দোকানদারি: মুদি দোকান, চা দোকান ইত্যাদি।

গৃহ নির্মাণ: ১৯৮৭ সালে গ্রামীণ ব্যাংক গৃহনির্মাণ প্রকল্প নামে একটি নতুন কার্যক্রম হাতে নেয়। গ্রামীণ দুস্থ-বিত্তহীনদের গৃহ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষা ঋণ: গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা হয়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত NGO অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংক তার ঋণদানকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

ঘ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য ২০০৬ সালে বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, যা সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ এবং বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের প্রসার এ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌঁছে দেয়। এ প্রকল্পের ঋণ প্রদান কাঠামো ও পরিশোধ পদ্ধতি সামাজিক উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবে শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা উন্নয়নশীল দেশে নয় বরং উন্নত বিশ্ব যেমন- আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি এবং ফ্রান্সেও বহুল সমাদৃত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের এ দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

তাই দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান ও সাফল্যের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর প্রতিষ্ঠাতাকে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জনাব জামান একটি NGO তে চাকরি করেন। NGO টির নাম ও কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। NGO টি ঘূর্ণিঝড় ও যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠে। গ্রামের ভূমিহীন অসহায় জনগোষ্ঠী সংস্থাটির টার্গেট। বর্তমানে বিদেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. UCEP –এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব জামান কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত NGO এর ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

খ প্রবীণদের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে সংঘ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তাকেই প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বলে।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন— বৃদ্ধনিবাস, বৃদ্ধাশ্রম, প্রবীণ নিবাস ইত্যাদি। এ সংঘে প্রবীণদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা, পুনর্বাসন সেবা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চিত্তবিনোদন, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

গ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সাজ্জাদ সাহেব ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ এনজিওতে চাকরি করেন। যা একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। যার লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ গঠনে সহায়তা করা। *[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে উক্ত প্রতিষ্ঠান কীভাবে ভূমিকা রাখছে? আলোচনা করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO-এর পূর্ণরূপ হলো Non Government Organization।

খ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ হলো যেকোনো সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক ইউনিয়ন, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কর্তৃক পরিচালিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম।

Teachingbd24.com

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে। এ সংস্থাগুলো তাদের সেবা বা কার্যক্রমের বিনিময়ে কোনো প্রকার আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করে না। তারা দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি গ্রামের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের সংগঠিত করে ঋণপ্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে ঋণ প্রদান করা, যাতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং নিজেরাই আয়ের পথ বেছে নিতে পারে।

উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেব একটি বৃহৎ এনজিওতে চাকরি করেন যেটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রতিষ্ঠানটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণদানের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ গঠনে সহায়তা করা। উদ্দীপকের সাজ্জাদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম উপরে বর্ণিত গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থা তথা গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এর প্রভাব সামাজিক উন্নয়নেও পড়ছে। গ্রামের ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে বিনা জামানতে ঋণদান, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে।

গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সংস্থাটি বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তুলছে। কার্যত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২০ জুবাইর একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের শ্রমজীবী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। *[অধ্যাপক আবদুল মাজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. কত সালে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু করা হয়? ১

খ. ক্ষুদ্র ঋণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জুবাইর কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮৫ সালে ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়।

খ ক্ষুদ্র ঋণ বলতে গ্রামের দরিদ্র নারী ও পুরুষদের জামানতবিহীন স্বল্প পরিমাণে প্রদত্ত ঋণকে বোঝায়।

প্রধানত পল্লি এলাকায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ভারসাম্যহীনতা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। এ ঋণের পরিমাণ সাধারণত ১,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত দুস্থ মহিলাদের মধ্যে দলগতভাবে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি হিসেবে এটি চালু করা হয়। গ্রামীণ ব্যাংক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম এ কর্মসূচি চালু করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, জুবাইর সাহায্য সংস্থা ইউসেপ-এ চাকরি করেন।

ইউসেপ প্রতিষ্ঠানটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশের শহর এলাকার শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দীপকেও এ ধরনের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বেশিরভাগ গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, কারখানার কর্মী, জুতা পালিশকারী ইত্যাদি। ইউসেপ এ ধরনের ছেলেমেয়েদের প্রথমত ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়, তারপর তাদেরকে মেধা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি শিক্ষায়তনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা শেষ করার পর তারা ইউসেপের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে।

উদ্দীপকের জুবাইরের প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি বয়সের শ্রমজীবি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে ছেলেমেয়েদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির এ কার্যক্রম ইউসেপের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপ-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সে দেশের সামাজিক জীবনমানেরও উন্নয়ন ঘটায়। তবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। এক্ষেত্রে ইউসেপ কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউসেপের কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, তারা শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে কাজ করছে। এরা শিক্ষার সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে। এ লক্ষ্যে ইউসেপ ওই বঞ্চিত শিশু-কিশোরদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সেইসাথে তাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করছে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অনগ্রসর শিশু-কিশোর নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের শিক্ষার আলো পাওয়া ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কিছুটা হলেও সাহায্য করছে। এ আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ প্রবীণদের নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সেবা প্রদানকল্পে ১৯৬০ সালে একটি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। দেশ জুড়ে এর সার্বিক কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয়।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৯]

https://teachingbd24.com

ক. 'Social Diagnosis' কার লেখা? ১
খ. গ্রামীণ সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থাটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সংস্থাটি প্রবীণদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কতটুকু সফল বা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Diagnosis গ্রন্থটি ম্যারি রিচমন্ড-এর লেখা।

খ গ্রামীণ সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি-উন্নয়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তিশীল একটি গ্রাম উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

গ্রামীণ সমাজসেবা একটি বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার করে তাদের চাহিদা পূরণ, সমস্যা সমাধান এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি, প্রবীণদের নানা ধরনের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেশজুড়ে সংস্থাটির কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এ তথ্যগুলো প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সংস্থাটিও ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ জুড়ে এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং চিন্তামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া। এছাড়াও বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা; প্রবীণদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পাক্ষিক, পোস্টার, বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা। প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, চিত্তবিনোদন, পুনর্বাসন, আয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এছাড়া সে সব প্রবীণ যারা শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের জন্য সুবিধাজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া, প্রবীণদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সচেতন করে তোলাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত সংস্থা তথা প্রবীণ হিতৈষী সংঘ পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে নবীনদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃদ্ধ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে ৫০ জন (কম-বেশি হতে পারে) প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ উপার্জনধর্মী নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব আব্দুর রহিমের দুই ছেলে। পড়াশোনা শেষ করে দুই ছেলেই বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন। এদিকে জনাব আব্দুর রহিম সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজ দেশেই থাকবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে রহিম দম্পতির সেবাযত্ন ও দেখাশোনার কেউ না থাকায় তারা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৮]

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. ব্র্যাকের নিরাপদ সড়ক কর্মসূচি সম্পর্কে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ কী তা আলোচনা করো। ৩
ঘ. প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

খ জনগণের মধ্যে সড়কপথ ব্যবহারে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে ২০০১ সালে ব্র্যাক সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করে।

এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাস্তার পাশে বসবাসকারী জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, জনগোষ্ঠীভিত্তিক সড়ক নিরাপত্তা গ্রুপ গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে সড়ক নিরাপত্তার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি, শিক্ষার্থীদের সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক শিক্ষাদান, বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঠান বৈঠক, বাণিজ্যিক যানবাহনের চালকদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষামূলক গাড়ি চালনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক যানবাহনের চালকদের সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান'।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ বয়সের সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং চিন্তামুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময় জীবনযাপনের দিকনির্দেশনা দেওয়া। এছাড়াও বার্ধক্যের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান; প্রবীণদের অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পাক্ষিক, পোস্টার, বই, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করা। প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা, খাদ্য, বস্ত্র, চিত্তবিনোদন, পুনর্বাসন, আয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এছাড়া যে সব প্রবীণ শারীরিকভাবে সক্ষম তাদের জন্য সুবিধাজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া প্রবীণদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে নীতি নির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাকে সচেতন করে তোলাও প্রবীণ হিতৈষী সংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

Teachingbd24.com

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃদ্ধ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ-মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আবুল হোসেন একটি সরকারি জরিপে অংশগ্রহণ করে তার উপজেলায় বৃদ্ধ লোকদের করুণ চিত্র লক্ষ করেন। তাই তিনি বৃদ্ধ লোকদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য নিজ এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান চালু করেন। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার সকল সুবিধা বঞ্চিত বৃদ্ধকে স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সেবা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. বেসরকারী সমাজ কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আবুল হোসেন এর প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রবীণ হিতৈষী সংস্থাটি প্রবীণদের লক্ষ্যে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম? বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme.

খ বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে ঐ সকল সমাজসেবাকে বোঝায় যেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা ও নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, ডায়াবেটিক সমিতি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, ইউসেপ উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকের আবুল হোসেন এর প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাদৃশ্য রয়েছে।

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রবীণদের কল্যাণের জন্য প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থাটি প্রবীণদের কল্যাণে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম ও আবাসনের জন্য নিবাস স্থাপন করেছে। আবার চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনী, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবুল হোসেন বৃদ্ধ লোকদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্যের জন্য নিজ এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে বর্তমানে এলাকার সুবিধাবঞ্চিত বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন সেবা ও চিত্তচিনোদনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আবুল হোসেনের প্রতিষ্ঠানটির এসব কার্যক্রম উপরে বর্ণিত প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণ কল্যাণে বহুবিধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

প্রবীণদের স্বাস্থ্য, কল্যাণ, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে অবহিত, সচেতন, উদ্যোগী ও সক্ষম করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করে আসছে। প্রবীণ হিতৈষী সংঘ একটি হাসপাতালও বটে। এখানে বহির্বিভাগে প্রবীণ রোগীদের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদেরও বিভিন্ন বিষয়ে চিকিৎসা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে অসচ্ছল বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়।

প্রবীণ হিতৈষী সংঘে ৫০ শয্যার চারতলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ছয়তলা বিশিষ্ট একটি বৃদ্ধ নিবাস ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সেখানে ৫০ জন (কম-বেশি হতে পারে) প্রবীণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণদের জন্য নিয়মিতভাবে ওপেন হাউস, ঈদ পুনর্মিলনি, বনভোজন, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। ঢাকা ব্যতীত রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট এ পাঁচটি বিভাগীয় শহরে এবং ৫৪টি শাখার মাধ্যমে সারাদেশে চিকিৎসা সেবা দানসহ উপার্জনধর্মী নানা কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ বাংলাদেশের প্রবীণদের জন্য কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জাহিদ একটি NGO তে চাকরি করেন। তার প্রতিষ্ঠানে দশ থেকে বেশি বয়সের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐসব ছেলে-মেয়ে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তারপর তাদের সমাজে পুনর্বাসিত করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নেয়।

[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকের জাহিদ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতার নাম স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কাজ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। এটি গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে। ঋণ দেওয়ার সময় তারা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো জামানত নেয় না; তবে ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তদারকি করে থাকে। এভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নই ব্যাংকটির ঘোষিত মূল লক্ষ্য।

গ সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আকমল সাহেব বাংলাদেশের নামকরা এনজিওতে চাকরি করেন। এ সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত অর্থলগ্নিকরী প্রতিষ্ঠান যার লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি, সম্পদ গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অবদান আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর পূর্ণরূপ Bangladesh Rural Advancement Committee।

খ যে সকল প্রতিষ্ঠান অলাভজনক উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সেগুলোকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেবা বা কার্যক্রমের বিনিময়ে কোনো প্রকার আর্থিক লাভের প্রত্যাশা করে না। তারা দেশের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী এবং সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীনদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে এই ব্যাংক কাজ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমগুলো একটি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১ জন ম্যানেজার ৩ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা কর্মী নিয়ে একটি শাখা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। এছাড়াও এ ব্যাংক আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। এভাবে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলে।

উদ্দীপকের আকমল সাহেব বাংলাদেশের একটি নামকরা এনজিওতে চাকরি করেন। এ সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এবং এর লক্ষ্য হলো বিত্তহীনদের সংগঠিত করে তাদের আয়, পুঁজি, সম্পদ গঠনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করা। এ সকল বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে গ্রামীণ ব্যাংকের কথাই বোঝানো হয়েছে।

ঘ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। কৃষিনির্ভর এদেশে অবহেলিত, দরিদ্র ও ভূমিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সংস্থাটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন জনগণের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। এর প্রভাব সামাজিক উন্নয়নেও পড়ছে। এছাড়া ঋণ পরিশোধের উচ্চহার, ঋণের যথাযথ প্রয়োগ, দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধিকারী কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানো এ সংস্থার মূল লক্ষ্য। এর ফলে ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা দরিদ্র শ্রেণি নিজেদের সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে। সেইসাথে সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের ওপর নির্ভরশীলতার হারও কমে আসছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষিত যুব শ্রেণিকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মচারীরূপে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কাজের ব্যবস্থা যেমন হচ্ছে তেমনিভাবে ঋণদান প্রক্রিয়ায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব হচ্ছে। মূলত গ্রামীণ ব্যাংক তার কর্মসূচির মাধ্যমে 'দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যাংক' এই ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে কারণে তাদের উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ মডেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক হারে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায়, ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মনি ও মুক্তা ২ বোন। তাদের বয়স যথাক্রমে ৮ ও ১২ বছর। দু'জনই কমলাপুর স্টেশনে পানি বিক্রি করে। রাতে তারা একটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেও বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ শিখে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বড় চাকুরি লাভ সম্ভব বলে প্রতিষ্ঠানে তারা শুনেছে। তাদের মতো শিশুদের উন্নয়নে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাতেও তাদের শাখা রয়েছে। একজন বিদেশি ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি তার যাত্রা শুরু করে।

[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. BRAC-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য লেখ। ২

গ. মনি ও মুক্তাদের মতো ছিন্নমূল শিশুদের ভাগ্য উন্নয়নে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে? এর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানের কাজকে আরো উন্নত করতে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rural Advancement Committee.

খ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলো সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূ-স্বামী ও মহাজনদের শোষণমুক্ত হয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মস্থানের ওপর জোর দেয়। এতে করে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। মূলত এ লক্ষ্যেই সংস্থাটি জামানতবিহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ মনি ও মুক্তাদের মতো শিশু-কিশোরদের ভাগ্য উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে একটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে যাত্রা শুরু করে। সংস্থাটির টার্গেট গ্রুপের অন্তর্গত হলো শহর এলাকায় বসবাসরত শ্রমজীবী শিশু, যাদের বয়স ১০-১৪ বছর। এসকল শিশুর অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে। ইউসেপের লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের বেশিরভাগই গৃহভৃত্য, ফেরিওয়ালা, খবরের কাগজ বিক্রেতা, হোটেল বয়, রিক্সাচালক, কাঁচামাল বিক্রেতা, ওয়ার্কশপের হেলপার, জুতা পলিশকারী ইত্যাদি।

যে সমস্ত শ্রমজীবী ছেলেমেয়ের বয়স ১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিজস্ব স্কুল ভবনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

ঘ সৃজনশীল ৮ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ সোহেল বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একজন ছাত্র। একদিন রিক্সায় আসার পথে রিক্সাচালকের সাথে তার কথা হয়। রিক্সাচালক জানায় যে, অভাব, দরিদ্রতার কারণে সে তার দুই ছেলেকে গাড়ির গ্যারেজে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। সোহেল রিক্সাচালককে একটি সংস্থার কথা জানান, যেটি শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

[সাভার সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

Teachingbd24.com

ক. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে সোহেল কোন সংস্থার ইঙ্গিত দিয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থাটি কী ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে? আলোচনা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

খ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণদের জন্য সীমিত পরিসরে সর্বাত্মক কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে।

প্রবীন হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে প্রধান হলো বয়স্ক ব্যক্তিদের সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তি, সম্প্রদায়, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহ তৈরি করা, শহর ও গ্রামাঞ্চলে অভাবগ্রস্ত এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান তৈরি করা ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বয়স্কদের সমস্যা ও সেবা নিয়ে আগ্রহী এরকম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

গ উদ্দীপকে সোহেল UCEP নামক সংস্থার ইঙ্গিত দিয়েছে।

UCEP নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে সেবা ও কল্যাণ বঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যোন্নয়নের এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। UCEP একটি কল্যাণকামী মানবধর্মী প্রতিষ্ঠান। UCEP-এর উদ্দেশ্য হলো সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মানবসম্পদ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি।

উদ্দীপকের রিক্সাচালক দরিদ্র বিধায় তার দুই ছেলেকে গ্যারেজে কাজে লাগিয়েছে। এক্ষেত্রে সোহেল তাকে UCEP এর কথা বলে যার মাধ্যমে তিনি তার দুই ছেলেকে কারিগরি শিক্ষার গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে।

ঘ UCEP বাংলাদেশে অসহায় ও দুস্থ শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

UCEP বাংলাদেশের কার্যক্রমের মধ্যে প্রথমটি হলো সেসব শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের বয়স ১০-১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কারিগর হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। UCEP বাংলাদেশ মনে করে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করার পরও শিক্ষার্থীরা দরিদ্র অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে নাও পারে। এ জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এছাড়া শিশুশ্রম, শিশুস্বাস্থ্য, শিশুনির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে শিশুদের সোচ্চার করা UCEP বাংলাদেশের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত। উদ্দীপকে রিক্সাচালকের সুবিধাবঞ্চিত নিরক্ষর সন্তানদের সুবিধা ও অক্ষরজ্ঞান প্রদানে UCEP বাংলাদেশ কাজ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অনগ্রসর ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার ক্ষেত্রে UCEP এর কার্যক্রম বাংলাদেশে প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সাকিব কলেজ থেকে চট্টগ্রাম এলাকায় শিক্ষা সফরে যায়। সেখানে তারা ঐতিহাসিক জোবরা গ্রাম ঘুরে দেখে। তার শিক্ষক বলেন, "এ গ্রামে বাংলাদেশের একটি বিশেষ ব্যাংকের জন্ম হয়। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে। গ্রামের দরিদ্রদের বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টি করা এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য।"

[দনিয়া কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ২]

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় কত সালে? ১
খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক বাংলাদেশের কোন ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন? তার পরিচয় নিরূপণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষকের বক্তব্য অনুসারে উক্ত ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু হয় ১৯৫৩ সালে।

খ যে আদালতে আঠারো বছরের কম বয়সী কিশোরদের মামলার কাজ করা হয় সেটাই কিশোর আদালত।

কিশোর আদালতের উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ উদঘাটন এবং কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কিশোর অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা।

গ উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক বাংলাদেশের জোবরা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

গ্রামীণ ব্যাংক হলো ক্ষুদ্র ঋণ লগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ, দরিদ্র ও ভূমিহীনদের বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি প্রকল্প চালু করেন। যা পরবর্তীতে একটি স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংকে রূপ লাভ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। যা বর্তমানে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছে।

উদ্দীপকে সাকিবের শিক্ষক ঐতিহাসিক জোবরা গ্রামে ঘুরে যে ব্যাংকের খ্যাতি ও বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টির কথা বলেছেন সেটা বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচয় বহন করে। কারণ গ্রামীণ ব্যাংকও বিনা জামানতে মানুষের কাছে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। তাই বলা যায়, সাকিবের শিক্ষক গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের সাকিবের শিক্ষকের বক্তব্যের সাথে বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমের মিল পাওয়া যায়। গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নে ব্যাংকটি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গ্রামীণ দরিদ্রদের বিনা জামানতে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টিতে গ্রামীণ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কাজ হলেও বর্তমানে ব্যাংকটি আরও কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমকে দুটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়, যথা: অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও সামাজিক কার্যক্রম।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা গ্রামীণ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য। যেসব কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পন্ন করে তা হলো ঋণদান, ঋণ ব্যবহার ও আদায়, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন রোধ করা। উদ্দীপকে উল্লিখিত সাকিবের শিক্ষক গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কথা বলেছেন, যা বিনা জামানতে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝে ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিয়ে আয় সৃষ্টি করতে পারে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ, কার্যক্রমের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ জনাব মুক্তার হোসেনের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার এলাকার বিধ্বস্ত ও যুদ্ধাহত পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য তিনি একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের পর তার সংগঠনটি নতুন রূপ লাভ করে। বর্তমানে তার সংগঠনের মাধ্যমে এলাকায় দুস্থ ও অসহায় মানুষকে মানবিক সাহায্যদান এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

[নেত্রকোণা সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ইউসেপ বাংলাদেশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব মুক্তার হোসেনের সংগঠনের সাথে বাংলাদেশের কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব মুক্তার হোসেনের সংগঠনের উদ্দেশ্যের চেয়ে উক্ত সংগঠনের উদ্দেশ্য অনেক বিস্তৃত কথাটির পক্ষে লিখ। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP এর পূর্ণরূপ হলো Underprivileged Children's Educational Programme।

খ সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে অনগ্রসর সুবিধা বঞ্চিত কর্মজীবী শিশুদের একটি অংশকে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে রূপান্তর করাই হলো ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য।

ইউসেপ বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হলো:

i. শহরাঞ্চলে বসবাসরত (লক্ষ্যভুক্ত) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

ii. শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।

iii. নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা।

iv. মৌলিক মানবিক অধিকার পূরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করে।

গ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৯ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩০ কোনোমতে নিম্ন মাধ্যমিক পাস করে ঘরে বাবা মায়ের বোঝা হয়েই দিন কাটাচ্ছিল স্বপ্না। হঠাৎ সমাজকর্মী সাথী স্বপ্নার জন্য একটি সুখবর নিয়ে এল। স্বপ্নার মা যে প্রতিষ্ঠানে এ কুটির শিল্পের কাজ করেছেন, তা বিক্রয়ে ঢাকায় কিছু মেয়েদের নিয়োগ দেওয়া হবে। সাথীর পরামর্শ মতো আরও দুচারজন এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় আড়ং বিপণন কেন্দ্রে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে পা রাখল।

[গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৯]

ক. NGO এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ইউসেপের সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম বাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্র্যাকের কোন কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শুধু স্বপ্নার ক্ষেত্রে নয় ব্র্যাক এর সার্বিক কর্মসূচিতে বস্তুতপক্ষে সমাজকর্ম পদ্ধতিই অনুশীলন করা হচ্ছে। তুমি কি মন্তব্যটিকে সমর্থন কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ হলো-Non Government Organization.

খ ইউসেপ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যে সমস্ত শ্রমজীবী ছেলেমেয়ের বয়স ১১ বছরের বেশি তাদের চার বছর মেয়াদি সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি করা হয়। সাধারণ শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের জীবন উপযোগী করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে সাজানো হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা নিজস্ব স্কুল ভবনে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের ব্র্যাকের বাণিজ্যভিত্তিক হস্তশিল্প ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্নে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হয় ঋণদান কর্মসূচির মাধ্যমে। বর্তমানে ব্র্যাক অনেক ব্যাপক, বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্প উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম। কুটির শিল্প উন্নয়ন, হস্তশিল্পের বিকাশ ও উৎপাদিত কুটির পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাকের আওতায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ঢাকায় একটি রপ্তানি কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। বিক্রির কেন্দ্রগুলোকে আড়ং নামে অভিহিত করা হয়। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহর এমনকি লন্ডনেও এর শাখা রয়েছে। এছাড়া ব্র্যাক ছাপাখানা, হিমাগার, গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরি, লবণ, কারখানা, বীজ ও নার্সারি, দুগ্ধ খামারের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে।

উদ্দীপকের স্বপ্না দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে দিন কাটাচ্ছে। হঠাৎ সুখের খবর নিয়ে এলো একটি প্রতিষ্ঠান। তার মা যে প্রতিষ্ঠানের জন্য কুটির শিল্পে কাজ করেছেন, তা বিক্রয়ে ঢাকায় কিছু মেয়েদের নিয়োগ দেওয়া হবে। সুযোগটি কাজে লাগিয়ে স্বপ্না ঢাকায় আড়ং বিপণন কেন্দ্রে ভাগ্য উন্নয়নে পা রাখল। উদ্দীপকের এ সব কার্যক্রম সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক এর বাণিজ্যিক হস্তশিল্প ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ব্র্যাকের কার্যক্রমের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, শুধু স্বপ্নার ক্ষেত্রে নয় ব্র্যাকের সার্বিক কর্মসূচিতে সমাজকর্মের পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের দুস্থ, অসহায় মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এর কর্মপরিধি ঋণ প্রদান ও আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্থাটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ঋণদান, আইনি সহায়তা সর্বোপরি পল্লি উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সমাজকর্মের দর্শন, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয়।

ব্র্যাকের ঋণদান কর্মসূচি দলীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এখানে দল সমাজকর্মের প্রক্রিয়া ও কৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া এর আওতায় গ্রামীণ নিরক্ষর, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সমষ্টি পদ্ধতি ব্যবহৃত করা হয়। ব্র্যাকের অন্যতম সফল কর্মসূচি হলো স্যালাইন তৈরি। পাশাপাশি আইনগত সহায়তা প্রদানেও ব্র্যাকের কর্মসূচি পরিচালিত হয়। সর্বোপরি সমষ্টি জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাকের কার্যক্রম আজ বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। কেননা সমাজকর্ম যেমন টার্গেট গ্রুপ নিয়ে কাজ করে থাকে তেমনিভাবে ব্র্যাকও সমাজের দরিদ্র, ভূমিহীন ও দুস্থদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। আর এসকল কর্মসূচিতে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্র্যাকের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ করা যায়।

Teachingbd24.com

★★ বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ব্র্যাকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

১. NGO শব্দের পূর্ণরূপ কী? [জ্ঞান]
ক Non-Government Organization
খ Non-Global Organization
গ New-Government Organization
ঘ New-Global Organization — ক

২. ২০০৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কতটি এনজিও নিবন্ধন করেছে? [জ্ঞান]
ক ২০০০টি খ ২১৪০টি
গ ২২৩০টি ঘ ২৩৪০টি — ঘ

৩. স্বেচ্ছাভিত্তিক সমাজকল্যাণ কীসের উদ্ভব ঘটিয়েছে? [অনুধাবন]
ক আধুনিক সমাজকর্মের
খ সনাতন সমাজকর্মের
গ কল্যাণমূলক সমাজকর্মের
ঘ পেশাদার সমাজকর্মের — ক

৪. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়— [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৫৫ সালে খ ১৯৬০ সালে
গ ১৯৬১ সালে ঘ ১৯৬৫ সালে — গ

৫. কোন সংস্থা আঞ্চলিক ও দেশীয় NGO সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ সমাজসেবা অধিদপ্তর
ঘ NGO বিষয়ক ব্যুরো — গ

৬. নিচের কোনটি বেসরকারি সংস্থা নয়? [জ্ঞান]
ক ব্র্যাক খ প্রশিকা
গ ইউসেপ
ঘ জাতীয় সমাজসেবা পরিষদ — ঘ

৭. বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরো রেজিস্ট্রিভুক্ত এনজিওর সংখ্যা কতটি? [জ্ঞান]
ক ২০০৩ খ ২২০৯
গ ৩০০০ ঘ ৪৮,৫৮৬ — খ

৮. বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের তৎপরতা উপমহাদেশে কখন থেকে চালু হয়? [জ্ঞান]
ক উনবিংশ শতাব্দীতে খ বিংশ শতাব্দীতে
গ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘ আঠারশ শতাব্দীতে — ক

৯. 'শক্তি ফাউন্ডেশন' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯২ সালে
গ ১৯৯৪ সালে ঘ ১৯৯৬ সালে — খ

১০. ফজলে হাসান আবেদ প্রতিষ্ঠিত প্রথম সংস্থার নাম কী? [জ্ঞান]
ক UCEP-Bangladesh খ Save Bangladesh
গ Save the Children ঘ Action Aid — খ

১১. আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান– [জ্ঞান] *[ঢাকা সিটি কলেজ]*
ক রেডক্রিসেন্ট সমিতি খ ব্র্যাক
গ ইউএনডিপি ঘ ইউনিসেফ — খ

১২. Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee এর নাম পরিবর্তন করে কত সালে BRAC রাখা হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮০ সালে — খ

১৩. কত সালে ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭০ সালে খ ১৯৭১ সালে
গ ১৯৭২ সালে ঘ ১৯৭৩ সালে — গ

১৪. গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও দুস্থ লোকদের টার্গেট গ্রুপ করে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করে কোন সংস্থা? [জ্ঞান]
ক ব্র্যাক খ ইউসেপ
গ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ঘ কারিতাস — ক

১৫. BRAC এর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী কারা? [জ্ঞান]
ক গ্রামীণ দরিদ্র, দুস্থ, অসহায় গোষ্ঠী
খ গ্রামীণ মহিলা
গ মহাজন ঘ পথশিশু — ক

১৬. Alleviation of poverty and Empowerment of Poor '– এটি কোন সংস্থার উন্নয়ন স্লোগান? [জ্ঞান]
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ আশা
গ ব্র্যাক ঘ ইউসেপ — গ

১৭. ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ব্র্যাকের স্কুলের সংখ্যা কত ছিল? [জ্ঞান]
ক ৩০ হাজার খ ৩৫ হাজার
গ ৪০ হাজার ঘ ৪৫ হাজার — খ

১৮. ব্র্যাকের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোকে কী নামে অভিহিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক আড়ং খ স্বপ্ন
গ আগোরা ঘ পিকিউএস — ক

১৯. সেচ কর্মসূচিতে ব্র্যাক কয় প্রকার ঋণ প্রদান করে? [জ্ঞান] *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*
ক এক প্রকার খ দুই প্রকার
গ তিন প্রকার ঘ চার প্রকার — খ

২০. ব্র্যাকের স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম কয়ভাগে বিভক্ত? [জ্ঞান] *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]*
ক দুই ভাগে খ তিন ভাগে
গ চার ভাগে ঘ পাঁচ ভাগে — খ

২১. লিগ্যাল এইড ক্লিনিক চালু করে যে NGO তা হলো— [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ ব্র্যাক
গ সেভ দ্য চিলড্রেন ঘ ওয়ার্ল্ড ভিশন — খ

২২. বর্তমানে ব্র্যাক বাংলাদেশসহ কয়টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ৫টি খ ৮টি
গ ১০টি ঘ ১৫টি — ঘ

২৩. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলতে বোঝায়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় গঠিত সংগঠন
ii. বেসরকারি উৎস হতে সংগৃহীত অর্থে পরিচালিত সংগঠন
iii. সেবা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি ভিত্তিক সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

২৪. ব্র্যাকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে— [অনুধাবন]
i. ৮ থেকে ১০ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য
ii. ১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য
iii. ১২ থেকে ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

Teachingbd.com

২৫. ব্র্যাক-এর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে যেটি পরিলক্ষিত হয়— [অনুধাবন]
i. গ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম
ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম
iii. শিক্ষামূলক কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৬. ব্র্যাক এর শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অন্যতম দিক হচ্ছে— [অনুধাবন] *[সেন্ট্রাল উইম্যান্স কলেজ, ঢাকা]*
i. উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
ii. প্রি-প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা
iii. ব্যবহারিক শিক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিমা আক্তার একটি সংস্থা থেকে জামানতবিহীন ৮,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে স্বামীর অনুপ্রেরণায় হাঁস-মুরগির খামার শুরু করেন। বর্তমানে রহিমা সংস্থার কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি ২ সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া তিনি সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

২৭. রহিমা আক্তারের কার্যক্রমে যা প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে—
i. অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান
ii. অবহেলিত গোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিকাশ
iii. আত্মকর্মসংস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

২৮. রহিমা আক্তারের সাফল্য সমাজে অবদান রাখবে—
i. শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে
ii. নারীর ক্ষমতায়নে
iii. তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

২৯. কত সালে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ ব্যাংক নামে একটি প্রকল্প চালু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৪ সালে
গ ১৯৭৬ সালে ঘ ১৯৭৮ সালে **গ**

৩০. ক্ষুদ্রঋণ লগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কোনটি? [জ্ঞান]
ক সোনালী ব্যাংক খ কৃষি ব্যাংক
গ পূবালী ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক **ঘ**

৩১. ড. মুহাম্মদ ইউনূস কত সালে নোবেল পুরস্কার পান? [জ্ঞান] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক ২০০২ সালে খ ২০০৪ সালে
গ ২০০৫ সালে ঘ ২০০৬ সালে **ঘ**

৩২. কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক জনতা ব্যাংক খ সোনালি ব্যাংক
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ ইসলামি ব্যাংক **গ**

৩৩. কার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দূরদর্শীতায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক ফজলে হাসান আবেদ
খ ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ ডা. মো. ইব্রাহিম
ঘ হোসেন জিল্লুর রহমান **খ**

৩৪. ড. মুহাম্মদ ইউনুস কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যথার্থ কারণ কী? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার লাভ
খ অর্থনৈতিক চাকা সচল করা
গ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র
ঘ নতুন ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করা **গ**

৩৫. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থার অন্তর্গত নয় কোনটি? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক কৃষি ঋণ খ গৃহ নির্মাণ ঋণ
গ দোকান নির্মাণ ঋণ ঘ প্রাথমিক শিক্ষা ঋণ **ঘ**

৩৬. গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন মাপকাঠি অধিক প্রণিধানযোগ্য? [জ্ঞান]
ক ৫০ ভাগ সরকারের খ ৬০ ভাগ সরকারের
গ ৫০ ভাগ ভূমিহীনদের ঘ ৭৫ ভাগ ভূমিহীনদের **খ**

৩৭. গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে ইচ্ছুকদের কতজনকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়? [জ্ঞান]
ক ৪ জন খ ৫ জন
গ ৬ জন ঘ ৭ জন **খ**

৩৮. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনটি? [জ্ঞান]
ক কৃষি ঋণ খ গৃহনির্মাণ ঋণ
গ দোকান নির্মাণ ঋণ ঘ প্রাথমিক শিক্ষা ঋণ **ঘ**

৩৯. বাঁশ ও হাতের কাজ গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের কোন খাতের মধ্যে পড়ে? [অনুধাবন]
ক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
খ যৌথ কার্যক্রম
গ গৃহনির্মাণ কার্যক্রম ঘ ব্যবসা **ক**

৪০. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় দল গঠনের মাধ্যমে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি অনুসৃত হয়? [অনুধাবন]
ক ব্যক্তি সমাজকর্মের খ দল সমাজকর্মের
গ সমষ্টি সমাজকর্মের ঘ সমাজকর্ম গবেষণার **খ**

৪১. গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
ii. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা
iii. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৪২. গ্রামীণ ব্যাংকের যৌথ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে— [অনুধাবন]
i. বাজার নিলাম
ii. শাকসবজি চাষ iii. ধানকল ক্রয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪৩ ও ৪৪ প্রশ্নের উত্তর দাও:

অষ্টম শ্রেণি পাস আজাদ তার বেকার জীবন নিয়ে সবসময় হতাশাগ্রস্ত থাকত। একদিন তার মায়ের পরামর্শে স্থানীয় এনজিও থেকে মোবাইল সংযোগ নিয়ে চালু করে 'ফ্লেক্সিলোড' ব্যবসা। গ্রাম এলাকায় সে দারুণভাবে সাড়া পায়। আজ সে স্বাবলম্বী এবং তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক শিক্ষিত যুবকের চেয়ে এগিয়ে আছে।

৪৩. আজাদের ভাগ্য উন্নয়নে কোন বেসরকারি সংস্থাটি ভূমিকা রেখেছে? [প্রয়োগ]
ক ব্র্যাক খ স্বনির্ভর বাংলাদেশ
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ প্রশিকা — **গ**

৪৪. উক্ত সংস্থাটি আজাদের মতো আরও অনেক নারী ও পুরুষকে স্বাবলম্বী করেছে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে
ii. যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে
iii. ভিক্ষুক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

★ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম

৪৫. ডা. এ কে এম আবদুল ওয়াহেদ কত সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রবীণ সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন? [জ্ঞান]
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৬০ সালে
গ ১৯৭০ সালে ঘ ১৯৮০ সালে — **খ**

৪৬. 'বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কার্যালয় কোথায়? [জ্ঞান]
ক আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর
খ মতিঝিল শাপলা চত্বর
গ গুলশান ৭নং রোড
ঘ ধানমন্ডি ২নং রোড — **ক**

৪৭. প্রবীণ হাসপাতালের কেবিনের ফি কত? */রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী/*
ক ১০০ টাকা খ ২০০ টাকা
গ ৩০০ টাকা ঘ ৪০০ টাকা — **খ**

৪৮. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নির্মিত প্রবীণদের সুন্দর ও নিরাপদ আবাসন কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান] */বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম/*
ক প্রবীণ নিবাস খ প্রবীণ সংঘ
গ জরা নিবাস ঘ প্রবীণ ইনস্টিটিউট — **ক**

৪৯. আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস হচ্ছে— [জ্ঞান] */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/*
ক ১ সেপ্টেম্বর খ ১ অক্টোবর
গ ১ নভেম্বর ঘ ১ ডিসেম্বর — **খ**

৫০. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ কত সালে স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু করেছে? [জ্ঞান] */আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/*
ক ১৯৯৫ সালে খ ১৯৯৬ সালে
গ ১৯৯৭ সালে ঘ ১৯৯৮ সালে — **গ**

৫১. ঢাকার কেন্দ্রীয় শাখা ছাড়া বাংলাদেশের কতটি জেলায় প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে? [জ্ঞান] */কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/*
ক ২৫টি খ ৩০টি
গ ৪১টি ঘ ৬৩টি — **ঘ**

৫২. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ প্রবীণদের— [অনুধাবন]
i. শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে কাজ করে
ii. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে
iii. চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **খ**

৫৩. প্রবীণ হিতৈষী সংঘ চিত্তবিনোদনের জন্য যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে— [অনুধাবন]
i. বনভোজন
ii. ঈদ পুনর্মিলনী
iii. সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

৫৪. প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য— [অনুধাবন]
i. বার্ধক্যজনিত আর্থ-সামাজিক সমস্যা প্রচার
ii. সমস্যা সমাধানে সচেতনতা বৃদ্ধি
iii. বার্ধক্য বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫৫ ও ৫৬ প্রশ্নের উত্তর দাও:

আলমগীর ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছে। আজ সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাই সে বাবা-মার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এলাকার অসহায়-দুস্থ প্রবীণদের কল্যাণে কাজ করার মনস্থির করে। একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে সে তাদের থাকা খাওয়ার ভার গ্রহণ করে।

৫৫. আলমগীরের কাজটি প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কোন কার্যক্রমটির ইঙ্গিত দিচ্ছে? [প্রয়োগ]
ক আবাসিক সেবা
খ বৃদ্ধ নিবাসের মাধ্যমে পুনর্বাসন
গ সামাজিক সচেতনতা
ঘ স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও চিত্তবিনোদন — **খ**

৫৬. উক্ত কার্যক্রমটি ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. প্রবীণদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে
ii. সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে
iii. সক্ষম প্রবীণদের আয়বর্ধনমূলক কাজে নিযুক্ত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — **ঘ**

★ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৫৭. সমাজকর্ম পেশায় যারা কাজ করে তাদেরকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক উন্নয়নকর্মী খ সমাজকর্মী
গ মাঠকর্মী ঘ শহর উন্নয়ন কর্মী — **খ**

৫৮. বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কোনটি আলোচিত বিষয়? [জ্ঞান]
ক প্রবীণদের সমস্যা খ প্রবীণ কল্যাণ
গ প্রবীণদের চিকিৎসা ঘ প্রবীণদের আবাসন — **খ**

৫৯. বাংলাদেশের প্রবীণদের কল্যাণে কোন সংগঠন গঠন করা হয়েছে? [জ্ঞান] */মমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ/*
ক প্রবীণ কল্যাণ সংস্থা
খ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংস্থা
গ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ
ঘ বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ — **ঘ**

http://teachingbd.com

৬০. প্রবীণদের সমস্যা মোকাবিলায় কোন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়? [অনুধাবন]
ক থেরাপি খ পরামর্শ সেবা
গ হস্তক্ষেপ ঘ মোটিভেশন **খ**

৬১. প্রবীণ হিতৈষী সংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে— [অনুধাবন] */চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর/*
i. প্রবীণদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা
ii. বার্ধক্যের কারণ ও ধরন নিয়ে গবেষণা
iii. প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৬২. প্রবীণদের কল্যাণে পরিচালিত কর্মসূচি হলো— [অনুধাবন] */বাংলাদেশ নৌ বাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা/*
i. অবসর ভাতা প্রদান
ii. বৃদ্ধ নিবাস পরিচালনা
iii. একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬৩. কাউন্সিলিং প্রবীণদের মধ্যে— [অনুধাবন]
i. সমস্যা মোকাবিলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
ii. পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ করে
iii. আত্মবিশ্বাস জোরদার করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ইউসেপ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৬৪. ইউসেপ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান] */আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা/*
ক ১৯৬৯ খ ১৯৭০
গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৪ **গ**

৬৫. ইউসেপ বাংলাদেশ EFS সেল গঠন করেছে কেন? [জ্ঞান] */সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা/*
ক চাকরির বাজার সৃষ্টির জন্য
খ ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য
গ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে
ঘ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে **ক**

৬৬. কোন প্রতিষ্ঠানটি অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু তথা কিশোর-কিশোরীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] */চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/*
ক ব্র্যাক খ প্রশিকা
গ ইউসেপ ঘ গ্রামীণ ব্যাংক **গ**

৬৭. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইউসেপ কত সালে সর্বপ্রথম কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭৫ সালে খ ১৯৮০ সালে
গ ১৯৮৩ সালে ঘ ১৯৮৫ সালে **গ**

৬৮. সমাজসেবা অর্ডিন্যান্স এর অধীনে কোন এনজিও নিবন্ধন লাভ করে? [জ্ঞান]
ক ব্র্যাক খ ইউসেপ
গ প্রশিকা ঘ গ্রামীণ ব্যাংক **খ**

৬৯. ইউসেপে কত বছরের মেয়েদের ভর্তি করানো হয়? [জ্ঞান]
ক ৫ বছরের বেশি খ ১০ বছরের বেশি
গ ১২ বছরের বেশি ঘ ১৫ বছরের বেশি **খ**

৭০. ইউসেপ বাংলাদেশ কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের লক্ষ্যে কত সালে একটি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৮৫ সালে খ ১৯৮৭ সালে
গ ১৯৯০ সালে ঘ ১৯৯২ সালে **গ**

৭১. সুজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সন্তান। সে 'অরিত্র' সমাজকল্যাণ সংস্থা পরিচালিত স্কুলে পড়াশোনা করে। এ স্কুলের সাথে মিল রয়েছে- [জ্ঞান] */সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ/*
ক ইউনিসেফ এর খ ইউসেপ এর
গ ব্র্যাক এর ঘ গ্রামীণ ব্যাংক এর **খ**

৭২. ইউসেপ যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]
i. শ্রমজীবী শিশুদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা
ii. নগর দরিদ্রদের ক্ষমতা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করা
iii. মৌল মানবিক অধিকার পূরণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৭৩. UCEP Bangladesh এর প্রধান কর্মসূচি হলো— [অনুধাবন]
i. শহুরে দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার পূরণ
ii. শিশু অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম
iii. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৪. ইউসেপ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে তা হলো— [অনুধাবন]
i. Job Sceker's list তৈরি করা
ii. Employer's list তৈরি করা
iii. Job Hunting year পালন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৭৫. ইউসেপ বাংলাদেশ এর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে শহুরে দরিদ্রদের নির্ধারণ করার অন্যতম কারণ হচ্ছে— [অনুধাবন] */ঢাকা কলেজ/*
i. জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার নিমিত্তে
ii. শহরের শ্রেণিকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য
iii. মৌলিক অধিকার পূরণে সামর্থ্য অর্জনের নিমিত্তে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৭৬ ও ৭৭ প্রশ্নের উত্তর দাও:
শাকিল আহম্মেদ সম্প্রতি শিশু অধিকার নিয়ে গবেষণা করে বিদেশি সংস্থা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। তার গবেষণার মূল বিষয় ছিল কীভাবে বঞ্চিত শিশুদের জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে শিশুশ্রম ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন করা যায়।

৭৬. শাকিল আহমেদের গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে? [প্রয়োগ]
ক ব্র্যাক খ ইউসেপ
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ ইউনিসেফ **খ**

৭৭. উক্ত সংস্থাটির কার্যক্রমের মাধ্যমে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে
ii. দেশে বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস পাবে
iii. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

http://teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৮: বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রশ্ন ▶১ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যদানকারী একটি সংস্থা, ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে গঠন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন— কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১০]

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটির উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটির ভূমিকা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprevileged Children's Educational Programme।

খ ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য হলো— শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটি হলো ইউএনডিপি (UNDP)।

বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের যে অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করছে ইউএনডিপি তার অন্যতম। এর পূর্ণ রূপ United Nations Development Programme।

ইউএনডিপি টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এজন্য ৬টি অগ্রাধিকার মূলক ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সামর্থ্য গড়ে তোলা সংস্থাটির উদ্দেশ্য।

ইউএনডিপি বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করা। সেইসাথে সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (Sustainable Development Goals) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করছে। যে সব দেশের শাসনকাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেসব দেশের গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহায়তা ও পরিবেশের উন্নয়নেও সংস্থাটি ভূমিকা রাখে। ইউএনডিপি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ; নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি; এবং বেকার যুবক-যুব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটি হলো ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে UNDP বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশের দারিদ্র্য হ্রাস, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ জাতিসংঘের SDG-২০৩০ অর্জনে UNDP এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দীপকেও বাংলাদেশের উন্নয়নে ইউএনডিপির বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইউএনডিপি বাংলাদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, শাসনব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে নির্বাচন কমিশনের উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন, সংসদ ও বিচারবিভাগের সংস্কার সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে আছে- পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা; উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প; বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প; ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প প্রভৃতি। দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে চারটি বিষয়কে সামনে রেখে ইউএনডিপি কাজ করছে। এগুলো হলো- স্থানীয় মালিকানা, দক্ষতার উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। এছাড়া পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি জ্বালানি ও পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ইউএনডিপি মন্ট্রিল প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এর বাইরে ইউএনডিপি বাংলাদেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে দুটি প্রকল্প চলছে, একটি CDMP-2 অন্যটি Humanitarian Response Team। এছাড়া ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার আদিবাসী ও বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও আস্থা অর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএনডিপি এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে কারণে দেশের বিপন্ন মানুষের কল্যাণে সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶২ ১৯৭২ সাল থেকে একটি সংস্থা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে আসছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া এটি মানবসম্পদ উন্নয়নেও অন্যান্য ভূমিকা রাখছে। *[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মানবতা, পক্ষপাতহীনতা নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা কোন সংস্থার মূলনীতি? ১

খ. ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম "লিঙ্গ সমতা আনয়ন" বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষত্ব কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

Teachingbd24.com

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূলনীতি।

খ "লিঙ্গ সমতা আনয়ন" ওয়ার্ল্ড ভিশনের একটি নারী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

লিঙ্গ সমতা আনয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হলো লিঙ্গ বৈষম্য বা নারী পুরুষের অসমতা কমিয়ে আনা। এজন্য প্রতিষ্ঠানটি সমতাভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা গড়ে তুলতেও 'ওয়ার্ল্ড ভিশন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রতিষ্ঠানটি এজন্য নারীদের বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ ঋণ প্রদান করছে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান UNDP-এর বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষত্ব হলো বাংলাদেশে এই কার্যক্রমগুলো শুধুমাত্র UNDP-ই পরিচালনা করে। যা এদেশের গণতন্ত্র, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে যে সকল সংস্থা কাজ করছে তার মধ্যে UNDP-এর কার্যক্রম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সংস্থাটি এদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদানে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি এদেশের বিচারব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য ২০১২ সালে বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প চালু করে যা ২০১৪ সাল পর্যন্ত চলে। এ প্রকল্পটি UNDP-এর অর্থায়নেই বাস্তবায়িত হয়। আবার এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সাথে UNDP যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সংস্থাটি এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নেও কাজ করছে।

উদ্দীপকেও UNDP-এর এই কার্যক্রমগুলো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর এদেশে কাজ করছে এরকম বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে UNDP-ই এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে। ফলে এদেশের গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এটিই উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত UNDP-এর বিবৃত কার্যক্রমের বিশেষ দিক।

ঘ আমি মনে করি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ UNDP যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে যেসব সংস্থা কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে UNDP অন্যতম। এটি ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে এদেশে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে আসছে। আর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত ও ফলপ্রসূ করতে সংস্থাটি গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করেছে। এর মাধ্যমে সংস্থাটি এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে নির্বাচন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে। যেমন এ লক্ষ্যপূরণে সংস্থাটি পুলিশের সেবাকে জনকল্যাণমুখী করতে পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম চালু করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের দারপ্রান্তে পৌছে দিতে এটি উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আবার, বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এ সংস্থার আওতায় বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করতে ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের সাথে UNDP যৌথভাবে কাজ করে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি মজবুত হয়েছে। যার ফলে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ সহজে তাদের অধিকার আদায় ও চাহিদা পূরণ করতে পারছে।

উদ্দীপকে একটি সংস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি ১৯৭২ সাল থেকে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে যা UNDP কে নির্দেশ করে। আর UNDP গৃহীত কার্যক্রমগুলো এদেশের উন্নয়নকে সুসংহত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুসংহত করতে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ UNDP পরিচালিত কার্যক্রমগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶৩ জামাল সন্দীপে বেড়াতে গিয়ে বেশ কিছু সুউচ্চ চার-তলা বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে অবাক হয়। অনুসন্ধানে সে জানতে পারে এসব ইমারত দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে মাইকিং করলে দুর্গত এলাকার জনগণ ঐ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করে। সংস্থাটি প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে।

[ঢা. রা. কু. সি. য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. UNDP এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন সংস্থার কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে? নিরূপণ করো। ৩
ঘ. দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে উক্ত সংস্থার আরও যেসব ভূমিকা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNDP এর পূর্ণরূপ হলো— United Nations Development Programme।

খ আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বহুবিধ দুর্যোগ এ দেশে আঘাত হানে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে রেডক্রিসেন্ট সমিতি নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চল সন্দীপে একটি বিশেষ সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীদের কার্যক্রমের কথা উল্লিখিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে মাইকিং করলে দুর্গত এলাকার জনগণ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেয়। সংস্থাটি আশ্রয়প্রার্থীদেরকে জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। এই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সংস্থাটি আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতি। বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় এই সংস্থাটি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করা, ঝড়ের সময় জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং তাদের মাঝে নানারকম ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত কার্যক্রম। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সাফল্যের সাথে মানবকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে।

ঘ বাংলাদেশে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সমিতির দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রদান এবং আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকারীদেরকে সহায়তা প্রদানের উল্লেখ রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম আরও বিস্তৃত। তাদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবং (২) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতি যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি ৩৩টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশের দুর্গত মানুষের কল্যাণে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৯৮৮, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় লোকজনের জন্য এ সংস্থা ১৯৮৬ সালে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে। এছাড়া ১৯৭৯ সালে কক্সবাজারে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করে। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে বলা যায়, দুর্যোগআক্রান্ত মানুষের কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ▶৪ আইএস নামক একটি উগ্র মৌলবাদী সংগঠন বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী ও শিশুদের উঠিয়ে নিয়ে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার কাউকে কাউকে মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহার করছে। আর্তমানবতার জন্য সেবাদানকারী একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে নারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির নীতি হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা। সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য, স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে তারা হাজির হয় নিঃস্বার্থভাবে। *[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কাদের নিয়ে কাজ করে? ১

খ. ইউনিসেফের দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে সাহায্যকারী কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি ছাড়াও আর কী নীতি আছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে কাজ করতে পারে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের নিয়ে কাজ করে।

খ ইউনিসেফের দুটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো— শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

গ উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কথা বলা হয়েছে।

বিশ্বে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করে। এর মূলনীতি হলো মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সার্বজনীনতা। একতা ও স্বেচ্ছামূলক প্রভৃতি। এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে হাজির হয়। মূলত বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। উদ্দীপকে নারী ও শিশুদের প্রতি জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস-এর অন্যায়-অত্যাচারের প্রেক্ষিতেও এই সংস্থাটি কাজ করে চলেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে আইএস নামক উগ্র মৌলবাদী সংগঠন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে শিশু ও নারীদেরকে অপহরণ করে তাদেরকে অত্যাচার করছে। নারীদেরকে তারা যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার বন্দিদের জন্য মুক্তিপণও আদায় করছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী একটি প্রতিষ্ঠান সোচ্চার হয়েছে যার মূলনীতিই হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা।

প্রতিষ্ঠানটির এই নীতিগুলো উপরে বর্ণিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কথা বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনটি নীতি ছাড়াও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির আরও কিছু নীতি রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বের অসহায়, দুস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ সকল নীতির মধ্যে মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতার নীতির উল্লেখ আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে মোট সাতটি নীতি অনুসরণ করে থাকে। উদ্দীপকে উল্লিখিত তিনটি নীতির সাথে যে সকল নীতি রয়েছে সেগুলো হলো— স্বাধীনতা, সর্বজনীনতা, একতা ও স্বেচ্ছামূলক। এই সকল নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করে চলেছে। নীতিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বের অসহায়, নিপীড়িত ও দুস্থ মানুষদের কল্যাণ সাধনের ওপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। এজন্যই মানবতা, পক্ষপাতহীনতা ও নিরপেক্ষতার নীতিতে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে। তাছাড়া সংস্থাটি স্বাধীনতা, সর্বজনীনতা ও ঐক্যের নীতিতে বিশ্বাসী। এই নীতিগুলোর আলোকে প্রতিষ্ঠানটি স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বেই অসহায় ও ভাগ্যাহত মানুষের সেবা করছে।

পরিশেষে বলা যায়, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিগুলো ছাড়াও উপরে বর্ণিত নীতির মাধ্যমে সারাবিশ্বে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৫ জালাল হোসেন একটি মানবকল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুর খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কাজ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ প্রতিষ্ঠানটি তাদের সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। *[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৭; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ইউসেপ-এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. রেডক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ কী? ২

গ. উদ্দীপকে জালাল হোসেন কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউসেফের প্রতিষ্ঠাতার নাম লিন্ডসে অ্যালান চেইনি।

খ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মূল কাজ হলো সারাবিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থা। অসহায়, দুস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের উন্নয়নে সংস্থাটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচি প্রভৃতির আয়োজন করে। সর্বজনীনতা, একতা, পক্ষপাতহীনতা, মানবতা প্রভৃতি মূলনীতির ভিত্তিতে সংস্থাটি এ সকল কর্মসূচি পালন করে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে জালাল হোসেন জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফ-এ কর্মরত।

আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংস্থাটি জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে শিশুকল্যাণে নানা কর্মসূচি পরিচালনা করে। উদ্দীপকের বর্ণনায় এই প্রতিষ্ঠানটিরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের জালাল সাহেব জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত একটি মানবকল্যাণধর্মী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য কাজ করে। এ থেকেই বোঝা যায়, প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ, যেটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুকল্যাণে তাদের সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ইউনিসেফের কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠানটি শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু ও মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, তাদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম, মা ও শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের জালাল হোসেনের প্রতিষ্ঠানও এ কাজগুলোই পরিচালনা করছে। তাই বলা যায়, জালাল হোসেন ইউনিসেফ এ কর্মরত।

ঘ বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময় থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে—স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাছাড়া ইউনিসেফের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যক্রম, জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি। উদ্দীপকের জালাল হোসেনও একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যা শিশুদের খাদ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে। এতে বোঝা যায় তার প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিসেফ যা উপরে বর্ণিতভাবে এদেশে শিশু কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রশ্ন ▶৬ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় 'আইলার' খবর শুনে ঢাকা থেকে গ্রামে গিয়ে সুমন দেখল একটি বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান দুর্গত লোকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে, প্রয়োজনে রক্ত সরবরাহ করছে এবং জরুরি ভিত্তিতে অন্ন, বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। আশ্রয়হীনদের জন্য অস্থায়ী ও স্থায়ী গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করছে।

[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. ১৬ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ডভিশন কার্যক্রম শুরু করে কখন? ১

খ. UNDP কেন গঠন করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আইলাবিধ্বস্ত এলাকার মানুষের জন্য কোন বেসরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে উক্ত সংস্থার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭২ সালে।

খ বিশ্বের বিভিন্ন স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) গঠন করা হয়।

UNDP অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের দারিদ্র্য হ্রাস, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন সংকট প্রতিরোধে সহায়তা করা এ সংগঠনটির উদ্দেশ্য। এ জন্য UNDP আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ৩নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৭ সুষমা এবং সুরমা দুজন সমাজকর্মী। আর্তমানবতার সেবায় নিজ এলাকায় তারা প্রতিভা নামের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে বিভিন্ন হাসপাতালে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য পৌঁছে দেয়। এছাড়া উপকূলীয় এলাকার জনগণ যাতে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারে সে সম্পর্কেও জনসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। সংগঠনটি দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কাজেও অংশগ্রহণ করে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতার নাম লিখ। ১

খ. সেভ দ্যা চিলড্রেনের জরুরি সাহায্য কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'প্রতিভা' সংগঠনটির কাজের সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশের রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সুষমা ও সুরমা অনুসৃত পাঠটি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে— তুমি কি বক্তব্যটিকে সমর্থন করো? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন হেনরি ডুনান্ট।

খ দুর্যোগকালীন বা পরবর্তীতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সাহায্যের জন্য সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রস্তুত থাকে।

যখন কোনো দুর্যোগ ঘটে তখন বা পরবর্তী সময়ে সেভ দ্যা চিলড্রেন এর দুর্যোগ ও ত্রাণ বিভাগ শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, জীবন রক্ষাকারী উপকরণ নিয়ে হাজির হয়। এছাড়া চলমান কোনো জরুরি অবস্থায় শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে থাকে।

গ 'প্রতিভা' সংগঠনটির সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির রক্তদান এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় তৎপরতা এ কর্মসূচি দুটির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'প্রতিভা' নামক সংগঠনটি মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে এলাকার সাধারণ মানুষের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে হাসপাতালে সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে এ ধরনের কাজ লক্ষ করা যায়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' এ স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রক্ত সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করছে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। এছাড়া প্রতিভা সংগঠনটির প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা

Teachingbd24.com

সংক্রান্ত কাজের সাথেও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে সোসাইটি দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের উপকূলবাসীকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করতে পূর্বাভাস প্রদান, নিরাপদ স্থানান্তর, উদ্ধার তৎপরতা, চিকিৎসা প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বন্যা বা অন্যান্য দুর্যোগেও এ সংগঠনটির রয়েছে নানামুখী মানবতাধর্মী কার্যক্রম। সুতরাং বলা যায়, কার্যক্রমগত দিক দিয়ে উভয় সংগঠনের সাথে বেশকিছু সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যেসব আদর্শ, মূলনীতি অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা সমাজকর্ম অনুসৃত নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমি সমর্থন করি।

প্রতিভা সংগঠনের সাথে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমগত মিল থাকায় সুষমা ও সুরমা অনুসৃত ব্যক্তি, দল, সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের এখানে যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ সংগঠনটি দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে সবচেয়ে বেশি। তাই দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে দলীয় কাজ করলে টার্গেট গ্রুপ বেশি উপকৃত হতে পারে। আবার সমষ্টি উন্নয়নেও সংগঠনটির কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সমষ্টিকেন্দ্রিক সতর্কতা, উদ্ধার তৎপরতা বা ত্রাণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে সংগঠনটি। এক্ষেত্রে সমষ্টি সমাজকর্ম প্রয়োগ করে জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সংগঠনের সাহায্যে তাদের অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো যায়। আবার রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অনেক জনসচেতনামূলক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে থাকে যা সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রমের আওতায় পড়ে। রক্তদান কর্মসূচির সফলতার জন্য সমাজকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করা যায়। আবার যুব রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির মানবতাধর্মী পক্ষপাতহীন স্বাধীন কর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৮ মিনা কার্টুন বর্তমান বাংলাদেশে সচেতনতা সৃষ্টিকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি কর্মসূচি। তাই অজিত রায় নামের একজন সচেতন যুবক গ্রামের অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে মিনা কার্টুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এলাকাবাসী শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, নারী-পুরুষ সমঅধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেল। অজিত রায় শুধু এই বিষয়টিই নয়, বাংলাদেশের অসহায় শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং নারী শিক্ষা প্রসারেও কাজ করছেন। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কে 'সেভ দ্যা চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. শিশুর জন্ম নিবন্ধনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় কেন? ২

গ. অজিত রায়ের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম কি শুধু উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সেভ দ্যা চিলড্রেন' প্রতিষ্ঠা করেন ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Eglantyne Jebb।

খ প্রতিটি সন্তান যেন তার পিতা-মাতার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে এ জন্য জন্ম নিবন্ধনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

পরিচয় একটি শিশুকে তার সকল অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। জন্ম নিবন্ধনের মাধ্যমে শিশুর সেই পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। এজন্য জন্ম নিবন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ অজিত রায়ের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউনিসেফ-এর কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে।

জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী সংস্থা ইউনিসেফ মা ও শিশু কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ইউনিসেফ পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হলো এই মিনা ইনিশিয়েটিভ। নারীর ক্ষমতায়ন ও তাদের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে পুরুষের পাশাপাশি তাদের সম-অধিকার নিশ্চিত করা মিনা ইনিশিয়েটিভের লক্ষ্য। এর মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত বঞ্চনাকে কার্টুন, ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে তুলে ধরে তা প্রতিরোধ, প্রতিকার বা উন্নয়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

উদ্দীপকের অজিত রায় নারী-পুরুষের সমতা বিধানের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনতে এলাকায় যে সচেতনতামূলক কার্টুন চিত্র প্রদর্শন করেছেন তা ইউনিসেফ প্রবর্তিত কর্মসূচি মিনা ইনেশিয়েটিভ কর্মসূচিকে নির্দেশ করছে। এছাড়া অজিত রায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে কর্মসূচি প্রবর্তন করেছেন তা ইউনিসেফের শিক্ষা কার্যক্রমকে নির্দেশ করে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে ইউনিসেফ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করছে।

সুতরাং বলা যায়, অজিত রায়ের সচেতনতামূলক সেবাধর্মী কার্যক্রম জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফের কার্যক্রমকেই নির্দেশ করছে।

ঘ ইউনিসেফের কার্যক্রম শুধু শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তা আরো অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত।

ইউনিসেফ বিশ্বের ১৬১টি দেশে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উন্নয়শীল ও অনুন্নত দেশের শিশুদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিকার ও প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় সংস্থাটি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান, দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ নানা ধরনের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে মহিলাদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধপরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছে ইউনিসেফ। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশুর জন্ম পরিচয়কে নিশ্চিত করার জন্য জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম, মাতৃমৃত্যু হ্রাসকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে ইউনিসেফ। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করছে।

উপরের আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, ইউনিসেফ শিশুদের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶৯ আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মী মি. লিটন কাজের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে বেড়ায়। সংস্থাটি যেখানেই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প বা যুদ্ধের কারণে মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় সেখানেই ত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়। *[লিটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. ইউনিসেফ সংস্থার ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সংস্থার কর্মসূচি আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত কর্মসূচিগুলোতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখাও। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন নাগরিক Dr, Bob Pierce।

খ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) ১৯৪৬ সালে ১১ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে।

ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে নিযুক্ত একজন নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৯১টি দেশ ইউনিসেফের সদস্য।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি আর্তমানবতার সেবায় সারাবিশ্বে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সারা বিশ্বের অসহায়, দুস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। এ ছাড়া যুদ্ধ আক্রান্ত দেশগুলোতে আহত লোকজনদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। উক্ত দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

বিশ্বে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বব্যাপী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানটির মূলনীতিই হলো মানবতা, নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতা। এই নীতি অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বেই জরুরি ত্রাণ সাহায্য ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে হাজির হয়। মূলত বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত, অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে কাজ করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। উদ্দীপকেও প্রতিষ্ঠানটির এ সকল কর্মকাণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ত্রাণ ও সাহায্য কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শিক্ষা, পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। বিভিন্ন দুর্যোগের ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখানো যায়। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে ব্যক্তির ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে আত্মনির্ভরশীল ও কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ দেখানো যায়। অন্যদিকে দুর্যোগ, খাদ্য সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন সমাজকর্মের প্রয়োগ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেট সোসাইটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সমষ্টির ত্রাণ ও সাহায্য পৌঁছানোর জন্য সমষ্টি সংগঠন ও উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। আবার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মের প্রয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষা ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে দল সমাজকর্ম সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ করা যায়। উক্ত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কাজ করতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১০ নাঈমুদ্দীন সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। সংস্থাটির সদর দপ্তর নিউইয়র্কে। সংস্থাটি শিশুদের নিয়ে কাজ করে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে সংস্থাটি লেখাপড়ার সরঞ্জাম সরবরাহ করে, রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান করে, মেয়েদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে শিশুরা রোগমুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. MDG-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ওয়াল্ড ভিশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সংস্থাটিকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের ভিত্তি বলা হয়— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক MDG-এর পূর্ণরূপ হলো Millenium Development Goals.

খ পৃথিবী জুড়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে নিবেদিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম ওয়ার্ল্ড ভিশন।

১৯৫০ সালে কোরীয় যুদ্ধের পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মার্কিন নাগরিক Dr. Bob Pierce ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বিশ্বের শতাধিক দেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটি শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ।

তুলির বাবার চাকরিরত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। এছাড়া সংস্থাটি শিশুদের পুষ্টিসাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশু ও মায়েদের কল্যাণ, দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কাজ করে। এ সকল কার্যক্রম ইউনিসেফের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়। কারণ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষকরে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে এ সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ করার মতো। যেসব লক্ষ্য নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করে তার মধ্যে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ করা; স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা; মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা; শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইউনিসেফ যুদ্ধাহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে। এসব কারণেই ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়।

ঘ বাংলাদেশে শিশুকল্যাণে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী সময় থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে—স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর

Teachingbd24.com

খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাছাড়া ইউনিসেফের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম, এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য কার্যক্রম, জন্ম নিবন্ধন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইরাকে মার্কিন হামলায় হাজার হাজার বেসামরিক লোক নিহত হয়। এতিম হয় হাজার হাজার শিশু। যুদ্ধবিধ্বস্ত শিশু ও আহতদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। অবশ্য যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকেই এক সময় জন্ম হয়েছিল আন্তর্জাতিক সংস্থাটির। জেনেভা সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করার পর এটি আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. N.G.O-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? সংস্থাটির পরিচয় তুলে ধর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সংস্থার কার্যক্রম লিখ। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক N.G.O-এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization.

খ আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ উল্লিখিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। মানবতা, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, সর্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বেচ্ছামূলক এই নীতি বা আদর্শের আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে।

১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডুনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জন্মলাভ করে। বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ এবং দুর্গত মানুষের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' এই স্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্তমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি দুর্যোগময় মুহূর্তে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কতগুলো নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করে । এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে। উদ্বাস্তু, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতির ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমে সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর শিশুদের উপযোগী করে বিশ্বকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিশু শ্রম, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি কাজ করে আসছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এসব কাজে সহযোগিতা করছে। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. NGO এর পূর্ণরূপ লিখো। ১

খ. বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ হলো— Non Government Organization।

খ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে দরিদ্রদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী করাকে বোঝায়।

সমাজসেবা কার্যক্রমের মধ্যে শহর ও গ্রামীণ এলাকার দরিদ্রদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ অন্যতম। এ ধরনের প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বাঁশ ও বেতের কাজ, উল বুনন, পাটের কাজ, কার্পেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, সাইকেল ও রিকশা মেরামত প্রভৃতি। এসকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সহজেই জীবিকা নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কাজ পাওয়া সম্ভব। এর ফলে দরিদ্ররা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি হলো ইউনিসেফ।

এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে। জাতিসংঘের যেসব বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিকভাবে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, ইউনিসেফ তাদের মধ্যে অন্যতম। এটি জাতিসংঘের একক সংস্থা, যা শুধু শিশুদের নিয়ে কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহের জন্য ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ গঠিত হয়। ইউনিসেফের মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের স্বাস্থ্য এবং কল্যাণমূলক কাজে সাহায্যদান। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত শিশুদের জন্য ত্রাণসামগ্রী সরবরাহ ও বণ্টন করে থাকে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকেও দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্ব অসহায় শিশুদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়। এছাড়াও বাংলাদেশেও এ প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, শিশুশ্রম ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন কাজ করে। যা জাতিসংঘের ইউনিসেফ কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইউনিসেফ এর কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইউসেফের কার্যক্রম অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিসেফ দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের রক্ষা, তাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশেও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিশেষ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যু হার বেড়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সময় থেকে শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুহার রোধ এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইউনিসেফ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটি এদেশের বিভিন্ন স্থানে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ কার্যক্রমসহ টিকা, ইনজেকশন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার-প্রচারাণামূলক কাজ করে থাকে। এদেশের পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান এবং WHO এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ এ দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা হার বৃদ্ধিতে কাজ করে থাকে। ইউনিসেফ নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। এভাবে বিশ্বব্যাপী অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা, তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

সুতরাং বলা যায়, শিশু কল্যাণে ইউনিসেফের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব সাব্বির রহমান একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরি করেন। তার সংস্থাটি শিশুদের সুস্থ, নিরাপদ, পারিবারিক ও মানসিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং নারীদের অধিকার সংরক্ষণে কাজ করে। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার সংস্থাটির কাজ করে।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ২টি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জনাব সাব্বির রহমান কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত? তার পরিচয় নিরূপণ করো। ৩

ঘ. বিশ্ব শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষা উক্ত সংস্থার কার্যক্রমের সফলতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন Eglantyne Jebd।

খ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি হলো বিশ্বে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এর ২টি কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো-

১. ত্রাণ ও সাহায্য : বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে।

২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম : চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যস্থার উন্নয়নে এটি কর্মসূচি পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

গ উদ্দীপকের জনাব সাব্বির রহমান যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত তা হলো ইউনিসেফ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ-এর জন্ম। শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইউনিসেফ আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটি বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে। এর পাশাপাশি সংস্থাটি নারীশিক্ষা, নারীর ক্ষমতায় এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকের সংস্থাটি নিরাপদ, সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা এবং শিশু ও নারী অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ওপর এটি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। এ সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে ইউনিসেফের কার্যক্রমের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, জনাব সাব্বির রহমান আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফে কর্মরত আছে।

ঘ বিশ্ব শিশু ও নারীদের অধিকার রক্ষায় উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিসেফ অনেকটা সফল।

সাধারণভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পাওয়া শিশুর অধিকার। যেমন- ক্ষুধার্ত শিশুর খাবার পাওয়ার অধিকার, অসুস্থ শিশুর চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার, অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা ও এগিয়ে যাওয়ার অধিকার। শিশুর এসব অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইউনিসেফ কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত কর্মসূচির কল্যাণে শিশুরা অপুষ্টিজনিত অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে এবং শিশু মৃত্যুহার কমেছে। এ সংস্থার শিক্ষামূলক কর্মসূচির ফলে শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশু ঝরে পড়ার হার কমেছে।

সংস্থাটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সহয়তা প্রদান করে থাকে। নারীদের কমংস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্থাটি তাদেরকে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর ফলে নারীরা আত্মর্ভিরশীল হচ্ছে এবং দেশের আর্থ-সমাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিশু ও নারী অধিকার রক্ষায় ইউনিসেফ অনেকটা সফলতা পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'মিনা কার্টুন' বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত সচেতনতা সৃষ্টিকারী সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। তাই মাসুদ নামের একজন সচেতন যুবক গ্রামের অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ যাদের মধ্যে ছেলেমেয়ের অধিকার নিয়ে ভ্রান্তমত প্রচলিত আছে তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে মিনা কার্টুন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলেন। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে এলাকাবাসী শিশুশিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, নারী-পুরুষের সম-অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেল। মাসুদ শুধু এ বিষয়টিই নয়, বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, অসহায় শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং নারী শিক্ষা প্রসারেও কাজ করছেন।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়? ১

খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাসুদের কার্যক্রম বাংলাদেশে কর্মরত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম কি শুধু উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ার্ল্ড ভিশন খ্রিস্ট ধর্মীয় ভাবাদর্শে পরিচালিত হয়।

Teachingbd24.com

খ আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়।
আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের স্লোগান। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দুর্দশা দেখে একজন মানব দরদি ব্যক্তিত্ব সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে মানবকল্যাণে ও দুর্গত মানুষের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. ইউএনডিপি (UNDP) কী? ১
খ. সেভ দ্যা চিলড্রেন এর মূল লক্ষ্য কী বুঝিয়ে লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংগঠনটি কোন ধরনের সংগঠন- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্ত-মানবতার সেবায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউএনডিপি (UNDP) হলো জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা যা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি নামে পরিচিত।

খ সেভ দ্যা চিলড্রেন এর মূল লক্ষ্য হলো শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধন করা।
সেভ দ্যা চিলড্রেন বিশ্বব্যাপী শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। এ উদ্দেশ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে শিশুদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, জরুরি সাহায্য প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০১৪ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১২০টি দেশের ৫০ মিলিয়ন শিশুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করেছে।

গ সৃজনশীল ১১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রাইসার বাবা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র) শহরে চাকরি করেন। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী শিশুদের পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মৌলিক শিক্ষা, পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। রাইসার বাবা গত বছর বাংলাদেশে এসে সংস্থাটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে গেছেন।

[জানকি মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১০]

ক. কত সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটিকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. শিশুদের কল্যাণে উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটির কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ- পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৬৩ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যে সংগঠন গড়ে ওঠে তাকে আন্তর্জাতিক সংগঠন বলে।

মানবজাতিকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে অন্যতম হলো– ফাও, ইউনিসেফ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, অক্সফাম, ইউএনডিপি প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ।
তুলির বাবার চাকরিরত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। এছাড়া সংস্থাটি শিশুদের পুষ্টিসাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, শিশুদের মায়েদের কল্যাণ, দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ প্রভৃতি কাজ করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম ইউনিসেফের কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশু কল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়। কারণ ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনিসেফ বিশ্বের অসহায় শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে এ সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ করার মতো। যেসব লক্ষ্য নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করে তার মধ্যে শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ করা; স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা; মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা; বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা ও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা; প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা; শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ইউনিসেফ যুদ্ধাহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে। এসব কারণেই ইউনিসেফকে বিশ্বব্যাপী শিশুকল্যাণের স্থায়ী ভিত্তি বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত শিশুদের কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থাটি হচ্ছে ইউনিসেফ। ইউনিসেফের মতো একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য আর্ন্তজাতিক সংস্থাও কাজ করে, যার মাঝে আছে সেভ দ্যা চিলড্রেন। এ সংস্থার পরিচালিত কার্যক্রমও ইউনিসেফের মতো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
ইউনিসেফ-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতি করা। এক্ষেত্রে সংস্থাটি শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহ করা, স্কুলগামী শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা, ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা করা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, শিশুদের এইচআইভি বা এইডস-এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউনিসেফ-এর এসব কার্যক্রমের সাথে সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর কার্যক্রমের মিল রয়েছে।
সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের কল্যাণের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, শিশুদের স্বাস্থ্যসেবাসহ পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, HIV/AIDS আক্রান্ত শিশু বা AIDS-এ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা, জরুরি অবস্থায় শিশুদের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান, শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা অন্যতম। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু পাচার, শিশুর অপব্যবহার, শিশু শোষণ বন্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি পুষ্টিসম্মত খাবার প্রদান এবং এ বিষয়ে মাতাপিতাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া শিশু সুরক্ষায় মাতাপিতা, পরিবার ও শিশু লালন-পালনকারীদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করে আসছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন ৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য শৈশব শিক্ষা কর্মসূচিও পরিচালনা করে থাকে।
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত শিশু কল্যাণে নিয়োজিত ইউনিসেফ-এর পাশাপাশি সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর কার্যক্রম সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৭ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ১১]

ক. ইউনিসেফ এর প্রধান লক্ষ্য কী? ১

খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউনিসেফ-এর প্রধান লক্ষ্য হলো শিশুদের কল্যাণ।

খ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

রেড্‌ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্মের ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি পদ্ধতিগুলোই প্রয়োগ করা হয়। কারণ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে এখানেও ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমস্যার দিকে খেয়াল রেখে কাজ করা হয়। এ সংগঠনটি দলকেন্দ্রিক কার্যক্রম বেশি পরিচালনা করে। আবার সমষ্টি উন্নয়নেও এর কার্যক্রম লক্ষ করা যায়। সেই সাথে এ সংগঠন জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার-প্রচারণার সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রমেরও সহায়তা নেয়। এভাবে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে।

গ সৃজনশীল ১নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮ "রক্ত দিন জীবন বাচাঁন"- মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচাতে রক্তদানের উদ্বুদ্ধ করতে এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের শ্লোগান। যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দুর্দশা দেখে একজন মানবদরদি ব্যক্তিত্ব সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বে মানবকল্যাণে ও দুর্গত মানুষের সেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৭]

ক. ইউএনডিপি এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. সেভ দ্যা চিলড্রেন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের সংগঠন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্তমানবতার সেবায় প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইউএনডিপি-এর পূর্ণরূপ হলো– United Nations Development Programme।

খ সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু কল্যাণ ও শিশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

১৯১৯ সালে ইংল্যান্ডের সমাজসেবী ইগলেনটাইন জেব এবং তার বোন সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ার বিপ্লবের পর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছিল। সে সময় থেকে প্রতিষ্ঠানটি শিশু কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ১২০টি দেশের দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও পরিবারের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে।

গ উল্লিখিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

১৮৬৩ সালে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডুনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জন্মলাভ করে। বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ এবং দুর্গত মানুষের সেবায় প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি মুমূর্ষু রোগীদের জীবন রক্ষায় 'রক্ত দিন জীবন বাঁচান' এই শ্লোগানের মাধ্যমে জনগণকে বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। মানবতা, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, সর্বজনীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বেচ্ছামূলক এই নীতি বা আদর্শের আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্তমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

উদ্বাস্তু, অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ এ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতির ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রমের সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

প্রশ্ন ▶ ১৯ শাহানাজ পারভীন একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার একমাত্র মেয়ে তাবিয়া মিনা কার্টুন এর ভক্ত। তিনি তার মেয়েকে বলেন, মিনা কার্টুন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বিশেষ কার্যক্রমের অংশ, যেখানে নারী শিক্ষার গুরুত্ব দেখানো হয়। তাবিয়ার বাবা বলেন, "বাংলাদেশে সংস্থাটি আরও বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে।"

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ওয়ান্ড ভিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে শাহানাজ পারভীন কোন সংস্থার কোন কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে তাবিয়ার বাবার সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের পক্ষে লেখো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫০ সালে পরিত্যক্ত শিশুদের পরিচর্যার উদ্দেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

https://teachingbd24.com

খ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বলতে আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়।

অসহায়, দুঃস্থ, পীড়িত ও বিপদাপন্ন মানুষের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী হেনরি ডনান্ট নামক একজন মানবদরদি ব্যক্তির সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৮৬৩ সালে জন্মলাভ করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। আমাদের দেশে এই সংস্থা ১৯৪৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। তখন এর নাম ছিল রেডক্রস সোসাইটি। স্বাধীনতার পর এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

গ সৃজনশীল ৮নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৮নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ তুলির বাবা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দপ্তরে চাকরি করেন। সংস্থাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে। তাদের পুষ্টি সাধন, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও মায়েদের কল্যাণে দুর্যোগের সময় জরুরি ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি কাজ করে। গত বছর তুলির বাবা বাংলাদেশে এ সংস্থার কাজ তত্ত্বাবধান করে গেছেন।

[চাঁদপুর সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]

ক. "Save the Children" কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থা কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংস্থার কার্যক্রম ও ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে তুলে ধরো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানী ইগলেনটাইন জেব Save the Children প্রতিষ্ঠা করেন।

খ আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়।

আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ সৃজনশীল ৫নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত সংস্থা অর্থাৎ ইউনিসেফ সারা বিশ্বে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইউনিসেফ বিশ্বের ১৬১টি দেশে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করছে। উন্নয়শীল ও অনুন্নত দেশের শিশুদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া প্রতিকার ও প্রতিরোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া পুষ্টিহীনতা মোকাবিলায় সংস্থাটি পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞানদান, দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সামগ্রী বিতরণসহ নানা ধরনের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে মহিলাদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ইউনিসেফ নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং যুদ্ধপরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করছে ইউনিসেফ। এইচআইভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, শিশুর জন্ম নিবন্ধন, মাতৃমৃত্যু হ্রাসকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে ইউনিসেফ। এ সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অসহায়, এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদানে কাজ করছে।

উপরের আলোচনার শেষে একথা বলা যায় যে, ইউনিসেফ শিশুদের শিক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মা ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২১ একতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, মানবতা কতিপয় নীতি সামনে রেখে 'ক' সংস্থাটি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায়, নির্যাতিত ও দূর্দশাগ্রস্থ মানুষদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১০]

ক. অটিজম কী? ১

খ. গ্রামীণ ব্যাংকের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' সংস্থাটির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থাটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সংস্থাটির ন্যায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিও সমস্যা সমাধানে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অটিজম হলো শারীরিক বিকাশের অপূর্ণতার একটি ধরন।

খ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এক্ষেত্রে সংস্থাটি ভূ-স্বামী ও মহাজনদের শোষণমুক্ত হয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মস্থানের ওপর জোর দেয়। এতে করে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। মূলত এ লক্ষ্যেই সংস্থাটি জামানতবিহীন ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে।

গ উদ্দীপকে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রমকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক আবহাওয়ার কারণে বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদি বহুবিধ দুর্যোগ এ দেশে আঘাত হানে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে রেডক্রিসেন্ট সমিতি নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে ।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে একতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, মানবতা কতিপয় নীতি সামনে রেখে 'ক' সংস্থাটি গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অসহায় নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে সংস্থাটি। এই কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে সহজেই বলা যায়, সংস্থাটি আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতি। বাংলাদেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় এই সংস্থাটি অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করা, ঝড়ের সময় জনগণকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া, ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা এবং তাদের মাঝে নানারকম ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা প্রতিষ্ঠানটির নিয়মিত কার্যক্রম। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সাফল্যের সাথে মানবকল্যাণমূলক কাজ করে চলেছে।

ঘ সারা বিশ্বে দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সমিতির কার্যক্রম বহুমুখী এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

মানবতার কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য সংস্থাটির কার্যক্রমের কোনো সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নেই। যেখানেই আর্তমানবতার সেবা ও সাহায্য প্রয়োজন সেখানেই রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা: (১) জরুরি ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি এবং (২) দুর্যোগ প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতি যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি ৩৩টি কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য

Teachingbd24.com

বিতরণের ব্যবস্থা করেছিল। সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দেশের দুর্গত মানুষের কল্যাণে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৯৮৮, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় লোকজনের জন্য এ সংস্থা ১৯৮৬ সালে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে। এছাড়া ১৯৭৯ সালে কক্সবাজারে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করে। বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানটি বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজনের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

পরিশেষে বলা যায়, দুর্যোগআক্রান্ত মানুষের কল্যাণে রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রশ্ন ▶ ২২ সারা বিশ্বের শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি বহুল পরিচিত সংগঠন ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মলাভ করে। সংগঠনটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত। ১৯০টি দেশে এর কার্যক্রম জোরালোভাবে অব্যাহত রয়েছে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. সেভ দ্যা চিলড্রেন কী? ১

খ. শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংগঠনটির কার্যক্রম বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে এ বিষয়ে তোমার ধারণা বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেভ দ্যা চিলড্রেন হলো শিশুকল্যাণে নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

খ শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম বলতে শিশুদের সুরক্ষায় ইউনিসেফ কর্তৃক গৃহীত শিশুদের নিবন্ধন কার্যক্রমকে বোঝায়।

বর্তমানে ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা শাখা বাংলাদেশে শিশুদের জন্ম নিবন্ধীকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। স্থানীয় সরকার এবং মহিল ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে এই নিবন্ধন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রতিটি সন্তান যাতে তার পিতামাতার পরিচয়ে পরিচিত হতে পারে সেজন্য ইউনিসেফ এ কার্যক্রমের গুরুত্ব প্রদান করছে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংগঠনটি হলো 'ইউনিসেফ'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য করার লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালে ইউনিসেফ আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বের অসহায় শিশুদের রক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের Ecosoc (অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ) এর অধীনে এ বিশেষ সংস্থাটি সারা বিশ্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশুর কল্যাণে কাজ করে।

ইউনিসেফ মূলত যে সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে আছে- শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিশু ও মহিলাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিশু ও মহিলাদের জন্য হাসপাতাল ও সদন নির্মাণ, স্কুলগামী শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে খাদ্য প্রকল্প চালু, মা ও শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে সহায়তা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, লিঙ্গ বৈষম্য রোধকল্পে সহায়তা, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ, শিশুদের এইচআইভি/এইডস এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। এছাড়া সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধাহত শিশুদের পুনর্বাসন ও কল্যাণে কাজ করে থাকে।

ঘ উক্ত সংগঠনটি অর্থাৎ ইউনিসেফের কার্যক্রম বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে— কথাটি যথার্থ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশে কাজ করে আসছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে খাদ্য, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, টিকা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় ইউনিসেফের গৃহীত কর্মসূচিগুলো হচ্ছে— স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি থেকে প্রতিকার ও প্রতিরোধ। আমাদের দেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করতে ইউনিসেফ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ, পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান দান এবং WHO-এর সাথে যৌথভাবে ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রেও ইউনিসেফের অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা কর্মসূচির পাশাপাশি ইউনিসেফ নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুরাতন প্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ইউনিসেফ বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ সারা বিশ্বের আর্ত-পীড়িত ও বিপন্ন মানুষের সেবা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ৭টি মূলনীতিকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম শুরু করে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. UNDP কত সালে গড়ে উঠে? ১

খ. ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির মূলনীতিগুলো আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মূল্যায়ন করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UNDP ১৯৬৫ সালে গড়ে উঠে।

খ ১৯৭৫ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন এদেশে শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রম শুরু করে।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিশু পরিচর্যামূলক কার্যক্রমের আওতায় শিশুরা খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিতা-মাতার উপার্জনের ক্ষেত্রে সহায়তা ও সমর্থন পেয়ে থাকে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অন্যান্য মানবীয় চাহিদা পূরণ এবং কৃষি ও পরিবেশগত বিষয়ে সেবা সহায়তা দেয়া হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটি হলো রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যার কিছু সুনির্দিষ্ট মূলনীতি রয়েছে।

সারা বিশ্বের অসহায়, দরিদ্র ও আর্তপীড়িত মানুষের কল্যাণার্থে রেডক্রস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় যা মুসলিম দেশগুলোতে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। কয়েকটি মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সেগুলো হলো মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সর্বজনীনতা, একতা ও স্বেচ্ছামূলক। রেড ক্রিসেন্ট মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কারো পক্ষপাতিত্বে বিশ্বাস করে না। সব সময় নিরপেক্ষভাবে ভূমিকা পালনে সচেষ্টা থাকে। প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে স্বেচ্ছামূলকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এটি একতা ও সর্বজনীন নীতিতে বিশ্বাসী। তাই একটি দেশে প্রতিষ্ঠানটির একটি মাত্র সংগঠন থাকে এবং সমাজের সকল মানুষের সমান অধিকার ও কল্যাণে কাজ করে।

উদ্দীপকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়েছে যা সারা বিশ্বের আর্তপীড়িত ও বিপন্ন মানুষের কল্যাণে কাজ করে। এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে ১৯৭২ সালে এ দেশে কাজ শুরু করে। এতে বোঝা যায় সংস্থাটি হলো রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং এটি উপরে বর্ণিত মূলনীতি অনুসারে কাজ করে।

Teachingbd24.com

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আর্তমানবতার সেবায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রেডক্রিসেন্ট সমিতি বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। জরুরি সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি তাদের খাদ্য কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে।

যুবক ও কিশোরদের মধ্যে মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য এবং তাদের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রমে যোগদানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সাল থেকে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম চলে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় একটি এতিমখানা পরিচালনা করছে। এখানে ১০০ এতিমের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনায় রেডক্রিসেন্ট সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব রাইসুল ইসলাম এম.এ. পাস করে একটি এনজিওতে চাকুরি শুরু করেছেন। রাইসুল ইসলামের ভাষ্যমতে, তার এনজিওটি একটি বিদেশি এনজিও যা কিনা উনবিংশ শতাব্দিতে ইতালির একটি ছোট্ট গ্রামে গড়ে উঠেছিল। এনজিওটি গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ছিল দুইদেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ। বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে সংস্থাটির নাম পরবর্তীতে আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. BRAC কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন এনজিওটির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এনজিওটির কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯২০ সালে।

খ ব্র্যাক এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭শে এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। ১৯৭২ সালে তার প্রতিষ্ঠিত ব্র্যাক বর্তমানে ১১টি দেশে কার্যক্রম প্রসারিত করেছে। সমাজসেবার ক্ষেত্রে অন্যান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ World Food prize সহ বহু দেশি-বিদেশি পুরস্কারে ভূসিত হয়েছেন। ২০০৯ সালে ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে নাইট (Knight) উপাধিতে সম্মানিত করেন।

গ উদ্দীপকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এর কথা বলা হয়েছে।

১৮৫৯ সালে ইতালির সলফেরিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত এক ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। সে সময় সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার জীন হ্যানরি ডুনান্ট যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় এবং তার সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্মলাভ করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। যদিও শুরুতে এর নাম ছিল আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের দাবিতে এর নাম পরিবর্তন করে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়।

উদ্দীপকের রাইসুল ইসলাম একটি NGO তে চাকুরি করেন। যা উনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উদ্দীপকের উল্লিখিত এ তথ্য এবং উপরে আলোচিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কিত তথ্যের তুলনা করে এক বাক্যে বলা যায়, উদ্দীপকের এনজিওটি সাথে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের এনজিওটি অর্থাৎ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে নানা রকম সমস্যা মোকাবিলায় বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশে ১৯৪৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে রেডক্রস সমিতির পূর্ব পাকিস্তান শাখা বাংলাদেশে জাতীয় রেডক্রস সমিতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রকর্ম হিসেবে ঘোষণার পর এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি রাখা হয়। বাংলাদেশকে সার্বিক সহায়তা প্রদানে এর ভূমিকা অন্যান্য।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগলিক আবহাওয়ার কারণে প্রতি বছর বিভিন্ন রকম দুর্যোগ এদেশে আঘাত হানে। এছাড়াও মানবসৃষ্ট নানা রকম সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি কাজ করে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রাণ ও সাহায্য প্রদান। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশের বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা ধরনের ত্রাণ সহায়তা করে থাকে। এছাড়া স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যের মান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে। সেই সাথে ন্যূনতম খাদ্য সরবরাহ, জরুরি ও সম্পূরক খাদ্য সংস্থান নামে এ সংস্থার কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৬টি মাতৃসদন হাসপাতাল, ১৫৩টি মাতৃসদনের মাধ্যমে নগর ও বস্তি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহীত হয়েছে। এছাড়া দুস্থ ও এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য বেশ কয়েকটি এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে এ পতিষ্ঠানটি। এগুলো ছাড়াও ১৯৮৭-৮৮ সালের বয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পুনর্বাসন, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৮টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি বাংলাদেশের তথা বিশ্বের আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মুমূর্ষু রোগীদের জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের অবস্থা দেখে দয়াদ্র এক ব্যক্তি এ সংস্থাটি তৈরি করেন। প্রতিষ্ঠানটি সারা বিশ্বে ব্যাপকহারে মানবকল্যাণ ও দুর্গত মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। *[ঝালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ইউনিসেফের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সংগঠনের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি সার্বিক ক্ষেত্র তুলে ধর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে।

খ ইউনিসেফের উল্লেখযোগ্য দুটি উদ্দেশ্য হলো শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠার পর বিশ্বের অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৪নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৬ ঘটনা-১ : আফিফারা ৫ বোন। ১২ বছরের আফিফা ঢাকার একটি বাড়িতে কাজ করে। প্রতিনিয়ত আফিফা সেখানে নানাধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে ছোট দুইটি বোন গ্রামের ইয়াকুব আলী নামের এক পাচারকারীর কবলে পড়েছে।

ঘটনা-২ : কৃষক হামিদ শেখের একমাত্র ছেলেকে পড়াশোনা শুরু করেও আবার ছেড়ে দিতে হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় আইলায় সর্বস্বান্ত হয়ে হামিদ শেখ এখন নিঃস্ব। তাই সন্তানদের পড়াশোনা তো দূরে থাক, খাদ্যের চাহিদাই পূরণ করতে পারছে না। তাই অপুষ্টি আর অনাহারে দিন কাটছে তাদের।

[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতীক কয়টি? ১

খ. আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-১ ও ২ এ বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনটি কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ এবং দুঃস্থ-অসহায় শিশুদের সেবা প্রদানই উক্ত সংগঠনের প্রধান কাজ নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতীক দুইটি।

খ আন্তর্জাতিক সংগঠন বলতে একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায়, যা একাধিক দেশে তার কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটায়। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা সুনির্দিষ্ট নয়। একেকটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সদস্য সংখ্যা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মানবকল্যাণমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন রয়েছে। এ সকল সংগঠন স্ব স্ব নীতিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গ ঘটনা-১ ও ২ এ বর্ণিত সমস্যা মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সংগঠন সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে।

ঘটনা-১ এ দেখা যায়, ১২ বছরের আফিফা ঢাকার একটি বাড়িতে কাজ করে। সেখানে সে প্রতিনিয়ত নানা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোট দুই বোন শিশু পাচারকারীর কবলে পড়েছে। এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে। অর্থাৎ শিশুদের বিভিন্ন কাজে অপব্যবহার, শোষণ, অবহেলা এবং সহিংসতা থেকে রক্ষা করতে সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে।

হামিদ ঘটনা-২ এ দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড় আইলার কারণে কৃষক শেখের পরিবারে খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দেখা দিয়েছে এবং তার ছেলের লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করছে। এক্ষেত্রে সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ও ত্রাণ বিতরণ, অপুষ্টি প্রতিরোধ, মাতাপিতাকে প্রশিক্ষণ দান, কৃষকদের প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা দান, সঞ্চয় ও অর্থের সংস্থানে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি কাজ করছে। সুতরাং বলা যায় ঘটনা-১ ও ২ এর সমস্যা মোকাবিলায় সেভ দ্যা চিলড্রেন সংগঠনটি কাজ করছে।

ঘ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং দুস্থ অসহায় শিশুদের সেবা প্রদান করাই উক্ত সংগঠন অর্থাৎ সেভ দ্যা চিলড্রেন এর প্রধান কাজ নয়।

সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশুদের কল্যাণে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তার মাঝে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, তাদের স্বাস্থ্যসেবাসহ পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, HIV/AIDS আক্রান্ত শিশু বা AIDS এর ঝুঁকিকে থাকা শিশুদের রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা, জরুরী অবস্থায় শিশুদের খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান, শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করা অন্যতম। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন শিশু পাচার, শিশুর অপব্যবহার, শিশু শোষণ বন্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাশাপাশি পুষ্টিসম্মত খাবার প্রদান এবং এ বিষয়ে মাতাপিতাসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। শিশু সুরক্ষায় মাতাপিতা, পরিবার ও শিশু লালন-পালনকারীদের সহায়তায় সেভ দ্যা চিলড্রেন কাজ করে আসছে। সেভ দ্যা চিলড্রেন ৪-৬ বছরের শিশুদের জন্য শৈশব শিক্ষা কর্মসূচিও পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঘটনা-১ এ ১২ বছরের আফিফা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং তার ছোট দুই বোন পাচারকারীর কবলে পড়েছে। আবার, ঘটনা-২ এ কৃষক হামিদ শেখ ও তার সন্তানরা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে। তারা খাদ্যের চাহিদা মেটাতে ও পড়াশোনা করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে সেবা প্রদান সেভ দ্যা চিলড্রেনের অন্যতম কাজ। এছাড়া সেভ দ্যা চিলড্রেন উপরে বর্ণিত অন্যান্য কাজও করে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দুর্যোগে আক্রান্ত ও অসহায় দুঃস্থ শিশুদের সেবা প্রদানই সেভ দ্যা চিলড্রেনের প্রধান কাজ নয়।

প্রশ্ন ▶২৭ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যদানকারী একটি সংস্থা ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে গঠন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৭৭টি দেশে এর কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে এই সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন— কৃষি, বনায়ন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রভৃতি বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোমেনশাহী | প্রশ্ন নং ৯]

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটির উদ্দেশ্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটির ভূমিকা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক UCEP-এর পূর্ণরূপ হলো Underprevileged Children's Educational Programme।

খ ইউনিসেফের দুটি উদ্দেশ্য হলো— শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং মা ও শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনিসেফ বিশ্বব্যাপী অসহায় শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাছাড়া মা ও শিশুদেরকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচাতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্যও ইউনিসেফ কাজ করে।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থাটি হলো ইউএনডিপি (UNDP)।

বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের যে অঙ্গসংগঠনগুলো কাজ করছে ইউএনডিপি তার অন্যতম। এর পূর্ণ রূপ United Nations Development Programme। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে এ সংস্থা গঠিত হলেও ১৯৬৬ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয়। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

ইউএনডিপি বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টেকসই জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। এছাড়া এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাস করা। সেইসাথে সংস্থাটি ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (Sustainable Development

Teachingbd24.com

Goals) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। যে সব দেশের শাসনকাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেসব দেশে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহায়তা ও পরিবেশের উন্নয়নেও সংস্থাটি ভূমিকা রাখে। ইউএনডিপি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার সংরক্ষণ; নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বেকার যুবক-যুব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বলা যায়, বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিপন্ন মানুষের কল্যাণে গঠিত সংগঠনটি হলো ইউএনডিপি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এর ভূমিকা অপরিসীম।

১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই থেকে UNDP বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশের দারিদ্র্য হ্রাস, শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ জাতিসংঘের SDG-২০৩০ অর্জনে UNDP এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউএনডিপি বাংলাদেশে বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, শাসনব্যবস্থায় গতিশীলতা আনতে নির্বাচন কমিশনের উন্নয়ন, শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন, সংসদ ও বিচারবিভাগের সংস্কার সাধনে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে আছে- পুলিশ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা; উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্প; বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্প; ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসন প্রকল্প প্রভৃতি। দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে সরকার গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে চারটি বিষয়কে সামনে রেখে ইউএনডিপি কাজ করছে। এগুলো হলো- স্থানীয় মালিকানা, দক্ষতার উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা। এছাড়া পরিবেশ ও জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থাটি জ্বালানি ও পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে ইউএনডিপি মন্ট্রিল প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এর বাইরে ইউএনডিপি বাংলাদেশে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে এক্ষেত্রে দুটি প্রকল্প চলছে, একটি CDMP-2 (Comprehensive Disaster Management Programme) অন্যটি Humanitarian Response Team। এছাড়া ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার আদিবাসী ও বাঙালিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও আস্থা অর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টায় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউএনডিপি এবং তার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যে কারণে দেশের বিপন্ন মানুষের কল্যাণে সংস্থাটির ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মিলন একটি NGOতে চাকরি নিয়েছে। যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. দারিদ্র্য হ্রাসে UNDP এর ভূমিকা লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন NGO এর কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত NGO'র মতো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপর একটি NGO এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক World Vision এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন নাগরিক ড. বব পিয়ার্স।

খ দারিদ্র্য হ্রাসে UNDP অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বৃদ্ধি এবং সরবরাহ নিশ্চিত করে দেশের উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে থাকে।

UNDP দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পাইলট প্রজেক্ট অনুদান দেয়। সেই সাথে নারীদের উন্নয়নে সরকার ও জনগণকে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সরকারের সাথে NGO-এর সমন্বয় সাধনে সহায়তা দেয়। এভাবে UNDP স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করে থাকে।

গ উদ্দীপকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর কথা বলা হয়েছে।

১৮৫৯ সালে ইতালির সলফেরিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত এক ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। সে সময় সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী স্যার জ্যা হ্যানরি ডুনান্ট যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় এবং তার সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে জন্মলাভ করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে এর নাম পরিবর্তন করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়।

উদ্দীপকের মিলন একটি NGO তে চাকরি করে, যা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতালির একটি গ্রামে দুই দেশের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে সংস্থাটির নাম আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত এ তথ্য এবং উপরে আলোচিত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সম্পর্কিত তথ্যের তুলনা করে বলা যায়, উদ্দীপকের NGO টি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত NGO রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মতো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপর একটি NGO হলো ইউনিসেফ। এই এনজিও স্বল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য বস্ত্র এবং ওষুধ সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইউনিসেফ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ উদ্দেশ্যে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কর্ম পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছে এ সংস্থাটি। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা যায়, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ব্যাপকহারে শিশু মৃত্যুহার বাড়ে। শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার রোধ ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইউনিসেফ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। যেমন শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ওষুধ সরবরাহ, সুষ্ঠু স্যানিটেশন ইত্যাদি। এমনিভাবে পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম, শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম, মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, দুর্যোগ মোকাবিলা, শিশুশ্রম প্রতিরোধসহ নানাবিধ কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করে আসছে ইউনিসেফ।

পরিশেষে তাই বলা যায়, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নে ইউনিসেফের ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

https://teachingbd24.com

★ আন্তর্জাতিক সংগঠনের ধারণা, সেভ দ্য চিলড্রেনের উদ্দেশ্য

১. বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কতিপয় সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্যপ্রণালিকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক জাতি খ সংগঠন
গ সমাজ ঘ রাষ্ট্র **খ**

২. একাধিক জাতির সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক স্থানীয় সংগঠন খ জাতীয় সংগঠন
গ আঞ্চলিক সংগঠন ঘ আন্তর্জাতিক সংগঠন **ঘ**

৩. গঠন কাঠামো ও কর্মপরিধি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন কয় প্রকার? [জ্ঞান] *[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট]*
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **ক**

৪. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কেন? [অনুধাবন] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক জাতিসংঘের ইচ্ছা বাস্তবায়নে
খ রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে
গ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে
ঘ সামাজিক ব্যবস্থার কৌশল হিসেবে **গ**

৫. কোনটি আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন? [জ্ঞান]
ক UNICEF খ IMF
গ World Bank ঘ SAARC **ক**

৬. জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪০ খ ১৯৪৫
গ ১৯৫০ ঘ ১৯৫৫ **খ**

৭. ECOSOC কী? [জ্ঞান]
ক ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর অঙ্গসংগঠন
খ ইউএনও এর অঙ্গসংগঠন
গ ওয়ার্ল্ড ভিশন এর অঙ্গসংগঠন
ঘ ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস এর অঙ্গসংগঠন **খ**

৮. SAVE THE CHILDREN কত সালে গঠিত হয়? [জ্ঞান] *[চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ]*
ক ১৬১৯ সালে খ ১৭১৯ সালে
গ ১৮১৯ সালে ঘ ১৯১৯ সালে **ঘ**

৯. Save the Children Fund কে গঠন করেন? [জ্ঞান] *[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক Jean Henri Dunant
খ Englantyne Jeeb
গ Lindsay Allan Cheyne
ঘ Dr. Bob Pierce **খ**

১০. সেভ দ্য চিলড্রেন বিশ্বের কয়টি দেশে কাজ করছে? [জ্ঞান]
ক ১১০ খ ১২১
গ ১২০ ঘ ১১৯ **গ**

১১. বাংলাদেশে সেভ দ্য চিলড্রেন কোন সাল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৪৭ খ ১৯৭০
গ ১৯৭২ ঘ ১৯৯০ **খ**

১২. বিভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত সংগঠনসমূহ যে ধরনের হয়ে থাকে— [অনুধাবন]
i. জাতীয়
ii. আঞ্চলিক
iii. আন্তর্জাতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৩. আন্তর্জাতিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন হলো- [অনুধাবন] *[সরকারি কে সি কলেজ, জিনাইদহ]*
i. International Labour Organization
ii. World Vision
iii. International Redcross
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

১৪. Save the Children কাজ করে— [অনুধাবন]
i. ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, পরিবারকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে
ii. যুব সমাজকে আর্তমানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে
iii. শিশুদেরকে দারিদ্র্যের কবল থেকে রক্ষা করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রম, সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

১৫. শিশুকল্যাণ বা শিশু অধিকার রক্ষায় কোনটি বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান? [জ্ঞান]
ক CARE খ Save the Children
গ World Vision ঘ World Bank **খ**

১৬. কোন ক্ষেত্রে সেভ দ্য চিলড্রেনের কার্যক্রম বেশি বিস্তৃত? [জ্ঞান]
ক ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত শিশুদের কল্যাণ
খ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
গ এইচআইভি/এইডস ঘ ক্ষুধা ও জীবিকা **ক**

১৭. উন্নয়নশীল বিশ্বে কী পরিমাণ Front Line Health worker প্রয়োজন? [জ্ঞান]
ক দশ লক্ষাধিক খ বারো লক্ষাধিক
গ চৌদ্দ লক্ষাধিক ঘ পনেরো লক্ষাধিক **গ**

১৮. সেভ দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিসেবা দিয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক শিশুদের নিরাপত্তা খ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
গ এইচআইভি/এইডস ঘ ক্ষুধা ও জীবিকা **খ**

Teachingbd.com

১৯. সেভ দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় শিশু মৃত্যুহার রোধে কাজ করে? [জ্ঞান]
ক শিশুর নিরাপত্তা খ শিশুর বেঁচে থাকা
গ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঘ ক্ষুধা ও জীবিকা **খ**

২০. সেভ দ্য চিলড্রেন কোন কর্মসূচির আওতায় অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকে? [জ্ঞান]
ক শিশুর নিরাপত্তা খ শিশুর বেঁচে থাকা
গ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ঘ ক্ষুধা ও জীবিকা **ঘ**

২১. শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সেভ দ্য চিলড্রেন ২০১২ সালে কী পরিমাণ শিশুকে সেবা প্রদান করে? [জ্ঞান]
ক ৫ মিলিয়ন খ ৭ মিলিয়ন
গ ৯ মিলিয়ন ঘ ১১ মিলিয়ন **গ**

২২. সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]
i. দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশু ও পরিবারের জন্য
ii. প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু ও পরিবারের জন্য
iii. ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণির শিশু ও পরিবারের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

২৩. Protecting Children in Emergency বলতে সেসব শিশুর নিরাপত্তা প্রদানকে বোঝায় যারা— [অনুধাবন]
i. পরিবার থেকে পৃথক
ii. শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ
iii. যৌন হয়রানির শিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

২৪. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষার সবচেয়ে ভালো পন্থা হলো— [অনুধাবন]
i. শিশুকে তার পরিবার থেকে পৃথক রাখা
ii. শিশুকে তার পরিবারের নিকট রাখা
iii. শিশুকে যত্ন প্রদানকারীর নিকট রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

২৫. শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সেভ দ্য চিলড্রেন সেবা প্রদান করে আসছে— [অনুধাবন]
i. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার জন্য
ii. গৃহশিক্ষকের উন্নয়নের জন্য
iii. প্রযুক্তিগত শিক্ষার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'ক' প্রতিষ্ঠানটি শিশু অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ১২০টি দেশে ১২৪ মিলিয়ন শিশুদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩২ সালে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২৬. 'ক' প্রতিষ্ঠানটির সাথে নিচের কোনটি সাদৃশ্যপূর্ণ? [প্রয়োগ]
ক সেভ দ্য চিলড্রেন খ ইউনিসেফ
গ ওয়ার্ল্ড ভিশন ঘ ইউসেপ **ক**

২৭. শিশুদের কল্যাণে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমগুলো হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. দরিদ্র ও অসহায় শিশুদের আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে
ii. অবহেলা, শোষণ এবং সহিংসতা থেকে শিশুদের নিরাপদে রাখে
iii. স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

২৮. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক বাংলাদেশি কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে? [জ্ঞান]
ক নেপালে খ ভুটানে
গ ভারতে ঘ মিয়ানমারে **গ**

২৯. ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [জ্ঞান]
ক ড. বব পিয়ার্স খ ইগলেনটাইন জেব
গ হেনরি ডুনান্ট ঘ লিন্ডসে এ্যালান **ক**

৩০. ওয়ার্ল্ড ভিশন কত সালে বাংলাদেশে তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭১ সালে খ ১৯৭২ সালে
গ ১৯৭৩ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে **খ**

৩১. ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু হয়— [জ্ঞান]
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৭০ সালে
গ ১৯৭১ সালে ঘ ১৯৭২ সালে **ক**

৩২. বর্তমানে বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন কতটি Area Development Programme (ADP) পরিচালনা করছে? [জ্ঞান]
ক ৩৬টি খ ৪৬টি গ ৫৬টি ঘ ৬৬টি **ক**

৩৩. ওয়ার্ল্ড ভিশন এর অন্যতম উদ্দেশ্য কী? [অনুধাবন]
ক জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা
খ জনগণকে নিয়মিত সহযোগিতা করা
গ জনগণকে স্বাবলম্বী করে তোলা
ঘ জনগণকে ধনী করে তোলা **গ**

৩৪. ৪-৬ বছর বয়সী শিশুর জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন কী কর্মসূচি চালু করেছে? [জ্ঞান] *[সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজ, খুলনা]*
ক শৈশব শিক্ষা খ প্রাক-শৈশব শিক্ষা
গ শিশু স্বাস্থ্যসেবা ঘ শিশুকে হ্যাবলুন **খ**

৩৫. ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় কোন ব্যবস্থা হিসেবে টিকাদানের ব্যবস্থা করা হয়? [জ্ঞান]
ক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা
খ প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা
গ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা
ঘ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা **ক**

৩৬. মানবতার মহান আদর্শের ওপর ভিত্তি করে কোন প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে? [জ্ঞান]
ক ন্যাটো খ বিশ্বব্যাংক
গ জাতিসংঘ ঘ ওয়ার্ল্ড ভিশন **ঘ**

৩৭. শিক্ষাক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে যেসব কর্মসূচি পালন করে থাকে— [অনুধাবন]
i. শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা
ii. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়তা
iii. শিক্ষিত বেকারদের ভাতা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৩৮. ওয়ার্ল্ড ভিশন-এর স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে— [অনুধাবন]
i. নিয়মিত শরীর চর্চা করানো হয়
ii. বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করা হয়
iii. স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

Teachingbd.com

৩৯. লিঙ্গ সমতা আনয়নের লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ভিশন নারীদের জন্য— [অনুধাবন]
i. বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে
ii. আইনি সহায়তা দান করে
iii. স্বাবলম্বী হতে ঋণদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৪০. ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য— [অনুধাবন]
i. বিদেশে প্রেরণ করে থাকে
ii. নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে
iii. প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ দিয়ে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
নাজমুল হাসান একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত, যেটি ১৯৫০ সালে Dr. Bob Pierce প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে কোরিয়ায় এর কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমান বিশ্বের শতাধিক দেশে এর কার্যক্রম চলছে।

৪১. উদ্দীপকে উল্লিখিত নাজমুল হাসান কোন সংস্থার সাথে জড়িত? [প্রয়োগ]
ক ইউসেপ খ সেভ দ্য চিলড্রেন
গ ইউনিসেফ ঘ ওয়ার্ল্ড ভিশন **ঘ**

৪২. সংস্থাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মানুষকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলে
ii. দরিদ্র শিশুদের উপার্জনক্ষম করে তোলে
iii. মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৪৩. আর্তমানবতার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিচের কোনটি অন্যতম? [জ্ঞান]
ক জাতিসংঘ খ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
গ বিশ্বব্যাংক ঘ ন্যাটো **খ**

৪৪. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে? [জ্ঞান]
ক এগলেন্টাইন জেব খ স্যার হেনরি ডুনান্ট
গ পাইয়ার্স ঘ স্টিভ জবস **খ**

৪৫. মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কোন সংগঠনের নীতি হিসেবে পরিচিত? [জ্ঞান]
ক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির খ জাতিসংঘের
গ ইউনিসেফের ঘ ইউএনডিপির **ক**

৪৬. '*A Memory of Solferino*' নামক গ্রন্থের রচয়িতা কে? [জ্ঞান]
ক Jean Henri Dunant খ Englantyne Jebb
গ Dr. Bob Pierce ঘ Dr. Cabbot **ক**

৪৭. "*A Memory of Solferino*" গ্রন্থটি কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচিত? *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক সেভ দ্য চিলড্রেন খ ওয়ার্ল্ড ভিশন
গ রেডক্রস ঘ ইউনিসেফ **গ**

৪৮. মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কোন সংগঠনের রীতি হিসেবে পরিচিত? [জ্ঞান] *[সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল]*
ক জাতিসংঘের খ ইউনিসেফের
গ ইউএনডিপির
ঘ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির **ঘ**

৪৯. বাংলাদেশ জাতীয় রেডক্রস সমিতি গঠিত হয় কত তারিখে?
ক ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ খ ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩
গ ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ ৫ জানুয়ারি ১৯৭৩ **ক**

৫০. রেডক্রিসেন্ট কয়টি নীতি অনুসরণ করে? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ৭টি **ঘ**

৫১. মুসলিম বিশ্বে রেডক্রস সোসাইটি কী নামে পরিচিত? [জ্ঞান] *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা]*
ক রেডমুন সমিতি খ রেডসান সোসাইটি
গ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
ঘ মুসলিম ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন **গ**

৫২. রেডক্রিসেন্ট যুবক ও কিশোরদের মধ্যে কোনটি জাগিয়ে তোলার জন্য যুব রেডক্রিসেন্ট কার্যক্রম চালু করে? [জ্ঞান]
ক দেশাত্ববোধ খ মানবতাবোধ
গ ধর্মীয় চেতনা ঘ রাজনৈতিক সচেতনতা **খ**

৫৩. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য হলো— [অনুধাবন]
i. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
ii. খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করা
iii. সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৫৪. আন্তর্জাতিক রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় যে সকল কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে— [অনুধাবন]
i. চিকিৎসা ভাতা প্রদান
ii. প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা
iii. রক্তদান কর্মসূচি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৫৫. ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে— [অনুধাবন]
i. ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রচার করে
ii. জনগণকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে
iii. ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ সহায়তাদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ ইউনিসেফ এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ইউনিসেফ এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৫৬. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান
খ সামাজিক আইন প্রণয়ন করা
গ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা
ঘ মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা **ক**

৫৭. ইউনিসেফ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [জ্ঞান] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক ১৯৪৫ খ ১৯৪৬ গ ১৯৪৭ ঘ ১৯৪৮ **খ**

৫৮. কোন ধরনের দেশগুলোতে ইউনিসেফের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো? [জ্ঞান]
ক উন্নত খ অনুন্নত
গ উন্নয়নশীল ঘ পাশ্চাত্য **গ**

Teachingbd.com

৫৯. UNICEF- এর পূর্ণরূপ কী? [জ্ঞান] *[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]*
ক United Nations International Childrens Emergency Fund
খ United Nation's Childrens Emergency Fund
গ United Nation's Children's Education Emergency Fund
ঘ United Nations Childrens Development Fund
খ

৬০. বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করেন— [জ্ঞান] *[সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৯৭৬ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ১৯৯০ সালে ঘ ১৯৯৯ সালে
গ

৬১. কোন সংস্থার সদর দপ্তর নিউইয়র্কে অবস্থিত? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক Red Cross খ UNICEF
গ UCEP ঘ BRAC
খ

৬২. ইউনিসেফ বিশ্বের কতটি দেশের শিশুকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে? [জ্ঞান] *[সেন্ট্রাল উইম্যান্স কলেজ, ঢাকা]*
ক ১৫৫ টি খ ১৫৭ টি
গ ১৫৯ টি ঘ ১৯১ টি
ঘ

৬৩. ইউনিসেফের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কোনটি? [জ্ঞান] *[শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ]*
ক বয়স্ক শিক্ষা প্রদান
খ লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন
গ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
ঘ অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন
খ

৬৪. ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে কত ভাগ নারীর বিবাহ ১৮ বছরের পূর্বে হয়? [জ্ঞান] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
ক ৪৫% খ ৪৯%
গ ৫৭% ঘ ৬৬%
ঘ

৬৫. মিনা চরিত্রটি বাবা-মা ও সমাজের সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে কোন ক্ষেত্রে সহায়তা করছে? [অনুধাবন] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক ছেলেমেয়েদের বৈষম্য দূরীকরণে
খ গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যায়
গ মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে
ঘ শিশুদের অধিকার রক্ষায়
ক

৬৬. জনপ্রিয় কার্টুন ছবি "মিনা" প্রচারে অবদান রাখে— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক UNDP খ WHO
গ ILO ঘ UNICEF
ঘ

৬৭. ইউনিসেফ নোবেল পুরস্কার পায় কত সালে? [জ্ঞান]
ক ১৯৬৪ খ ১৯৬৫
গ ১৯৬৬ ঘ ১৯৬৩
খ

৬৮. *State of the world's Children* এর প্রকাশক হলো— [জ্ঞান]
ক ইউসেপ খ ইউনিসেফ
গ ইউএনডিপি ঘ ইউএনএফপিএ
খ

৬৯. ইউনিসেফের মূল লক্ষ্যদল কারা? [অনুধাবন]
ক উন্নত বিশ্বের শিশুরা
খ অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশুরা
গ এশিয়া মহাদেশের দরিদ্র দেশগুলোর শিশুরা
ঘ আফ্রিকা মহাদেশের অবহেলিত শিশুরা
খ

৭০. ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিশুদের কল্যাণে যেসব বিষয়ে কাজ করে থাকে— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা ও চিকিৎসা
ii. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

৭১. ইউনিসেফ শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়— [অনুধাবন]
i. নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থাকে
ii. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে
iii. দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

৭২. ইউনিসেফের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভের যুক্তিযুক্ত কারণ হলো — [অনুধাবন] *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*
i. শিশুকল্যাণমূলক কার্যকম পরিচালনা
ii. নারীকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা
iii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ ii ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
গ

৭৩. ইউনিসেফ গুরুত্ব প্রদান করে— [অনুধাবন] *[জওয়াদ বন্দরে আদম সরকারি কলেজ, গাজীপুর]*
i. নারীর ক্ষমতায়নে ii. জন্মনিবন্ধনে
iii. দুর্যোগ মোকাবিলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

★ ইউএনডিপি-এর উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, ইউএনডিপি-এর কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

৭৪. জাতিসংঘের পোস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা-২০১৫' এর অন্যতম প্রধান সংস্থা কোনটি? [জ্ঞান]
ক ইউনিসেফ খ ইউএনডিপি
গ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ঘ ওয়ার্ল্ড ভিশন
খ

৭৫. ইউএনডিপি বাংলাদেশের 'সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা' নির্ধারণে কীভাবে সহায়তা করছে? [অনুধাবন] *[রায়খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ভিজিএফ প্রকল্পের মাধ্যমে
খ রাজনৈতিক স্থিতিশিলতা আনয়নের মাধ্যমে
গ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে
ঘ কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে
গ

৭৬. কোন সংগঠনটি কোনো ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করা থেকে বিরত থাকে? [জ্ঞান]
ক ইউএনডিপি খ ইউনিসেফ
গ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ঘ ওয়ার্ল্ড ভিশন
ক

৭৭. কোনটি উন্নয়নমূলক সংস্থা বা সংগঠন? [জ্ঞান]
ক ইউএনডিপি খ আইএমএফ
গ ডব্লিউএইচও ঘ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক
ক

৭৮. ইউএনডিপি কত সাল থেকে বাংলাদেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে? [জ্ঞান]
ক ১৯৭২ সাল খ ১৯৭৩ সাল
গ ১৯৭৪ সাল ঘ ১৯৭৫ সাল
ক

৭৯. UNDP-এর লক্ষ্য হচ্ছে— *[সকল বোর্ড ২০১৫]*
ক উন্নয়নশীল বিশ্ব খ নিরক্ষরমুক্ত বিশ্ব
গ রোগমুক্ত বিশ্ব ঘ দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব
ক

৮০. ইউএনডিপি বিশ্বের কয়টি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে? [জ্ঞান] *[রোকেয়া আহসান কলেজ, ঢাকা]*
ক ২০টি খ ৩০টি
গ ৪০টি ঘ ৫০টি

Teachingbd.com

৮১. জাতিসংঘের যেসব অঙ্গসংগঠন নারীর ক্ষমতায়ন বা উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কাজ করে— [অনুধাবন]
i. ইউএনএইচসিআর
ii. ইউনিসেফ
iii. ইউএনডিপি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

৮২. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপায় হলো— [অনুধাবন]
i. জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসনব্যবস্থা
ii. সকল স্তরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন
iii. নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মহিলা ও দরিদ্রদের অংশগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৮৩. বাংলাদেশে ইউএনডিপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে— [অনুধাবন]
i. গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে
ii. সংকট প্রতিরোধ ও মোকাবিলায়
iii. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮৪ ও ৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাতিসংঘের একটি অন্যতম অঙ্গসংগঠন বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে UNO সদস্য রাষ্ট্রসমূহে MDG লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সংস্থাটি ১৯৬৬ সালে যাত্রা শুরু করে।

৮৪. উদ্দীপকে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংগঠনের কথা বলা হয়েছে? [প্রয়োগ]
ক ইউনিসেফ খ ইউএনডিপি
গ ফাও ঘ ইউনেস্কো **খ**

৮৫. উক্ত অঙ্গ সংগঠনের কার্যক্রমের গুরুত্ব হলো— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. উন্নত দেশের সংকট মোকাবিলায় সহায়তা করে
ii. টেকসই মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে
iii. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

★★ বাংলাদেশে ইউএনডিপি-এর ভূমিকা

৮৬. UNDP-এর সাথে কোন সংস্থাটি পুলিশ সংস্কার কার্যক্রমে যৌথভাবে কাজ করছে [জ্ঞান]
ক EU খ DFID
গ DANIDA ঘ UNCDF **খ**

৮৭. উপজেলা শাসন পরিচালনা প্রকল্পে UNDP এবং দাতা সংস্থার বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ কত? [জ্ঞান]
ক ১৭.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
খ ১৮.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
গ ১৯.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ঘ ২০.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার **গ**

৮৮. UNDP কর্তৃক গৃহীত বিচারব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ প্রকল্পটি কখন শেষ হয়? [জ্ঞান]
ক ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে
খ ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে
গ ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে
ঘ ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে **ক**

৮৯. ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল এবং কার্যকরী করার জন্য UNDP কোন প্রকল্প গ্রহণ করেছে? [জ্ঞান]
ক Upzila Governance Project
খ Judicial strengthening (just) Project
গ Union Parishad Governance Project
ঘ Urban Partnership for Poverty Reduction **গ**

৯০. গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে UNDP কোন প্রোটোকলের আওতায় বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে? [জ্ঞান]
ক মন্ট্রিল খ ভিয়েনা
গ জেনেভা ঘ সাংহাই **ক**

৯১. ইউএনডিপি যে সব লক্ষ্যে কাজ করে— [অনুধাবন] *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
i. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দারিদ্র্য হ্রাস করতে
ii. উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে
iii. এইডস এর চিকিৎসা সহায়তা দিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯২. UNDP কোন খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে— [অনুধাবন] *[কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ]*
i. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
ii. উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ
iii. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii **গ**

৯৩. UNDP-এর মতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বা চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে— [অনুধাবন] *[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট]*
i. গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উন্নয়ন
ii. দারিদ্র্য বিমোচন
iii. মানবসম্পদ উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯৪ ও ৯৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠন 'ক' MDG ২০১৫ অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ১৯৭২ সালের ৩১ জুলাই হতে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৯৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিসংঘের 'ক' অঙ্গসংগঠনটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করছে? [প্রয়োগ]
ক ইউনিসেফ খ ইউনেস্কো
গ ফাও ঘ ইউএনডিপি **ঘ**

৯৫. বাংলাদেশে সংস্থাটির কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায়— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন
ii. গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সহায়তা প্রদান
iii. দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

Teachingbd.com

এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৯: সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম ও অনুশীলন

প্রশ্ন ▶ ১ রাফি একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের ইন্টার্নশীপ করতে হবে যেন সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীদের নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের ও বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশীপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক। *[ব. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ৬; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. কেস ম্যানেজার কে? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে 'দল গঠন' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের অনুরূপ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি চিহ্নিতকরণপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্ম শিক্ষার উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি কেস ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রম পরিচালনা করেন তিনি হলেন কেস ম্যানেজার।

খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করাকে বোঝায়।

দল গঠনের মাধ্যমে দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় সংহতি, সহযোগিতা, আনুগত্য এবং দলীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দল গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি পর্যায়ের মাধ্যমে দল পরিপূর্ণতা লাভ করে। যদি এক পর্যায়ের নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদিত না হয় তবে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হলে দলীয় কার্যকারিতা ও দক্ষতা ব্যাহত হয়।

গ চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতো সমাজকর্মের ছাত্রছাত্রীদের মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদঘাটন ও সমাধানের রূপকল্পে সমাজকর্ম আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। সমাজকর্মের এই অবস্থানের অন্যতম কারণ হলো এর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এজন্য সমাজকর্মের ব্যবহারিক বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকের রাফি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশীপ করতে হবে। এর মাধ্যমে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীর নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের মাঠকর্ম বিষয়টিও তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। অর্থাৎ মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান, পদ্ধতি ও কৌশলকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এর ফলে সে একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের মতো সমাজকর্মে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি হলো মাঠকর্ম অনুশীলন করা।

ঘ সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এর মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়। আর এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একজন সমাজকর্মীকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। কেননা ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী পেশাদার সেবাদানকারী হিসেবে পরিচিত লাভ করে। এজন্য সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া এর যথার্থ কার্যকারিতা ও উপযোগিতা লাভ করা যায় না। সেজন্যই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ সমাজকর্মে ঘটানো হয়। যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর থাকতে হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মীকে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম উপযোগী করে তোলে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমস্যা সমাধান করে একটি সুখী-সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আধুনিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। যা যুগোপযোগী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার কারণে সম্ভব হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব অন্যদিকে এই জ্ঞান সমাজকর্ম পেশার তাত্ত্বিক দিককে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে।

মূলত সমাজকর্ম যেহেতু সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া তাই এখানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত কোনো সমস্যা সমাধান করা গেলেও মাঝে মধ্যে এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান বেশি কাজে আসে। সুতরাং আমরা বলতে পারি আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ২ করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবা করে। *[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮ | প্রশ্ন নং ১১; সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মাঠকর্ম কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি ব্যতীত একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম আর কী কী নীতি অনুসরণ করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে করিমের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে মাঠকর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি থেকে লম্বা সময়ের জন্য সাহায্য গ্রহণকারীর সেবা পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

এই সেবা কার্যক্রম সাহায্যার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত বিষয়সহ যে কোনো ক্ষেত্রে পরিচালিত হতে পারে। মূলত এটি এমন এক পদ্ধতি যেখানে একজন পেশাদার সমাজকর্মী সাহায্যার্থী ও তার পরিবারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

Teachingbd24.com

গ একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি অনুসরণ করেন। তবে এছাড়া তিনি আরো বেশ কয়েকটি নীতি অনুসরণ করতে পারেন।

একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে। এই জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। আর মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিষয়ের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী হিসেবে সে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কাজ করছে। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটানোর জন্য তাকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। ইতোমধ্যেই সে সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা প্রদান এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এছাড়াও তাকে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের নীতি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে সে সাহায্যার্থীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এছাড়া সাহায্যার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করতে হবে। আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারেও করিমকে খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু দুজন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে এবং সবসময় ভালো কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মূলত এ নীতিগুলো অনুসরণ করলেই সে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারবে। তাই বলা যায়, একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে করিম উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতিগুলো ছাড়াও আরো কিছু নীতি অনুসরণ করবে।

ঘ সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে করিমের ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে মাঠকর্মের তাৎপর্য অপরিসীম।

সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তুলতে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজকর্মের নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিমূর্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমাজকর্মের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর ফলে একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হন।

মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় করা হয়। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া তার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। সমাজকর্মীরা শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এভাবে নবীন সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের নীতি চর্চার একটি বাস্তব পরিবেশ পায়। এর ফলে পরবর্তীতে তারা পেশাগত জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এছাড়া সমাজকর্মী হিসেবে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ উপলব্ধি করার শিক্ষা মাঠকর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলস্বরূপ অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। উদ্দীপকের সমাজকর্মের শিক্ষার্থী করিমের পেশাগত জীবনেও এই বিষয়গুলো সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী হিসেবে মাঠকর্ম চলার সময় করিম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে যা তার ভবিষ্যত পেশাজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶৩ অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম পেশা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছর স্নাতক ও ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এই কোর্সগুলো অধ্যয়ন শেষে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে কমপক্ষে ২টি কর্মক্ষেত্রে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। কর্মক্ষেত্র হিসাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমষ্টি, আদিবাসী, নারী-পুরুষ, প্রবীণ হতে পারে। তাদের সমস্যা চিহ্নিত, সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমাপ্তি করে প্রতিবেদন প্রদান করতে হয়। তার উপর ভিত্তি করেই তাকে সমাজকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৬]

ক. কেস কী? ১

খ. সমাজকর্মে ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে গোপনীয়তার নীতি কেন অপরিহার্য? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রের কাজের সাথে বাংলাদেশের কোন শিক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থী কি কেস ম্যানেজমেন্টের সব ধাপ অনুসরণ করেছে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলা হয়।

খ সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার জন্য তার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন জরুরি। এক্ষেত্রে গোপনীয়তার নীতি অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

সমাজকর্মী যাদের সমস্যা সমাধানে কাজ করবেন তাদের যাবতীয় তথ্য গোপন রাখতে হয়। এজন্য সাহায্যার্থীকে নিশ্চয়তাও দিতে হয়। নয়তো সে তার সব সমস্যা সমাজকর্মীকে বিনা দ্বিধায় খুলে বলবে না। আর বিস্তারিত তথ্য ছাড়া সাহায্যার্থীকে সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এজন্য গোপনীয়তার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর কাজের সাথে বাংলাদেশের মাঠকর্ম শিক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে যা সমাজকর্মের প্রায়োগিক দিক ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর ধারণাকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। সমাজকর্মের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই এজন্য মাঠকর্ম চর্চার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এর মাধ্যমেই সে নিজেকে দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের তথ্যানুসারে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজকর্মের একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমে ৪ বছরের স্নাতক ও ২ বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স সম্পন্ন করতে হয়। এরপর তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে কমপক্ষে দুটি আলাদা সমস্যা নিয়ে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সেখানে তাকে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হয়। বাংলাদেশেও সমাজকর্ম শিক্ষায় এ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এখানেও শিক্ষার্থীদের প্রথমে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করতে হয়। এরপর তাদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। আর এভাবে মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে তারা অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের মতোই নিজেদেরকে পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রের সাথে বাংলাদেশের সমাজকর্ম শিক্ষার মিল রয়েছে।

ঘ সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থী কেস ম্যানেজমেন্টের সবগুলো ধাপই অনুসরণ করে।

মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সিতে সাহায্যার্থীর সমস্যা অনুধ্যানের (Case Study) সময় মাঠকর্মী বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ করে, যা কেস ম্যানেজমেন্ট নামে পরিচিত। এর ফলে সমস্যার কারণ

Teachingbd24.com

সম্পর্কে জানা যায় এবং সুষ্ঠুভাবে সমস্যা মোকাবিলা সম্ভব হয়। উদ্দীপকে উল্লেখ করা অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীরাও এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটায়।

কেস ম্যানেজমেন্টের ধাপগুলো হলো— সমস্যা অনুধ্যান, সমাধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, তদারকি, পর্যালোচনা এবং কেস সমাপ্তি। উদ্দীপকে দেখা যায়, মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমেই সাহায্যার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হয়। এরপর তাকে সমস্যাটির প্রকৃতি অনুসারে তা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে হয়। এক্ষেত্রে কীভাবে সমস্যা সমাধান করতে হবে, কোন বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে ইত্যাদি বিবেচনায় আনা জরুরি। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শেষে তাকে পুরো বিষয়টি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে দেখতে হয়। সমস্যার সঠিক সমাধান হলেই একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী কেসের সমাপ্তি টানতে পারে।

উদ্দীপকের অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থীও সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে এই ধাপগুলো অতিক্রম করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপক অনুসারে অস্ট্রেলিয়ায় একজন শিক্ষার্থী মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় কেস ম্যানেজমেন্টের সবগুলো ধাপই অনুসরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪ সাব্বির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ের উপর সম্মান কোর্সে অধ্যয়ন করছে। তাকে তার শ্রেণি শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কোনো একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন এবং কিছু পরামর্শ দেন যা তাকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই পালন করতে হবে। পরামর্শগুলো হলো—

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করবে,
ক্লায়েন্টদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না
এবং ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবে না।

[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১১]

ক. কখন থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়? ১

খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সাব্বিরকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে কী বলে? পরামর্শগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মীকে তার দক্ষতা অর্জনের জন্য উক্ত পরামর্শ ছাড়া আর কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মে ১৯৭০ সাল থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশলকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং এর ধারণাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে একজন সমাজকর্মী তার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়।

গ উদ্দীপকে সাব্বিরকে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে মাঠকর্মের নীতিমালা বলা হয়।

নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য মাঠকর্মীকেও কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় যার মাধ্যমে তিনি অর্জিত জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। উদ্দীপকে এ ধরনেরই কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

সাব্বির সমাজকর্মের ছাত্র। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তাকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে কিছু পরামর্শ দেন। তার প্রথম পরামর্শটি মাঠকর্মের অংশগ্রহণ নীতির প্রতিফলন। অর্থাৎ সাহায্যার্থী ব্যক্তিকে সাব্বির সাদরে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পরামর্শ অনুসারে সাব্বিরকে ক্লায়েন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, যা মাঠকর্মের সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা বিষয়ক নীতির সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় পরামর্শটি যোগাযোগের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাব্বিরকে ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। শেষ দুটি পরামর্শ যথাক্রমে আত্মসচেতনতার নীতি ও গোপনীয়তার নীতিকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সাহায্যার্থীর সাথে সাব্বির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং সাহায্যার্থীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখবে। এভাবে সে মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় এ নিয়মগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে।

ঘ একজন সমাজকর্মীকে দক্ষতা অর্জনের জন্য উদ্দীপকের পরামর্শ ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এর মধ্যে আছে- লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি প্রভৃতি। প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য এই সব নীতির সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাকে যে সব নীতি অনুসরণ করতে হয় তার মধ্যে কয়েকটি নীতি যেমন, অংশগ্রহণ নীতি, সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা নীতি, যোগাযোগ নীতি, আত্মসচেতনতা নীতি ও গোপনীয়তা নীতির কথা উদ্দীপকে উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও অন্য কিছু নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী সফলভাবে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

একজন মাঠকর্মীকে শুরুতেই কাজ শেষ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ লক্ষ্য অনুযায়ীই তাকে পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ সম্পদের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করে সাহায্যার্থীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করতে হবে। তবে মাঠকর্মী তার সাহায্যার্থীর জন্য এমন কর্ম-পরিকল্পনা করবেন তা যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। এর পাশাপাশি একজন মাঠকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত সম্পর্ক নীতি মেনে চলতে হবে। তার চেষ্টা থাকবে খুব দ্রুত সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করার। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ মেনে চলতে হবে। সর্বোপরি সমাজকর্মীকে প্রতিটি পর্যায়ে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লেখিত পরামর্শগুলোর পাশাপাশি উপরে বর্ণিত নীতিগুলো মেনে চললে একজন সমাজকর্মী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ৫ সামিন হাসান সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে। সেখানে সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি বেশি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৯; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ১১]

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কত সালে যাত্রা শুরু করে? ১

খ. মাঠকর্ম (Field work) বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সামিন হাসানের কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য সামিন হাসানকে আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ১৯৫৩ সালে শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশলকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান এবং এর ধারণাকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে একজন সমাজকর্মী তার তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়।

গ সামিন হাসানের কার্যক্রমে মাঠকর্মের অন্যতম দুটি প্রধান নীতি সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে কর্মীকে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়, যার মাধ্যমে তিনি কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। মূলত সুনির্ধারিত নীতি মেনে চললেই তিনি সফলতা পেতে পারেন। উদ্দীপকের সামিন হাসানের কার্যক্রম এক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

উদ্দীপকের সামিন হাসান একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রথমেই যে নীতিটির ওপর গুরুত্বারোপ করে তা হলো সাহায্যার্থীকে মূল্য ও মর্যাদা প্রদানের নীতি। এ নীতির আওতায় সাহায্যার্থীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতে হয়; না হলে সে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীর কাছ থেকে কোনো সাহায্য নিতে চাইবে না। এ জন্য সামিন হাসান মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। আবার সামিন হাসান সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতিটিও অনুসরণ করেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হয়। সম্পদ যা আছে তার যেন সঠিক ব্যবহার হয় বা যার প্রয়োজন সে যেন পায় এ ব্যাপারে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে সতর্ক থাকতে হয়। সামিন হাসান এ বিষয়টিও সফলতার সাথে প্রয়োগ করেছে।

ঘ সঠিকভাবে মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য সামিন হাসানকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণেই যত্নবান হতে হবে।

একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সমাজকর্ম বিষয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য তাকে মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। আর মাঠকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠকর্ম সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

সামিন হাসান শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী হিসেবে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে কাজ করছে। এক্ষেত্রে সে যদি তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে চায় তাহলে তাকে মাঠকর্মের সকল নীতি অনুসরণের চেষ্টা করতে হবে। ইতোমধ্যেই সে সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা প্রদান এবং সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এছাড়াও তাকে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের নীতি মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমে তাকে সাহায্যার্থীর সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি তাকে লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। সাহায্যার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে গোপনীয়তা নীতির অনুসরণ করতে হবে। আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিও সামিন হাসানকে খেয়াল রাখতে হবে। দুজন তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে কাজ করতে হবে এবং সবসময় ভালো কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। মূলত এ নীতিগুলো অনুসরণ করলেই সে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সফল হতে পারবে।

পরিশেষে বলা যায়, সামিন হাসানের সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে মন্তব্যটি যথার্থ ও যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৬ বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম বিষয়ে যে সমস্ত কোর্স ও যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা, যারা যে কোনো বিষয়ে ও পরিস্থিতিতে জটিল বা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ৪ বছর মেয়াদি কোর্স শেষ করে একজন শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠানে ৯৮০ ঘণ্টা ব্যয় করে ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, সেবা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অনুসরণ, পরিসমাপ্তিকরণ, ফলাফল মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন তৈরি প্রভৃতি কাজ হাতে কলমে শিখতে হবে। তা না হলে তারা ডিগ্রি ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পায় না। *[কুমিল্লা বোর্ড-২০১৬। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কী? ১

খ. তদারকি এবং পর্যালোচনা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে অস্ট্রেলিয়ার ৯৮০ ঘণ্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে সমাজকর্মের কোন শিক্ষার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণকে কি কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্মের পরিভাষায় দলকে সুষ্ঠুভাবে লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

খ তদারকি বা পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনা হলো একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চলতে থাকে।

মূলত নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়; এর ফলে সেগুলো দূর করার পদক্ষেপও গ্রহণ করা যায়। সাহায্যার্থীর প্রয়োজন ও চাহিদার পর্যালোচনায় যেসব বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় তা হলো– সমস্যার পরিবর্তন, কী ধরনের সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেবা পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, কেস শেষ করা যায় কিনা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে অস্ট্রেলিয়ার ৯৮০ ঘণ্টা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সাদৃশ্য আছে।

মাঠকর্ম হলো বাস্তব সমস্যা মোকাবেলায় সমাজকর্মের জ্ঞান, অনুশীলন ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। বিশ্বের সব দেশেই মাঠকর্ম সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। একইভাবে বাংলাদেশেও সমাজকর্ম শিক্ষায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থায় কমপক্ষে ৬০ কর্মদিবস হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে অর্জিত শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ পায়।

উদ্দীপকেও এই বিষয়টিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় সমাজকর্ম বিষয়ে পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও কোর্সসমূহ দক্ষতাসম্পন্ন সমাজকর্মী তৈরির লক্ষ্যে কাজ করে। এক্ষেত্রে চার বছরের তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের পর কমপক্ষে ২টি প্রতিষ্ঠানে ৯৮০ ঘণ্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক। অস্ট্রেলিয়ার সমাজকর্ম শিক্ষার এই দিকটি মাঠকর্ম প্রশিক্ষণকে ইঙ্গিত করে।

তাই বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় ৯৮০ ঘণ্টার ব্যবহারিক কাজ সমাজকর্মের মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো হাতে কলমে শেখাকে কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়।

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কাজ পরিচালনার প্রক্রিয়া, যা গবেষণা, সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সাহায্যার্থীদের কেস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ব্যক্তির সমস্যা খুঁজে বের করার মাধ্যমে কেস ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ধাপে

Teachingbd24.com

ধাপে সাহায্যার্থীকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করা হয়, যা উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। উদ্দীপকে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্টের উপর্যুক্ত ধাপগুলো হাতে কলমে প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তির সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ ঘটানোর প্রশিক্ষণ সমাজকর্মীর জন্য জরুরি।

সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মনো-সামাজিক অনুধ্যানের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান করে। এটি সাহায্যার্থীর জন্য কার্যকর সেবা নির্ণয়ে সহায়তা করে। এর ভিত্তিতে কেস ম্যানেজার সেবা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ কৌশলের প্রয়োগ ঘটায়। এই ধাপ অতিক্রম করে কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর অবস্থার উন্নতি বা অবনতি পরিমাপে অনুসরণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। সাহায্য প্রদানের এই প্রক্রিয়া শেষ হয় পরিসমাপ্তিকরণ ও ফলাফল মূল্যায়নের মাধ্যমে। কার্যক্রম শেষ হবার পর মাঠকর্মীকে সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। উদ্দীপকেও এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে যা কেন ম্যানেজমেন্টের অন্তর্ভুক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় তাই প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে কেস ম্যানেজমেন্ট বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসএস শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী শারমিনকে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের জন্য আগারগাঁও-এ অবস্থিত প্রবীণ নিবাসে পাঠানো হয়। সেখানে সে নিজে সচেতন থেকে প্রবীণদের যথাযথ মর্যাদা ও তাদের পছন্দ-অপছন্দের স্বীকৃতি দিয়ে সেবা দেয়। সে সর্বান্তকরণে প্রবীণ ব্যক্তিদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মাঠকর্ম প্রশিক্ষণে কতজন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট-এর ধারণা দাও। ২

গ. শারমিন প্রবীণ নিবাসে আর যেসব নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে সেগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম প্রশিক্ষণে দুইজন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন।

খ দলকে সুষ্ঠুভাবে তার লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অনেক ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসেন। আর এসবের সামগ্রিক রূপ হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বা দলীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

গ উদ্দীপকের শারমিন তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ ও নির্দেশ অনুকরণ নীতি, আত্মসচেতনতার নীতি, অংশগ্রহণ নীতি, সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা, লক্ষ্য নির্ধারণ নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এছাড়া সে আরো নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে।

মাঠকর্মী প্রথমেই তার কার্য সম্পাদনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেবেন। মাঠকর্মীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভালো লাগা, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি ক্লায়েন্টের সাথে মেলানো যায় না। সচেতন হয়ে কাজ করতে হয়। সাহায্যার্থীকে মূল্য ও মর্যাদা দিতে হয়। তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ ও নির্দেশমতো কার্য সম্পাদন করতে হয়। এছাড়া যোগাযোগ নীতি, গোপনীয়তা নীতি, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি গ্রহণ করলে একজন সমাজকর্মী সাবলীল ও কার্যকরী রূপে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শারমিন মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের জন্য তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করে প্রবীণদের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও শারমিন আরো কিছু নীতিমালা প্রয়োগ করতে পারে। সে যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে নিজের ও প্রবীণদের মধ্যে সুষম যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পেশাগত সম্পর্ক নীতির মাধ্যমে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করা আবশ্যক। সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি গ্রহণ করলে প্রবীণ নিবাসের সম্পত্তির সদ্ব্যবহার ও সমবণ্টন করতে পারবে। প্রবীণদের বিভিন্ন তথ্য, অনুভূতি, কথা গোপনীয়তা নীতির প্রয়োগে গোপন রাখা যায়। শারমিন প্রবীণদের উন্নয়নে যে কাজ করছে তা আসলে কতটা সফল বা ব্যর্থ বা পরবর্তীতে আরো কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার জন্য মূল্যায়ন নীতি গ্রহণ করতে পারে। এভাবে প্রবীণ নিবাসের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে।

ঘ সমাজকর্মে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য মাঠকর্ম শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। বাস্তব ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগের জন্য মাঠকর্মের প্রশিক্ষণ আবশ্যক। মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহারিক দিক উপস্থাপন করা হয়। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবল ও দুর্বল দিকসমূহ অনুধাবন তথা আত্মসমালোচনা, আত্মবিশ্লেষণসহ সার্বিক বিষয়ের পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়।

সমাজকর্মী শিক্ষানবিশ অবস্থায় সমাজকর্মের নীতি সম্পর্কে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে, তা কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এতে তার পেশাদারিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জিত হয়। উদ্দীপকের শারমিনের প্রবীণ-নিবাসে সরাসরি কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ তার পেশাগত জীবনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাকে দূর করতে সমাজকর্মের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পেশাগত দিককে আরও উৎকর্ষতা দিয়েছে। এছাড়া ব্যবহারিক শিক্ষা বা মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন অনেক চিন্তা-চেতনা, পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজকর্ম পেশায় মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৮ সাবিনাকে একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শেষ বর্ষে একটি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত করা হয়। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অনুশীলন করার জন্য। পরবর্তীতে তাকে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হয়। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সাক্ষাৎকার কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের ইঙ্গিত আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাক্ষাতকার হলো তথ্য সংগ্রহের একটি পদ্ধতি।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বলতে কেস ম্যানেজার কর্তৃক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে গৃহীত ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বোঝায়।

কেস ম্যানেজমেন্টের কতকগুলো প্রক্রিয়া রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে তথ্য অনুসন্ধান, সেবা নির্ণয়, সমস্যা বা ঝুঁকিসমূহ শ্রেণিবন্ধকরণ, সেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, অনুসরণ, সমাপ্তিকরণ, সমাপ্তি পরবর্তী যোগাযোগ এবং ফলাফল মূল্যায়ন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে সমাজকর্মের মাঠকর্ম। এর বিভিন্ন কার্যক্রম উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষ পর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে কোনো সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং এটিই মাঠকর্ম।

উদ্দীপকে সাবিনা একটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শেষ বর্ষে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত হয়। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের অনুশীলন করার জন্য। সেই সাথে তাকে একটি রিপোর্ট উত্থাপন করতে হয়। এ থেকে বোঝা যায় সে সমাজকর্মের মাঠকর্মের কার্যক্রমে অংশ নেয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে মাঠকর্ম।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টি হচ্ছে মাঠকর্ম। এর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে।

মাঠকর্ম নীতিমালা বলতে সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শকে বোঝায় যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের এসব নীতি একজন সমাজকর্মীকে মেনে চলতে হয়। এ নীতিগুলো অনুসরণের মাধ্যমেই মাঠকর্মের সফলতা নির্ভর করে। এগুলো হলো— অংশগ্রহণ নীতি, যোগাযোগ নীতি, লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, গোপনীয়তার নীতি, সম্পর্কের সদ্ব্যবহার নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো নীতি, সকলকে সমান চোখে দেখার নীতি, আত্মসচেতন নীতি, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মেনে চলার নীতি, মূল্যায়ন নীতি, তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ ও উপদেশ অনুকরণ প্রভৃতি।

এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ নীতির মাধ্যমে মাঠকর্মের প্রথম কাজ সাহায্যার্থীর সাথে অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে তার সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা এবং গোপনীয়তার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর কাছ থেকে নির্বিঘ্নে তথ্য সংগ্রহ করা। এছাড়া একজন মাঠকর্মী এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, যা যেকোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। একজন সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তাই তার ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা পরিহার করে এবং নিজের আবেগ, মূল্যবোধ যাতে সাহায্যার্থীকে প্রভাবিত না করে সেদিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে মাঠকর্মী কাজ করবেন। সর্বোপরি একজন মাঠকর্মী তার কার্য সম্পাদনের প্রতিটি পর্যায়ে কর্মের মূল্যায়ন করবেন। সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়। তাছাড়া মাঠকর্মীরা সবসময় কর্ম প্রতিষ্ঠানের এবং নিজ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কের নির্দেশ ও উপদেশ মেনে চলবেন। এসব নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমেই মাঠকর্ম সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সাবিনা একটি বিষয়ে স্নাতক করছে। সে বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তাকে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে ৬০ কর্ম দিবসের জন্য সংযুক্ত করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাকে একটি রিপোর্টও উপস্থাপন করতে হয়। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে সমাজকর্মের মাঠকর্মকে নির্দেশ করা হয়েছে যা সম্পন্ন করার জন্য উপরের নীতিমালা অনুশীলন করতে হয়। সুতরাং বলা যায়, সমাজকর্মের মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য মাঠকর্মের নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়।

প্রশ্ন ▶ ৯ তামিম একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ের ওপর সম্মান কোর্সে অধ্যয়ন করছে। তাকে তার শ্রেণি শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন এবং কিছু পরামর্শ দেন যা তাকে তার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই পালন করতে হবে। পরামর্শগুলো হলো—

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাদরে গ্রহণ করবে,
ক্লায়েন্টদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে,
ক্লায়েন্টদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং
ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবে না।

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১১]

ক. কখন থেকে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়? ১

খ. 'সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে তামিমকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে কী বলে? পরামর্শগুলো কী কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. একজন সমাজকর্মীকে তার দক্ষতা অর্জনের জন্য উক্ত পরামর্শ ছাড়া আর কী কী নিয়ম মেনে চলতে হয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭০ সাল থেকে সমাজকর্মে কেস ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার শুরু হয়।

খ মাঠকর্ম বলতে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগকে বোঝায়।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। মূলত সমাজকর্মের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য Field Work বা মাঠকর্ম করা হয়ে থাকে। এটি সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। মাঠকর্মের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী তার জ্ঞানকে সফলভাবে প্রয়োগে সমর্থ হয়। শুধু শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত করতে পারে না। এ কারণে প্রয়োজন ব্যবহারিক শিক্ষা বা মাঠকর্মের শিক্ষা। তাই বলা হয়ে থাকে 'সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম'।

গ উদ্দীপকে তামিমকে যে পরামর্শ দেয়া হয়েছে সমাজকর্মের ভাষায় তাকে মাঠকর্মের নীতিমালা বলা হয়।

নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য মাঠকর্মীকেও কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয় যার মাধ্যমে তিনি অর্জিত জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেন। উদ্দীপকে এ ধরনেরই কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

তামিম সমাজকর্মের ছাত্র। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তাকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানো। এক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে কিছু পরামর্শ দেন। তার প্রথম পরামর্শটি মাঠকর্মের অংশগ্রহণ নীতির প্রতিফলন। অর্থাৎ সাহায্যার্থী ব্যক্তিকে তামিম সাদরে গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পরামর্শ অনুসারে তামিমকে ক্লায়েন্টের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, যা মাঠকর্মের সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা বিষয়ক নীতির সাথে সম্পর্কিত। তৃতীয় পরামর্শটি যোগাযোগের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে তামিমকে ক্লায়েন্টদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে সফল যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। শেষ দুটি পরামর্শ যথাক্রমে আত্মসচেতনতার নীতি ও গোপনীয়তার নীতিকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ সাহায্যার্থীর সাথে তামিম ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং সাহায্যার্থীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখবে। এভাবে সে মাঠকর্ম অনুশীলনের সময় এ নিয়মগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করবে।

ঘ একজন সমাজকর্মীকে দক্ষতা অর্জনের জন্য উদ্দীপকের পরামর্শ ছাড়াও আরও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এর মধ্যে আছে- লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি, নমনীয় কর্মকাঠামো, সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি, পেশাগত সম্পর্ক নীতি, মূল্যায়ন নীতি প্রভৃতি। প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য এই সব নীতির সমন্বয় ঘটানো জরুরি।

Teachingbd24.com

মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তাকে যে সব নীতি অনুসরণ করতে হয় তার মধ্যে কয়েকটি নীতি উদ্দীপকে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে একজন সমাজকর্মী সফলভাবে নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

একজন মাঠকর্মীকে শুরুতেই কাজ শেষ করার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। কারণ লক্ষ্য অনুযায়ী তাকে পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পদের সদ্ব্যবহারের নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ সম্পদের সীমাবদ্ধতা পরিমাপ করে সাহায্যার্থীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করতে হবে। তবে মাঠকর্মী তার সাহায্যার্থীর জন্য এমন কর্ম-পরিকল্পনা করবেন তা যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে পরিবর্তন করা যায়। এর পাশাপাশি একজন মাঠকর্মীকে অবশ্যই পেশাগত সম্পর্ক নীতি মেনে চলতে হবে। তার চেষ্টা থাকবে খুব দ্রুত সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি করার। এগুলোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তত্ত্বাবধায়কের উপদেশ মেনে চলতে হবে। সর্বোপরি সমাজকর্মীকে প্রতিটি পর্যায়ে নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত পরামর্শগুলোর পাশাপাশি এ নীতিগুলো মেনে চললে একজন সমাজকর্মী নিজের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ সামির রেজা সমাজকর্মের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্মের অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠানো হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সেখানে সে তার অধীন মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি আস্থাশীল হয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্ম কী? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝ? ২

গ. সামির রেজার কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. যথাযথভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনে আরও কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়।— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে এমন কতগুলো লোকের সমাবেশকে বোঝায়, যারা কোনো বিধিবিধানের আওতায় থেকে সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা দলীয় আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যার প্রেক্ষিতে দলীয় সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার এবং দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদেরকে সক্ষম করে তোলে। সমস্যাগ্রস্ত দলকে কীভাবে, কখন, কোথায়, কী উপায়ে, কাদের দ্বারা সাহায্য প্রদান করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১১ হারুন সাহেব একদিন দেখেন, কলেজের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দল তাদের মহল্লায় প্রতিবন্ধীদের তথ্য সংগ্রহ করছে। হারুন সাহেব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারেন শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা তথ্য সংগ্রহ করছে। বিষয়টি হারুন সাহেব ভালোভাবে বোঝার জন্য তার বন্ধু সমাজকর্মের অধ্যাপক ওয়াজেদের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্মের মেয়াদ কত কর্ম দিবস? ১

খ. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্মের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যক্রম সমাজকর্মের কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন কীভাবে করা যায়? তোমার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের আলোকে নির্দেশনা দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্মের মেয়াদ ৬০ কর্ম দিবস।

খ মাঠকর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কাঙ্ক্ষিত তথ্যাবলি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

মাঠকর্মের আরও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। এর মধ্যে সামাজিক উপাদান সম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ, সামাজিক তথ্যাবলির কারণ উদ্‌ঘাটন, সামাজিক চলকের প্রকৃতি ব্যাখ্যাকরণ, বিস্তৃত তথ্যাবলি সরবরাহ করা, সংখ্যাবাচক বর্ণনা প্রদান, নমুনায়নের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল অংশ নির্বাচন, এলাকাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ, চলকের কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার, সংগৃহীত তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কার্যক্রম মাঠকর্মের সাথে সম্পর্কিত।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক শিক্ষা, যা মাঠকর্ম হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অর্জনে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল হলো মাঠকর্ম। কোনো সামাজিক এজেন্সি বা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষাগত ও পেশাগত জ্ঞানের নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে সরসারি অনুশীলন করা হলো মাঠকর্ম। মূলত সমাজকর্মের অর্জিত জ্ঞান প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বাস্তব প্রয়োগের লক্ষ্যেই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের হারুন সাহেব কলেজের পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর একটি দলকে তাদের মহল্লায় প্রতিবন্ধীদের তথ্য সংগ্রহ করতে দেখেন। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা এ তথ্য সংগ্রহ করছে। তাই তাদের এ কার্যক্রমকে মাঠকর্ম বলা যায়।

ঘ ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন প্রতিবেদন মাধ্যমে করা যায়।

মাঠকর্ম প্রতিবেদন হলো শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের লিখিত দলিল। এটি সাধারণত একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত কাজগুলো উপস্থাপিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রিপোর্ট হিসেবেও পরিচিত।

উদ্দীপকের হারুন সাহেব যে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করেছেন তারা শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহল্লার প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছে। এ তথ্য তারা মাঠকর্ম প্রতিবেদনের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। তবে এ প্রতিবেদন তৈরি করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন- প্রতিবেদন বাস্তবসম্মত সম্পূর্ণ হতে হবে; প্রতিবেদন যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হবে; এর ভাষা যাতে সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয় সেদিক খেয়াল রাখতে হবে; প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্তগুলো সত্যাশ্রয়ী হতে হবে; আর প্রতিবেদনটি যেন গবেষণালব্ধ বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এর তা এমনভাবে লিখতে হবে যাতে পাঠক এটি পড়তে আগ্রহী হয়।

সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সংগ্রহের চূড়ান্ত উপস্থাপন মাঠকর্ম প্রতিবেদনের মাধ্যমে করা যায়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ রবিন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন আর্থিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করতে হয়, যাতে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদেরও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশিপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ১১]

ক. কেস কী? ১

খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়ের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি চিহ্নিতপূর্বক ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ মাঠকর্ম (Field Work) বলতে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে বোঝায়।

মাঠকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মে একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর তাত্ত্বিক ধারণাকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়।

গ হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মতো সমাজকর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

মানুষের মনো-সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন ও সমাধানের রূপকল্পে সমাজকর্ম আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিত। সমাজকর্মের এই অবস্থানের অন্যতম কারণ হলো এর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এজন্য সমাজকর্মের ব্যবহারিক বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য মূলত মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়। উদ্দীপকে হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের এই দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে। উদ্দীপকের রবিন হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষা দেওয়ার পর তাকে বাধ্যতামূলক ইন্টার্নশিপ করতে হয়। এর মাধ্যমে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে। সমাজকর্মের মাঠকর্ম বিষয়টিও তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। অর্থাৎ মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান, পদ্ধতি ও কৌশলকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হয়। এর ফলে সে একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, হিসাববিজ্ঞানের ইন্টার্নশিপের মতো সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের দায়িত্বটি হলো মাঠকর্ম অনুশীলন করা।

ঘ সমাজকর্ম শিক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

আধুনিক সমাজকর্ম একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এর মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয়। আর এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য একজন সমাজকর্মীকে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠকর্মের অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞানও অর্জন করতে হয়। কেননা ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমেই একজন সমাজকর্মী পেশাদার সেবাদানকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এজন্য সমাজকর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানেরও গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া এর যথার্থ কার্যকারিতা ও উপযোগিতা লাভ করা যায় না। সেজন্যই তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ সমাজকর্মে ঘটানো হয় যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর থাকতে হয়। এই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মীকে বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম উপযোগী করে তোলে।

সমাজকর্ম যেহেতু সাহায্যকারী একটি প্রক্রিয়া তাই এখানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত কোনো সমস্যা সমাধান করা গেলেও মাঝে মধ্যে এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যবহারিক জ্ঞান বেশি কাজে আসে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আশিক সাহেব একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ জ্ঞান, দক্ষতা পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে প্রাচীন, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুব, শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, উপজাতি সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করেন।

[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মাঠকর্ম কাকে বলে? ১

খ. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আশিক সাহেব ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি আর কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের বাস্তব জ্ঞান, নীতি, ও দক্ষতা অর্জনে গৃহীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কৌশল।

খ দলকে সুষ্ঠুভাবে তার লক্ষ্যে পরিচালনা করাই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে অনেক ধরনের মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসেন। আর এসবের সামগ্রিক রূপ হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বা দলীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা।

গ উদ্দীপকে আশিক সাহেব ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয়, যা সাহায্যার্থীর পক্ষে মাঠকর্মী করে থাকে। এই সেবা মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত ক্ষেত্রে হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কার্যপরিচালনা করার পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে গবেষণা, সমস্যা নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা। সমাজকর্মের ধারণা তত্ত্ব, দক্ষতা ও কৌশলে কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া আজ প্রতিষ্ঠিত। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানবীয় এবং স্বাস্থ্যসেবার বিরাট অংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে সমাজকর্মী আশিক সাহেব তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি অর্থাৎ কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা পদ্ধতি এবং বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে নানা সমস্যা সমাধানে কাজ করেন। তাই বলা যায়, সমস্যা সমাধানে তিনি কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

Teachingbd24.com

ঘ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতিটি আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কেস ম্যানেজমেন্ট মূলত এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানবীয় ও স্বাস্থ্যসেবার বিরাট অংশে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের ধারণা, তত্ত্ব, দক্ষতা ও কৌশল কেস ম্যানেজমেন্টে ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি সেবা, প্রবীণকল্যাণ, মানসিক স্বাস্থ্য, সংশোধনাগার, আদালত, শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানমূলক প্রতিষ্ঠানে কেস ম্যানেজমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সামাজিক সমস্যার মাত্রা দিন দিন বাড়ছে, সেখানে কেস ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। যৌথ পরিবার ভেঙে তৈরি হওয়া অণু পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু থেকে শুরু করে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া একাকী বৃদ্ধের জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট উপযোগী।

দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধে, শিশু শ্রম নিরসনে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি কাজ করতে পারে। এছাড়া, বেকার যুবকদের মানসিক চাপ, হতাশা প্রভৃতি দূর করার ক্ষেত্রেও কেস ম্যানেজমেন্ট কাজ করতে পারে। মাদকাসক্তি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতির মতো সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে কেস ম্যানেজমেন্ট কাজ করতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করতে এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা প্রদানে কেস ম্যানেজমেন্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

উদ্দীপকের আশিক সাহেবও তার সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুবক সমাজ এবং শিক্ষা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্যসেবাসহ আরো নানা ক্ষেত্রে কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করেন। আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যা সমাধানে কেস ম্যানেজমেন্ট সত্যিকার অর্থেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ উপযোগী।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জিমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিষয়ের মাস্টার্সের ছাত্রী। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে তাকে ৬০ কর্ম দিবসের মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে ইতিপূর্বে সম্মান কোর্স শেষেও ৬০ কর্ম দিবসের মাঠকর্ম অনুশীলন সম্পন্ন করেছে। তার শিক্ষক ফারুক হুসাইন বলেন, "স্বাধীন ও যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এই অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়।"

[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৯]

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কবে যাত্রা শুরু করে? ১

খ. মাঠকর্মের নীতিমালা কেমন? ২

গ. উদ্দীপকের জিমি কোন বিষয়ে কী ধরনের কার্যক্রমে নিয়োজিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জিমির শিক্ষক জনাব ফারুক হুসাইন এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা যাত্রা শুরু করে।

খ নীতি হলো সেসব মূল্যবোধ বা আদর্শ যা কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

মাঠকর্মেও কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয় যার মধ্য দিয়ে তিনি তার কার্য সম্পাদন করে থাকেন। তাকে মাঠকর্ম নীতি বলা হয়। যা মাঠকর্ম লক্ষ্য অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাঠকর্ম ৬টি মূল্যবোধের আলোকে সুনির্দিষ্ট কিছু নীতি অনুসরণ করে। এগুলো হলো— ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদায় বিশ্বাস, ২. সামাজিক ন্যায়বিচার, ৩ মানবিক সেবা, ৪ অনুশীলনের পেশাদারিত্ব, ৫. পেশাগত অনুশীলন ও গোপনীয়তা রক্ষা এবং ৬. পেশাগত যোগ্যতা। এ নীতিগুলো যথাযথ অনুসরণের ওপর মাঠকর্মের সফলতা নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জিমি সমাজকর্মের মাঠকর্ম কার্যক্রমে অংশ নেয়।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষ পর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে কোনো সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল বা সমষ্টির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় এবং এটিই মাঠকর্ম।

উদ্দীপকে জিমি সমাজকর্ম বিষয়ের তাত্ত্বিক কোর্স শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে একটি হাসপাতালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে যায়। সেখানে সে ৬০ কর্মদিবস প্রশিক্ষণ নেয়। এর ফলে সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জিমি সমাজকর্ম বিষয়ের মাঠকর্ম কার্যক্রমে নিয়োজিত।

ঘ উদ্দীপকে জিমির শিক্ষক জনাব ফারুক হুসাইনের বক্তব্যটি যথার্থ।

মাঠকর্ম হলো সমাজকর্মের এমন একটি কার্যক্রম যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম পেশায় আসতে হলে প্রথমেই সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়। সেই সাথে মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের নীতি, পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এসব নীতিমালার প্রয়োগ ছাড়া মাঠকর্মের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। কিন্তু মাঠকর্মের এসব ব্যবহারিক জ্ঞান সমাজকর্মে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে মাঠকর্ম সমাজকর্ম পেশা বিকাশে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে।

উদ্দীপকের শিক্ষক ফারুক হুসাইনের মতে, স্বাধীন ও যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য এই অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে মাঠকর্ম অনুশীলনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার মাধ্যমে সমাজকর্ম পেশার উৎকর্ষতা আসে। সুতরাং বলা যায়, আধুনিক সমাজকর্ম পেশায় মাঠকর্মের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আসফি সমাজকর্মের ছাত্রী। সে তাত্ত্বিক কোর্স সমাপ্ত করে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সে একটি শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে কাজ করে। এই সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংগঠনের লক্ষ্যার্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. পেশাদার সমাজকর্মের কার্যকারিতা কীসের ওপর নির্ভর করে? ১

খ. মাঠকর্ম পরিচালনায় সমাজকর্মের কী কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে কোন প্রক্রিয়া প্রয়োগ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সফলভাবে উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আসফিকে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশাদার সমাজকর্মের কার্যকারিতা মাঠকর্মের ওপর নির্ভর করে।

খ মাঠকর্ম পরিচালনায় সমাজকর্মের কেস ম্যানেজমেন্ট ও গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট এই দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার আলোকে কতিপয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীর

Teachingbd24.com

পক্ষে মাঠকর্মী বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে সমন্বয় করে থাকেন। আর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট বলতে দল সমাজকর্মকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট সহায়তা করে।

গ উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করছে।

একটি নির্দিষ্ট দলের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক সুসংহত করার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে পরিচিত। দলের মধ্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটে। তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে দলীয় লক্ষ্য অর্জন অনেক সময় ব্যাহত হয়। তখন সমাজকর্মী তার জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত দলটিকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসে। আর এর সামগ্রিক রূপই হলো গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট।

উদ্দীপকে দেখা যায় সমাজকর্মের ছাত্রী আসফি তাত্ত্বিক কোর্স সমাপ্ত করে একটি শ্রমিক সংগঠনকে নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এখানে শ্রমিক সংগঠন হলো একটি দল। সে সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন। এখানে আসফির কাজটি ওপরে বর্ণিত গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আসফি তার মাঠকর্মে গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করেছে।

ঘ উক্ত প্রক্রিয়া অর্থাৎ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পাদন করতে হলে কয়েকটি ধাপ যেমন অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয়, সমাধান, মূল্যায়ন, দলকর্মের সমাপ্তি প্রভৃতি অতিক্রম করতে হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো অনুধ্যান। দলীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে দল ও দলের সদস্যদের সম্পর্কে অনুধ্যান করে দলের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব, ভূমিকা, দলের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, অবস্থান, দলীয় সম্পদ, সামর্থ্য, সমাজে দলের প্রভাব ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এরপর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সমস্যা নির্ণয় করতে হয়। সমস্যা নির্ণয়ের পর তা সমাধানে সমাজকর্মীকে কার্যক্রম পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশলের প্রোভাইডিং পদ্ধতি, সক্ষমকারী পদ্ধতি, প্রভাবকারী পদ্ধতি, সৃষ্টিশীল পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেন। এরপর সমাধান প্রক্রিয়া যথাযথ ফলপ্রসূ কিনা তা যাচাইয়ের জন্য মূল্যায়ন করা হয়।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের সর্বশেষ প্রক্রিয়া হলো দলকর্মের সমাপ্তি। এক্ষেত্রে মাঠকর্মী বা দল সমাজকর্মী দলীয় লক্ষ্য অর্জন হলো কিনা, কর্মপরিকল্পনা যা গ্রহণ করা হয়েছিল তা অর্জিত হলো কিনা, দলীয় সদস্যদের সমস্যা কতটুকু সমাধান হলো, তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, সমাজে তাদের জন্য বিদ্যমান যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তার সাথে যোগাযোগ হয়েছে কিনা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে দলের কর্মপ্রক্রিয়া শেষ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমাজকর্মী আসফি গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার করে সংগঠনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সদস্যদের সক্ষম করে তোলেন। আর গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করতে হলে উপরে বর্ণিত ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পাদন করতে উপরে উল্লিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৬ ইউসুফ সমাজকর্মে সম্মান শ্রেণির ছাত্র। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে সে তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়। ফলে রোগীরা তার সেবার প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। প্রতিটি রোগীকে সে যথাযথ মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ১১]

ক. BRAC-এর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য— বিষয়টি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ইউসুফের কাজে মাঠকর্মের কোন কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? নিরূপণ কর। ৩

ঘ. সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য ইউসুফকে আরো কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRAC-এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন— স্যার ফজলে হাসান আবেদ।

খ পরিমাপযোগ্যতা সামাজিক সমস্যার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

যে পরিস্থিতি পরিমাপ করা যাবে না তা সামাজিক সমস্যা নয়। এটি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিসংখ্যানিক উভয় দিক থেকে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, পাঁচ বছর পূর্বে বেকারত্বের হার ছিল ২০%, বর্তমানে তা ৩৫%। এটি পরিমাপ করে বলা যায়। সুতরাং এটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ রায়হান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করেছে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস কী? ১

খ. মাঠকর্মের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রায়হানের ইন্টার্নশিপের সঙ্গে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের কোন কর্মের ছিল রয়েছে? চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্দীপকে রায়হানের মত কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ মাঠকর্মের একটি উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো।

আধুনিক সমাজকর্ম বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে থাকে। আর এক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর উদ্দেশ্যে মাঠকর্ম পরিচালনা করা হয়।

গ উদ্দীপকে রায়হানের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্মের মিল রয়েছে।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো মাঠকর্ম। আমাদের দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ স্নাতক (সম্মান), এমএসএস প্রিলিমিনারি ও এমএসএস শেষপর্বে শ্রেণিকক্ষের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা মাঠকর্ম নামে পরিচিত। মূলত শিক্ষার্থী মাঠকর্মের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের প্রয়োগ করে।

উদ্দীপকে রায়হান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। সমাজকর্মেও তাত্ত্বিক শিক্ষার জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য মাঠকর্ম অনুশীলন করতে হয়। তাই বলা যায়, রায়হানের ইন্টার্নশিপের সাথে সমাজকর্মের মাঠকর্ম অনুশীলনের মিল রয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য মাঠকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাঠকর্ম সমাজকর্মীর অর্জিত জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থী ঐ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ নানা বিষয়ে শিক্ষার্থী ধারণা লাভ করে থাকে। এ শিক্ষা পরবর্তীতে শিক্ষার্থীকে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং সফলতা অর্জনে সহায়তা করে। মাঠকর্ম অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের মাঝে কাজ করতে হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মাঝে বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে এবং অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন ও সমষ্টিকে নিয়েই শিক্ষার্থীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থী এ সমস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির ভাগ্য পরিবর্তন ও অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করে। এজন্য তাদের মতামত বা প্রতিভার বিকাশ সাধন এবং সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিক্ষার্থী সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন—সাক্ষাৎকার, জরিপ, কেস স্টাডি, গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজকর্মে মাঠকর্ম অনুশীলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মুক্তার মিয়া এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিবে। পরীক্ষার পূর্বে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সে ঢাকার বাইরে ৬০ দিনের কর্মদিবসের জন্য একটি সরকারি শিশুসদনে যায় হাতেকলমে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ১১]

ক. মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয় কত সালে? ১

খ. সামাজিক জরিপ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তারের ৬০ দিনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সমাজকর্মে কী বলা হয়? উল্লেখ কর। ৩

ঘ. একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে উক্ত প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয় ১৯২০ সাল থেকে।

খ সামাজিক জরিপ হলো একটি সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া।

সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক ও আচরণগত তথ্য প্রয়োজন হয়। মূলত এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের পদ্ধতি হলো সামাজিক জরিপ। অনুকল্প গঠন অথবা কর্মসূচি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তারের ৬০ দিনের অনুশীলন কার্যক্রমকে মাঠকর্ম বলা হয়। কারণ সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের আওতায় ৬০ দিনের একটি অনুশীলন কার্যক্রম সম্পন্ন করে, যা মাঠকর্ম হিসেবে পরিচিত। সমাজকর্মীদের দক্ষতা বিকাশে এর গুরুত্ব রয়েছে।

সমাজকর্মের মূল দর্শন হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির কল্যাণ সাধন। এ লক্ষ্যে ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা জানার জন্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন কতকগুলো পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশল। মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজকর্মীগণ এ পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার করতে শেখে। মাঠকর্ম সমাজকর্মীর অর্জিত জ্ঞানকে পরিপূর্ণতা দান করে। মাঠকর্ম অনুশীলনের জন্য যেহেতু শিক্ষার্থীকে কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়, সেহেতু শিক্ষার্থী ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচি, নীতি প্রণয়ন, প্রশাসনিক কার্যাবলিসহ নানা বিষয়ে ধারণা লাভ করে থাকে, যা সমাজকর্মীকে পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, সফলতা, ব্যর্থতা নির্ণয় করে সীমাবদ্ধতা দূর করতে শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করে থাকে।

এছাড়া তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন— সাক্ষাৎকার, জরিপ, কেস স্টাডি, গবেষণা ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব দক্ষতা অর্জন করে থাকে। তদুপরি ৪৫০ কর্মঘণ্টা বা ৬০ কর্মদিবসে শিক্ষার্থী যে কাজগুলো করে থাকে সে সম্পর্কিত প্রসেস রেকর্ডিং, কেস লিপিবদ্ধকরণ এবং সর্বশেষ প্রতিবেদন তৈরির মতো বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এ সকল কারণে সমাজকর্মে মাঠকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঘ একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মীর ক্ষেত্রে উক্ত প্রশিক্ষণ অর্থাৎ মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তুলতে মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে সমাজকর্মের নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতিকে বিমূর্ত রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সমাজকর্মের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর ফলে একজন শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং দক্ষতা অর্জনে সমর্থ হন।

মাঠকর্ম শিক্ষায় সমাজকর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয় করা হয়। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া তার কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পাওয়া যায় না। সেজন্যই সমাজকর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটানো হয় যা একজন পেশাদার সমাজকর্মীর জন্য জরুরি। সমাজকর্মীরা শিক্ষানবিশ অবস্থায় অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান কোনো প্রতিষ্ঠানে মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। এভাবে নবীন সমাজকর্মীরা সমাজকর্মের নীতি চর্চার একটি বাস্তব পরিবেশ পায়। এর ফলে পরবর্তীতে তারা পেশাগত জীবনে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। এছাড়া সমাজকর্মী হিসেবে নিজের ও প্রতিষ্ঠানের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ উপলব্ধি করার শিক্ষা মাঠকর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। ফলে আত্মসমালোচনা ও নিজের কাজের বিশ্লেষণসহ সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনার সুযোগ মেলে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের এবং সমাজকর্ম পেশার নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলস্বরূপ অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং সে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শিক্ষানবীশ সমাজকর্মী হিসেবে মাঠকর্ম চলার সময় করিম বেশ কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। যা তার ভবিষ্যত পেশাজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রানা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য তাকে ৬০ দিনের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সে সেখানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে বিভাগে প্রতিবেদন জমা দেয়।

[রাজকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]

ক. সমাজকর্মের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সামাজিক জরিপ কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ শেষে রানা কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবে? ৩

ঘ. সমাজকর্মে উক্ত প্রশিক্ষণের ভূমিকা ব্যাপক— মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজকর্ম হলো এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর বিজ্ঞান যেখানে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৮ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ অর্থাৎ মাঠকর্ম শেষে রানা সমাজকর্ম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মাধ্যমে মাঠকর্ম সম্পন্ন করবে।

প্রতিবেদনের উপরের পৃষ্ঠায় মাঠকর্মের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নাম, ছাত্র/ছাত্রীর নাম, কর্মক্ষেত্রের এবং প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়কের নাম, মাঠকর্ম অনুশীলনের সময়সীমা উল্লেখ থাকবে। প্রতিবেদনের অভ্যন্তরীণ অংশে সংস্থার কার্যপরিধি, কার্যক্রম শুরু করার সময় এবং পদ্ধতি, সংস্থার ধরন (সরকারি- বেসরকারি, ব্যক্তি ও দল সমাজকর্ম, সেবা প্রদানের ক্ষেত্র), সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংস্থার চলতি কার্যক্রমসমূহ, সংস্থার প্রশাসনিক কাঠামো ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তীতে মাঠকর্ম দ্বারা পরিচালিত কোর্সের সংখ্যা, ব্যক্তি সমাজকর্ম কেন্দ্রিক সংস্থার ক্ষেত্র বর্ণনায় ৩ থেকে ৪টি নির্ধারিত কেসের (ঘটনা) সারসংক্ষেপ বর্ণনা থাকবে। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মমূল্যায়নের বর্ণনা থাকবে ও ছাত্র-ছাত্রী যে সংস্থায় তার মাঠকর্ম সম্পাদন করেছে সে সংস্থার কর্মসূচি ও সেবাসমূহের সফলতা ও বিফলতা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়। সেইসাথে মাঠকর্ম পরিচালনায় যেসব প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা মোকাবিলা করেছে তা দূরীকরণের সুপারিশমালা লিখিত আকারে রিপোর্টে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদনে ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রতিবেদনের শেষে লিখিত আকারে সংযুক্ত করতে হবে।

তাই বলা যায়, রানা উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন তৈরি করবে।

ঘ সমাজকর্মে উক্ত প্রশিক্ষণের অর্থাৎ মাঠকর্মের ভূমিকা ব্যাপক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্ম কাজ করছে। এটি মূলত একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান এবং পেশাগত সেবাদান প্রক্রিয়া। মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ এই পেশাগত কার্যক্রমকে উৎকর্ষতা প্রদানে সহায়তা করছে।

পেশাগত সেবাদান প্রক্রিয়া হিসেবে সমাজকর্ম তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকে যৌথভাবে প্রয়োগ করে। যেহেতু তাত্ত্বিক জ্ঞান সবসময় প্রচলিত সমাজে প্রয়োগ করা যায় না সেহেতু মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে সহায়ক। এছাড়া মাঠকর্ম বিভিন্ন এজেন্সী ও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে সমাজকর্ম পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে বিচিত্র ধরনের মানুষ, তাদের সমস্যা ও এর সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। মাঠকর্মের ফলে শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতার পরিমার্জন, পরিশোধন, মূল্যবোধ অর্জন প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীরা তত্ত্ব এবং তত্ত্বের অনুশীলনের মধ্যে সংযোগ সাধনে সক্ষম হয়, যা সমাজকর্মের পেশাগত উৎকর্ষতা অর্জনে সহায়ক। পাশাপাশি ব্যবহারিক বা মাঠকর্ম প্রশিক্ষণের সময় নতুন চিন্তা-চেতনা, পদ্ধতি, কৌশল অবলম্বন করা হয়। ফলে সমাজকর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় তাত্ত্বিক-জ্ঞান কাজে লাগানো গেলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাধারণত মাঠ প্রশিক্ষণ বেশি কার্যকর।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, উদ্দীপকে চিহ্নিত কাজ অর্থাৎ মাঠকর্মের মাধ্যমে বর্তমান সমাজকর্মের পেশাগত দিক উৎকর্ষতা অর্জন করছে। মাঠকর্ম অনুশীলন একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ করে দেয় এবং পেশাগত দায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ▶ ২০ রাফি একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করার পর তাকে বাধ্যতামূলকভাবে এক বছরের ইন্টার্নশিপ করতে হবে যেন সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান রোগীদের নিরাময়ে ব্যবহার করতে পারে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদেরও বাস্তবজ্ঞান অর্জনের জন্য ইন্টার্নশিপের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক।

[বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. প্রতিবেদন কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মেডিকেল ছাত্রদের ইন্টার্নশিপ সমাজকর্মের কোন বিষয়কে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রতিবেদন হলো কার্যসম্পাদনের লিখিত দলিল।

খ কেস ম্যানেজমেন্ট হলো বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয় যা সাহায্যার্থীর পক্ষে মাঠকর্মী করে থাকে। এই সেবা মানসিক স্বাস্থ্য বা আইনগত ক্ষেত্রে হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, কেস ম্যানেজমেন্ট হলো নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহায্যার্থীর সাথে কার্য পরিচালনা করার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকবে গবেষণা, সমস্যা নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ব্যবস্থা।

গ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনাব ফিরোজ উদ্দীন রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি বি এস শেষ করে। এখন তাকে এক বছর ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হবে। ইন্টার্নি ডাক্তার হিসেবে কাজ করে সে অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ করবে। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া কী? ১

খ. মাঠকর্ম প্রতিবেদন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ সাহেবের ইন্টারর্নিশিপের সাথে সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের কোন কর্মের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্দীপকের ফিরোজ সাহেবের মতো কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে সামাজিক এজেন্সি থেকে লম্বা সময়ের জন্য সাহায্য গ্রহণকারীর সেবা পরিকল্পনা ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

খ মাঠকর্ম প্রতিবেদন হলো শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনের লিখিত দলিল। সাধারণত মাঠকর্ম একাডেমিক এবং এজেন্সি তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজসেবা এজেন্সিতে নিয়োজিত শিক্ষার্থীরা অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে। এ প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত কাজগুলো উপস্থাপিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন রিপোর্ট হিসেবেও পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৭ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২২ নাবিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সম্মান শ্রেণির ছাত্র। তাত্ত্বিক কোর্স শেষে সে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য তাকে পাঠাতে হয় মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে। সে তার অধীনে মাদকাসক্ত রোগীদের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা দেয়। সে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করে রোগীদের সেবা করে। *[সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

Teachingbd24.com

ক. মাঠকর্ম কী?
খ. কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নাবিলের কার্যক্রমে মাঠকর্মের কোন কোন নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সঠিকভাবে মাঠকর্ম সম্পাদনের জন্য নাবিলকে আরো কিছুনীতি অনুসরণ করতে হবে" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাঠকর্ম হলো সমাজের এমন একটি দিক যেখানে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়।

খ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৩ তাহরিমা হক একজন পেশাদার সমাজকর্মী। তিনি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। তার কাছে আগত সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তিদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সমাজকর্মের একটি আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজকর্মের মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, পদ্ধতি ও বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, শিশু, যুব, শিক্ষা, গৃহায়ন স্বাস্থ্যসেবা, উপজাতি সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করেন। *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. কেস কী? ১
খ. 'সমাজকর্ম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে তাহরিমা হক ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মের কোন আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এ পদ্ধতিটি আর কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেস হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সমাজকর্মীর নিকট নথিভুক্ত হওয়া।

খ সমাজকর্ম পেশায় তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন এবং তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকর করা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।
সমাজকর্ম পেশায় আসতে হলে প্রথমেই সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এরপর এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য মাঠ-পর্যায়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে হয়। এভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়েই একজন সমাজকর্মী পেশাদার ক্ষেত্রে প্রবেশের যোগ্য হয়ে ওঠেন।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৪ স্বর্ণা সমাজকর্মের শিক্ষার্থী। এখন সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সমাজসেবা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য কাজ করছে। এখানে তাদের ৬০ কর্মদিবস কাজ করতে হবে। কাজ শেষে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে তার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের কাছে জমা দিতে হবে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা কত সালে যাত্রা শুরু করে? ১
খ. মাঠকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে স্বর্ণা সমাজকর্মের কোন কাজ সম্পন্ন করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে স্বর্ণা সমাজকর্মের যে কাজ করছে তার উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষা ১৯৫৫ সালে যাত্রা শুরু করে।

খ মাঠকর্ম (Field Work) বলতে কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে বোঝায়।
মাঠকর্ম অনুশীলন সমাজকর্মে একটি অপরিহার্য বিষয়। কারণ সমাজকর্ম একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। এর তাত্ত্বিক ধারণাকে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্যই মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণ প্রায়োগিক একটি বিষয়।

গ স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক দিক তথা মাঠকর্ম অনুশীলনের কাজ সম্পন্ন করেছে।
মাঠকর্ম হলো তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কার্যকরী ও পরিপূর্ণ করে তোলার একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ মাঠকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি দিককে নির্দেশ করে যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে নিয়ে প্রয়োগ করা হয়।
স্বর্ণা সমাজকর্মের শিক্ষার্থী। সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে সে ঢাকা মেডিকেলে হাসপাতাল সমাজসেবা বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ সে তার অর্জিত জ্ঞানকে কতটুকু কাজে লাগাতে পারছে তা দেখার জন্য এবং সমাজকর্মের ধারণাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠিয়েছে। এখানে মাঠকর্মের উদ্দেশ্যই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক, বাস্তবমুখী জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য মাঠকর্ম সম্পাদন করছে।

ঘ উদ্দীপকের স্বর্ণা সমাজকর্মের প্রায়োগিক তথা মাঠকর্ম অনুশীলন করছে। এর লক্ষ্যও উদ্দেশ্য সুদূরপ্রসারী।
সমাজকর্মের শিক্ষার্থী স্বর্ণাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ঢাকা মেডিকেলে অর্জিত পাঠানো হয়। সেখানকার হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সে সেখানে রোগী কল্যাণ তথা রোগীর চিকিৎসায় সার্বিক সহযোগিতা করছে। তার এ কাজে সমাজকর্মের জ্ঞান, পদ্ধতি, কৌশল প্রয়োগ করে হাসপাতালে আগত দুস্থ ও অসহায় রোগীদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। মূলত শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজকর্মের কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করাই ছিল তাকে মাঠকর্মে পাঠানোর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মসূচির সাথে একাত্ম হয়ে সে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা এখানে আত্মসচেতনতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতার সাথে কাজ করে পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের চেষ্টা করবে যা মাঠকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক জ্ঞানের একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে উদ্দীপকের স্বর্ণা। সে মানুষ এবং মানুষের সমস্যাগুলো কাছ থেকে দেখার বা জানার সুযোগ পেয়েছে।
সার্বিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী স্বর্ণার মাঠকর্ম অনুশীলনে এর লক্ষ্য– উদ্দেশ্যকে উঠে এসেছে।

Teachingbd24.com

★★ সমাজকর্মে মাঠকর্মের ধারণা ও উদ্দেশ্য, মাঠকর্মের নীতিমালা, মাঠকর্মের গুরুত্ব

১. সমাজকর্ম কোন ধরনের জ্ঞানের কার্যকারিতা ও পরিপূর্ণতা অর্জন করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে? [জ্ঞান]
ক তাত্ত্বিক খ মৌলিক
গ প্রায়োগিক ঘ যৌগিক — ক

২. কোন বিষয়ের কার্যকারিতা নির্ভর করে তার ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর? [জ্ঞান]
ক সমাজকল্যাণের খ সমাজকর্মের
গ ইতিহাসের ঘ নীতিবিদ্যার — খ

৩. কোন বিষয়কে একটি ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে অভিহিত করা হয়? [জ্ঞান]
ক ইতিহাস খ পৌরনীতি
গ নৃবিজ্ঞান ঘ সমাজকর্ম — ঘ

৪. *Field work Manual* এর লেখক কে? [জ্ঞান]
ক PB Horton খ M A Momen
গ CL Hunt ঘ Bogardas — খ

৫. আধুনিক সমাজকর্ম কোন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তি দল, ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে থাকে? [জ্ঞান]
ক জরিপ খ কেস স্টাডি
গ ঘটনা অনুসন্ধান ঘ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি — ঘ

৬. নীতিকে কার্য সম্পাদনের কাঠামো বলে অভিহিত করেছেন কারা? [জ্ঞান]
ক হলিস ও টেইলর খ ফ্রিম্যান ও শেরউড
গ ম্যাকাইভার ও পেজ
ঘ পি বি হর্টন ও সি এল হান্ট — খ

৭. কয়টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাঠকর্মীরা সমঝোতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে থাকে? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি — ক

৮. মাঠকর্মী তার Client সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে কোন নীতির মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক অংশগ্রহণ নীতি খ গোপনীয়তা নীতি
গ যোগাযোগ নীতি ঘ লক্ষ্য নির্ধারণ নীতি — গ

৯. পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেকে অভ্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়? [জ্ঞান]
ক উদ্ভাবন খ র‍্যাপো
গ অভিযোজন ঘ প্রভাবিতকরণ — গ

১০. মাঠকর্ম শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধায়কের অধীনে সরাসরি সেবামূলক কার্যক্রমের সঙ্গে কোন বিষয়ের জ্ঞান অনুশীলনের সম্পৃক্ত করে? [জ্ঞান]
ক সমাজকর্ম খ সমাজবিজ্ঞান
গ পৌরনীতি ঘ ইতিহাস — ক

১১. সমাজকর্ম বিশ্বব্যাপী পরিচিত হওয়ার কারণ— [অনুধাবন]
i. ব্যবহারিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ
ii. তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ
iii. সমস্যার প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন ও এর সমাধান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

১২. মাঠকর্মের লক্ষ্য হলো— [অনুধাবন]
i. সমাজ তথা মানুষের সমস্যা জানা
ii. সমাজকর্মের পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ
iii. তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

১৩. সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম প্রশিক্ষণ চালু করার কারণ— [অনুধাবন]
i. তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবমুখী করে তোলার জন্য
ii. সমাজকর্মের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য
iii. শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

১৪. সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেয়— [অনুধাবন]
i. সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য
ii. সামাজিক সমস্যা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য
iii. দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ইমন এ বছর সমাজকর্ম বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে। সে তার অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে চায়। এক্ষেত্রে তাকে কতকগুলো নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আধুনিক সমাজকর্ম বিকাশে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৫. অনুচ্ছেদে ইমনের অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করাকে সমাজকর্মের ভাষায় কী বলা হয়? [প্রয়োগ]
ক সমাজসেবা কার্যক্রম
খ মাঠকর্ম অনুশীলন
গ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম
ঘ সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম — খ

১৬. ইমনের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগে অনুসরণ করতে হবে— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. অংশগ্রহণ নীতিমালা
ii. গোপনীয়তা নীতিমালা
iii. পেশাগত সম্পর্ক নীতিমালা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

http://teachingbd.com

★ কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া

১৭. কেস নিয়ে কাজ করার সময় সমাজকর্মীকে সংশ্লিষ্ট কেসের জন্য কী করতে হয়? [জ্ঞান]
ক সমস্যা নির্ধারণ খ তদারকি
গ পরিকল্পনা ঘ পরিকল্পনা উন্নয়ন
ক

১৮. কেস ম্যানেজমেন্ট কী? [জ্ঞান]
ক স্কুল সমাজকর্ম
খ ব্যবহারিক সমাজকর্ম
গ পেশাগত সম্পর্ক
ঘ বিভিন্ন সেবার মধ্যে সমন্বয়
ঘ

১৯. কে সমাজকর্মের সাহায্যার্থীকেন্দ্রিক ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক এম এ মোমেন খ ডব্লিউ এ ফ্রিডল্যান্ডার
গ ট্রিশ কেনেল ঘ মরেলস এন্ড শেফার
খ

২০. Trish Kanle কত সালে সমাজকর্মের সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া উপস্থাপন করেন? [জ্ঞান]
ক ২০১০ সালে খ ২০১১ সালে
গ ২০১২ সালে ঘ ২০১৩ সালে
ক

২১. Trish Kanle প্রদত্ত সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়? [জ্ঞান]
ক প্রথম পর্যায়ে খ দ্বিতীয় পর্যায়ে
গ তৃতীয় পর্যায়ে ঘ চতুর্থ পর্যায়ে
খ

২২. কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়াকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ২টি খ ৪টি
গ ৫টি ঘ ৬টি
ক

২৩. সমাজকর্মে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়? [জ্ঞান]
ক সাহায্যার্থী খ সাহায্যকারী
গ অসহায়গ্রস্ত ঘ মাঠকর্মী
ক

২৪. Rapport বলতে কী বোঝ? [জ্ঞান]
ক সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক
খ সমাজকর্মীর সীমাবদ্ধতা
গ সমাজকর্মীর ও সাহায্যার্থীর পেশাগত সম্পর্ক
ঘ মাঠকর্মীর অনুশীলন
গ

২৫. সমস্যা নির্ণয়-পরবর্তী ধাপ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? [জ্ঞান]
ক পরিকল্পনা প্রণয়ন খ বাস্তবায়ন
গ পর্যালোচনা ঘ সমাপ্তিকরণ
ক

২৬. সমাজকর্মের সাহায্যার্থী কেন্দ্রিক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ কোনটি? [জ্ঞান]
ক বাস্তবায়ন খ পরিকল্পনা গ্রহণ
গ তদারকি এবং পর্যালোচনা
ঘ কেস সমাপ্তি
ক

২৭. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মূল কাজ হলো— [অনুধাবন] *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম]*
i. পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখা
ii. সাহায্যপ্রার্থীর সক্ষমতা বাড়ানো
iii. বিদ্যমান ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

২৮. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াগুলো হলো— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়
ii. ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ
iii. ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

২৯. কেস ম্যানেজমেন্টের তদারকি ও পর্যালোচনা রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ধাপে— [অনুধাবন]
i. সমস্যার পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
ii. কেস সমাপ্ত করা হয়
iii. কর্মসূচি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

★★ গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া

৩০. কোনটির ওপর ভিত্তি করে মানুষ দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন শুরু করে? [অনুধাবন]
ক পারস্পরিক ভালোবাসা
খ দায়িত্ববোধ
গ নির্ভরশীলতা ঘ ধর্মীয় বন্ধন
গ

৩১. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার কোন কাজটি সেবাদান শুরু হওয়া থেকে শেষ অবধি ক্রমাগত চলতে থাকে? [জ্ঞান]
ক তথ্য অনুসন্ধান
খ চাহিদা নির্ণয় ও সেবাদান পরিকল্পনা
গ সেবাকর্ম ঘ মূল্যায়ন
ক

৩২. গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া কোনটি? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক পরিকল্পনা খ দল গঠন
গ মূল্যায়ন
ঘ দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ
ক

৩৩. গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ কোনটি? [জ্ঞান]
ক তথ্য অনুসন্ধান
খ চাহিদা নির্ণয় ও সেবাদান পরিকল্পনা
গ মূল্যায়ন
ঘ দলকর্মের সমাপ্তি
ঘ

Teachingbd.com

৩৪. একজন দল সমাজকর্মী দলীয় সদস্যদের— [অনুধাবন]
i. সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করেন
ii. অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন
iii. কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৩৫. শাহানা একটি ফার্মে দল সমাজকর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তার দল ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে তিনি যাচাই করবেন— [প্রয়োগ]
i. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কি না
ii. দলীয় সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না
iii. প্রতিষ্ঠান তার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে কি না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রুমা ও রোমেলের বিয়ের বয়স দু'বছর হলো রুমা কিছুতেই রোমলের পরিবারের সাথে সমন্বয় করতে পারছে না। এ নিয়ে রোমেলসহ পরিবারের সবার সাথে রুমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। রুমা আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেও দেড় বছরের ছেলে অনিকের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না।

৩৬. একজন সমাজকর্মী উদ্দীপকের পরিস্থিতিতে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে? [প্রয়োগ]
ক কেস ম্যানেজমেন্ট
খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট
গ কমিউনিটি ম্যানেজমেন্ট
ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়া **খ**

৩৭. উক্ত প্রক্রিয়ায় একজন সমাজকর্মী— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবেন
ii. পরিবারের সদস্যদের সাথে খাপ খাইয়ে চলার পরামর্শ দেবেন
iii. সদস্যদের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★ মাঠকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্ম কৌশল, মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির ধারণা

৩৮. সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় কোনটির মাধ্যমে? [জ্ঞান]
ক কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
খ গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
গ মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে
ঘ কেস স্টাডির মাধ্যমে **গ**

৩৯. কোন সালে মাঠকর্ম অনুশীলন শুরু হয়? [জ্ঞান]
ক ১৯০০ সালে খ ১৯২০ সালে
গ ১৯৪০ সালে ঘ ১৯৬০ সালে **খ**

৪০. মাঠকর্মের মাধ্যমে কী অর্জিত হয়? [জ্ঞান]
ক জ্ঞান খ অভিজ্ঞতা
গ দক্ষতা ঘ যোগ্যতা **গ**

৪১. শ্রেণিকক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে কী অর্জিত হয়? [জ্ঞান]
ক দক্ষতা খ অভিজ্ঞতা
গ জ্ঞান ঘ নৈপুণ্য **গ**

৪২. কোনটি মাঠকর্মের উপাদান নয়? [জ্ঞান]
ক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ তত্ত্বাবধায়ক
গ এজেন্সি ঘ অনুশীলনবিদ **ক**

৪৩. মাঠকর্ম হলো— [অনুধাবন]
ক তত্ত্ব এবং অনুশীলনের সংযোগ
খ জ্ঞান ও দক্ষতার সংযোগ
গ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার সংযোগ
ঘ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও এজেন্সির সংযোগ **খ**

৪৪. মাঠকর্মের কোন প্রক্রিয়াটি অনুসরণের মাধ্যমে সাহায্যার্থীকে সামগ্রিকভাবে জানা যায়? [জ্ঞান]
ক মূল্যায়ন খ হস্তক্ষেপ কৌশল
গ যোগাযোগ কৌশল ঘ সমস্যা নির্ধারণ **ঘ**

৪৫. মাঠকর্মে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি কয়টি? [জ্ঞান] *[কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*
ক ৪টি খ ৫টি
গ ৬টি ঘ ৭টি **গ**

৪৬. বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন ও সমর্থন আদায়ের জন্য পরিচালিত সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাকে কী বলে? [জ্ঞান]
ক অভিযোজন খ সামাজিক কার্যক্রম
গ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ঘ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা **খ**

৪৭. কোন বিপ্লবের ফলে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিমা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে? [জ্ঞান]
ক রুশ বিপ্লব খ শিল্প বিপ্লব
গ ফরাসি বিপ্লব ঘ অরেঞ্জ বিপ্লব **খ**

৪৮. কোন শতাব্দীর শেষ ভাগে শিল্প বিপ্লব হয়? *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]*
ক সপ্তদশ খ অষ্টাদশ
গ ঊনবিংশ ঘ বিংশ **খ**

৪৯. মাঠকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যার কার্যকরী সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়টি কৌশল অবলম্বন করে থাকেন? [জ্ঞান]
ক দুইটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

Teachingbd.com

৫০. সমাজকর্মের শিক্ষার্থীকে কোন ধরনের ব্যক্তিদের মাঝে কাজ করতে হয়? [জ্ঞান] /শ্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সিগঞ্জ/
ক) পরিচিত খ) পরিবারের সদস্য
গ) আত্মীয় ঘ) অপরিচিত ব্যক্তি ঘ

৫১. সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীদের কী করতে হবে? /রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী/
ক) পরিকল্পনা খ) গবেষণা
গ) যোগাযোগ ঘ) পদক্ষেপ গ্রহণ খ

৫২. মাঠকর্ম প্রতিবেদন কয় প্রকারের হয়? [জ্ঞান] /কদমতলা পূর্ব বাসাবো স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ ক

৫৩. প্রতিবেদনে সবসময় কোন ধরনের তথ্যাবলি ব্যবহার করতে হবে? [জ্ঞান] /রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, রাজবাড়ী/
ক) আপডেট খ) প্রাচীনকালের
গ) গবেষণালব্ধ ঘ) আনন্দদায়ক ক

৫৪. প্রতিবেদন কেমন হতে হবে? [জ্ঞান] /মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা/
ক) সম্পূর্ণ খ) অসম্পূর্ণ
গ) বিস্তৃত ঘ) বিক্ষিপ্ত ক

৫৫. ঢাকায় কত সালে সমাজকর্ম বিষয়ে তিন মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়? [জ্ঞান] /চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ/
ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৩ সালে
গ) ১৯৫৪ সালে ঘ) ১৯৫৫ সালে খ

৫৬. সমাজকর্ম শিক্ষা কত কর্মদিবস মাঠকর্ম সম্পাদন করতে হয়? /সকল বোর্ড ২০১৫/
ক) ৫০ খ) ৬০
গ) ৭০ ঘ) ৮০ খ

৫৭. সামাজিক জরিপকে মাঠকর্ম গবেষণায় সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে? [জ্ঞান]
ক) পি. ভি. ইয়ং খ) জন হাওয়ার্ড
গ) ফ্রিডল্যান্ডার ঘ) কার্লি হেনরি খ

৫৮. সমাজকর্মে মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য কে নির্দেশনা প্রদান করেন?
ক) জিসবার্ট খ) এম এ মোমেন
গ) ফ্রিম্যান ঘ) টেইলর খ

৫৯. সমাজকর্মে মাঠকর্ম অনুশীলন করা হয়— [অনুধাবন]
i. উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহে
ii. স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে
iii. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

৬০. মাঠকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছেন— [অনুধাবন] /ফেনী সরকারী কলেজ, ফেনী/
i. সংস্থার পেশাদার লোক
ii. কোর্স শিক্ষক iii. কোর্স সমন্বয়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৬১. মাঠকর্ম অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী— [অনুধাবন] /আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ/
i. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে
ii. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে
iii. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৬২. মাঠকর্ম প্রতিবেদন তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়— [অনুধাবন] /ঝালকাঠী সরকারি মহিলা কলেজ/
i. বিভিন্ন বই পুস্তক ii. গবেষণা প্রতিবেদন
iii. পুরোনো প্রতিবেদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঘ

৬৩. Innovation বা উদ্ভাবন কৌশল প্রয়োগ করা হয়— [অনুধাবন]
i. ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য
ii. ব্যক্তির অবস্থা উন্নয়নের জন্য
iii. ব্যক্তির সমস্যার মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
তামান্না ঢাকা মেডিকেলে তিন মাস মাঠকর্ম অনুশীলন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। রিপোর্টের কভার পেজে তামান্না নিজের নাম ঠিকানা লিখে প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধায়কের কাছে জমা দেয়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক প্রতিবেদনটি কভার পেজ দেখেই ফেরত দিয়ে দেন।

৬৪. তত্ত্বাবধায়ক তামান্নার রিপোর্টটি ফেরত দিয়েছেন কেন? [প্রয়োগ]
ক) প্রতিষ্ঠানের নাম না লেখার কারণে
খ) নিজের নাম লেখার কারণে
গ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না লেখার কারণে
ঘ) আত্মমূল্যায়ন না করার কারণে ক

৬৫. কভার পেজটিকে সঠিকভাবে লিখতে হলে তামান্নাকে নিজের নামের পাশাপাশি— [উচ্চতর দক্ষতা]
i. প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে
ii. সুপারিশমালা উপস্থাপন করতে হবে
iii. প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়কের নাম লিখতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii খ

Teachingbd.com